সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ঊনবিংশ ভাগ

সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ, পি এচ্‌ ডি।

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

২।১।৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২০

[বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ।৵০]

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সদস্যগণপক্ষে বিনামূল্য]

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

গোহাটীর নূতন তাম্রশাসন

কামরূপপতি মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালবর্ম্মার একখণ্ড তাম্রশাসন গোহাটী নগরীর অনতিদূরে ভূগর্ভে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে আমি গোহাটীনগরে গমন করি। তৎকালে গোহাটীনিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী (Personal Asst. to the Commissioner) মহাশয় আমাকে এই তাম্রশাসন দেখাইয়াছিলেন। এই প্রশস্তির পাঠ ও বিবরণ হেমবাবু এসিয়াটীক সোসাইটীর জার্ণালে প্রকাশ করিবেন বলিয়া আমাকে বলিয়াছেন। এ জন্য আমি তাহার স্থূলমর্ম্ম অদ্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি।

এই প্রশস্তি তিনটি পত্রে লিখিত, পত্রগুলি একটি বৃহৎ তাম্রঅঙ্গুরী দ্বারা গ্রথিত। রাজকীয় মুদ্রাও তাহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে।

শাসনপত্রে লিখিত আছে যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের বংশে ব্রহ্মপাল প্রভৃতি নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশে গোপালবর্ম্মা আবির্ভূত হন। গোপালের পুত্র হর্ষপাল বর্ম্মা। এই হর্ষপালের ঔরসে ও নয়নাদেবীর গর্ভে "শ্রীবারাহ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ধর্ম্মপালবর্ম্মদেব" জন্মগ্রহণ করেন।

ইতিপূর্ব্বে কামরূপপতিগণের আরও ৬ খানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা :—

১। বনমালদেবের তাম্রশাসন। (Journal, Asiatic Society of Benga Vol. IX. p. 766.)

২। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন। (J. A. S. B. Vol. LXVI. p. 113.)

৩। বলবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন। (J. A. S. B. Vol. LXVI. p. 285.)

৪। রত্নপালের ১ নং তাম্রশাসন। (J. A. S. B. Vol. LXVII. p. 99)

৫। রত্নপালের ২নং তাম্রশাসন। (J. A. S. B. Vol. LXVII. p. 120.)

৬। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন। (Epigraphica Indica, Vol II. p. 347.)

দুই, চারি এবং পাঁচসংখ্যক শাসনপত্রের সহিত নূতন তাম্রশাসনের সংস্রব রহিয়াছে। অন্যান্য প্রশস্তির সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

নূতন তাম্রশাসনে গোপালের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চারি এবং পাঁচসংখ্যক তাম্রশাসন ব্রহ্মপালের পুত্র রত্নপাল-প্রদত্ত। ২সংখ্যক শাসন ব্রহ্মপালের প্রপৌত্র ইন্দ্রপালপ্রদত্ত।

১ সংখ্যক তাম্রশাসন পার্ব্বত্যজাতীয় হরজরের পুত্র বনমালদেবের প্রদত্ত, ৩ সংখ্যক তাম্রশাসন বনমালদেবের প্রপৌত্র বলবর্ম্মদেব প্রদত্ত।* হরজরের বংশধরগণের সহিত ভগদত্তের বংশধরগণের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। ডাক্তার হোরন্লী সাহেব লিপিবিজ্ঞানের (Paleography) সাহায্যে নরপতিগণের সময়াবধারণাদির চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার মতে :—

বলবর্ম্মন্ ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ
রত্নপাল ১০১০ খৃষ্টাব্দ
ইন্দ্রপাল ১০৫০ খৃষ্টাব্দ †

আমরা কোনমতেই ডাক্তার হোরন্লীর মত অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ ভুতিবর্ম্মন্ হইতে ধর্ম্মপাল পর্য্যন্ত আমরা যে বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করিতেছি, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, ১২ জন নরপতি ধারাবাহিকরূপে প্রায় ৩ শত বৎসর কামরূপ শাসন করিয়া গিয়াছেন। হরজরবংশীয় নরপতিগণ ভুতিবর্ম্মার পূর্ব্বে কিম্বা ধর্ম্মপালের পর কামরূপে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। ১৩ সংখ্যক তাম্রশাসনে হরজরবংশীয়গণের নাম নিম্নলিখিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

১। হরজর
|
২। বনমাল
|
৩। জয়মাল
|
৪। বীরবাহু
|
৫। বলবর্ম্মন্

গৌড়েশ্বর কুমারপালের সময় কামরূপপতি তিগ্মদেবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, কুমারপাল স্বীয় মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে কামরূপের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় তিগ্মদেব হরজরবংশীয় নরপতি হওয়াই সম্ভব। বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অক্ষরদৃষ্টে তাহা ব্রহ্মপালের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যাইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মপালের পর হরজরবংশের অভ্যুদয় বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

---

* বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের পাঠ ও বিবরণ বন্ধুবর শ্রীযুত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৭ বঙ্গাব্দে) প্রকাশ করিয়াছেন।

† J. A. S. B. Vol. LXVII. p. 102.

ডাক্তার ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী নেপাল হইতে যে সমস্ত শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার পঞ্চদশসংখ্যক লিপিতে লিখিত আছে ঃ—

"মাদ্যদ্দন্তিসমূহদন্তমুষলক্ষুণ্ণারিভূভৃচ্ছিরো গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গকোসলপতি শ্রীহর্ষদেবাত্মজা॥ দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতগুণৈর্যুক্তা প্রভূতা কুলৈর্যেনোঢ়া ভগদত্তরাজকুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাভুজা॥"১৫ †

যাঁহার মত্তদ্বিরদসমূহের মুষলসদৃশ রদদ্বারা শত্রুনরপতিগণের শির বিচূর্ণিত হইয়াছিল—সেই গৌড়ওড্রকলিঙ্গকোসলপতি শ্রীহর্ষদেবের কন্যা—(যিনি ভগদত্তরাজকুলজা—শ্রেষ্ঠ কুলজাতা এবং কুলোচিতগুণবিশিষ্টা ও) লক্ষ্মীসদৃশা, সেই দেবী রাজ্যমতীকে তিনি (জয়দেব) বিবাহ করিয়াছিলেন।

উক্ত ক্ষোদিত লিপির অন্তভাগে লিখিত আছে, "সম্বৎ ১৫৩ কার্ত্তিক শুক্লনবম্যাম্‌" ইহা হর্ষবর্দ্ধনের অব্দ। সুতরাং ১৫৩+৬০৬=৭৫৯ খৃষ্টাব্দে (বা ৬৮১ শকাব্দে) হইতেছে।

সম্রাট্‌ হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যে কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা (বা ভাস্করদ্যুতি) উত্তর বাঙ্গালা অধিকার করেন। তদবধি দীর্ঘকাল গৌড়নগরী কামরূপের অধীন ছিল। এজন্য ভগদত্ত-বংশীয় হর্ষ-(পালবর্ম্মা) দেবকে নেপালের শিলালিপিতে গৌড়েশ্বর আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে।

কামরূপের রাজদূত সম্রাট্‌ হর্ষবর্দ্ধনের নিকট কামরূপরাজবংশের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া ভূতিবর্ম্মন্‌ হইতে তাহার বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ভাস্করবর্ম্মন্‌ (বা ভাস্করদ্যুতি) পর্য্যন্ত ৫ পুরুষের নামোল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষচরিত এবং তাম্রশাসনের যোগে আমরা নিম্নলিখিত বংশাবলী সঙ্কলন করিয়াছি ;—

[পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

---

† Bhagavanlal Indraji's Inscriptions from Nepal, p. 17.

বংশাবলী	মন্তব্য
হরি (বিষ্ণু)	
নরক	
ভগদত্ত	
বজ্রদত্ত	
পুষ্পদত্ত (দীর্ঘকাল অজ্ঞাত)	হর্ষচরিতগ্রন্থে পুষ্পদত্তকে বজ্রদত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখা হইয়াছে।
* শালস্তম্ভ	
বিগ্রহস্তম্ভ	
পালকস্তম্ভ	
বিজয়স্তম্ভ (দীর্ঘকাল অজ্ঞাত)	
(১) ভূতিবর্ম্মন্	
(২) চন্দ্রমুখবর্ম্মন্	
(৩) স্থিতিবর্ম্মন্	
(৪) সুস্থিরবর্ম্মন্—শ্যামাদেবী	
(৫) ভাস্করদ্যুতি বা ভাস্করবর্ম্মন্	সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। (৬০৬ খৃষ্টাব্দ)
(৬) ব্রহ্মপাল	
(৭) রত্নপাল	
(৮) পুরন্দরপাল	
(৯) ইন্দ্রপাল	
(১০) গোপালবর্ম্মা	
(১১) হর্ষপালবর্ম্মা	৭২৫ খৃষ্টাব্দ
(১২) ধর্ম্মপাল	৭৫০ খৃষ্টাব্দ

নূতন তাম্রশাসনোক্ত ধর্ম্মপাল গৌড়েশ্বর গোপালের সমসাময়িক নরপতি বলিয়া বোধ হয়। পরস্পর সম্পর্কবিশিষ্ট কয়েকটি রাজবংশের একখানি তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাদ্বারা কামরূপপতিগণের সময়াবধারণ করা হইয়াছে।
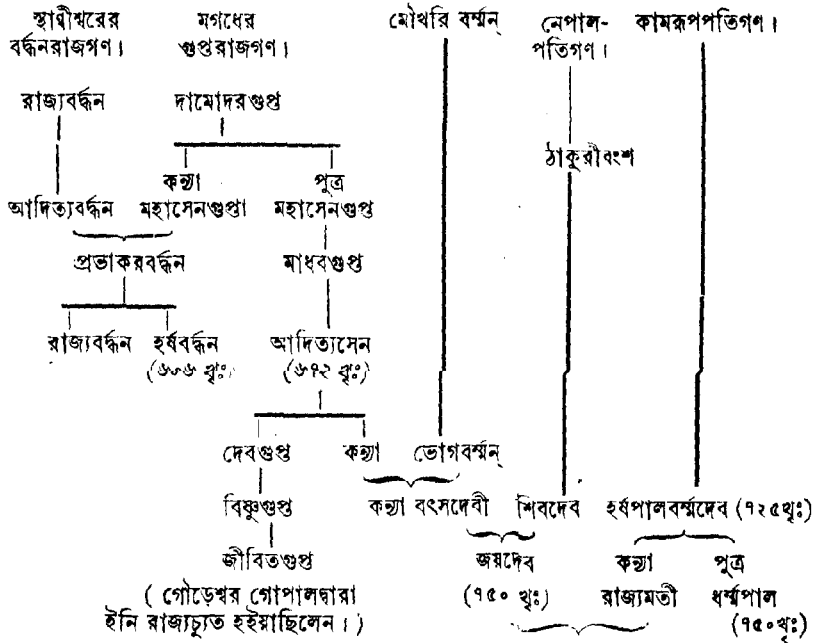
কবিচূড়ামণি বিদ্যাপতি স্বীয় আশ্রয়দাতা মিথিলাপতি রাজা শিবসিংহকে "পঞ্চগৌড়েশ্বর" সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকলের (সমগ্র উত্তরাপথের) সম্রাট্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয়, নেপালের উল্লিখিত শিলালিপিতে কামরূপপতি শ্রীহর্ষদেবকে তদ্রূপ পূর্ব্বভারতের গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও (দক্ষিণ) কোসলপতি সম্রাট্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কামরূপ ও উত্তরবঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-পলিভূমির কর্দ্দম

রাজসাহীর অন্তর্গত দয়ারামপুর নামক স্থানে পুষ্করিণীখনন-কালে, প্রায় ১২।১৩ হস্ত নিম্নে একটি কর্দ্দমস্তর লক্ষিত হয়। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ মহোদয়, আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয়কে উক্ত কর্দ্দম পরীক্ষার্থ প্রেরণ করেন। গত ১৯১১ সালের প্রথমভাগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দাশ গুপ্ত মহাশয় উক্ত কর্দ্দমের রাসায়নিক ভাগ নির্ণয়ার্থ আমাকে অর্পণ করেন। পরীক্ষাকালে ইহাতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ-বিধির প্রথম ও দ্বিতীয় ধাতুসঙ্ঘের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এই কারণে কুতূহলী হইয়া উক্ত কর্দ্দমের বহুবার বিশ্লেষণ করিয়াও, প্রত্যেকবারেই টীন ও সীসার অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিলাম। বিশ্লেষণ-কার্য্যে আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত বি এস্‌সি ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্‌সি বিশেষ সাহায্য করেন।

কর্দ্দমটি নদীতীরস্থিত অতি সূক্ষ্ম পলিসদৃশ। ইহা একেবারেই কঠিন নহে। অঙ্গুলীর মধ্যে স্থাপন করিয়া উহাকে ঈষৎ নিষ্পেষিত করিলে, অঙ্গুলী-গাত্রে মোলায়েম ভাবে লাগিয়া যায়। বিশেষ সতর্কতার সহিত অনুমান করিলে একটু কড়কড়ে বলিয়া বোধ হয়। নদীতীর-স্থিত শুষ্ক সূক্ষ্ম পলি অপেক্ষা বিশেষ ভারী বলিয়া অনুমান হয় না। বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্রকণা চিক্ চিক্ করিতে দেখা যায়। উৎক্ষিপ্ত আলোকে ধাতুর ন্যায় আদৌ দৃষ্ট হয় না। ইহাকে মৃৎবৎ আলোক উৎক্ষেপী বলা যায়। চুম্বক দ্বারা কর্দ্দমকণাগুলি মোটেই আকৃষ্ট হয় না। বিশেষভাবে উত্তপ্ত করিলেও, আকৃষ্ট হইতে দেখা যায় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলীয় পদার্থ, দ্রাম্লাঙ্গার, বালি, সীসা টীন, আলুমিনিয়ম, লৌহ, ক্যাল-সিয়ম, ম্যাগনিসিয়ম, সোডিয়ম, পোটাসিয়ম, টাইটেনিয়ম্ ও অম্লজান লক্ষিত হয়। নিম্নে দ্রব্য-নির্ম্মাণোপযোগী দেশীয় তিন প্রকার কর্দ্দম ও আমাদিগের কর্দ্দমের রাসায়নিক ভাগের তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

উপাদান	মধ্যপ্রদেশ হোসেঙ্গাবাদ কর্দ্দম	বাঙ্গলা (১) বাগেরহাট কর্দ্দম	শিলং খসিয়া জয়ন্তী পাহাড় শ্বেত অপরিষ্কার কেয়োলীন	বর্ত্তমান বা বর্দ্ধমান-পুরের কর্দ্দম
H_2O	৭·৭	৮·৮৬	৪·৭৫	·৪৮
CO_2	—	২·০৫	—	৪·৫০
SiO_2	৬৪·০৬	৫৬·২১	৮০·১৫	৬০·০১
PbO & SnO_2	—	—	—	১·২
Al_2O_3	২৪·৮২	২০·২৮	১৩·০৪	১৯·২৫
FeO & Fe_2O_3	২·০৬	৭·৪৯	·৫১	৮·৬০
CaO	·১১	·৪৬	—	৫·০০
MgO	·৫৪	৩·০৯	·৪৮	·৬৮
TiO_2	—	·৬১	—	যৎকিঞ্চিৎ
Na_2O	·২৫	·৫১	·৭২	,,
K_2O	·২১	·২৪	·২৪	,,

ইংরাজী ১৯০৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯০৮ খৃঃ অব্দের ভিতর ৯৫টী ভারতবর্ষীয় কর্দ্দমের নমুনা অতি যত্ন সহকারে Imperial Institute কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয় ও তাহার মধ্যে কয়েকটীর রাসায়নিক ভাগও বিশেষ সতর্কতার সহিত নির্দ্ধারিত হয়। উপরি উক্ত দেশীয় কর্দ্দমত্রয়ও এই তালিকাভুক্ত। উক্ত ৯৫টী কর্দ্দমের মধ্যে কোনটিতেও টিন ও সীসার অস্তিত্বের উল্লেখ নাই।(২)

Mr. Murray Stuart রাজমহলের পাহাড়ের চিনামাটী (China clay) ও অগ্নিকর্দ্দম (Fire clay) বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু উহাতে টীন ও সীসার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। (৩)

গ্রানিট্ প্রস্তর হইতে টীন ও সীসার উৎপত্তি হয়। গলিত গ্রানিট্ প্রস্তরের উত্থানের অব্যবহিত পরেই, যখন প্রস্তর তরল ও অত্যধিক উত্তপ্ত থাকে, তখনই টীন ও সীসার উৎপত্তি হয়। ইহা গ্রানিট্ প্রস্তরের নিকটেই থাকে। প্রস্তর কঠিন হইয়া গেলে ও উদ্গত পদার্থের অপেক্ষাকৃত শীতল অবস্থায়, দূরে, অন্য প্রস্তরের ভিতর সীসা ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ যদিও টীন ও সীসা একত্র থাকে না; কিন্তু কোন কোন স্থলে একত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। A. W. Stelzner বলিভিয়াতে টীনযুক্ত silver-lead-bismuth খনিজ শিরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে cassiterite এবং মধ্যে মধ্যে sulphide, stannite দৃষ্ট হয়। কিন্তু cassiterite শিরার খনিজ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। (৪)

---

(১) Rec. of G. S. I. Vol. 39 page 232.

(২) Rec. of G. S. I. Vol. 39 page 231.

(৩) Rec. of G. S. I. Vol 39 page 231.

(৪) Problems in the Geology of ore-deposits, by J. H. L. Vogt, University Christiana, Norway.

আমার অনুমান অসম্ভব নহে যে, এই কর্দ্দমটি সীসা ও টীনযুক্ত গ্রানিট্ কিম্বা peg-matite প্রস্তরের ধ্বংসে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের বহুস্থানে সীসা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু টীনের আকরের বিশেষ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় না। বাঙ্গালার পশ্চিমে মুঙ্গের, ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণায় সীসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হাজারিবাগ পরগণায়ও টীন প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। বঙ্গের উত্তরে ও পূর্ব্বে নেপাল, সিকিম, দার্জ্জিলিং, আসাম ও ব্রহ্মে সীসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। Yun-nun (China) ও ব্রহ্মে টীন পাওয়া যায়। (৫)

আমার অনুমান যে, দয়ারামপুরে প্রাপ্ত কর্দ্দমের নমুনা হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রস্তর-ধ্বংসাবশেষ হইতে হয় নাই; কারণ বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চলে রাজমহল কর্দ্দমে টীন ও সীসার অস্তিত্বের কোন উল্লেখ নাই।

আধুনিক কালে বাঙ্গালায় ভূমির উত্থান ও পতনের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সমভাবে উত্থিত বা সমভাবে পতিত হয় নাই। উত্থিত স্থলভাগের কোন অংশ বেশী উত্থিত হইয়াছে বা কোন অংশ কম উত্থিত হইয়াছে। পতিত স্থানেরও অবস্থা পূর্ব্বরূপ ঘটিয়াছে। আরও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় যে, যখন এক স্থান উত্থিত হইয়াছে, তখন তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান পতিত হইয়াছে। ঢাকার উত্তরে মধুপুর জঙ্গল যখন উত্থিত হয়, তখন ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে 'ব' দ্বীপের সন্নিকটস্থ স্থান পতিত হয়। আমার অনুমান এই সময় তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের জল-রাশি রাজসাহী বিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় মিশিয়াছিল।

আমি মনে করি যে, টীন ও সীসাযুক্ত কোন গ্রানিট্ কিংবা pegmatite প্রস্তরের ধ্বংসাবশেষ ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার জল বহন করিয়া আনিয়া 'ব' দ্বীপের মোহানায় (Rajshahi Division) স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়া কর্দ্দমস্তররূপে বিন্যস্ত করে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

---

(৫) Rec. of G. S. I. Vol. 39 & Ball's Economic Geology of India.

ধর্ম্মপালের গড়

উত্তরবঙ্গ রেলে ডোমার নামক ষ্টেশনের প্রায় ছয় মাইল পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি সুবৃহৎ প্রাকার-পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ্যে ইহা 'ধর্ম্মপালের গড়' নামে পরিচিত,—উত্তর-দক্ষিণে অন্যূন এক মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্বপশ্চিমে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধমাইল প্রস্থ, এইরূপ একটি সুবিস্তীর্ণ সমচতুষ্কোণ ভূখণ্ড চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গপ্রাকার এখনও কালের অত্যাচার সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই প্রাচীরের উচ্চতা অন্যূন দশ হস্ত হইবে, ইহা চতুর্দ্দিকে অনতিগভীর, কিন্তু সুপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার ভূমি (Base) প্রস্থে পাঁচ হস্ত পরিমিত, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা স্বল্পপ্রসর হওয়ায় উপরি-ভাগের ক্ষেত্র (Surface) তিন হস্তের অধিক প্রশস্ত হইবে না। ভূমিখণ্ডের ঠিক মধ্য-স্থলে প্রাকারপরিখাবেষ্টিত তদপেক্ষা ক্ষুদ্র আর একটি ভূখণ্ড রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই 'ভিতর গড়ে' রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা এখন ব্যাঘ্রবরাহসঙ্কুল ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ। বহিঃ-প্রাকারের কোন কোন স্থান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ত, প্রাচীর ভাগ ছাড়িয়া বাহিরের কিয়দংশ অধিকার করিয়া আছে। এইগুলির উপরিভাগ ঠিক্ সমকোণ চতুর্ভুজাকৃতি চত্বরসদৃশ। প্রাচীরগুলি এখন মৃন্ময়স্তূপে পরিণত। শুনা যায়, পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যখন উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত হইতেছিল, তখন রাজপুরুষদিগের লোলুপদৃষ্টি এই ভগ্ন দুর্গের ইষ্টকরাশির উপর পতিত হয়, আর সহস্রবর্ষের স্মৃতি-বিজড়িত যে ইষ্টক-গুলি এতদিন কালের কবল হইতে অতীতের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, সেগুলি এই সামান্য কারণে স্থানান্তরে নীত ও লুপ্ত হইল। এখনও স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত দুই চারিখানি ইষ্টক প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দুর্গের দুই মাইল পশ্চিমে আর একটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে লোকে "ময়নামতীর কোট" বলে। মাণিকচাঁদপত্নী ময়নামতীর কীর্ত্তিকলাপ উত্তরবঙ্গে অনেকেই অবগত আছেন। ঐ অঞ্চলে প্রচলিত 'ময়নামতীর গান' লোকসমক্ষে এখনও তাঁহার গৌরব-কাহিনী প্রচার করিতেছে। এই দুইটি দুর্গের নৈকট্য শুধু যে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা নহে, 'ময়নামতীর গানে'ও ধর্ম্ম-পালের নাম ময়নামতীর সহিত জড়ীভূত।

নানা ধর্ম্মমঙ্গল হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল কামরূপ জয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; কিন্তু তৎপ্রেরিত সৈন্য কয়েকবার পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার সেনাপতি প্রসিদ্ধ লাউসেন কর্ত্তৃক কামরূপরাজ কর্পূরধবল

পরাজিত হন। কিন্তু তথাপি কামরূপ সম্ভবতঃ বিজিত হয় নাই এবং এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ কামরূপরাজের সহিত পালরাজগণের চিরন্তন বিরোধের পরিচয় দেয়। এরূপ অবস্থায় স্বীয় রাজ্যের পূর্ব্বোত্তর সীমায় ধর্ম্মপালের একটি সেনানিবেশ থাকা বিচিত্র নহে। রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালশীর্ষক প্রবন্ধে * শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—'ধর্ম্মপাল বর্দ্ধনকুটীর সত্তর মাইল উত্তরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কামরূপের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য অথবা তাঁহাকে ভয়প্রদর্শনার্থ এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়।' এই দুর্গই যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত 'ধর্ম্মপালের গড়', এরূপ অনুমান অন্য কোন প্রমাণাভাবে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কাজ সন্দেহ নাই ; কিন্তু দুর্গটি যেরূপ স্থানে অবস্থিত, তাহাতে মনে হয়, শুধু কামরূপের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য কেন, উত্তরে সিকিম, ভূটান প্রভৃতি পার্ব্বত্য-প্রদেশের তদানীন্তন অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য রাজন্যবর্গের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও এই দুর্গনির্ম্মাণের অন্যতম কারণ হইতে পারে।

এই অনুমান যে কতদূর সমীচীন তাহা অন্যদিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধর্ম্মপালের সহিত ময়নামতীর নাম সংসৃষ্ট। অতএব ময়নামতীর গানে ধর্ম্মপালসংক্রান্ত বিবরণ কিরূপ পাওয়া যায় দেখা যাক। একটি গানের আরম্ভ এইরূপ—

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল রাজ্যঅধিপতি।
কদলী সহরে গ্রাম তাহার বসতি॥
তাহার পুত্র রাজা মৌপাল নাম।
শান্ত দান্ত সুশীল গুণধাম॥" †

এই কদলীসহর কোথায়, 'ময়নামতীর গান' প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহার সহিত আধুনিক ধর্ম্মপাল ও তৎসন্নিহিত পাট্‌কেপাড়া গ্রামের একত্ব অনুমান করিয়াছেন। আমাদেরও এই মত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ দেখি না।

কিন্তু এই স্থানে যে, পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপাল ও তদ্বংশধরগণ বাস করিতেন, তাহার এই গাথা ছাড়া প্রমাণ কই? আর এই গীতে মৌপাল বা মহীপালকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলা হইয়াছে। ডাঃ কানিংহাম প্রভৃতি অন্যূন পাঁচজন পুরাতত্ত্ববিৎ নিজ নিজ স্বাধীন গবেষণার ফলে পালরাজগণের বংশাবলী স্থিরীকৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রস্তুত তালিকাগুলিতে নানা বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও কোনটিতেই মহীপাল ধর্ম্মপালের পুত্র বা তৎপরবর্ত্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। রাজা গোপালই পূর্ব্বোক্ত পুরাবিদ্‌গণের মতে এই বংশের আদি রাজা, এবং তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মপালকে দ্বিতীয়

* সাহিত্য ১৩১৪ শ্রাবণ।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, ২য় সংখ্যা ময়নামতীর গান শীর্ষক প্রবন্ধ।

রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর যে, দেবপাল সিংহাসনারোহণ করেন, সে সম্বন্ধেও কোন মতদ্বৈধ নাই। কাহার কাহারও মতে দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'পালরাজগন' শীর্ষক প্রবন্ধে ইঁহাকে ধর্ম্মপালের অনুজ বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যদিও দেবপালের পরবর্ত্তী রাজগণের পারম্পর্য্য সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ লক্ষিত হয়, † তথাপি ধর্ম্মপালের সহিত মহীপালের নৈকট্য সম্বন্ধে কেহই মত প্রকাশ করেন নাই। কানিংহামের মতে মহীপাল পালবংশীয় একাদশ রাজা, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে নবম রাজা। কোন কোন ঐতিহাসিকগণের মতে তন্নামক দুইজন রাজা পাল-বংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যথা—বিশ্বকোষের মতে দশম ও ত্রয়োদশ এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত তালিকা অনুসারে মহীপাল নবম ও দশম রাজা।

তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত গাথায় মহীপাল কিরূপে ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়া কথিত হইলেন; এখন যদি বলা যায় যে, গাথাবর্ণিত মহীপাল ও তন্নামধেয় গৌড়াধিপ ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাহা হইলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার 'পালরাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—'ধর্ম্মপালের সময়ে পালবংশীয় এক মহীপাল বাঙ্গলার উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশে রাজত্ব করিতেন।' ইহাই যদি ঐতিহাসিক সত্য হয়—আপাততঃ আমরা এ সম্বন্ধে তার কোন প্রমাণের বিষয় অবগত নহি—তাহা হইলে এই রাজাই যে গাথাবর্ণিত মহীপাল এবং তিনি ধর্ম্মপালের অধীনে তৎকর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ শাসনে এবং আক্রমণকারী শত্রুগণ হইতে রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন, এরূপ অনুমান বোধ হয়, একেবারে অসঙ্গত হয় না। পরে যখন ঐ স্থলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন জনপ্রবাদ ইহাকে ধর্ম্মপালের পুত্রত্বে পরিণত করিয়াছে, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে প্রধান এবং প্রকৃত পালবংশের সহিত যে এই মহীপালের বংশানুক্রমিক আর কোন সম্বন্ধ ছিল, তাহা তৎপুত্র মাণিকচাঁদ হইতেই প্রমাণিত হয়। কারণ এই সকল গাথা অনুসারে মহীপালের পুত্র মাণিকচাঁদ (ময়নামতীর স্বামী) তাহার পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পালবংশের কোন রাজার নাম মাণিকচাঁদ ছিল না। এই মাণিকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ যাঁহার বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসই ময়নামতীর গানের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সেই গোপীচাঁদের পুত্র ভবচন্দ্র অথবা হবচন্দ্র এবং তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্র বুদ্ধিবৃত্তির

* সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-লিখিত কতিপয় পাল-রাজগণের শিলালিপিশীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† গত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে পালরাজগণের যে বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই আপাততঃ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অলৌকিক প্রখরতার জন্য বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত। ইঁহাদের যে কেহই পালবংশীয় নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্লেজিয়ার (E. G. Glazier) সাহেব স্বপ্রণীত Report on the District of Rungpur নামক গ্রন্থে রংপুর জেলার যে প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ জেলা পালরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রাজা ধর্ম্মপাল-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"Dharmapal had a two able sister in-law, Minavati, the remains of whose fort consisting of an inner & an outer enclosure, still exist two miles the east of Dharmapal's city. Her husband was dead, but she fought against her brother in-law on behalf of her son Gopi,and defeated his troops in a battle near the Teesta, after which Dharmapal disappeared. Gopi Chandra succeeded."

দুর্গসমন্বিত এই ধর্ম্মপাল নামক স্থানই পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের রাজধানী (Dharmapal's city) ছিল, সাহেব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নামসাদৃশ্য ব্যতীত তাঁহার এই উক্তির আর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল কি না, তাহার কোন উল্লেখই তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। আমাদের ধারণা যে ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। আর একটি বিষয়েও এখানে মতভেদ লক্ষিত হইতেছে, তাহা ময়নামতীর স্বামী মাণিকচাঁদ সম্বন্ধে। গ্লেজিয়ার সাহেব বলেন যে, তিনি ধর্ম্মপালের ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপালের কোন ভ্রাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না; অতএব গাথা-কথিত ও যোগীদের মধ্যে প্রচলিত মতই যে তদপেক্ষা অধিকতর গ্রাহ্য, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। অতঃপর ময়নামতীর সহিত ধর্ম্মপালের যুদ্ধবৃত্তান্ত। ময়নামতী ধর্ম্মপালের পৌত্রবধূ হইলেও ধর্ম্মপাল যেরূপ সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব নহে। গাথাগুলিতে ময়নামতীচরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, তিনি অতিশয় তেজস্বিনী ও স্বাধীনমতাবলম্বিনী ছিলেন। অতএব এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্রের শৈশববশতঃ নিজকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তখন ধর্ম্মপালের অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার প্রয়াস তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে; এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ধর্ম্মপালের তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান এবং তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হওয়ার প্রবাদ সম্পূর্ণ অলীক নাও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে,—"ধর্ম্মপাল হিমালয়প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হয়েন।" এই হিমালয়-প্রদেশ ও গ্লেজিয়ার-বর্ণিত তিস্তাতীর অভিন্ন স্থান হইতে পারে।

'আদ্যের গম্ভীরা'-লেখক উক্ত ইংরাজ ঐতিহাসিকের অনুসরণ করিয়া মাণিকচাঁদকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃরূপে পরিগণিত করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত—'ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর' এই প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন,—'পাটলিপুত্ররাজ গোপালবংশজাত শ্রীধর্ম্মপালদেব এবং ঘনরাম-বর্ণিত গৌড়ের ঠাকুর ধর্ম্মপাল ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মাণিকচাঁদের ভ্রাতা ধর্ম্মপাল, যাঁহার রাজধানী রঙ্গপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মপুর (?) ছিল, তাঁহার রাজ্যকাল 'বঙ্গের পুরাবৃত্ত'-লেখক ৯৯৫-১০২০ খৃষ্টাব্দ বিবেচনা করেন।' এইখানে আমরা একটি নূতন তথ্যের আভাস পাইতেছি। কিন্তু এই অনুমানের ঐতিহাসিকত্ব ময়নামতী-সংসৃষ্ট ধর্ম্মপালের কালনির্ণয়-সাপেক্ষ। অতএব আমরা এ বিষয় পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

আপাততঃ আমরা নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি :—

(১) পালবংশীয় রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের রাজধানী পাটলীপুত্রে কিম্বা গৌড়ে অবস্থিত ছিল; অন্য কোন স্থানে তাঁহার রাজধানী কল্পনা করিবার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

(২) পূর্ব্বে কামরূপ ও উত্তরে ভূটান, সিকিম প্রভৃতি স্থানসমূহের অবিজিত স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের আক্রমণ হইতে স্বীয়রাজ্য সম্যক্ পরিরক্ষিত করিবার মানসে ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বসীমান্তপ্রদেশে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এবং তথায় মহীপাল নামক (সম্ভবতঃ পালবংশীয়) ব্যক্তিবিশেষকে উক্ত প্রদেশে স্বীয় প্রতিনিধিরূপে সংস্থাপিত করেন। এই মহীপালের পুত্র মাণিকচাঁদ ময়নামতীর স্বামী। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ময়নামতী ধর্ম্মপালের অধীনতাপাশচ্ছেদন করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। অধুনা যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ধর্ম্মপালের গড় নামে পরিচিত, উহাই সম্ভবতঃ ধর্ম্মপালনির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ।

কিন্তু পরে দেখিব যে আমাদের এই সকল মীমাংসাই চূড়ান্ত নহে।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গে আমরা ময়নামতীসংশ্লিষ্ট ধর্ম্মপালকে পালবংশীয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। এই অনুমানের কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না, তাহা আমরা ধর্ম্মপাল ও ময়নামতীর আবির্ভাবের আনুমানিক কালদ্বারা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মপাল ও ময়নামতীর আবির্ভাবের আনুমানিক কাল

পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের কালনির্ণয়ে আমাদের বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। তাঁহার রাজ্যকালীন খোদিতলিপিসমূহ হইতে ইহাই প্রকাশ হয় যে, তিনি অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগ হইতে নবমশতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন। ইংরাজ-ঐতিহাসিক Vincent A. Smith অনুমান করেন যে, ৮০০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন।* ঐতিহাসিক হণ্টারও এই মতের পোষকতা করেন। অতএব বিশ্বকোষ-

* Vide Vincent A. Smith's Early History of India, pp. 367-8.

নির্দ্দিষ্ট ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ইতিহাসানুযায়ী বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ময়নামতীর আবির্ভাবকাল-নিরূপণে আমরা ঐরূপ কোন সাহায্য পাইব না। কাজেই এস্থলে প্রবাদ ও প্রচলিত মতের উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হয়।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনও খৃষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে গোপীচন্দ্রের আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করেন এবং মূল গাথাটিও ঐরূপ সময়ে রচিত বলিয়া অনুমান করেন। তিনি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই যে, এই গাথায় কড়িদ্বারা রাজকর আদায়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্য কোন প্রমাণাভাবে শুধু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সকলেই অবগত আছেন যে, কোম্পানীর আমল পর্য্যন্ত কড়ির প্রচলন ছিল। 'ময়নামতীর গান'-লেখক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোপীচাঁদের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'গোপীচাঁদ সম্ভবতঃ ধর্ম্মপালের কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এই ধর্ম্মপাল যদি দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বা রাজেন্দ্রচোলের উল্লিখিত ধর্ম্মপাল হন, তাহা হইলেও গোপীচাঁদ অন্ততঃ দশম শতাব্দীর লোক হইতেছেন।' কিন্তু এই মীমাংসার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, কানিংহামপ্রমুখ ঐতিহাসিকগণ পালবংশীয় রাজগণের যে বংশতালিকা দিয়াছেন, তাহাতে উক্ত বংশে দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল নামধারী কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। আর রাজেন্দ্রচোলের উল্লিখিত ধর্ম্মপাল কে? তিরুমলয়ের উৎকীর্ণ চোলরাজ রাজেন্দ্রের শিলালিপিতে এক গোবিন্দচন্দ্রের নামোল্লেখ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই গোবিন্দচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের পালবংশীয় রাজা। অতএব ইঁহাদের মতে পূর্ব্ববঙ্গে পালবংশীয় এক স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই তথাকথিত পালবংশের সহিত মাণিকচাঁদের বংশগত সংস্রব ছিল কি না, এবং এই গোবিন্দচন্দ্র মাণিকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ কি না, তাহা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, দুর্ল্লভমল্লিকসঙ্কলিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' (যাহা ময়নামতীর গানেরই রূপান্তরমাত্র) আমাদের পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানটিকে আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছে আমরা আপাততঃ এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম। ইতিহাসজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, আদি পালবংশের শেষ রাজার নাম গোবিন্দপাল। তাঁহার নামাঙ্কিত ১২৩৫ সংবতের যে শাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষের। অতএব ১২২০ সংবৎ অর্থাৎ ১১৬৪ খৃষ্টাব্দ গোবিন্দপালের রাজ্যারম্ভকাল। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে রাজেন্দ্রচোল ১০ ৮ খৃঃ হইতে ১০৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।* অতএব পালরাজ

* Vide Vincent A. Smith's Early History of India, pp. 420·21.

গোবিন্দপালের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হওয়া অসম্ভব। তবে তিনি যে বঙ্গদেশে তৎসমসাময়িক পালরাজ মহীপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক স্মিথ উল্লেখ করিয়াছেন। এখন, গোপীচাঁদ রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপিতে গোবিন্দচন্দ্র নামে উৎকীর্ণ হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব গোপীচাঁদ রাজেন্দ্রচোলের সমসাময়িক, অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই সহিত রাজেন্দ্রচোল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এখন এই সময় কিম্বা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল নামধেয় কোন রাজা উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। এ সম্বন্ধে "বঙ্গের পুরাবৃত্ত" লেখকের মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বলেন যে, ধর্ম্মপাল নামক কোন রাজা রঙ্গপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মপুর নামক স্থানে ৯৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট 'দিক্কেশরী' নামক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির বিষয় অবগত হই; ইহাতে পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপাল ব্যতীত আর একজন ধর্ম্মপালের রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং স্বীয়রাজ্যে 'শিবমুদ্রা' নামক একটি মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি চারিটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুইটি দুর্গ এবং ১৯২টি নৌযান প্রস্তুত করেন। অতএব তিনি যে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং 'ধর্ম্মরাজসমো বীরো ধর্ম্মপালো মহীপতিঃ', 'যশসা ধর্ম্মপালসমঃ' এবম্প্রকার আখ্যাদ্বারাও উক্ত মত সমর্থিত হয়। এই রাজা পালবংশীয় ছিলেন না।

অতএব ময়নামতী যদি একাদশ শতাব্দীর লোক হয়েন, তাহা হইলে আমাদিগকে অনুমান করিতে হয় যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধর্ম্মপাল নামক কোন রাজা উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যতদূর জানা যায়, পালরাজগণের সহিত তাঁহার বংশগত সংস্রবের কোন প্রমাণ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত গড়টি সম্ভবতঃ তাঁহার দ্বারাই নির্ম্মিত হয়, এবং তৎসন্নিহিত ধর্ম্মপাল গ্রামেই তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উপরোক্ত দুইটি অনুমানের মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ

শ্রীমদ্ব্যাসদেব-বিরচিত মহাভারত এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। উহা প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-নীতি-সমাজ-পুরাবৃত্ত-বিষয়ক তত্ত্বের সুমহান্ আকর। ভারতকার সত্যই বলিয়াছেন—

মহাভারতের গুরুত্ব

"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ।"

অর্থাৎ "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" এই মহাভারতের একখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়। যে কয়খানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে একখানিও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয় নাই। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, কেন না, মহাভারতের মত বিস্তৃত ও গভীরার্থক গ্রন্থের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল অনুবাদ সহজে হইতে পারে না। বিদেশেও বাইবেলের অনুবাদ মধ্যে মধ্যে সংশোধিত করিবার ব্যবস্থা আছে।

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদের অভাব

৺ কালীপ্রসন্নসিংহের মহাভারত পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যথার্থই প্রশংসার্হ ছিল। কালীপ্রসন্নসিংহের অনুবাদ প্রকাশিত হইবার অষ্টাদশ বৎসর পরে বর্দ্ধমানের অনুবাদ বাহির হইয়াছিল।

কালীসিংহের ও বর্দ্ধমানের মহাভারত

বাঙ্গালা মহাভারতের মধ্যে "কাশীদাসী"র স্থান সর্ব্বোপরি, কিন্তু কাশীদাস মহাভারতের অনুবাদ (Translation) করেন নাই। তিনি মহাভারতীয় মুখ্য উপাখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় "মহাভারতের কথা" (Story of the Mahābhārata) প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে মহাভারতীয় কথা যেরূপভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূলের সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিয়া লন নাই। উদাহরণ দ্বারা কথাটা স্পষ্টতর করিতেছি।

কাশীদাসের মহাভারতে অনেক মূল-বিরোধিকথা আছে

মূল মহাভারতের মতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সময় কর্ণ লক্ষ্য-ভেদ করিতে গেলে, দ্রৌপদী সূতপুত্র বলিয়া তাঁহার নিরাকরণ করিয়াছিলেন। যথা—

(১) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

"দৃষ্ট্বা তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ-
র্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্।" (মহা° ১।১৮৭।২৩)

'দ্রৌপদী কর্ণকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, আমি সূতকে বরণ করিব না'। কাশী-দাস অন্যরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

"সুদর্শনচক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল॥"

কাশীদাস এ ঘটনা কোথায় পাইলেন? ইহাকে তাঁহার নিজের কল্পনা বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, ভারতের অবনতির যুগে কোন পুরাণকার বা কবি বীরপত্নী দ্রৌপদীর তেজোমাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া, তদীয় "নাহং বরয়ামি সূতম্" এই প্রগল্‌ভবাক্য চাপা দিয়া তৎস্থলে সুদর্শনচক্রের অবতারণা করিয়া থাকিবেন। কাশীদাসের সময়ে সাধারণ লোকে এই গল্পই পছন্দ করিত; কথকেরা উহাই ব্যাখ্যা করিতেন। কাজেই কাশীদাসও তদীয় মহাভারতে সুদর্শনের উল্লেখ করিলেন।

প্রচলিত মূল মহাভারতের স্ববিরোধিতা। এবিষয়ে একটি রহস্য আছে। অধুনা-প্রচলিত মূল সংস্কৃত মহাভারতেও অগত্যা দুই স্থলে কর্ণের লক্ষ্যভেদে চেষ্টা ও বিফলতার কথা আছে। যথা—

"যৎ কর্ণশল্যপ্রমুখৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবিশ্রুতৈঃ।
নানতং বলবদ্ভির্হি ধনুর্ব্বেদপরায়ণৈঃ॥" (১।১৮০।৪)

'লোকবিখ্যাত বলবান্ ধনুর্ব্বেদপারদর্শী কর্ণ শল্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যে ধনু নোয়াইতে পারেন নাই।'

"যৎপার্থিবৈ রুক্মসুনীথবক্রৈঃ
রাধেয়দুর্য্যোধনশল্যশাল্বৈঃ।
তদা ধনুর্ব্বেদপরৈর্নৃসিংহৈঃ
কৃতং ন সজ্যং মহতোঽপি যত্নাৎ॥" (১।১৮৮।১৯)

'ধনুর্ব্বেদপরায়ণ নরশ্রেষ্ঠ রুক্ম, সুনীথ, বক্র, কর্ণ, দুর্য্যোধন, শল্য, শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ মহাযত্নেও যে ধনুকে জ্যা সংযুক্ত করিতে পারিলেন না।' একই আদিপর্ব্বের ১৮৭তম অধ্যায়ে উক্ত হইল যে, কর্ণ ধনুতে 'জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরসন্ধান করিলেন' এবং দ্রৌপদী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, আবার ১৮৮তম অধ্যায়ে বলা হইল যে, কর্ণ আদৌ ধনুক নোয়াইতে বা জ্যাসংযোগ করিতেই অপারগ হইয়াছিলেন।

ইহার কারণ—পুরাণের সহিত সঙ্গতিরক্ষার প্রয়াস। এ বিরোধ ঘটিল কিরূপে? আমাদের মনে হয়, কোনও অর্ব্বাচীন পণ্ডিত কোনও পুরাণের মত অনুসরণ করিয়া, মূল মহাভারতে শেষোক্ত দুইটি শ্লোক বা উক্ত শ্লোকদ্বয়ে কর্ণের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন।

পরবর্ত্তী পুরাণের সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষার নিমিত্ত মূল মহাভারতের পরিবর্ত্তনের আর একটি উদাহরণ দিতেছি। এখানেও কাশীদাস প্রকৃত মূলের সুসঙ্গত উপাখ্যান ছাড়িয়া দিয়া পুরাণের উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীদাসের সময় ঐ নিকৃষ্ট পৌরাণিক বর্ণনাই সমীচীনতর বলিয়া পরিগৃহীত হইত, সন্দেহ নাই।

(২) শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ভীষ্মপর্ব্ব, অষ্টম দিনের যুদ্ধ, কাশীদাস লিখিতেছেন—

"পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সমর্থহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে শরগণ॥"

* * * * *

* * * * *

"ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥"

মূল মহাভারতে নবম (অষ্টম নহে) দিনের যুদ্ধবর্ণনে আছে—"ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্‌দৃষ্টি ও অধোমুখ হইয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে হৃষীকেশ, অবধ্যদিগকে বধ করিয়া যদি সেই নরকহেতু রাজ্য গ্রহণ করিতে হইল'। * * * * * * * * * * * ধনঞ্জয় মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতেছেন, আর ভীষ্ম নিরন্তর শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক উভয় সেনার মধ্যস্থলে আগমন করিয়া * * * * ধাবমান হইলেন।"

এখানে মূলের সহিত কাশীদাসের গরমিল আছে। (১) শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মূলের মতে নবম দিনে, কাশীদাসের মতে অষ্টম দিনে ঘটিয়াছিল। (২) মূলের মতে অর্জ্জুন যুদ্ধে মন দিতেছিলেন না, তিনি ইচ্ছা করিয়া 'মৃদু যুদ্ধ' করিতেছিলেন। কাশীদাসের মতে অর্জ্জুনের দৌর্ব্বল্য বা অসামর্থ্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ। (৩) কাশীদাসের মতে শ্রীকৃষ্ণ রথচক্র লইয়া ভীষ্মকে নিধন করিতে গিয়াছিলেন। মূলের মতে শ্রীকৃষ্ণ কোনও স্বতন্ত্র অস্ত্র একেবারেই লন নাই; তিনি অমর্ষভরে "ভুজপ্রহরণ" হইয়া, স্বহস্তস্থিত চাবুক নিয়া (প্রতোদপাণিঃ) রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। এখানে মূলের বর্ণনা যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলাই বাহুল্য। পরবর্ত্তী কালের অল্পপ্রতিভাবান্‌ গ্রন্থকারগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শনশূন্য ধারণা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাই তাঁহারা সুদর্শনের অভাবে অগত্যা একটা চাকাও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিয়া মনে প্রবোধ দিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিতেছেন—

মূলের সহিত কাশীদাসের তিন বিষয়ে গরমিল

"স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াৎ চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতীয় বর্ণনা

'শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও, আমার প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত, রথচক্র ধরিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার উত্তরীয় বসন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল। সিংহ যেমন হস্তী মারিতে যায়, তিনিও তদ্রূপ আমাকে মারিতে আসিতেছিলেন।'

এখানে শ্রীকৃষ্ণের হাতে "রথচরণ" বা চক্র আছে। এই ভাগবতীয় চক্রই কাশীদাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মূলের ধার ধারিতেন না। পণ্ডিতেরা এবং কথকেরা, মহাভারত-পাঠের সময়, শ্রীমদ্ভাগবতাদি নানা গ্রন্থ হইতে গল্পসংগ্রহ করিতেন এবং কখন কখন নিজেরাও দুই একটা গল্প রচিয়া দিতেন। কাশীরামদাস উহা শুনিয়াই অমৃতায়মান "মহা-ভারতের কথা" নিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রচলিত মূল মহাভারতের স্ববিরোধিতার দ্বিতীয় উদাহরণ

এখানেও একটি রহস্য আছে। প্রচলিত মূল সংস্কৃত মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দুই দিন ভীষ্মকে মারিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নবম দিনের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, এখন **তৃতীয় দিনের** যুদ্ধবৃত্তান্ত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"তখন মহাত্মা মধুসূদন * * * সাত্যকিকে কহিতে লাগিলেন, হে সিনিবংশাবতংস * * * আমি চক্র গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে ভীষ্মের প্রাণবিনাশ ও তৎপরে সসৈন্যে দ্রোণকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম. অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রীতিসাধন করি। * * * ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া সুনাতিসম্পন্ন, সূর্য্যসমপ্রভ, সহস্র বজ্রতুল্য, ক্ষুরধার চক্র উদ্ভ্রামণপূর্ব্বক অশ্ব সমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন * * *।"

নবম দিনের বর্ণনা সজ্ক্ষিপ্ত এবং মহাকবির উপযুক্ত। তৃতীয় দিনের বর্ণনায় নবম দিনের শ্লোকগুলি প্রায় সকলই আছে এবং আরও বহুশ্লোক আছে। তৃতীয় দিনের বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধোদ্যমের পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণ যে সাত্যকির নিকট (তৃতীয় দিনে বর্ণিত) দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। তারপর, তৃতীয় দিনের ছন্দও উহার আধুনিকতার পরিচায়ক। এই প্রক্ষিপ্ত তৃতীয় দিনের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনগ্রহণের কথার উল্লেখ আছে। নবম দিনের বর্ণনা উহার প্রতিকূল। বোধ হয়, কোনও আধুনিক কবি শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোক দেখিয়া মহাভারতের এই অংশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কাশীদাস তৃতীয় দিনের সুদর্শন অষ্টম দিনে শ্রীকৃষ্ণের হাতে দিয়াছিলেন।

বনপর্ব্ব হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতার সহিত, ব্রাহ্মণের অরণিমন্থহারী মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তৃষ্ণাকুল হইলেন, এবং জল আনয়নের জন্য যথাক্রমে নকুল, সহদেব, অর্জ্জুন ও ভীমকে প্রেরণ করিলেন। উঁহারা চারি জনেই, বকরূপী ধর্ম্মের বারণ না মানিয়া প্রাণ হারাইলেন। পরে যুধিষ্ঠির গিয়া বকের শতাধিক প্রশ্নের সুসঙ্গত উত্তর দান করিয়া চারিভাইকে বাঁচাইলেন। এই হইল মূলের উপাখ্যান। কাশীরামদাসে প্রথমে ভীম, তারপর অর্জ্জুন, তার পর নকুল, তারপর সহদেবকে পাঠাইলেন, অবশেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত না পাঠাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এটি

কাশীদাসে দুর্নীতি

বড় গুরুতর দোষের কারণ হইয়াছে। যেখানে ভীমার্জ্জুন জল আনিতে পারিলেন না, সেখানে একটি স্ত্রীলোককে পাঠান

যে কতদূর হাস্যকর, ক্লীবতাব্যঞ্জক ও দুর্নীতির পোষক তাহা কাশীদাস বা তদীয় কথকেরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কাশীদাসের সময়ের অধঃপতিত বাঙ্গালী ভাবিত যে, যখন শাস্ত্রেই আছে যে, "আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি," তখন দ্রৌপদীকেই বা মৃত্যুসঙ্কটে পাঠান হইবে না কেন? বস্তুতঃ, মূল মহাভারতের মতে দ্রৌপদী আশ্রমে ছিলেন, কেবল পাঁচ ভাই মাত্র মৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য দ্রৌপদীকে জল আনিতে পাঠান একেবারেই অসম্ভব ছিল।

পূর্ব্বে যে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, কাশীদাসের সংস্কার আবশ্যক। কি কাব্যরূপে, কি নীতিগ্রন্থরূপে, কি ইতিহাসরূপে কোনও ভাবেই প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতছাত্র বা জনসাধারণের উপযোগী নহে। বঙ্গভাষায়

সাহিত্যিকদের প্রকাশিত কাশীদাসে কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক

নৈপুণ্যকামী পণ্ডিতের নিকট মূল আবিষ্কৃত কাশীদাসী চিরকাল আদরের জিনিস থাকিবে। তাঁহাদিগের নিমিত্ত, প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া পাঠবিচারপূর্ব্বক, কাশীদাসের খাঁটি মহাভারত প্রকাশিত করা বিধেয়। কিন্তু সাধারণের জন্য এক আধটুকু বদলাইয়া, নীতিবিরুদ্ধ কথাগুলি যথাসম্ভব ছাড়িয়া দিয়া, মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনেকটা অনুরূপ করিয়া কাশীদাসের সংস্কার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যিকেরা তাঁহাদিগের সঙ্কলিত সংস্করণ এই-রূপ ভাবে করিলেই, উহার সার্থকতা থাকে।

যাক্। এখন কালীসিংহের মহাভারতের কথা বলি। ঐ গ্রন্থ কালীসিংহের অক্ষয়-

কালীসিংহের মহাভারত

কীর্ত্তি। উহাতে যেরূপ সুন্দর প্রসন্নগম্ভীর ভাষা আছে, তাহা যথার্থ প্রশংসনীয়। অনুবাদকারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ স্থলে স্থলে প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া উহা নির্ভুল হয় নাই। উহারও সংস্কার আবশ্যক। ভ্রান্ত অনুবাদের কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি।

সভাপর্ব্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে—

ভ্রান্ত অনুবাদের ১ম উদাহরণ (সভাপর্ব্বে)

"কিয়ৎকাল অতীত হইলে, দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। * * * * * ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন"।

এই অনুবাদে দুইটি গুরুতর ভ্রম আছে। মূলশ্লোকগুলির সঙ্গে মিলাইলে উহা সহজেই ধরা পড়িবে—

"কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কংসো নির্ম্মথ্য যাদবান্।
বার্হদ্রথসুতে দেব্যৌ উপাগচ্ছদ্‌বৃথামতিঃ॥
অস্তি প্রাপ্তিশ্চ নাম্না তে সহদেবানুজেহ্‌বলে।

* *　* *　* *　* * *

ভোজরাজন্যবৃদ্ধৈশ্চ পীড্যমানৈর্দুরাত্মনা।
জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিরস্মৎসম্ভাবনা কৃতা॥"

ইহার অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত—"কিয়ৎকাল অতীত হইলে, বৃথামতি কংস জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সহদেবের অনুজা এবং তাঁহাদিগের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। * * * * * * * * দুরাত্মা কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ভোজবৃদ্ধেরা, জ্ঞাতিদিগের পরিত্রাণকামনায়, আমাকে অনুরোধ করিলেন"।

১নং ভুল।

কংসের পত্নীদের নাম অস্তি এবং প্রাপ্তি কালীসিংহ লিখিয়াছেন সহদেবা ও অনুজা। এইটি প্রথম ভুল। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ভরতর্ষভ।
মৃতে ভর্ত্তরি দুঃখার্ত্তে ঈয়তুঃস্ম পিতুর্গৃহান্॥"

'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, কংসের মৃত্যুর পর, অস্তি ও প্রাপ্তি নামে তদীয় মহিষীদ্বয় দুঃখপীড়িত *হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিয়াছিলেন।' জরাসন্ধের পুত্রের নাম সহদেব। যথা মহাভারতে* (২।২৪।৪০)—

"জরাসন্ধাত্মজশ্চৈব সহদেবো মহামনাঃ।
নির্যযৌ স্বজনামাত্যঃ পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্॥"

অতএব পূর্ব্বোদ্ধৃত "সহদেবানুজে" অর্থ সহদেবের অনুজদ্বয়, সহদেবা ও অনুজা নহে।

কালীসিংহের অনুবাদে আছে যে, ভোজবৃদ্ধগণ জ্ঞাতিদিগকে **পরিত্যাগ** করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুরোধ কিছু অস্বাভাবিক। বস্তুতঃ

২নং ভুল।

তাঁহাদিগকে **পরিত্রাণ** অর্থাৎ কংসের অত্যাচার হইতে রক্ষার নিমিত্তই অনুরোধ করা হইয়াছিল। বোধ হয় কালীসিংহের পরিদৃষ্ট মূলে **জ্ঞাতিত্যাগমভীপ্সদ্ভিঃ** এরূপ অপপাঠ ছিল। বঙ্গবাসীর সংস্করণে এবং বোম্বাইর নির্ণয়সাগরমুদ্রিত পুস্তকে **জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিঃ** এইরূপ যুক্ততর পাঠ দেখা যায়।

কালীসিংহের অনুবাদকে উপজীব্য করার কারণ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের ভ্রম

স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় কৃষ্ণচরিত্রের ৫র খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে কালীসিংহের মহাভারত হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

"এই অনুবাদে আছে 'দানবরাজ কংস'। মূলে তাহা নাই, যথা—"কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কংসো নির্মথ্য যাদবান্।" সুতরাং 'দানবরাজ' শব্দ তুলিয়া দিয়াছি।"

এই ছোট ভুলটিও বঙ্কিম বাবুর চক্ষে পড়িয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বপ্রদর্শিত গুরুতর ভ্রম দুইটি তাঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টিকেও প্রতারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'পরিত্রাণ' শব্দের বদলে 'পরিত্যাগ' শব্দ গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবেরা জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা না করিয়া জ্ঞাতিবর্গের মিলনার্থ কংসকেই বধ করিলেন।" এ মন্তব্য এখন বদলাইতে হইবে।

ভ্রান্ত অনুবাদের ২য় উদাহরণ (কর্ণপর্ব্ব)

কর্ণপর্ব্ব হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন—

"তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি। ৫৫

* * * * * * *

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্। ৫৭
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৮
ধারণাদ্ধর্ম্ম ইত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৯
যে ন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধর্ম্মমিচ্ছন্তি কর্হিচিৎ।
অকূজনেন চেন্মোক্ষং নানুকূজেৎ কথঞ্চন ॥ ৬০
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজতঃ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎসত্যমবিচারিতম্ ॥" ৬১

বঙ্গবাসীর মহাভারত ৮।৬৯ অধ্যায়।

নির্ণয়সাগরমুদ্রিত পুস্তকে একটুকু পাঠভেদ দৃষ্ট হয়, যথা—

"তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি।
দুষ্করং প্রতিসঙ্খ্যানং কার্ৎস্নেনাত্র ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৫৫

* * * * * *

যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় হিংস্রাণাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ ॥ ৫৮
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যস্মাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৯
যেঽন্যায়েন জিগীষন্তো ধর্ম্মং পৃচ্ছন্তি মানবাঃ।
অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাত্র কূজেৎ কথঞ্চন ॥ ৬০
অবশ্যং কূজিতব্যেঽহ শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজনাৎ।
যেঽন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধর্ম্মং পৃচ্ছন্তি কস্যচিৎ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং সত্যাদিতি বিনিশ্চিতম্ ॥" ৬১ কর্ণপর্ব্ব ৭২ অধ্যায় ॥

এই শ্লোকগুলি শান্তিপর্ব্বেও আছে যথা—

"প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্ ।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১০
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ ।
যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্ ।
যঃ স্যাদহিংসাসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১২

* * * * *

যেঽন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধনমিচ্ছন্তি কস্যচিৎ ।
তেভ্যস্তু ন তদাখ্যেয়ং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪
অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাবকূজেৎ কথঞ্চন ।
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজনাৎ ॥" ১৫

বঙ্গবাসীর সংস্করণ, শান্তিপর্ব্ব ১০৯ অধ্যায় ।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে কর্ণপর্ব্বস্থ শ্লোকগুলির অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া উহার ভ্রমগুলি দেখাইতেছি ।

মূল । "তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি ।"

১নং ভুল ।

কালীসিংহের অনুবাদ ।—"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে"। এই অনুবাদ ভ্রান্ত। প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "ধর্ম্মের লক্ষণ তোমার নিকট বলিতেছি"।* মদীয় অনুবাদ নীলকণ্ঠ-সম্মত। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "লক্ষণোদ্দেশমাহ প্রভবেতি" অর্থাৎ "প্রভবার্থায়" প্রভৃতি শ্লোকগুলি ধর্ম্মের লক্ষণ স্বরূপেই বলা হইয়াছে ।

মূল । "প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্ ।"

২নং ভুল ।
প্রভব=অভ্যুদয়, উন্নতি ।

কালীসিংহের অনুবাদ । "প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" এ অনুবাদও ভুল। এখানে "প্রভব" অর্থ উৎপত্তি নহে। প্রকৃষ্টো ভবঃ প্রভবঃ। শান্তিপর্ব্বের টীকায় এই শ্লোকেরই অর্থ করিতে গিয়া নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে, এখানে প্রভব অর্থ অভ্যুদয়। অনুবাদকারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শান্তিপর্ব্বের উক্ত শ্লোকগুলির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

৩নং ভুল
টীকার অনুবাদ মূলমহাভারতের নহে ।

"প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে ; অতএব যাহাদ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম"।

---

* অক্ষরানুবাদ 'সে বিষয়ে, তোমার জন্য, একটি লক্ষণ কথন, এইরূপ হইবে' অর্থাৎ এখনই তোমার প্রবোধের জন্য ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছি ।

এখানে অতি প্রয়োজনীয় তিনটি শ্লোকের অনুবাদ সংক্ষেপে একটিমাত্র বাক্যে সারা হইয়াছে। ইহাকে মাত্র জ্ঞানের অভাব বলে। মহাভারতে যতগুলি উদার পরমধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্য আছে, এই তিনটি তাহাদিগের অন্যতম। ইহাদিগকে প্রত্যেক ধর্ম্ম-গ্রন্থের শীর্ষদেশে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। ৺কালীসিংহের পণ্ডিতগণ এই বাক্যত্রয়ের গুরুত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া উহাদিগের অনুবাদ সংক্ষেপে করিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানে তাঁহারা মূলের অনুবাদ আদৌ করেন নাই; তাঁহারা নীলকণ্ঠের প্রদত্ত শ্লোকত্রয়ের তাৎপর্য্যার্থের বাঙ্গালা করিয়াছেন। বোধ হয় মূল ভাল করিয়া বুঝিয়া ছিলেন না। এই শ্লোক তিনটির যথার্থ অনুবাদ দেওয়া হইল।

(১) প্রাণিগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত ঋষিগণ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। যাহা অভ্যুদয়-যুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম ইহা নিশ্চিত। (২) ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে; প্রজাগণ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। যাহা [প্রজা] রক্ষার উপযোগী তাহা ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চয়। (৩) প্রাণিদিগের অহিংসার জন্য ঋষিগণ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। যাহা অহিংসাযুক্ত তাহা ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয়।

শান্তিপর্ব্বের ৯০তম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকেও "প্রভব" শব্দ আছে, যথা—

"প্রভবার্থং হি ভূতানাং ধর্ম্মঃ সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।"

৪নং ভুল। এই শ্লোকটির কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ এইরূপ—"ভগবান্ ব্রহ্মা ভূতগণের উৎপত্তিবিধানের নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন।" এখানেও "উৎপত্তি" না বলিয়া "অভ্যুদয়" বা "উন্নতি" বলা উচিত ছিল। অনুবাদকারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ একই শ্লোক তিনস্থলে দুইরূপ অনুবাদ করিলেন। দুইবার (কর্ণপর্ব্বে এবং শান্তিপর্ব্বের ৯০ অধ্যায়ে) নিজেদের বুদ্ধি খাটাইয়া ভ্রমে পড়িলেন; আর একবার (শান্তিপর্ব্বের ১০৯ অধ্যায়ে) নীলকণ্ঠের অনুসরণ করিয়া বিশুদ্ধ অনুবাদ করিলেন।

এখানে "প্রভব" অর্থ যে "অভ্যুদয়" তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি। বৈশেষিক-দর্শনে আছে

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

অর্থাৎ যাহা হইতে অভ্যুদয় এবং মুক্তিলাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এখানে ধর্ম্মকে অভ্যুদয়ের সাধন বলা হইয়াছে। মহাভারতের অন্যত্রও এইরূপ আছে (১২।২৬১।৩৫)

"অকারণো হি নৈবাস্তি ধর্ম্মঃ সূক্ষ্মো হি জাজলে।
ভূতভব্যার্থমেবেহ ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্॥"

"হে জাজলি, ধর্ম্ম সূক্ষ্মপদার্থ; কিন্তু কোনও ধর্ম্মই নিষ্কারণ নহে। প্রাণিদিগের ভব্যের (মঙ্গলের) জন্যই ঋষিরা ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন"। এখানে মূলে "ভূতভব্যার্থম্" আছে। ভব্য অর্থ শুভ, মঙ্গল বা সুখ। "প্রভবার্থং ভূতানাং" এবং "ভূতভব্যার্থম্" এই দুইটি যে একই অর্থের প্রতিপাদক, তাহা বলাই বাহুল্য।

কর্ণপর্ব্বের পাঠ হইতে শান্তি-পর্ব্বের পাঠ শ্রেষ্ঠ।

কর্ণপর্ব্বস্থ শ্লোকগুলি এবং শান্তিপর্ব্বস্থ শ্লোকগুলি প্রায় একই, কেবল এক আধ অক্ষরের গরমিল। যে সকল স্থলে গরমিল, সে সকল স্থলেই শান্তিপর্ব্বের পাঠ সুসঙ্গত ও প্রাঞ্জল। হয়ত পূর্ব্বে উভয়ে এক পাঠ ছিল, এবং পরে লিপিবৈগুণ্যে কর্ণপর্ব্বের পাঠগুলি এত কঠিন ও অসঙ্গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"যেহন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধর্ম্মমিচ্ছন্তি কর্হিচিৎ"

(কর্ণপর্ব্বের পাঠ।)

এখানে প্রকৃত পাঠ "ধর্ম্ম" না হইয়া 'ধন' হইবে। শান্তিপর্ব্বে ঐ পাঠই আছে। কর্ণপর্ব্বস্থ কৌশিকের উপাখ্যানও ঐ পাঠেরই সমর্থক। নীলকণ্ঠ ভ্রান্ত পাঠ ধরিয়া

নীলকণ্ঠের ভ্রম।

অর্থ করিতে গিয়া বড় গোলযোগে পড়িয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পণ্ডিতগণ ৬০তম শ্লোকের অনুবাদে নীলকণ্ঠের অনুবর্ত্তী হইয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন, কিন্তু ৬১তম শ্লোকে তাঁহারা নীলকণ্ঠের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অনুসরণ না করিয়া নিজেরা শুদ্ধ অনুবাদই প্রদান করিতে পারিয়াছেন (কর্ণপর্ব্ব ৬৯তম অধ্যায়)। বলা বাহুল্য, ইহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই।

নিম্নে প্রকৃত অনুবাদ দিলাম। উহার সহিত তুলনা করিলে কালীসিংহের ভ্রমের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধ হইবে।

শুদ্ধ অনুবাদ	কালীসিংহের অনুবাদ
যাহারা অন্যায়রূপে কাহারও ধন হরণ করিতে চায়, (তাহাদের নিকট তাহা বলিবে না, ইহাই নিশ্চিত ধর্ম্ম)। যদি কথা না কহিয়া চোরদিগের হাত হইতে এড়ান যায়, তবে কথা কহিবে না। আর যদি অবশ্যই কথা কহিতে হয়, কিম্বা কথা না কহিলে সন্দেহ করে, তবে সেরূপস্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়স্কর, কেন না, মিথ্যাই এখানে সত্য। (কর্ণপর্ব্ব ৬৯।৬০-৬১)	যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে [এটি অসম্বন্ধ প্রলাপ হইল, ইহার জন্য নীলকণ্ঠদায়ী] যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে তাহার নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে, সেস্থানে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ হয়।

মদীয় অনুবাদের 'কথা না কহিলে যদি সন্দেহ করে' এই অংশটুকুর ব্যাখ্যা আবশ্যক। মূলে আছে "শঙ্কেরন্ * বাপ্যকূজনাৎ"। একটি কল্পিত উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইতেছি,

* নীলকণ্ঠের কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা হাস্যকর। কুতূহলী পাঠক একবার পড়িয়া দেখিবেন।

আগে দেখিলাম যে, পলায়মান বণিক্ দক্ষিণদিকে গেল। পরে দস্যুরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, তদনুসৃত বণিক্ দক্ষিণদিকে গিয়াছে কি না? এখন যদি চুপ করিয়া থাকি, তবে দস্যুরা ভাবিবে যে মিথ্যাকথার ভয়ে চুপ করিয়া আছি। কাজেই তাহারা দক্ষিণদিকে গিয়া বণিক্‌কে বিনাশ করিবে। এরূপ স্থলে কথা না কহিলে চলিবে না।

কৃষ্ণচরিত্রে ত্রুটি।

এখানে দৃঢ়তার সহিত বলিতে হইবে যে, বণিক্‌রা দক্ষিণদিকে যায় নাই। এই মিথ্যাই সত্য ও ধর্ম্মানুমোদিত। ৺কালীসিংহের অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া ৺বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় কৃষ্ণচরিত্রে এবিষয়ে একটু ত্রুটি রাখিয়াছেন।* (৬ খণ্ড, ৬ পরিচ্ছেদ)

"প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্" এই সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানে হিতবাদ (endaemonism কিংবা সুখবাদ (utilitarianism) নামে য়ুরোপীয় দর্শনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। "যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ"—লেস্‌লী, ষ্টিফেন, স্পেন্‌সার প্রভৃতির মূলমন্ত্র। ধারণ অর্থ পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির বা সমাজের রক্ষণ—ইংরাজিতে বলে আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা (self preservation and social preservation) এই কথা না বুঝিয়া ৺কালীসিংহের পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন—

'যাহাদ্বারা প্রজাগণ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই ধর্ম্ম"।

(শান্তিপর্ব্ব)

পণ্ডিতেরা এখানে নীলকণ্ঠের ভ্রান্ত তর্জ্জমা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা শুদ্ধই আছে। তিনি "সংরক্ষণ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা উহার ধাত্বর্থ ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন "পরিত্রাণ"। কিন্তু এখানে পরিত্রাণ বা বিপন্মুক্তির কোন নামগন্ধও নাই। মহাভারতকারের অভিপ্রায় এই যে, যাহা দ্বারা প্রজারা সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

এই সকল কথা আপাতত খুটি নাটি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে।

---

* প্রসঙ্গত এখানে আরও একটী কথা বলি। কৃষ্ণচরিত্রের উক্ত ৬ খণ্ডের ৬ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের আদি পর্ব্ব হইতে

"ন ধর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥"

কৃষ্ণচরিত্রের আর একটী ত্রুটি।

এইরূপ শ্লোক তুলিয়া লিখিয়াছেন "চারিটী ভিন্ন পাঁচটীর কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই 'পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি' আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।" এই মন্তব্যটী তুলিয়া দেওয়া উচিত, কেন না মূলের প্রকৃত পাঠ এইরূপ "ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি।" এইরূপ পাঠ ধরিলে, পাঁচটীই হয়, চারিটী হয় না। কালীসিংহের মহাভারতে যথার্থ অনুবাদই আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবু তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্বে মহাভারতের তাৎপর্য্য, উপাখ্যানভাগে নহে। এই সকল ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বই মহাভারতের প্রকৃতশিক্ষা। যদি ঐ শিক্ষাই না পাওয়া গেল, তবে অনুবাদ পড়িয়া লাভ কি? এই মহাভারতের তাৎপর্য্য যে, উহার উপাখ্যানভাগে নহে, একথা নীলকণ্ঠও ভূয়োভূয় স্বীকার করিয়াছেন। সংবাদপত্রের অধিকারীরা অবিকল যথাদৃষ্ট কালীসিংহের অনুবাদ ছাপাইয়া বিক্রয় করিতেছেন, কিন্তু উহার বহুপ্রচার বাঞ্ছনীয় নহে। কালীসিংহের কালীসিংহের অনুবাদের সংস্কার আবশ্যক। অনুবাদকে এক আধটুকু বদ্‌লাইয়া মূলের অনুযায়ী করিয়া, প্রচার করা সঙ্গত। কালীসিংহের মহাভারতে ভ্রমপ্রমাদ আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কালীসিংহের মহা উত্তম অল্পপ্রশংসার নহে। যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, এসব কাজে ভ্রমপ্রমাদ থাকিবেই থাকিবে। পরবর্ত্তী কালের পণ্ডিতগণ উহার সংশোধন করিবেন। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ইহাতে পূর্ব্বমনীষীদিগের অবহেলা করা হয় না, ইহাই তাঁহাদের প্রধান সম্মান। আজ মহামতি কালীপ্রসন্ন সিংহ বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কত আনন্দের সহিত প্রদর্শিত ভ্রমগুলি সোধরাইয়া লইতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কোনও সংস্কৃতজ্ঞ সভ্য এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে দেশের বিদ্যানুরাগী মহাপ্রাণ জমিদারবর্গ (কাসিমবাজার, লালগোলা, দীঘাপাতিয়া প্রভৃতি) মুক্তহস্তে সাহায্য করিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।*

শ্রীবনমালিবেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন।

---

* প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্য অতি সাধু। মহাভারতের একখানি উপযুক্ত অনুবাদের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু মূল মহাভারতের কোন্ খানি আদর্শ হইবে, তাহা লইয়াই বিষম গোল। এ সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। ১৩০৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ও বিশ্বকোষে এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদের অভিপ্রায় কতকটা প্রকাশ করিয়াছি।

[সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৪ সাল, ২৩৫—২৩৭ পৃষ্ঠা, বিশ্বকোষ, ১৪ ভাগ, মহাভারত শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তৎপরে কিছুদিন হইল, অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্ তাঁহার প্রস্তাবিত মহাভারতের বিশদ সূচীপ্রকাশকল্পে এবং আমেরিকার অধ্যাপক হপ্‌কিন্স তাঁহার Indian Epic নামক বিস্তৃত গ্রন্থে মহাভারত সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিস্তৃত আলোচনার ফলে মূল মহাভারতের একটী প্রকৃত ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য জর্ম্মণদেশে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর হস্তলিপি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় শতাধিক হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন ও মহাভারতের প্রকৃত পাঠ ঠিক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাভারতের এ পর্য্যন্ত ১৮।১৯ খানি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল টীকার মধ্যেও মহাভারতের যথেষ্ট পাঠান্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় যতদিন একখানি মূল মহাভারতের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত না হয়, ততদিন মহাভারত-অনুবাদরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। জর্ম্মণদেশের ন্যায় এদেশেও মূল মহাভারতের একটী বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হওয়া প্রথম কর্ত্তব্য মনে করি।

পত্রিকা-সম্পাদক।

প্রাচ্য ও উদীচ্য*

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে প্রাক্ (প্রাচ্) ও উদক্ (উদচ্) নামে দুইটী বিভাগ ছিল। এই উভয় বিভাগকে যথাক্রমে প্রাচ্য ও উদীচ্যশব্দ দ্বারাও অভিহিত করা হইত। এই দুই বিভাগের অধিবাসিগণকে এবং গ্রাম নগর প্রভৃতিকেও পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইত। মহর্ষি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাক্ (প্রাচ্) ও উদক্ (উদচ্) প্রাচ্য এবং উদীচ্য শব্দের অনেকবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ;—

এঙ্ প্রাচাং দেশে ১।১।৭৫

প্রাচামবৃদ্ধাৎ ফিন্ বহুলম্ ৪।১।১৬০

বহ্বচ ইঞঃ প্রাচ্যভরতেষু ২।৪।৬৬

ন দ্ব্যচঃ প্রাচ্যভরতেষু ৪।২।১১৩

উদীচাং বৃদ্ধাদগোত্রাৎ ৪।১।১৫৭

উদীচ্যগ্রামাচ্চ বহ্বচোঽন্তোদাত্তাৎ ৪।২।১০৯

এই প্রাক্ ও উদকের সীমানির্দ্দেশ করিয়া উভয় বিভাগের মধ্য দিয়া শরাবতী নদী প্রবাহিত হইত। এ সম্বন্ধে বামন ও জয়াদিত্য প্রণীত সুপ্রাচীন কাশিকাবৃত্তিতে 'এঙ্ প্রাচাং দেশে' এই সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ;—

"প্রাগুদঞ্চৌ বিভজতে হংসঃ ক্ষীরোদকং যথা ॥
বিদুষাং শব্দসিদ্ধ্যর্থং সা নঃ পাতু শরাবতী ॥"+

(কাশিকা ২৪ পৃষ্ঠা ৺বালশাস্ত্রীর সম্পাদিত)

অর্থ,—হংস যেরূপ ক্ষীর ও নীর বিভক্ত করে, সেইরূপ পণ্ডিতদিগের শব্দসিদ্ধির নিমিত্ত, যিনি প্রাক্ ও উদক্ বিভক্ত করিতেছেন, সেই শরাবতী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

সুপ্রসিদ্ধ অমরসিংহ অমরকোষের ভূমিবর্গে এই বিষয় আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন ;—

"—শরাবত্যাস্তু যোঽবধেঃ।
দেশঃ প্রাগ্দক্ষিণঃ প্রাচ্য উদীচ্যঃ পশ্চিমোত্তরঃ ॥"

---

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১০ই ভাদ্র ১৩১৮ সালে বারাণসী শাখাসাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

+ 'এঙ্ প্রাচাং দেশে' সূত্রে শব্দকৌস্তুভ ও মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতেও এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

অর্থ,—শরাবতীকে সীমা ধরিয়া, তাহার পূর্ব্বদক্ষিণ দেশ প্রাচ্য ও পশ্চিমোত্তর দেশ উদীচ্য।

এই শরাবতী একটী নদী, তাহাও অমরকোষের বারিবর্গে দেখিতে পাওয়া যায়—

"শরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
কাবেরী সরিতোঽন্যাঃ—"

অর্থ—শরাবতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, কাবেরী এইগুলি বিশেষ বিশেষ নদীর নাম।

কাশিকার ব্যাখ্যাপ্রণেতা বৈয়াকরণকেশরী সুপ্রসিদ্ধ হরদত্তমিশ্র, কাশিকায় উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"শরাবতী নাম নদী উত্তরপূর্ব্বাভিমুখী তস্যা দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দিশি ব্যবস্থিতো দেশঃ প্রাগ্‌দেশঃ উত্তরাপরস্যামুদগ্‌দেশঃ তৌ শরাবতী বিভজতে তয়া মর্য্যাদয়া তয়োর্ব্বিভাগো জ্ঞায়তে"

(পদমঞ্জরী প্রথম খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা)

অর্থ,—শরাবতী একটী উত্তরপূর্ব্বাভিমুখী নদী, তাহার দক্ষিণপূর্ব্বভাগে অবস্থিত দেশ প্রাগ্‌দেশ, উত্তরপশ্চিমভাগে অবস্থিত দেশ উদগ্‌ দেশ; ঐ দুই দেশকে শরাবতী বিভক্ত করিতেছে অর্থাৎ শরাবতীরূপ সীমাদ্বারা এই উভয় দেশের বিভাগ জানা যায়।

হরদত্ত এই শ্লোকের নানা পাঠান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে অর্থের কোনরূপও পার্থক্য না হওয়ায়, এ স্থানে সেই সকল পাঠান্তর সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা গেল না। হরদত্ত অমরসিংহের পরবর্ত্তী প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহা বলা বোধ হয় অনুচিত নহে।

পদমঞ্জরী হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, শরাবতী নদী উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখী, অর্থাৎ ঈশানকোণের দিকে প্রবাহিত হইত। ইহা অবশ্য হরদত্তের মত। কিন্তু শব্দকৌস্তুভ ও মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে লিখিত আছে যে, * "কেহ কেহ বলেন, এই নদী ঈশানকোণ হইতে আসিয়া নৈঋর্তকোণে পশ্চিম সমুদ্রে (অর্থাৎ আরবসাগরে) পতিত হইয়াছে।" আমাদের নিকট এই শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। নদী সকল নীচের দিকেই প্রবাহিত হয়; এইজন্য নদীর একটি নাম নিম্নগা অর্থাৎ নিম্নগামিনী। শরাবতীও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রধান নদীর ন্যায় হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, সমুদ্রের দিকে নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হইত, ইহাই সঙ্গত। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, শরাবতীর প্রবাহ ঈশানকোণাভিমুখ ছিল, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ নদী নিম্নভূমি হইতে উচ্চ ভূমিতে প্রবাহিত হইত; কিন্তু ইহা কোনরূপে সম্ভবপর নহে।

---

* দ্রষ্টব্য—'এঙ্‌ প্রাচাং দেশে' সূত্রের শব্দকৌস্তুভ ও মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের এই নদীবিষয়ে উক্তরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ মত দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, এই নদী বহুপূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজন্য উক্ত পণ্ডিতগণ অনুমান অথবা কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া নদীবিষয়ে বিভিন্ন মতে উপনীত হইয়াছেন। যদি নদী বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে এরূপ অনুমানাদির আশ্রয় লইতে হইত না।

যদিও শরাবতী নদীর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, তথাপি অন্য প্রকারে প্রাক্ ও উদকের অবস্থিতি নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই নির্ণয় দ্বারা শরাবতী নদীরও অবস্থিতি-স্থান বুঝিতে পারা যাইবে।

ন প্রাচ্যভর্গাদিযৌধেয়াদিভ্যঃ ৪।১।১৭৮।

এই পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাবসরে কাশিকায় কতকগুলি দেশের অধিবাসীকে প্রাচ্য বলা হইয়াছে। ঐ দেশগুলির নাম—পাঞ্চাল, বিদেহ, অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ। এই স্থানে হরদত্ত লিখিয়াছেন,—

পাঞ্চালাদয়ঃ শরাবত্যাঃ প্রাঞ্চো জনপদাঃ ॥

(পদমঞ্জরী দ্বিতীয় খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ পাঞ্চালাদি শরাবতীর পূর্ব্ববর্ত্তী জনপদ।

বহুবচ ইঞঃ প্রাচ্যভরতেষু ২।৪।৬৬।

এই সূত্রের মহাভাষ্যে ভরতবংশীয়দিগকে প্রাচ্য বলা হইয়াছে। এই ভরতবংশীয় হস্তী নামক রাজা হাস্তিনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন*। ঐ নগর বর্ত্তমান দিল্লীর সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল, এ কথা সকলেই জানেন। ইহা দ্বারা দিল্লী পর্য্যন্ত ভূভাগ যে প্রাগ্ দেশ,—এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৮তম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, সেই সময় গঙ্গা হাস্তিনপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। হাস্তিনপুরের পশ্চিমভাগে পাঞ্চালদেশ এবং পাঞ্চালদেশের পশ্চিমে কুরুজাঙ্গল জনপদ বিদ্যমান ছিল। ঐ কুরুজাঙ্গল জনপদ অতিক্রম করিলে, তাহার পশ্চিমে শরদণ্ডা নাম্নী একটী নদী পাওয়া যাইত। এই নদী সুনির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ, নানা জলচর বিহগকুলে সমাকুল ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যসম্পদে রমণীয় ছিল। এই শরদণ্ডা ও শরাবতী অভিন্ন। শরশব্দে তৃণজাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ্ বুঝায়, চলিতকথায় তাহাকে "শরকাঠী" বলে। 'শরাঃ সন্তি অস্যাম্'শর সকল আছে ইহাতে—এই অর্থে শরাবতী শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।†

---

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৯৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† "তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্" ৫।২।৯৪ এই সূত্র দ্বারা 'শর' শব্দের উত্তর 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়। মতুপের উকার ও পকার অনুবন্ধ। "মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ" ৮।২।৯ এই সূত্র দ্বারা অথবা সংজ্ঞায়াম্ ৮।২।১১ এই সূত্র দ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয়ের মকার স্থানে বকার হয়। "শরাদীনাং চ"৬।৩।১২০ এই সূত্রানুসারে মতুপ্ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার দীর্ঘ হয়। স্ত্রীলিঙ্গে "উগিতশ্চ" ৪।১।৬ এই সূত্র দ্বারা ঙীপ্ হয়।=শরাবতী। যদি "শরাদীনাং চ" এই সূত্র

শরদণ্ডাশব্দেরও ঐ অর্থ। শরদণ্ডা অর্থাৎ শরকাঠী যাহাতে আছে তাহার নাম শরদণ্ডা। পূর্ব্বে কাশিকা হইতে যে কয়েকটী প্রাচ্য জনপদের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঞ্চাল দেশের নামও আছে। শরাবতী নদীর পূর্ব্বদক্ষিণভূভাগকে প্রাগ্‌দেশ বলা হইত, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সুতরাং শরাবতী নদী প্রাচ্য জনপদগুলির উত্তরপশ্চিমদিকে ছিল। রামায়ণে পাঞ্চাল জনপদের পশ্চিমদিকে, কুরুজাঙ্গল জনপদের পশ্চিমপ্রান্তে শরদণ্ডা নদীর অবস্থিতির কথা বর্ণিত আছে। অতএব শরাবতী ও শরদণ্ডার অবস্থিতিস্থান একই ছিল, ইহা বেশ প্রমাণিত হইতেছে।

এখন দেখা যাইতেছে, শরদণ্ডা ও শরাবতী উভয় শব্দই একার্থ, উভয় শব্দের আকারগত সাদৃশ্যও আছে। আবার উভয় নদীর অবস্থিতিস্থানও এক। এই সকল কারণে নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে জানা যাইতেছে যে, শরদণ্ডা ও শরাবতী একই নদীর দুই নাম।

প্রাচ্যদেশ নির্ণয় করিবার আরও একটী উপায় আছে। মীমাংসাদর্শনে

"অনুমানব্যবস্থানাত্তৎসংযুক্তং প্রমাণং স্যাৎ" ১।৩।১৫।

এই সূত্রের শাবরভাষ্যে দেশবিশেষের আচারের উল্লেখপ্রসঙ্গে 'হোলাকা প্রভৃতি প্রাচ্যগণের আচার' এরূপ বর্ণিত আছে। এই হোলাকাকে অনেকে 'হুলি' মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ হুলি শব্দ হোলাকাশব্দের অপভ্রংশ হইলেও, হুলির আবির নিঃক্ষেপ অথবা রঙ্গের পিচ্‌কারী দেওয়া হোলাকা নহে। কাশী প্রভৃতি স্থানে দোল-পূর্ণিমার প্রদোষে অনেকগুলি কাষ্ঠ-তৃণ একত্র করিয়া পূজাদির পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, ইহাকেই হোলাকা বলে। বঙ্গদেশেও ইহার অনুরূপ আচার দৃষ্ট হয়। তবে সেখানকার আচারের সঙ্গে কাশীর আচারের একটু প্রভেদ আছে। বঙ্গদেশে দোলযাত্রার পূর্ব্বদিন সায়ংকালে একখানি ক্ষুদ্র কুঁড়ে-ঘর প্রস্তুত করিয়া পূজা প্রভৃতির পরে অগ্নিসংযোগে ঐ কুঁড়ে-ঘর ভস্ম করা হয়। বঙ্গদেশে ইহাকে বহ্ন্যুৎসব বলে। সময়ের ও নামের পার্থক্য থাকিলেও, কাশীর হোলাকা ও বঙ্গদেশের বহ্ন্যুৎসবের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এইরূপ আচার অথবা ইহার অনুরূপ কোন আচার পঞ্চনদে নাই,—এ কথা আমার সতীর্থ্য পঞ্চনদবাসী ভ্রাতৃগণের নিকট জানিতে পারিয়াছি। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পঞ্চনদ প্রাগ্‌দেশ নহে।

এ বিষয়ে আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে "বাহীক" নামে একটী দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির সূত্রেও বাহীক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ;—

না থাকিত, তাহা হইলে 'শরবতী' (যথা, ধনবতী, পুত্রবতী) এইরূপ হইত। "শরাদীনাং চ" এই সূত্র থাকাতেই অকারের দীর্ঘ হইয়া 'শরাবতী' এই শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, পাণিনির সময়ে 'শরাবতী" শব্দের প্রচুর-প্রচার ছিল। এই কারণে শরাবতী শব্দের সিদ্ধির জন্য পাণিনিকে বিশেষ সূত্র প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মধ্যে অনেকবার প্রাক্, উদক্, প্রাচ্য ও উদীচ্য শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার সময়ে শরাবতী নদী বিদ্যমান ছিল এবং এই দুই বিভাগও সকলের সুপরিজ্ঞাত ছিল।

বাহীকগ্রামেভ্যশ্চ ৪।২।১১৭।

আয়ুধজীবিসঙ্ঘাঞ্‌ ঞ্যড্‌ বাহীকেম্বব্রাহ্মণরাজন্যাৎ ৫।৩।১১৪।

ও ৎ ১।১।১২ সূত্রের মহাভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে

"ন বাহীকোহনুবধ্যতে। কথং তর্হি বাহীকে বৃদ্ধ্যাত্বে ভবতঃ॥"

এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কাব্যপ্রকাশের দ্বিতীয় উল্লাসে সারোপলক্ষণার উদাহরণস্থলে "গৌর্বাহীকঃ" এইরূপ উক্তি দেখা যায়। উক্ত স্থলে মহাভাষ্য ও কাব্যপ্রকাশ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ দুই স্থলে বাহীকদেশবাসী মনুষ্য বুঝাইবার জন্য বাহীক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে; দেশ বুঝাইবার জন্য নহে। এই বাহীকদেশের বিষয় মহাভারতে কর্ণপর্ব্বের ৪৪ এবং ৪৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানামান্তরং যে সমাশ্রিতাঃ।
বাহীকা নাম তে দেশা ন তত্র দিবসং বসেৎ॥*

৪৪ অধ্যায় ৭ শ্লোক।

শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, বিতস্তা, ও চন্দ্রভাগা, এই পাঁচ নদী ও ষষ্ঠ সিন্ধুনদ, ইহার অভ্যন্তরবর্ত্তী ভূভাগের নাম বাহীকদেশ, টীকাকারেরা এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহার পর, ঐ অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও সিন্ধুর নাম উল্লিখিত আছে। এই শ্লোক দুইটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই টীকাকারগণ উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শতদ্রু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর আরও একটী শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিপাশা নদীর নাম উল্লিখিত আছে,—

বহিকশ্চ বহীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা সৃষ্টি প্রজাপতেঃ॥†

৪৪ অধ্যায় ৪১ শ্লোক।

অর্থ,—বিপাশাতে বহিক ও বাহীক নামে দুই পিশাচ আছে। বাহীকগণ তাহাদের সন্তান, ইহারা প্রজাপতির সৃষ্টি নহে।

---

* বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে এই শ্লোকের অন্যরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যেঽন্তরাশ্রিতাঃ।
তান্‌ ধর্ম্মবাহ্যানশুচীন্‌ বাহীকান্‌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থের তেমন কোন বিশেষ নাই। উদ্ধৃত পাঠ শব্দকৌস্তুভ ও মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দোত অনুসারে।

† বঙ্গবাসীর পুস্তকে পাঠান্তর—

"বহি হীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।"

মহাভারতের সময় বাহিকেরা অত্যন্ত অনাচারপরায়ণ ছিল, সেইজন্য মহাভারতে তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দেখা যায়। মহাভারতে কর্ণপর্ব্বের ৪৪ এবং ৪৫ অধ্যায় পাঠ করিলে তাহাদের ঘোরতর অনাচারের বিষয় জানিতে পারা যায়। বাহুল্যভয়ে ও অপ্রাসঙ্গিকবোধে এখানে সে সকল কথার আলোচনা করা গেল না।

মহাভারতে বাহীকশব্দ দেশ ও তদ্দেশবাসী মনুষ্য, এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়। উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে প্রথমটীতে বাহীকশব্দ দেশ বুঝাইবার জন্য ও দ্বিতীয়টীতে তদ্দেশীয় মনুষ্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্ণপর্ব্বের ৪৫ অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পঞ্চনদ ও বাহীক একই দেশ; কিন্তু বর্ত্তমান পঞ্জাব ও তখনকার পঞ্চনদ একেবারে অভিন্ন নহে। যে ভূভাগ সিন্ধুনদের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে অবস্থিত, যাহার পূর্ব্বসীমা শতদ্রু নদী,—সেই সিন্ধু-শতদ্রু-বেষ্টিত ভূভাগ পূর্ব্বে পঞ্চনদ বা বাহীক বলিয়া পরিচিত ছিল; অর্থাৎ বর্ত্তমান কাশ্মীরের অনেকাংশ ও বর্ত্তমান পঞ্জাবের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া পঞ্চনদ জনপদ বিস্তৃত ছিল।

উক্ত জনপদে "শাকল" * নামে একটী নগর ছিল। মহাভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে দ্বিতীয় আহ্নিকে "অব্যয়াত্তপ্" এই সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে ঐ শাকল-নগরকে ভগবান্ পতঞ্জলি প্রসঙ্গক্রমে উদীচ্য ও বাহীক উভয়ই বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাহীকদেশ বা পঞ্চনদ জনপদ উদগ্‌দেশের অন্তর্গত ছিল।

এখন দেখা যাইতেছে যে, দিল্লী হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ এবং দিল্লীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত পাঞ্চাল ও কুরুজাঙ্গল জনপদ প্রাগ্‌দেশের অন্তর্গত ছিল। শতদ্রু নদীর পশ্চিম ভূভাগ উদগ্‌দেশের অন্তর্গত ছিল। বাহীক জনপদ ব্যতীত কেকয়, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ গুলিও উদীচ্য দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। "ন প্রাচ্য ভর্গাদিযৌধেয়াদিভ্যঃ" ৪।১।১৭৮ সূত্রের পাণিনীয় গণপাঠ, কাশিকা ও পদমঞ্জরী পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

দিল্লী হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের পশ্চিমপ্রান্তে, কুরুজাঙ্গল জনপদের পশ্চিম-সীমায়, শরাবতী নদী বিদ্যমান ছিল। এই নদী হইতে শতদ্রুর দূরত্ব তত বেশী ছিল না। আপাততঃ শরাবতী নদী সম্বন্ধে ইহার অধিক জানিবার উপায় নাই।

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
(বারাণসী)

---

* মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়, ১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ছিলমাবাদের মেলা

ময়মনসিংহ জেলায় আটীয়া পরগণার মধ্যে ছিলমাবাদ (সলিমাবাদ) বলিয়া একটী গণ্ডগ্রাম আছে। ঐ গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান ও কৈবর্ত্ত। বহুকাল হইতে তথায় চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বদিন একটি মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলার জন্যই ঐ গ্রামের এত প্রসিদ্ধি। বহুবৎসরের ঐ প্রসিদ্ধ স্থানটি আজ উত্তাল উর্ম্মিসংক্ষুব্ধ খরস্রোতা যমুনার প্রবাহে (ব্রহ্মপুত্র নদের যে অংশ পদ্মানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে তাহাকে যমুনা নদী বলে) অচিরে অদৃশ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। আর দুই এক বৎসর স্রোতের গতি এবম্প্রকার থাকিলে ঐ গ্রামের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। সম্প্রতি গ্রামের দেবালয় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

এ প্রদেশের চৈত্র-সংক্রান্তির চড়কপূজায় কিছু বিশেষত্ব আছে। তিন চারি হাত দীর্ঘ ন্যূনাধিক অর্দ্ধহস্ত প্রশস্ত শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম অঙ্কিত করিয়া এবং মধ্যস্থলে একটি ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া তদুপরি শিবের পূজা হইয়া থাকে। ঐ দারু মূর্ত্তিকে অন্যদেশে "পাট ঠাকুর" বলে। চড়কপূজা উপলক্ষে চৈত্র-সংক্রান্তির ১০।১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে ঐ পাট-ঠাকুরের পূজা আরম্ভ হয়। ঐ পূজায় ভূতাবিষ্ট রোগিণীদেরই অধিক শুভাগমন হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস পাট-ঠাকুরের চরণামৃতে ভূতের উপদ্রব থাকে না। চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন ঐ পূজার বিশেষত্ব আছে এবং ছিলমাবাদের পাট-ঠাকুর বিশেষ "জাগ্রত" দেবতা বলিয়া অস্ম-দেশীয়দের বদ্ধসংস্কার থাকায় ঐ বিশেষ পূজার দিন তথায় বহুলোকের সমাবেশ হয়। ভূতাবিষ্ট ভিন্ন অন্য নানারোগের প্রতিকার উদ্দেশ্যেও বহু বলি ও পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর ঐ দিন প্রায় ৫।৬ হাজার লোকের সমাবেশ ও ৪।৫ শত ছাগ বলির জন্য উৎসর্গ করা হইয়া থাকে। ভূতাবিষ্ট রোগিণীগণকে শান্তির জন্য তথায় লইয়া যাওয়া হয়। রোগশান্তির পূর্ব্বে রোগিণীদের অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব দৃষ্ট হয়। ঐ দৃশ্য অতি বীভৎসজনক। কোথাও কেহ কেবল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে; কেহ করালবদন ব্যাদনপূর্ব্বক অব্যক্ত শব্দ করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বিমুক্ত কুন্তলাবলী অনবরত রজক হস্তস্থিত বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতেছে—বৃক্ষপত্রাদি কেশদামসংলগ্ন হওয়ায় রোগিণীদের দৃশ্য আরও ভয়ানক হইয়া থাকে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ছিলমাবাদ হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেই রোগিণীদের উত্তেজিত ভাব হইয়া থাকে। রোগিণী বিকট বেগে, বিকট ভঙ্গিতে ছিলমাবাদ অভিমুখে অপ্রতিহত গতিতে গমন করিতেছে! সাধ্য কি কেহ তাহার গতি রোধ করে! রোগিণীর অভিভাবকগণ রোগিণীর নগ্নতা ও শরীররক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। পরিধেয় বস্ত্র দৃঢ়রূপে কটিতে বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। শঙ্খ রত্নাদি রক্ষার্থে তাহাও বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া বাঁধা হয়। দুই তিন জন লোক উভয় পার্শ্ব হইতে রোগিণীকে ধরিয়া সাবধানে লইয়া যায়। এত যত্ন এত সাবধানতা সত্ত্বেও অর্দ্ধ নগ্ন, রুধির-রঞ্জিত রোগিণী বিরল নহে। ছিলমাবাদের পাট-ঠাকুরের অত্যন্ত মাহাত্ম্য

বলিয়া এদেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন ; ঐ পাট-ঠাকুর সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তি আছে :—

ছিলমাবাদের ৩।৪ মাইল উত্তরে ঘুণি বলিয়া একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। নিয়োগী বাবুরা তথাকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। নিয়োগী বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ ৺দুর্গাদাস নিয়োগী অতি ক্ষমতাবান্ লোক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ঐ গ্রামে আছে। মন্দিরে বহুকাল হইতে কোন প্রতিষ্ঠিত দেবতা দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে ঐ মন্দিরের অতি শোচনীয় অবস্থা। ১৩৯২ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরের যে বহু ক্ষতি হইয়াছে তন্মধ্যে মন্দিরের দ্বারের উপরের খোদিত শ্লোকটী ভঙ্গ হওয়াই বিশেষ অপচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ শ্লোকটী নিয়োগী বাবুদের অনেকের নিকট লিখিত আছে, কিন্তু কিছু কিছু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। আমি ঐ শ্লোকাবলি-খোদিত ইষ্টক অনুসন্ধান করিয়া ২।৩ খান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইষ্টকোপরি খোদিত অক্ষরগুলি বঙ্গাক্ষর ও প্রায় দুই ইঞ্চ দীর্ঘ। এতদ্ভিন্ন মন্দিরে বহু কারুকার্য্য, লতাপাতা, ফুল ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল। এখনও তাহার কতক কতক মন্দিরে দেখা যায়। কিংবদন্তি এই, ঐ মন্দিরের কপাট প্রস্তুত কালে কপাটের জন্য আনীত কাষ্ঠ খণ্ডদ্বারা পাটঠাকুর প্রস্তুত করিয়া পূজা করার জন্য নিয়োগী বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে কেহ আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে যথারীতি কার্য্য হয়। তাঁহার পরবর্ত্তিগণ মধ্যে জনৈক নিয়োগী বাবু অত্যন্ত বিলাসী হওয়ায় ঐ পূজায় অমনযোগী হয়েন এবং ঐ পূজার বাছকর জনৈক চূনিয়া (চূর্ণকার জাতি) নিয়োগী বাবুর নিকট হইতে পাটঠাকুর প্রাপ্ত হয়। উক্ত চূনিয়া ঐ পাটঠাকুর লইয়া গিয়া ছিলমাবাদে স্থাপন করে এবং তথাকার পালবংশীয় জনৈক ব্যক্তি পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অদ্যাপি উক্ত পালবংশীয়গণ ঐ পাট-ঠাকুরের পূজক ও চূর্ণকারবংশীয়গণ স্বত্বাধিকারী। মন্দিরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত ছিল :—

"শ্রীশম্ভু। সপ্তবেদোত্তরপরিবিলসৎপঞ্চশুভ্রাংশুশাকে
শ্রীমৎকৈলাসচূড়াভ্রমকরসুমহাহর্ম্ম্যরূপিমহেশঃ।
স্বচ্ছশ্রীপঞ্চানন উপরিবিলসৎনিষ্কলঙ্কামৃতাংশু
শ্রীদুর্গাদাসদাসং ভবভয়কলিতং ত্রাতুমাবির্ব্বভূব ॥"

শ্লোকার্থ অনুসারে দেখা যায় মন্দিরটী ১৫৪৭ শকে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে সুতরাং মন্দিরের বয়ঃক্রম ২৮৬ বৎসর। ঐ কিম্বদন্তি অনুসারে ছিলমাবাদের মেলা ২০০ বৎসরের ন্যূন নহে। ঐ মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রায়ই নিরক্ষর, কাজেই এই সমারোহের মেলায় তাহাদের স্ব স্ব প্রাপ্তির দিকে যেরূপ খরদৃষ্টি, দর্শক বা যাত্রিগণের সুখসুবিধার জন্য তাহার কিছুই নাই। ঐ প্রদেশের মুসলমানগণ সময় সময় যাত্রিগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, এজন্য কয়েক বৎসর পুলিশের একটু বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ঐ দেবপূজা ও মেলা কোথায় হইল তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী।

ভারতবর্ষের বর্ণমালা

সামবেদ, ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় যে ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে পাণিনি ব্যাকরণোদ্ধৃত সকলগুলি অক্ষরই সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। সর্ব্বানুক্রমণী, প্রাতিশাখ্য এবং যাস্কের নিরুক্তের প্রমাণে বলিতে পারা যায় যে এখন উল্লিখিত বেদসংহিতাগুলির যে পাঠ প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্বানুক্রমণী প্রভৃতির সময় হইতে সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত ভাবে রহিয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারা যায় যে সংহিতাগুলির মধ্যে যে রচনা অত্যন্ত পুরাতন তাহাতেও সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট সকলগুলি বর্ণ প্রচলিত ছিল। লিখিবার কৌশল সৃষ্টি না হইলে কদাচ বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে নাই; অথচ অক্ষর শব্দটিও বর্ণঅর্থে অত্যন্ত প্রাচীন ব্যবহারে পাওয়া যায়। যাহা মুখের কথার মত ভাসিয়া যায় না, কিন্তু অক্ষর বা অক্ষয় হইয়া থাকে, তাহারই নাম যখন বর্ণ, তখন অক্ষর শব্দ হইতেই লিপি-সৃষ্টি সম্পূর্ণ সূচিত হয়। ঋগ্বেদে আছে—"অক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীং" অর্থাৎ অক্ষর বা Syllable দ্বারা সাতটি ছন্দ মিত বা Measured হয়। এই অর্থ সুস্পষ্ট। কাজেই বলিতে পারা যায় যে সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্য দেখিয়া মন্ত্ররচয়িতাদের বংশের প্রাথমিক বা আদিম সভ্যতার কথা জানিতে পারা যায় না। বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্বে একটা অতি দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা অস্বীকার করা অসম্ভব।

বৈদিক সাহিত্য বিকসিত হইবার পূর্ব্বে বর্ণমালার কি অবস্থা ছিল, কি প্রকার উচ্চারণ ছিল, কিয়ৎপরিমাণে তাহা বৈদিক সাহিত্য হইতে প্রাচীন ঈরাণী ভাষার প্রমাণে এবং আর্য্য-সভ্যতাস্পৃষ্ট কোন কোন প্রান্তদেশবাসী জাতির ভাষা তুলনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রাচীন ঈরাণী ভাষা সম্বন্ধে Dr. Haug এবং Dr. Hornএর ব্যাকরণবিষয়ক প্রবন্ধ আমার অবলম্বন। আর্য্যস্পৃষ্ট প্রতিবেশী জাতির ভাষাসম্বন্ধে T. G. Bailey প্রণীত 'Languages of the Northern Himalayas" এবং Colonel Davidsonএর বাশ্‌গলী ভাষার বিবরণ (J. A. S. B., Vol. LXXI, Pt. 1. Extra No. 1, 1902) মান্য বলিয়া গ্রহণ করিব। এই প্রবন্ধে প্রাচীন বর্ণমালার যে উচ্চারণের বিবরণ দিব, তাহাতে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাকরণের সন্ধি নামক প্রবন্ধে যে সকল আদিম উচ্চারণের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা অতিরিক্ত প্রমাণে সমর্থিত হইবে। পাঠকদিগকে আমার সেই পূর্ব্বপ্রবন্ধ একবার পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

(অ) অ—এই স্বরের মুক্ত প্রাচীন উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই বলিলেই চলে; সেরূপ উচ্চারণ করিতে হইলে হ্রস্ব আ উচ্চারণ করিতে হয়। বেদে এই উচ্চারণই অধিক; সংবৃত বা একটু ও-ঘেঁষা বাঙ্গলা ধারণের উচ্চারণও ঋগ্বেদের সময়ে ছিল (অথর্ব্ব-প্রাতিশাখ্য ১-৩৬) পশ্চিমাঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রে মুক্ত উচ্চারণ খুব প্রচলিত; তেলেগু, তামিল প্রভৃতিতে সর্ব্বত্রই

মুক্ত উচ্চারণ। ঐ উচ্চারণ একটু দীর্ঘ করিলেই আ হইয়া যায়। প্রাচীন ঈরাণী ভাষায় সংবৃত উচ্চারণ নাই, কেবলই মুক্ত উচ্চারণ। কিন্তু ঈরাণী ভাষা যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী বৈদিক ভাষার সহিত বেশী মেলে এবং অতি প্রাচীন ভাষাতেও যখন সংবৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়, তখন ঐ সংবৃত উচ্চারণ অতি প্রাচীন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

অ-কারে একটা অনুনাসিক ধ্বনিও অতি প্রাচীনকালে যুক্ত ছিল। ঐ অনুনাসিক ধ্বনি বহুবচন করিবার সময়কার টানা উচ্চারণে ফুটিয়া উঠিত বলিয়া লটের একবচনের "তি" বহুবচনে "অন্তিতে" পরিণত হইত। বৈদিক ভাষায় বহুবচনের "জুহ্বতি" পদের বিকল্পে "জুহ্বন্তি" পাওয়া যায়।

(২) আ - তেলেগু, তামিল পড়িতে গেলে যেমন অ-কারের দীর্ঘ করিয়াই আ-কার পাওয়া যায়, প্রাচীন বৈদিকে যে ঠিক্ তাহাই ছিল, তাহা নিরুক্ত এবং পদপাঠ হইতে বুঝিতে পারা যায়। অ+অস্ +অম্ হইতে আসম্ (আমি ছিলাম)। অকারের অনুনাসিক যে দীর্ঘ হইলে কখন কখন কেবল অ-কার হইয়া থাকিত, তাহাও খন্ ধাতু হইতে খাত প্রভৃতিতে ধরিতে পারা যায়।

(৩) ই—ই নিজে একটি স্থায়ী স্বর ; কিন্তু কোথাও কোথাও হ্রস্ব আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণে "ই" হইত। সাধতি, সিধ্যতি ; শাস্তে, শিষ্ট প্রভৃতির প্রতি পাঠকেরা লক্ষ্য করিতে পারেন।

(৪) ঈ - ই-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ মাত্র। কোন কোন স্থলে দীর্ঘ আ এবং দীর্ঘ ই এক কার্য্য করিত দেখা যায়, যথা—গাথ এবং গীথ, দা-ধাতু হইতে দীধ এবং হা ধাতু হইতে হীন, ইত্যাদি।

(৫) উ এবং ঊ—উ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শেষটি প্রথমটির দীর্ঘ উচ্চারণ মাত্র।

(৬) ঋ—'ব্যাকরণের সন্ধি' প্রবন্ধে এই স্বরের আদিম উচ্চারণ অর্ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। ঋ-কারের স্থায়ী উচ্চারণটি যে শেষভাগে র হইয়া ফুটিত, তাহা প্রাতিশাখ্যেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে (ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ৮-১৪, অথর্ব্বপ্রাতি° ১-৩৭,৭১)। বাজসনেয়ি-প্রাতিশাখ্যে (৪-১৪৫) স্পষ্টতঃ এই কথা আছে যে ঋ-কারের প্রথমার্দ্ধের অ উচ্চারণ। পঞ্জাব সীমান্তপ্রদেশের যে সকল জাতি অনেক অতি প্রাচীন বৈদিক ভাষা তাহাদের ভাষায় রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের ঋকারের উচ্চারণ অর্+অ। ঈরাণীয় অবেস্তাতেও ঋ-কারের উচ্চারণ অর্+হ্রস্ব এ। প্রাচীন বৈদিকের জ্ঞাতিভাষার উচ্চারণে প্রাচীনতা রক্ষিত হইয়াছে মনে হয়। প্রাকৃত ভাষায় ঋ স্থলে কোথাও কোথাও কেবল অ থাকিত, যথা—বিকৃত স্থলে বিকট। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে বিকটকে একটি স্বতন্ত্র মূলশব্দ করা হইয়াছে এবং বিকট ও বিকৃতকে অনেক স্থানে প্রায় এক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

দীর্ঘ ৠকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

(৭) ঌ—ঌ-কার কেবল ঋকারের স্থলবিশেষের উচ্চারণভেদ মাত্র। মারহাট্টি, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতিতে ড়-ঘেঁষা একটি ল উচ্চারিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে প্রাচীন বৈদিক ভাষায় স্বতন্ত্র একটি বর্ণ না হইয়া উহা ড়-কারের একটি উচ্চারণমাত্র ছিল। ব্যাকরণের সূত্রে বলে যে দুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে ড় থাকিলে ড়-ঘেঁষা একটা ল উচ্চারিত হইত। ঈলে না বলিয়া দুইটি স্বরের মধ্যস্থ ল-কে ঈড়ে বা ওড়িয়া রকমে ঈলে উচ্চারণ করা হইত। ঠিক ঐ প্রকার নিয়মে ঌ-কারের উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইত। কঌপ ধাতুর কয়েকটি রূপান্তর ভিন্ন অন্যত্র বড় ঌকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে কার্য্যতঃ উহার অস্তিত্ব ছিল না; এখনও নাই।

(৮) এ এবং ও—কাত্যায়নের পাণিনির বার্ত্তিকে (৮ম, ২, ১০৬) এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (১-১, ৪৮) অ+ই এবং অ+উ হইতে এ-কার এবং ও-কারকে যুক্তস্বর বা Dipthong করা হইয়াছে। "ব্যাকরণের সন্ধি" প্রবন্ধে এই কথাই দ্রবিড় উচ্চারণ ধরিয়া বলিয়াছিলাম। অ+ই হইতে যে 'এ' হইত, তাহার বৈদিক দৃষ্টান্ত যথা—সপ্তমীর একবচনে অশ্ব+ই=অশ্বে, পদ+ঈ=পদে ভব+ঈঃ=ভবেঃ, যমা+ঈ=যমে (যমজ ভগিনী)। ঐরূপ আবার অব+উচ্‌+অম্‌=অবোচম্‌ ইত্যাদি। অনু+আপ হইতে অনূপ (পুকুর) হইত, এস্থলে আকার যোগে হ্রস্বের দীর্ঘ উচ্চারণ হইয়াছে মাত্র।

(৯) ঐ এবং ঔ—এই দুইটি অতি দীর্ঘ Dipthong সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি তদতিরিক্ত কিছু বলিবার নাই। দুই একটি বৈদিক দৃষ্টান্ত দিতেছি—তস্ম+এ=তস্মৈ, দেব্যা+এ=দেব্যৈ ইত্যাদি।

(১০) অন্তঃস্থ য, র, ল, ব—এইগুলি যে স্বরজাত ব্যঞ্জন তাহা পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি। এই প্রবন্ধের নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ হইতেও উহাই প্রতিপন্ন হইবে।

প্রাকৃতিক আওয়াজ বা স্বর ধরিয়া বিচার করিতে গেলে দীর্ঘ এবং যুক্ত স্বরগুলি ভাষার বিজ্ঞান হইবার সময়কার সৃষ্টি। হিন্দুগণের এই ভাষাবিজ্ঞান যে অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা বহুপূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন। গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির বর্ণবিভাগপ্রণালী সমালোচনা করিয়া ভাষাতত্ত্ববিৎ Sayce লিখিয়াছেন—"Far more thorough-going and scientific were the phonological labours and classification of the Hindu *pratisakhyas.*" এই উৎকর্ষের বিচার যে কেবল প্রাচীনের তুলনায় হইয়াছে তাহা নহে। উক্ত পণ্ডিত আরও লিখিয়াছেন যে—"The Hindus had carefully analysed the organs of speech some centuries before the Christian era, and composed phonological treatses which may favourably compare with those of our own day." কাজেই বলিতে পারা যায় যে

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রাতিশাখ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে বহুদিন হইতে ভাষাবিজ্ঞান বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা স্বরবর্ণের মধ্যে প্রাকৃত হ্রস্ব এ এবং হ্রস্ব ও পাই না, কারণ প্রাতিশাখ্যে ঐ স্বরগুলির মৌলিক স্বরের বিশ্লেষণ হইয়া গিয়াছে, নহিলে প্রথমতঃ হ্রস্ব এ এবং হ্রস্ব ও ভাষায় ছিল। সামগানের উদাত্ত উচ্চারণ হইতে তাহা ধরিতে পারা যায়। ঈরাণীয় হ্রস্ব এ-কারে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে এবং বাশ্‌গালী প্রভৃতি ভাষার উচ্চারণেও উহাদের আদিম অবস্থা সূচিত হয়। তামিল ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে দুটি এ এবং দুটি ও আছে।

প্রাতিশাখ্য দেখিয়া ব্যঞ্জন বা mute বর্ণের আদিম অবস্থা ধরা সহজ হইবে না, কারণ যেখানে যেখানে ধ্বনির পরিবর্ত্তন, সেখানে সেখানেই একটী স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন স্থাপিত হইয়াছে। দ্রাবিড়েরা বাবিলন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত অক্ষরের একটা চালান আনিয়া আর্য্যের হাটে বেচিয়া গিয়াছিল, একথা এখন আর কেহ স্বীকার করিয়া উপহাসাস্পদ হইতে পারেন না। আর্য্য-সভ্যতা হইতেই যে দ্রাবিড়েরা অক্ষর পাইয়াছিল, তাহা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। যে আর্য্যেরা অনার্য্যের কোন সন্ধান রাখিতেন না, তাঁহারা যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনার্য্যের হাট হইতে অক্ষর কিনিয়া আনিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, বিশেষতঃ যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থও খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। নিরুক্তে কেবল লেখার কথা কেন, গ্রন্থপ্রণয়নের কথাও আছে। অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই যে, যে সময়ে আর্য্যের ভূগোলে অনার্য্য-রাজ্যের নামগুলি পর্য্যন্ত জানা ছিল না, তখনও আর্য্যভাষার গণন-অঙ্কের নাম প্রভৃতি অনার্য্যেরা সংগ্রহ করিতে ছাড়ে নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন ভূগোলবিষয়ক প্রবন্ধে সে কথা লিখিয়াছি। দ্রাবিড়েরা আর্য্যজাতির প্রাচীন বর্ণমালা এবং লিখিত অক্ষর গ্রহণ করিয়াছিল; অথচ দেখিতে পাই যে, তামিলের বর্ণমালা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। আন্ধ্র (তেলেগু) এবং কানাড়া দেশের বর্ণমালার উল্লেখ করিতেছি না; কেন না ঐ দুই দেশের জাতি বহুকাল হইতে আর্য্যসভ্যতা দ্বারা উন্নীত হইয়া আপনাদের ভাষা প্রভৃতিতে পূর্ণতা বিধান করিয়াছে।

তামিল ভাষায় দেখিতে পাই যে, বর্গীয় অনুনাসিক বাদে অতি অল্প কয়েকটি অক্ষর ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যবহৃত। বর্গীয় অনুনাসিকগুলি বাদ দিয়া ধরিলে ক, ট, ত এবং পবর্গে কেবল এক একটি করিয়া অক্ষর আছে। চ, ছ এবং শ জ্ঞাপনের জন্য একটি মাত্র অক্ষর। অক্ষর ঢালাই করিবার সুবিধা থাকিলে বুঝাইয়া দিতে পারিতাম যে, একটি অনুনাসিক উচ্চারণকেই বহু পরবর্ত্তী সময়ে প্রতিবেশীদিগের বর্ণসাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালায় ঞ লিখিবার ধরণেই যে একটি এ লিখিয়া তাহার পেছনে একটি পালান বা বক্র রেখা যোগ করিয়া দেওয়া, তামিলের ঞ ঠিক তাহাই। উহাদের ণ একালের ওড়িয়ার ণ-র সদৃশ অর্থাৎ দশম শতাব্দীর বাঙ্গালা এবং ওড়িয়া অক্ষরের অনুরূপ। 'ন'এ কেবল 'ণ'র একটি টান কম এই মাত্র। ম-কারে কেবল প-বর্গের

অক্ষরের উপর একটি টান অধিক। বিশুদ্ধ 'ল'টী কানাড়ার 'ল'র মত, 'স' সম্বন্ধেও ঐ কথা। নিজেদের ড-ঘেঁষা 'ল'কে উহাদেরই র অক্ষরের পরিবর্দ্ধিত মূর্ত্তি বলা যায়।

আমাদের প্রাচীন ভাষায় মূলতঃ ক, খ, গ, ঘ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণ ছিল কি না সন্দেহ, কয়েকটি ব্যঞ্জনের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোন এক অনির্দ্দিষ্ট আর্য্যজাতির ভাষা হইতে ইউরোপের এবং এসিয়ার অনেক স্থলে অনেকগুলি ভাষার উৎপত্তি, তাহা হইলে ব্যঞ্জনের অনেক-বর্ণের আদিম অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মোক্ষমূলারের এই কু-বিচারিত মত এখন গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এ বিষয়ে এখানে কোন তর্ক তুলিবার সুবিধা হইবে না।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক উচ্চারণের ভিন্ন ভিন্ন accent এবং emphasis হইতে ক, খ, গ, ঘ এবং চ, জ যে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা Brugmann এর "Kurze Yergleichendes Grammatik" গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ এবং গ্রন্থের ভাষা আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইংরেজ ভাষাবিদেরা উহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতেই জর্ম্মাণ পণ্ডিতের সিদ্ধান্তের কথা জানিতে পারিয়াছি। ক এবং চ যে নিত্য পরস্পরের রূপে পরিবর্ত্তিত হইত, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শুচ্ (দীপ্তি) হইতে শুক্র বা শুক্ল এক অর্থে অথর্ব্ববেদে আছে; চিতের (অনুভব করা) সহিত কেত (ইচ্ছা) চেত (চিত্ত) প্রভৃতি যুক্ত পাওয়া যায়। ক-এর accent ঘটিত রূপান্তরের গ অক্ষরের সহিত জ ঐরূপ নিত্য যুক্ত। কণ্ঠ উচ্চারিত ক এবং তালুর উচ্চারিত চ কিরূপে মিলিত, তাহা বুঝিতে হইলে ক-বর্গের আদিম উচ্চারণ ধরিতে হয়। প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে (অথর্ব্ব প্রাঃ ১ম, ২০) যে ক কণ্ঠ্য বর্ণ হইলেও একদিকে কণ্ঠ্যবর্ণগুলি জিহ্বামূল হইতে এবং অপর দিকে হনুমূল হইতে উচ্চারিত। তাহা হইলেই চ উচ্চারণের নিকটসম্পর্ক কিঞ্চিৎ সূচিত হইল। তালুর উচ্চারিত চ সর্ব্বদাই 'ক'এ পরিণত হইত। যথা—রোচ (দীপ্তিময়) হইতে রোক (আলোক)। বৈদিক রোক শব্দের পূর্ব্বে আ যোগ হইয়া এবং র স্থানে ল হইয়া আলোক হইয়াছে। ঐরূপ ভোজ (ভোগ) রুজ (রোগ), বিজ (বেগ), ওজঃ (উগ্র) প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

আমরা সন্ধির নিয়মে এবং বৈদিক বর্ণপরিবর্ত্তনে চ ছ-র সহিত 'শ' সম্পর্কিত দেখিতে পাই। ঈরাণীয় অবেস্তা হইতে জানা যায় যে, ছ অক্ষরটি সর্ব্বদাই শ দ্বারা অথবা স দ্বারা ব্যক্ত হইত। বৈদিক ভাষার এই প্রাচীন জাতির সাক্ষীতে বলিতে পারা যায় যে, তামিলের পূর্ণ উচ্চারিত চ, ছ এবং শ যে একটি অক্ষর দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে, হিন্দুর প্রাচীন উচ্চারণই তাহার মূল।

'ষ'টি বৈদিক ভাষার ক এর সহিত এবং খএর সহিত বিশেষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। পিণক্‌-তি হইতে পিণষ্টি পাওয়া যায়। পিণষ্টির ব্যুৎপাদক পিষ্‌ ধাতু পিণক্‌ অপেক্ষা বয়সে ছোট। প্রাচীন উচ্চারণের ঐতিহ্যে এখনও অনেক স্থানে ষ খ-রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। পঞ্জাব সীমান্তের অনেক ভাষায় খ স্থানেও ষ হয় এবং ষ স্থানেও খ হয়।

তামিলের বর্ণমালা এবং উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, চবর্গের একটা স্বতন্ত্র প্রধানতা কিছু নাই এবং শ ও ষ অন্য দুটি বর্ণের প্রতিনিধি মাত্র। তামিলের প্রতিবেশী মূলয়ালমের খ একটা অতিরিক্ত টানের জোরে ষ হইয়াছে। শ ও চ যে এক অক্ষর তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্রাবিড়েরা ভাষাবিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া যে নিজেদের উচ্চারণের অনুরূপ কয়েকটি অক্ষর কোন বিদেশীয় বর্ণমালা হইতে বাছিয়া বাছিয়া আনিয়াছিল, এ কথা বলিতে কেহ সাহস করিবেন না। অন্য পক্ষে ঐ অক্ষর-গুলির সহিত কোন বিদেশীয় বর্ণমালার মিল নাই। আর্য্যসভ্যতা লইয়া যে অতি পুরাকাল হইতে দ্রাবিড়েরা উন্নীত হইতেছিল, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কেহই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ স্থলে যখন তামিলের আদিম বর্ণমালার সহিত আদিম বৈদিক উচ্চারণের বৈজ্ঞানিক নৈকট্য দেখিতেছি, তখন একথা বলিতে পারি যে তামিলের ব্যঞ্জন উচ্চারণের যে যে মৌলিক বর্ণ ছিল এবং আছে, আদিম বৈদিকে কেবল সেই কয়েকটি অক্ষরই ছিল। অতি দূরবর্ত্তী সময় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা সুসাধ্য নহে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দীপিকা-ছন্দ

(অসমীয়া গ্রন্থ বিবরণ)

অসমীয়া সাহিত্যিক কাহারও কাহারও মতে এই দীপিকা-ছন্দ গ্রন্থখানি অসমীয়া-ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ ; তাঁহারা বলেন যে ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লেখা। অসমীয়া ভাষায় নবপ্রকাশিত "বাঁহী" নামক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় অনুমান করেন যে, ইহা দশম শতাব্দীর এমন কি নবম শতাব্দীর গ্রন্থ হইতে পারে।

ইহা যখন এত প্রাচীন বলিয়া কথিত, তখন গ্রন্থখানির একটু বিস্তৃত সমালোচনা আবশ্যক। 'দীপিকা-ছন্দ' স্বর্গীয় রায় মাধবচন্দ্র বড়দলৈ বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে, ভূমিকায় গ্রন্থকার পুরুষোত্তম গজপতির সম্বন্ধে রায় বাহাদুর লিখিয়াছিলেন, "*সূর্য্যবংশী বুলি পরিচিত যি বার ভূঁয়া সকলে চারি শ পাচশ বছরর আগেয়ে অসমত করিছিল* সেই বারে ভূঁয়ারে পুরুষোত্তমো এজন রজা আছিল।"* কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এতিয়া অনেক অনুসন্ধান করি জানিব পারিছো যে এওঁ কামরূপর ক্ষত্রিয় জিতারি বংশধর রজা আছিল। অনুমান একাদশ শতিকাত এওঁ এই পুথিখনি লিখিছিল।" আরু জিতারিবংশর শেষ রজা রামচন্দ্রর অনুজর এওঁ নাতি আছিল, দাশরথি রামর অনুজর নাতি ন হয়, কারণ সেইটি অসম্ভব।" দীপিকা-ছন্দের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে রায় বাহাদুর বলেন, "রচনাপ্রণালীলৈ চালেও এই পুথিখনি বর পুরণি বুলি বোধ হয়।" রায় বাহাদুর তৎসম্পাদিত রামায়ণের ভূমিকায় এই গ্রন্থসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই বিষয়ত আরু ভিতরুয়া এই প্রমাণ পোবা যায় যে পুরুষোত্তম রজাই ধর্ম্মর ব্যভিচারকে বৌদ্ধ বুলি ঘরকৈ নিন্দা করিছে। নবম আরু দশম শতাব্দীত অসমত কিয় ভারতবর্ষর সকলো ঠাইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মর হ্রাস হোবাত সেই ধর্ম্মটি আনকি বৌদ্ধশব্দটিয়েই ঘৃণাসূচক হৈছিল।"

এখন দেখা যাউক গ্রন্থকার তাঁহার নিজ পরিচয় স্থলে কি লিখিয়াছেন—

গ্রন্থের প্রারম্ভক পদ—

> ''জয় নমো হরি হর শিব নিরঞ্জন।
> পালনসংহার আদ্দি দেব সনাতন ॥ ১
> ব্রহ্মময় মুর্ত্তি যার ক্ষয় পয় নাই।
> হেন সদাশিব পাবে প্রণামো সদায় ॥ ২

---

* এই ভূমিকা এবং দীপিকা-ছন্দ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধন করা মাত্র, ইহা বঙ্গাক্ষরেই বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আশা করি।—লেখক।

ব্রহ্মারূপে প্রজা পালা বিষ্ণুরূপ ধরি।
রুদ্ররূপে নিয়া প্রভু জগত সংহরী ॥ ৩
হেন মহেশ্বরর চরণ হৃদি ধরি।
গুরুর কৃপাক মনে পরম সাদরি ॥ ৪
রচিবোঁ দীপিকাছন্দ নামে গ্রন্থপদ।
দিগপতি সবারো চরিত্র বিদগদ ॥ ৫
শিবরহস্যত হরে জায়াত কহন্ত।
গৌরীরে পুছন্ত যেন কহিয়া আছন্ত ॥ ৬
আরু হংসকাকিত কহিছা নারায়ণে।
মহাপুরাণতো কৈলা শূক (শুক) মহাজনে ॥ ৭
জামলসংহিতা হরে গৌরীর আগত।
কহিয়া আছন্ত রাজনীতি যেন মত ॥ ৮
তাকে কিছু বর্ণাইবাক মোর ভৈল মতি।
পুরুষোত্তম মোর নাম গজপতি ॥ ৯
অগাধসাগর ইটো কথা শ্রেষ্ঠতর।
তথাপি আমার আশা মিলিল ডাঙ্গর ॥ ১০
যেন মতে নৃপ সবে পৃথিবী পালিবে।
সত্য ন্যায়রূপে যশ ধর্ম্মকে স্থাপিবে ॥ ১১
প্রথমে কহন্ত হরে গৌরীর আগত।
সপ্তম অধ্যায় অন্তে শিবরহস্যত ॥ ১২
শুনিয়ো দীপিকাছন্দ কলাদেবতার।
গৌরীর আগত হরে কহিলন্ত সার ॥” ১৩

তারপর অন্য একস্থলে আছে—

“তেহেন্তে ঈশ্বর রামচন্দ্র কৃপাময়।
তান বংশে জন্ম হেন মোর হৈয়া ছয় ॥ ১২৭
খদ্যোতে মার্ত্তণ্ডে হোবে যেনয় অন্তর।
রাঘবর বংশ মোর হেন পটন্তর ॥ ১২৮

অপরত্র আছে :—

"হে প্রভু ভগবন্ত দেবতা শ্রীরাম।
তোমার দুখানি পাবে করোহো প্রণাম ॥২৭৪
তযু নিজ অনুজর নাতি পুরুযোত্তম।*
মোর মুখে সদা নুগুছোক কৃষ্ণনাম ॥২৭৫

সর্ব্বশেষে পুস্তকের সমাপ্তি স্থলে আছে :—

"নমো নমো রাম তুমি পূর্ণ কাম
যিতো সনাতন হরি।
ভার হরিবার হেতু পূর্ণানন্দ
কৌশল্যাত অবতরি ॥৯৯০
রাবণ বধিলা সীতা উদ্ধারিলা
করিলা যশ বিস্তার।
হেনয় রামর চরণ পঙ্কজো
নিমজোক মন মোর ॥৯৯১
যিতো রঘুনাথ ভকতর অর্থে
বালিক করি বিঘাট।
হেন শ্রীরামর অরুণ চরণে
করো লক্ষ প্রণিপাত ॥৯৯২
ভকত কৃপালু পুরুষ বিশাল
তাস্ত পরে নাহি কেব।
হেন সীতাপতি চরণত পড়ি
করো লক্ষ কোটী সেব ॥৯৯৩
চারি রূপ ধরি শ্রীরাম লক্ষণ
ভরতাই শত্রুঘন।
হেনয় রামর পদে মজি রৌক
আমার বালেক মন ॥৯৯৪

* ইহাই রায় বাহাদুর তাঁহার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহান বংশত জন্ম ভৈলো হেন
করো মনে অহর্ম্মম।
কাতর করিয়া শরণ পশিলো
পামর পুরুষোত্তম ॥৯৯৫
জানি সাধুজন ক্ষেমি মোর দোষ
কৃপা করিয়োক মনে।
ইতো পদ আবে সমাপতি করি
রাম বোলা ঘনে ঘনে ॥৯৯৬

উদ্ধৃত অংশগুলি দেখিলেই প্রতীত হইবে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যাহাই বলুন না কেন? গ্রন্থকার নিজেকে দাশরথি রামের বংশজ বলিয়াই পুনঃপুনঃ পরিচয় দিয়াছেন,—জিতারি বংশীয় শেষ রাজা রামচন্দ্রের নহে। জিতারি নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী পশ্চিম হইতে আসিয়া কামরূপের অংশবিশেষে এক রাজ্য স্থাপন করেন এবং তদ্‌বংশীয়েরা কিয়ৎকাল এই অঞ্চলে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহারা যে সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের বংশীয়, কিংবা ইঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তম গজপতি নামক কেহ রাজা ছিলেন এরূপ কোনও উল্লেখ ইতিহাসে দেখা যায় না।

বৌদ্ধধর্ম্মকে নিন্দা করিলে কিংবা ধর্ম্মের ব্যভিচারকে বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিলেই যে প্রাচীনত্বের প্রমাণ হয়, সে কথা কেমন করিয়া বলা যায়? প্রারম্ভক-পদ যাহা প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে, এই গ্রন্থখানি শিবরহস্য, হংসকাকীয় সংহিতা ও জামলসংহিতার সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ। আমরা ঐ গুলির মূল পড়িবার সুযোগ পাই নাই, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বা তন্মতাবলম্বী লোকদিগের নিন্দাবাদ স্পষ্টতঃ ঐ সকল মূল হইতেই গৃহীত মনে হয়। অতএব তদ্দ্বারা গজপতি পুরুষোত্তমের সময়-নির্ণয়ের সহায়তা কিছুই হইতে পারে না।

আর যদি তর্কস্থলে ধরা যায় দীপিকাছন্দের গ্রন্থকারই বৌদ্ধনিন্দার জন্য দায়ী, তজ্জন্যই যে তাঁহাকে প্রাচীন বলিতে হইবে, একথা স্বীকার করিতে পারি না। পাষণ্ডকীর্ত্তনে বৌদ্ধদের নামগ্রহণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও দেখা যায়। স্বয়ং শঙ্করদেব কীর্ত্তন-ঘোষণায় কল্কি-অবতারের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"কলির শেষত হইবা কল্কিঅবতার।
কাটি মারি ম্লেচ্ছক করিবা বুন্দামার॥
সবাকে বধিবা বৌদ্ধগণ যত আছে।
কলির শেষত সত্য প্রবর্ত্তাইবা পাছে ॥১৪

কেবল আসামে নয়। বঙ্গীয় পদকর্ত্তাদের মধ্যেও আধুনিক যুগে পাষণ্ড অর্থে বৌদ্ধ-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যের

"ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি।"

(গোবিন্দ দাসের কড়চা)*

রায় বাহাদুর ইহার রচনাপ্রণালী দেখিয়াও ইহাকে প্রাচীন বলিয়াছেন। অসমীয়া ভাষায় আমার দখল অতি সামান্য; তথাপি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, শঙ্কর-মাধব দেবের রচনা অপেক্ষা দীপিকাছন্দের রচনা প্রাচীনতর এমনটা ত বোধ হয় না। শঙ্কর মাধবদেবের কীর্ত্তন ও নামঘোষাদিতে যে "শুনিয়োক সভাসদ" "বোলঁা রাম রাম" ইত্যাদি বাক্য কবিতার শেষভাগে দেখা যায়। দীপিকাছন্দেও তাহাই আছে যথা—

"শুনা সভাসদ পদ দীপিকা-ছন্দর।
কহিলো তোমাত মহা আদি জামলর॥"৮৬২

"কহয় পুরুষোত্তম এরি আন কাম।
খণ্ডোক দুর্গতি ডাকি বোলঁা রাম রাম॥"১৭৫

বঙ্গদেশে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে আসামে উহাদের ভাষার প্রভাব কদাপি লক্ষিত হইতে পারে না। দীপিকাছন্দের একস্থানে একটী মোসলমান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়†—

"চিত্রগুপ্ত নাম দুই লিখক নির্ভয়।
শুভাশুভ পাপপুণ্য তেরজ করয়॥"৩৯

এই "তেরজ" শব্দটি স্পষ্ট "তেরিজ" এই আরব্য শব্দেরই রূপান্তর। ইহাদ্বারা চেনা যাইতেছে যে, দীপিকাছন্দ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইতে পারে না—ইহা যে আরও পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থ হওয়ার সম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই যাহা আলোচিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই প্রতীত হইবে।

গ্রন্থের কতটা গ্রন্থকর্ত্তার, কতটুক মূল পুথির এবং কতটুক অনুবাদকের, তাহা মূল না দেখাতে বলিতে পারিলাম না। কিন্তু যদি সমগ্রই মূলানুযায়ী হইয়া থাকে, তথাপি মূল-পুথিগুলিও বড় বেশী প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না।

নিয়োদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে শঙ্করদেবের কি শ্রীচৈতন্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ আছে—

"দেখি কৃপাময় হরি; নররূপ অবতরি॥৫৭৮

* দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৩০ পৃষ্ঠা।

† গৌড় হইতে মোসলমান আসিয়াছিল বলিয়া আসামে উহাদিগকে "গরীয়া বলে।

লোকসব অপর্য্যন্ত ; নামদানে তরিবন্ত।
একান্ত ভকতি কাম ; শ্রবণ কীৰ্ত্তন নাম ॥৩৭৯
তারিবন্ত বহুলোক ; খণ্ডিব দারুণ শোক ।
তাতে দুষ্ট বিপ্র সব ; তর্কবাদে বিনাশিব ॥"৩৮০

আবার নিম্নে যাহা উদ্ধৃত হইতেছে তদ্দ্বারা অহোম বা মুসলমানরাজত্বের সূচনা হইতেছে :—

"ম্লেচ্ছ রাজা সবে করে লোকক বিঘাত ।
স্ত্রী বলে কাঢ়ি নেই নাহিকে সঙ্গাত ॥ ৬৩৪
লোকর জীবিকা নাশি পোষয় উদর ।
প্রাণিক হিংসিয়া খাই মাংস শরীরর ॥ ৬৩৫
বিপ্রসবে ম্লেচ্ছ চাণ্ডালর অন্ন খাই ।
ভৈলেক পাষণ্ড বিপ্রসব শুদ্ধি নাই ॥ ৬৩৬
ম্লেচ্ছ নৃপতিক সেবা করে অনুক্ষণ ।
ব্রহ্মণ্য গুণের কিছো নাহিক সন্ধান ॥" ৬৩৭

এমন কি অসমীয় অথবা বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের প্রতিও যেন কটাক্ষ দেখা যায় :—

"নাই গতি হৈবে লোক বর্ণত শঙ্কর ।
পাষণ্ড আচারে করিবেক একাকার ॥ ৪৫৯
ভরি তালি মারি রঙ্গে করিবে কীৰ্ত্তন ।
তাতে মদগর্ব্বে কতো বুলিবে বচন ॥ ৪৬০
নহৈবেক প্রেম ডাকিবেক উচ্ছ করি ।
কতো তাতে লোক দেখাই ফুরিবে বাণ্ডরি ॥ ৪৬১
ফুকিবেক শঙ্খশিঙ্গা করিবে আরাব ।
রণ মাতোয়াল যেন হৈবেক স্বভাব ॥৪৬২
এহি ভাবে মন্দমতি হৈবেক লোকত ।
নহৈব নহৈব গতি কলির কালত ॥"৪৬৩

আরও আছে :—

"কর্ণত কহিব কথা জপি ঘোল্ল নাম ।
বর্ণাচার এরি করিবেক মন্দ কাম ॥" ৫৫৭

অতএব দীপিকাছন্দ যে নিতান্তই আধুনিক গ্রন্থ তাহা বোধহয় আর বুঝাইতে হইবে না।

এস্থলে অবান্তর একটি বিষয় বলিতে হইল। সাহেবেরা অসমীয়া ভাষাটিকে বঙ্গভাষা হইতে পৃথক্ প্রমাণ করিতে গিয়া একটি কথা বলিয়া থাকেন যে, অসমীয়া ভাষা বঙ্গভাষার পূর্ব্বেই গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আমি কোনও স্থলে ঐ কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রসঙ্গতঃ শূন্যপুরাণের উল্লেখ করিয়াছিলাম। তদুত্তরে এই প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লিখিত "বাঁহী" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া বি এ মহাশয় এই দীপিকাছন্দকে শূন্যপুরাণ অপেক্ষাও প্রাচীনতর ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, দীপিকাছন্দ দশম শতাব্দীর গ্রন্থ, কিন্তু শূন্যপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেকার গ্রন্থ নহে। দীপিকাছন্দ-বিষয়ে তিনি যাহা যুক্তিপ্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা রায় বাহাদুর স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র বড়দলৈ মহাশয়েরই অনুগামী ; এই সকল সবিস্তরে ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে। শূন্যপুরাণকে বেজবড়ুয়া মহাশয় কি জন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের রচিত নহে, বলিয়া অনুমান করেন, তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। শূন্যপুরাণের কথা বলিতে গিয়া বেজবড়ুয়া মহাশয় বলেন যে, তিনি শূন্যপুরাণ গ্রন্থ দেখেন নাই ; বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই গ্রন্থ বিষয়ে যাহা লিখা আছে, তাহাই মাত্র দেখিয়াছেন। দীনেশবাবু তদীয় গ্রন্থে শূন্য-পুরাণ হইতে "শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক একটী প্রবন্ধ গ্রন্থমধ্যে তুলিয়া দিয়াছেন ; তৎসম্বন্ধে দীনেশবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বেজবড়ুয়া মহাশয় তাহা তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, "কোনও ঐতিহাসিক মোসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে।" অতএব শূন্যপুরাণ মোসলমান-আক্রমণের পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থ এবং ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইতে পারে না। এস্থলে বেজবড়ুয়া মহাশয় সমালোচকের সরলপথ অবলম্বন না করিয়া দীনেশবাবু এবং শূন্যপুরাণকার রমাইপণ্ডিত তথা বঙ্গসাহিত্যের উপর একটু অবিচার করিয়াছেন। দীনেশবাবু নিরঞ্জনের রুষ্মা উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে যে একটা অতি আবশ্যক কথা বলিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা করাটা বেজবড়ুয়া মহাশয়ের উচিত ছিল। তাহা এই :—"নিরঞ্জনের রুষ্মা" শীর্ষক অধ্যায়টি পরবর্ত্তী যোজনা। শূন্যপুরাণের প্রাপ্ত তিন খানি পুঁথির মধ্যে মাত্র একখানিতে উহা পাওয়া গিয়াছে।*।

দীপিকাছন্দ যখন তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বলিয়া প্রখ্যাপিত, তখন উহার প্রতিপাদ্য বিষয় জানিবার জন্য কাহারও তেমন ঔৎসুক্য থাকার কথা নাই। তথাপি সংক্ষেপতঃ এতদ্বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য তৃতীয় সংস্করণ ৬৫ পৃষ্ঠা। (বেজবড়ুয়া মহাশয় এই সংস্করণই আলোচনা করিয়াছেন, বাঁহীর প্রবন্ধে অন্যত্র (৩১৪ পৃঃ, ১ম বর্ষ) স্পষ্ট উল্লেখ আছে)। শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় সম্পাদিত এবং সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত শূন্যপুরাণের বিস্তৃত মুখবন্ধ পড়িবেন।

ছাপার পুস্তকখানি ১২৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; ইহাতে ৯৯৬টি শ্লোক আছে। ৩৩৬ শ্লোক পর্য্যন্ত শিবরহস্যের হরগৌরীসংবাদ বিবৃত হইয়াছে; "দেবতাকলা" "ব্রহ্মকলা" "বৈষ্ণবকলা" "রাজকলা" "ধরণীকলা" "মহীপতিকলা" এবং "নরেন্দ্রকলা" এই কয় 'কলা' অর্থাৎ অংশে ইহা বিভক্ত হইয়াছে।

"হেনমতে নৃপসবে পৃথিবী পালিবে।
সত্যন্যায়রূপে যশ ধর্ম্মক স্থাপিবে ॥ ১১
প্রথমে কহন্ত হরে গৌরীর আগত।
সপ্তম অধ্যায় অন্তে শিবরহস্যত ॥" ১২

এই সাতটি "কলা" বোধ হয় উপরি উল্লিখিত সাত অধ্যায়। বিষয়ও উহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে!

তৎপর হংসকাকীয় সংহিতার সংক্ষিপ্তানুবাদ ৪৯৭ শ্লোক পর্য্যন্ত। ইহাতে একটিমাত্র কলা "পাষণ্ডকলা" নামেই প্রবন্ধের পরিচয়; ইহাতে বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতির বিসম্বাদ রহিয়াছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের! ইহার কারণ যাহা তাহা পশ্চাৎ অনুমান করা যাইবে।

অতঃপর আদি-জামলসংহিতার অনুবাদ ৫০০ শ্লোকে করা হইয়াছে। ইহাতে কলা বিভাগ দেওয়া নাই, বোধহয় ভ্রমতঃ মুদ্রিতগ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শিত হয় নাই, কেন না: প্রবন্ধ মধ্যে "শূদ্রকলা" "বৈকুণ্ঠকলা" ইত্যাদির উল্লেখ আছে এবং প্রবন্ধশেষে আছে :—

"অগাধ সাগর ইতো শাস্ত্র তিনিখান।
মুক্ষ মুক্ষ বাচি তার আনি কিছোমান ॥ ৯৮৫
তাক বিরোচিলো যেন কলা অনুসরি।
চৌরাশি কলার কিছো সারক উদ্ধারি ॥ ৯৮৬
সবে কলা কহিবে ব্রহ্মার সাধ্য নাই।
আমি কৈত লাগো ক্ষুদ্র পতঙ্গ পরাই ॥ ৯৮৭
তথাপিতো গুরুআজ্ঞা পড়িবার ডরে।
রচিলো পয়ার যেন মতি অনুসারে ॥ ৯৮৮

ইহাতে কি কি বিষয় আছে তাহা ভগবতী মহাদেবকে যে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহা হইতেই অনুমিত হইবে—

"জামলসংহিতা শুনিবাক ইচ্ছা
আছয় মোর সম্প্রতি।
কোন্ বংশে রাজা কোন্ রাজ্যে থিতি
কহিয়োক পশুপতি ॥ ৪৯৯

কাহার দেশত কোন ধৰ্ম্ম হৈব
প্ৰজার কোনবা ধৰ্ম্ম।
দারুণ কলিত কেন মত হৈব
প্ৰজার কিমত মৰ্ম্ম ॥ ৫০০
ব্ৰাহ্মণ সকলে কাক আচরিবে
লোকর হৈবে কি গতি।
কাহার রাজ্যত হৈব কি নহৈব
প্ৰসিদ্ধ বিটো ভকতি ॥ ৫০১
কোন কোন রাজা বসুধা পালিব
কার পরমায়ু কত।
লোকর সমৃদ্ধি কতেক হৈবেক
দুর্ঘোর কলিকালত ॥ ৫০২
কোনরূপে হরি কাহাতে রহিবা
কোন দেশে অবতার।
কলির কালত কোন পুণ্যে গতি
কহিয়ো তার বিচার ॥" ৫০৩

বলা আবশ্যক, এই অংশেও ব্রাহ্মণাদির বহু নিন্দাবাদ আছে। তাহার কারণ বোধ হয় এই গ্রন্থখানিতে এত পাষণ্ডের নিন্দা থাকিলেও গ্রহবিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞদিগকে খুব উচ্চ আসনে স্থাপিত করা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণাদিতে উহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচারিত আছে, তাহা দৈবজ্ঞগণের গৌরবজনক নহে, এই দীপিকাছন্দ অথবা ইহার মূল গ্রন্থগুলিতে এই জাতি সম্বন্ধে যাহা আছে নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই তাহা সূচিত হইবে :—

"অগস্তি পুলস্তি কাশ্যপ কপিল
পরাশর বৈশ্বানর।
জামদগ্নি মরু আস্তিক কুমার
দধীচি কপিল পর ॥ ৮১

* * * *

আসম্বাক বেদে চন্দ্রবিপ্র বোলে
চন্দ্রর সম শীতল।

সকল লোকর কলুষ গুচারে
মঙ্গলরো সুমঙ্গল ॥ ৮৭
আবে সূর্য্যবিপ্র সবারো কাহিনী
শুনিয়া দেবী পার্ব্বতী।
মুখ্য মুখ্য কিছু তাসম্বার নাম
কহোঁ তাক প্রতি প্রতি ॥ ৮৮
ইসব সকলে জ্যোতির্ব্বেদজ্ঞাতা
দৈবর গতি জানয়।
এতেকেসে দেবি ইটো সমস্তক
দৈবজ্ঞ বেদে বোলয় ॥ ৯৩
বাস্তবত দুয়ো সবে যজ্ঞকারী
জানিবা দেবি নিশ্চয়।
প্রপঞ্চ বাহিরে চন্দ্র সূর্য্যবিপ্র
বুলিয়া সবে কহয় ॥ ৯৪
স্মৃতি বেদ জ্যোতি, বেদ দুই খান,
দুহান্তরো প্রবর্ত্তন।
এতেকে সে ব্রহ্মা মইমহেশ্বর
আমার সবে সৃজন ॥” ৯৫

দেবী জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

“কহিলা ব্রাহ্মণ সবে ব্রহ্মাত জন্মিলা।
দৈবজ্ঞ সকল তযু হস্তে উপজিলা ॥ ১০১
দুই হস্তে জানো দুই বিধ বিপ্র হয়।
কোন লোক শ্রেষ্ঠ প্রভু কহিও নিশ্চয় ॥” ১০২

মহাদেব উত্তর দিলেন :—

“সত্বগুণে বিষ্ণু রজ গুণে প্রজাপতি।
মোহোক দিলন্ত প্রভু তমগুণে স্থিতি ॥ ১০৭
তিনির গুণত আমি সমান ঈশ্বর।
তথাপিও আমার বিষ্ণু সে শ্রেষ্ঠতর ॥ ১০৮

এতেকেসে মহামুনি সব শ্রেষ্ঠতর।
তাহান সমান আর নাই জানা আর ॥ ১১২
মোত হস্তে দৈবজ্ঞ বিপ্র সে শ্রেষ্ঠ জানি।
সমান করিয়া থৈলা ব্রহ্মা বেদমণি ॥ ১১৩
জানিবাহা দেবি দুইরো নাই ভিন্নাভিন্ন।
শ্রুতিশাস্ত্র জ্যোতি দুয়ো একয়ে সমান ॥ ১১৪
দুহানো হৈবেক বেদ ধর্ম্ম অধীকার।
এক কর্ম্ম এক বিধি আচার বিচার ॥ ১১৫
ইটো দুই লোকক বন্দিবে নপারয়।
আর সেবা লৈলে শির ছেদিবে লাগয় ॥" ১১৬

এই গেল গ্রন্থের আদ্যভাগের কথা। শেষভাগে আছে :—

আছন্ত পুরুষোত্তম ব্রহ্ম নিরাময়।
ভকত সহিতে মাত্র প্রকাশ করয় ॥ ৮২১

*　　　*　　　*

পাছে তাত অনন্তরে পুরুষ বেকত।
মন হন্তে মহামায়া জাত পুরুষত ॥ ৮২৩

*　　　*　　　*

জড়রূপী দেবীক করিলা সচেতন।
পাছে পুরুষত বিহা দিতে ভৈলা মন ॥ ৮২৭
তাত পাছে বেদচন্দ্র নামে দ্বিজবর।
বেদর পাছতা বাজ ভৈল অন্ত পর ॥ ৮৩২...
ললাটত হন্তে বাজ ভৈলা খরন্তর।
বিষ্ণুশর্ম্মা নাম তার থৈলন্ত ঈশ্বর ॥ ৮৩৩
পুরুষত প্রকৃতিক বিবাহ দিলন্ত।
বেদচন্দ্র দ্বিজবরে টিকা ধরিলন্ত ॥ ৮৩৪
বিষ্ণুশর্ম্মা ক্ষেণ বেলা বিভাগিয়া দিলা।
পুরুষ প্রকৃতি দুয়ো বিবাহ লভিলা ॥ ৮৩৫
সৃষ্টির কার্য্যক পাছে পুরুষ ঈশ্বর
পুরুষ প্রকৃতি দুইকো দিলা নিরন্তর ॥ ৮৩৬

সিবেলাত দ্বিজ দৈবজ্ঞ জাত ভৈলা।
অজর অমর ধর্ম্ম তনু ধরি রৈলা॥ ৮৩৭...
এহি জ্যোতির্ব্বেদ, অনন্তকলার, কৈল পিতৃসঙ্কর্ষণে।
তেঁহে বিভাগিয়া, আমাক দিলন্ত, লৈলো মঞিঁ রঙ্গমনে॥ ৮৭১
বিষ্ণুশর্ম্মা মাত্র, ইহাক জানিলা, ঈশ্বর দায়া মিলিলা।
সেহিসে কারণে, তাসম্বার জানা, সূর্য্যবিপ্র নাম দিলা॥ ৮৭২

গ্রন্থের অনেকস্থলেই বিপ্রনিন্দা। ইতিপূর্ব্বে দুই এক স্থলে নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে, আরও দুই একটি দিতেছি :—

"বিপ্রবাক্যে মোহ হুয়া লোক নিরন্তর।
ভুঞ্জিবে নিকার করিবেক ভেদ পর॥ ৪৫৭...
ব্রাহ্মণর বাক্যে সবে হৈবেক বিপথ॥ ৪৭১...
পেটুয়া ব্রাহ্মণে নাশিবেক জগতক॥ ৪৮৯...
গ্রামকথা কহি বিপ্রে মুহিবে লোকক।
বেদ অর্থ নুবুজিব মদ যে গর্ব্বত॥ ৫৪৩
মৃতকর দান লৈবে মহা আনন্দত।
সেই দান লৈয়া তেবে দেহ প্রবর্ত্তান্ত॥ ৫৪৪
নুবুজয় শ্মশানর দেব অধিপতি।
সেই শূদ্র শৌচে নষ্ট হৈব দ্বিজজাতি॥ ৫৪৫
নজানয় মন্ত্রবেদ অর্থক নজানে।
কেবল দানক লই মহন্ত বখানে॥ ৫৪৬
বেদে স্তুচি নকরে নেই কাঞ্চন দান।
আপুনি অন্নেতে নষ্ট বংশক দহন॥ ৫৪৭
স্বরূপ কহিলো দেবি কলির বিপ্ররে।
বলে মই ব্রহ্মাতনু বুলি দর্প করে॥ ৫৪৮...
তাতে বিপ্র সবো হৈবে খলুয়া রাক্ষস।
মহন্তকো দিবে দুখ লগাই মহাক্লেশ॥" ৫৮৩

এমন কি অনেক স্থলে বিপ্র শব্দের পূর্ব্বে 'বৌদ্ধ' এই পাষণ্ডবাচক বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে যথা—

"বৌদ্ধ বিপ্র সবর ভাঙ্গিব আর স্ফূর্ত্তি।
খণ্ডিবেক জড়মূর্ত্তি পূজাকুটনটি ॥৯০৯"
"বৌদ্ধবিপ্র সবে হৈবে পাষণ্ডর নয় ॥৯৬১" ইত্যাদি

এই দীপিকাছন্দের অথবা ইহার মূল গ্রন্থের মাহাত্ম্যেই হউক, কিংবা এই প্রাচীন প্রাগ্-জ্যোতিষ রাজ্যে একদিন জ্যোতিষচর্চ্চার প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ার নিমিত্তই হউক, আসাম অঞ্চলে দৈবজ্ঞেরা বেশ উন্নত এবং সামাজিক পদমর্য্যাদায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ঈষন্মাত্র নিম্নে অবস্থিত।* দীপিকাছন্দের প্রকাশক রায় মাধবচন্দ্র বড়দলৈ বাহাদুর স্বয়ং দৈবজ্ঞ ছিলেন।

এখন বোধ হয় নিরপেক্ষ পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কেন দীপিকাছন্দের সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য রায়বাহাদুর এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে আসামের সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ী কেহ কেহ দীপিকাছন্দ গ্রন্থের সমূলকত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থকার পুরুষোত্তম গজপতি একজন যে সে লোক ছিলেন না, তিনি যে রামচন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; একস্থলে আত্মপরিচয়ে তিনি বলিয়াছেন :—

"একখণ্ড পৃথিবীর ভৈল অধিপতি।
মোহোর সমান কোন আছয় নৃপতি ॥৩৫৮
গজবাজি পদাতি রথর সীমা নাই।
এহি মত্ত গর্ব্বে মোর দিন বহি যাই ॥ ৩৫৯"

অথবা ঈদৃশ একজন বিদ্বান্ সদ্বংশজ প্রবল প্রবলপরাক্রান্ত রাজার খবর ঘুণাক্ষরেও এই বুরঞ্জীবহুল আসামপ্রদেশে আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না।† শ্রীরামচন্দ্র অনুজের নাতি আসিয়া অসমীয়ভাষায় পদ্যনিবন্ধ রচনা করিয়া গেলেন, রায়বাহাদুরের ভাষায় বলিতে গেলেও এইটি অসম্ভব।

দীপিকাছন্দ এই নামটির অর্থ কি?

"শুনিয়োক সভাসদ, দীপিকাছন্দর পদ ॥৩৮৫"

দীপিকা একটি রাগিণীবিশেষ, উক্ত ছন্দে সভাসদ্গণ কর্তৃক গীত হইবে বলিয়াই কি

* আসামে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা দৈবজ্ঞের বাড়ীতে পূজা, পাঠ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন, দৈবজ্ঞস্পৃষ্ট ভাত খান না বটে, কিন্তু দৈবজ্ঞগৃহে কাঁচা দুধের দধি ও বোকাচাউল খাইয়া থাকেন। ফলকথা এখানে দৈবজ্ঞের জল চলে, তবে ইঁহারা যাজন-ক্রিয়ায় অনধিকারী।

† প্রবলপরাক্রান্ত বৌদ্ধবিদ্বেষী পুরুষোত্তম গজপতি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আসামের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আসামী ভাষায় তিনি পুস্তক লিখিতে যাইবেনই বা কেন?

গ্রন্থকার ইহার নাম দীপিকাছন্দ রাখিয়াছিলেন। আবার "দীপিকা" জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, দৈবজ্ঞগণের প্রধান উপজীব্য ; এই ছন্দোবদ্ধ নিবন্ধ দীপিকার ন্যায় দৈবজ্ঞ সমাজের সমাদরণীয়, এই অভিপ্রায়েই কি ইহার নাম "দীপিকাছন্দঃ" হইয়াছিল ? কেহ কেহ বলেন, "দীপিকাছন্দ" নয় "দীপিকাচন্দ্র"—গ্রন্থাংশে "দেবতাকলা" "ব্রহ্মকলা" প্রভৃতিতে "কলা" শব্দের ব্যবহারে ইহাই প্রকৃত নাম বলিয়া তাঁহাদের অনুমান। কিন্তু ঐ সকল "কলা" মূলগ্রন্থের (অর্থাৎ শিবসংহিতা-হংসকাকীয়-আদিযামলের)* নিজ হইতে পারে। দীপিকাচন্দ্রেরই বা অর্থ কি ? ফলতঃ এই রহস্যপূর্ণ গ্রন্থের নাম, রচয়িতা, ও লিপিকাল সমস্তই রহস্যময়, জানি না কখন এই রহস্যের উদ্ভেদ হইবে। †

শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা।

---

* এইগুলি প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক স্বীয়কর্ম্মস্থলে বহু অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তজ্জন্য এই সমালোচনা অসম্পূর্ণ মনে করিতে হইতেছে। প্রবন্ধলেখক।

† গ্রন্থখানি বাস্তবিকই কৌতুকাবহ। এই গ্রন্থে এমন অনেক ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আছে, যাহা ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্‌মাত্রেরই বিশেষভাবে আলোচ্য। রায়বাহাদুর এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই গ্রন্থসম্বন্ধে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাস্তবিক ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু উভয়ে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উভয়ের মত সম্বন্ধেই আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। এ সম্বন্ধে আগামী বারে সবিস্তার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। পত্রিকাসম্পাদক।

যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলা*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রস্তাবিত সারস্বত-ভবনের জন্য নানা দ্রব্য ক্রমশঃ সংগৃহীত হইতেছে এবং ইহাদের মধ্যে তিনটি গোলা সম্বন্ধে অদ্য আপনাদের নিকট কিছু বলিব। এই তিনটি গোলা পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ বি এল্ পরিষৎকে উপহার দেন এবং শুনিয়াছি যে তিনি এই গোলা কয়েকটি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গোলা কয়েকটী মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমি অবগত আছি, কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষ বাস্তবিক প্রতাপাদিত্যের কি না সে সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রদান করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।

যে তিনটি গোলার বিষয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণিত হইল, সেগুলি কামানের গোলারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। পাথরের গোলা কামানের গোলারূপে অনেক দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রবন্ধ-বর্ণিত গোলা বন্দুক বা কামানের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে প্রতাপাদিত্যের সময়ে পর্ত্তুগীজ যোদ্ধৃগণ প্রতাপাদিত্যকে সাহায্য করিত। পর্ত্তুগীজগণ এই সময়ে যুদ্ধবিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন, সুতরাং প্রতাপাদিত্য যে কেন পাথরের গোলা কামানের জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিবেন বলিয়া মনে করি। একথা স্থির যে পাথরের গোলা যে সময়ে ও যে কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হউক না কেন ইহা কোনও এক ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির সময়ে ও বিশেষ কোনও আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত।

যে তিনটি গোলা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিম্নে প্রদত্ত হইল†:—

সং ৮৬ = ২·৬৪

সং ৮৭ = ২·৬২

সং ৮৮ = ২·৮২

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ৮৮সংখ্যক গোলার বিষয়ে আলোচনা করিব। এই গোলাটির আকার বেশ নিটোল গোল ও ইহার পরিধি প্রায় ৯½ ইঞ্চি। এই গোলার উপরিভাগ বেশ ক্ষয়িত হইয়াছে, সুতরাং ইহা যে অনেকদিন হইল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ

---

* চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

† সংখ্যাগুলি সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার তালিকায় সংখ্যা-নির্দ্দেশক।

নাই। এই গোলার প্রস্তর অত্যন্ত দৃঢ়। অনুবীক্ষণের সাহায্যে এই গোলার খনিজ উপাদান পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যে ইহাতে বক্রভঙ্গ ফেলস্ফর, অগিট ও অয়স্কান্ত ব্যতীত লোহিত, পীত ও পিঙ্গলবর্ণের একপদার্থ বিদ্যমান ও এই পদার্থ সমসংহত।

পূর্ব্বে যে আপেক্ষিক গুরুত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই প্রস্তর ক্ষার-শ্রেণীর অন্তর্গত। ভারতবর্ষের ক্ষার-শ্রেণীর অন্তর্গত প্রস্তরাবলির মধ্যে রাজমহল পাহাড়ের ও দাক্ষিণাত্যের প্রস্তর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রদেশের প্রস্তরমালার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ মিডল্‌মিস্‌ এই প্রস্তরের মধ্যে পালাগনিট (palagonite) নামক এক পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন।‡ পালাগনিট কি সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে ও এস্থলে সে প্রশ্নের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে এই গোলার ছেদে প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত সমসংহত পদার্থটি যে পূর্ব্ববর্ণিত পালাগনিট তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে এই প্রস্তর আনয়ন সম্ভবপর নহে এবং এই গোলার অন্যান্য গুণ পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে রাজমহল পাহাড় হইতেই এই প্রস্তর আনয়ন করা হইয়াছিল।

অপর দুইটী গোলা একই উপাদানে গঠিত। ইহাদের মধ্যে একটী অতি নিটোল গোল ও ইহার পরিধি প্রায় ১ ফুট কিন্তু অপরটি তাহা নহে। এই দুইটি গোলাতে চূর্ণ-প্রস্তরের ভাগ যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রত্যেকটির উপরিদেশে একটু ছোট গোজা আছে যাহাতে লৌহদ্রাব দিলে বুড়্‌বুড়ি উঠে না। নদীসৈকতস্থিত বালুকণা একত্র করিয়া চুনা প্রভৃতি দিয়া এই গোলা দুইটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্যের মীমাংসা হইল কিনা সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

‡ Rec. Geol. Surv. India, Vol. XXII, pp. 226-235.

শূরনগর

অনেকে বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে আদিশূরের রাজধানী ছিল।* কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আদিশূর পঞ্চকোটী, কামকোটী, কঙ্কগ্রাম, হরিকোটী ও বটগ্রাম নামক যে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত রামপাল-সন্নিহিত বর্ত্তমান পঞ্চসার নামক স্থান †। এ কথা সত্য হইলেও পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়দেশে যে আদিশূরের আর একটী রাজধানী ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং কান্যকুব্জাগত উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মে, তাঁহারা প্রত্যেকে বাস করিবার জন্য যে এক একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হন, তাহার অধিকাংশ গ্রামই এখন পর্য্যন্ত রাঢ়দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাঢ়দেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত না থাকিলে পঞ্চ বিপ্রের সকল বংশধরকেই তিনি রাজধানী বিক্রমপুর হইতে বহুদূরবর্ত্তী রাঢ়দেশে বাস করিতে পাঠাইবেন কেন? বিশেষতঃ বিক্রমপুর গঙ্গাহীন দেশ; সেই জন্য বোধ হয়, শেষ জীবন গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিবার জন্য আদিশূর গঙ্গাতীরের নিকটবর্ত্তী রাঢ় দেশে বৃদ্ধ বয়সে একটি রাজধানী স্থাপন করিয়া ছিলেন এবং পঞ্চ বিপ্রের বংশধরগণকেও সেইজন্য রাঢ় দেশে বাস করাইয়াছিলেন।

রাঢ়দেশে (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন "শূউরো" গ্রামে) ভাগীরথী-তীর সন্নিকটে "শূরনগর" নামে একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে আদিশূরের রাজধানী ছিল। স্থানীয় জনপ্রবাদ ও বর্ত্তমান কালে উক্ত শূরনগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই গতস্মৃতি উজ্জ্বল রাখিয়াছে। এই শূরনগর দৈর্ঘ্যে প্রায় আট মাইল এবং প্রস্থে ৪।৫ মাইল বিস্তৃত ছিল।

এক্ষণে ধ্বংসাবশিষ্ট শূরনগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। শূরনগরের যেস্থানে আদিশূরের রাজপ্রাসাদ ছিল, সেই স্থানটী এক্ষণে শূরো বা শূউরো নামে, যে স্থানে ধনাগার ছিল তাহা গড় সোণাভাঙ্গা নামে, যে স্থানে কারাগৃহ বা ভাটের

---

* রাজতরঙ্গিণীর মতে আদিশূর তাঁহার জামাতা কাশ্মীরের রাজা "জয়াদিত্যের" সাহায্যে পঞ্চ গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন এবং যখন বঙ্গে পঞ্চ সাগ্নিকের আগমন হয়, তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহার রাজধানী ছিল।

† কেহ কেহ বলেন, পঞ্চকোটী (সিংহভুম), কামকোটী (বীরভুম), কঙ্কগ্রাম (কাকিনা বিষ্ণুপুর), হরি-কোটী (মেদিনীপুর) এবং বটগ্রাম (বর্দ্ধমান)। (শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি-কৃত "সম্বন্ধনির্ণয়" ৩য় সংস্করণ ১০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

আবার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তৎপ্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—পঞ্চ সাগ্নিককে রাজা আদিশূর রাঢ়দেশের পঞ্চনগরে বেদ ও ব্রাহ্মণ্যপ্রচার জন্য আবাসস্থান নির্দ্দেশ করেন নাই; মালদহের নিকট পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে কামকোটী, হরিকোটী প্রভৃতি গ্রাম পাঁচ খানিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বাস ছিল, তাহা বোঁদপুর (বন্দীপুর) নামে, সে স্থানে নগরের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল তাহা দ্বারী বা দুয়ারি নামে, যেস্থানে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশধরগণকে সঙ্গে আনিয়া প্রথম অবস্থান করাইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মপুর নামে, এইরূপে কান্যকুব্জাগত ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষপুত্র বরাহ রাইগ্রাম নামক যে গ্রামখানি পাইয়াছিলেন, তাহা এখনও রাইগ্রাম নামে পরিচিত। (এই রাইগ্রামেই আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺বরাহগোপাল দেবের অতুলনীয় শ্রীমন্দির ছিল।) এতদ্ব্যতীত শূরনগরের সীমার মধ্যে হাজরাপুর, ও মথুরা নামক দুইখানি গ্রাম আছে এবং রাউৎগ্রাম নামক একখানি গ্রামে আদিশূরের শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবী আছেন। গোকর্ণ গোহালবাটী বা গোরু থাকিবার স্থান এবং মনোহরগঞ্জে বাজার * ছিল। ভাতশালা গ্রামে অতিথিশালা ছিল। এই শূউরো গ্রামে আদিশূরের রাজপ্রাসাদের ভিত্তিচিহ্ন, প্রাসাদ-অভ্যন্তরস্থিত কয়েকটি কূপ এবং শ্রীশ্রী৺হনু-মানজী দেবের ভগ্ন শ্রীবিগ্রহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। গড়-সোনাডাঙ্গায় একটী গড়ের চিহ্ন আছে। শূউরো হইতে এক মাইল দূরে "শালিটা" ও "শালকোন" দীঘি অদ্যাপি রাজা আদিশূরের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দীঘী দুইটী এত বৃহৎ যে, লোকে তাহাদিগকে "বিল" বলিয়া থাকে। শালিটা দীঘির চারিদিকের পাহাড় এখনও রীতিমত বাঁধা আছে। এক স্থানে একটী বাঁধা ঘাটের চিহ্নও দেখা যায়। এই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খননকালে খননকারী মজুরগণ (কোঁড়ারা) যে স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা অদ্যাপি কোঁড়াপুর" নামে পরিচিত। সম্প্রতি কাঁটোয়ার উত্তর সীতাহাটী ও নৈহাটির নিকট প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন † পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ "সামন্তসেনের" পূর্ব্বে সেনবংশের রাজপুত্রগণ অপ্রতিহত প্রভাবে রাঢ়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। (তাম্রশাসনের ১ম পৃষ্ঠা ৫-৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য)

অনুমান হয় যে, সেনবংশের রাজারা যখন নবদ্বীপে ‡ রাজধানী করেন, সেই সময় হইতেই শূরনগরের অবস্থা মলিন হইতে আরম্ভ হয় এবং কালপ্রভাবে সেই সমৃদ্ধিশালী নগর কয়েকখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কেবল যে রাঢ় দেশের এই নগরের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা নহে। এই শূরনগরের উত্তর-পশ্চিমে কাঁটোয়ার নিকটস্থিত "ইন্দ্রাণী" নামে যে মহানগরী ছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। "বার-হাট তেরঘাট তিন চণ্ডী তিন শ্বরের (অনাদিলিঙ্গ শিব)" মধ্যে দুই একটী লুপ্ত হইয়া বাকি

---

* এই মনোহরগঞ্জ ও গোহালবাটীতে পরে দিল্লীর বাদশাহের মুন্সি ৺অভিরামবসু বাসভবন ও গোহাল-বাটী করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ব্রহ্মপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধর মুন্সি মহাশয়েরা এখনও এই ব্রহ্মপুরে বাস করিতেছেন।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৭শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

‡ কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বলেন, একাদশ শতাব্দীর প্রথমে চন্দ্রবংশীয় সামন্তসেন কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। (প্রবন্ধলেখক)

সমস্তগুলি এখনও রহিয়াছে এবং কয়েকখানি ভগ্ন প্রস্তর ইন্দ্রাণীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কবিবর ৺কাশীরাম দাস মহাভারতে এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডী-কাব্যের মধ্যে ইন্দ্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,— "ইন্দ্রাণী নিকটে কাঁটোয়া নামে গ্রাম"

দেখুন ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যে ইন্দ্রাণীর সহিত তুলনায় কাঁটোয়া একখানি সামান্য গ্রাম মাত্র, আজ কালপ্রভাবে তাহার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইন্দ্রাণীর যখন এরূপ অবস্থা, তখন ১০০০ বৎসর পূর্ব্বের শূরনগরের অবস্থা যে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি!

পূর্ব্বোল্লিখিত রাইগ্রামের আদিশূর রাজার শ্রীশ্রী৺বরাহগোপালদেবের যে ধ্বংসাবশিষ্ট শ্রীমন্দির আছে, আমি তথায় গত ৯ই শ্রাবণ গমন করিয়াছিলাম,* দেখিলাম শূররাজপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণসমাজ "রাইগ্রামে" এক্ষণে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, তথায় এখন মুসলমানগণই প্রবল। যে স্থানে শ্রীমন্দিরটী ছিল, তাহা সমতলভূমি হইতে ১০।১২ হাত উচ্চ। মন্দিরটী প্রকাণ্ড ছিল, কারণ তিন একার পরিমিত স্থানের উপর অবস্থিত। এক্ষণে সেই উচ্চ ভূখণ্ডের উপর রাশিকৃত ইষ্টকস্তূপ এবং চারিটি বড় বড় প্রস্তরস্তম্ভ পতিত আছে, তাহার মধ্যে দুইটী থামের দৈর্ঘ্য ৮½ ফিট্ এবং বেড় ৬ ফিট্, অপর দুইটীর দৈর্ঘ্য ৫ ফিট্ এবং বেড় ৬ ফিট্। প্রবাদ আছে, বঙ্গবিজয়ের পর কতকগুলি মুসলমান রাইগ্রামের প্রান্ত-বাহিনী একটী ক্ষুদ্র নদী † দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকাযোগে গমন করিতেছিলেন এবং আদিশূরের শ্রীশ্রী৺বরাহগোপালের মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত একখানি কাচ বা কোন জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তরে অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত দেখিয়া পূর্ব্বদিকে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মিকে সূর্য্য মনে করিয়া নদীতীরে অবতরণপূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ ভ্রমে পূর্ব্বাভিমুখে "নমাজ" করেন এবং পরে তাঁহারা তাঁহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতে অন্য কোন মুসলমান যাহাতে সেইরূপ ভ্রমে পতিত না হয়, তজ্জন্য মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া ফেলেন এবং মন্দিরশীর্ষে সংলগ্ন উক্ত ভানুপ্রভ প্রস্তরখানি লইয়া যান। মুসলমানগণ মন্দির ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিলে ৺বরাহগোপালদেবের সেবাইত ব্রাহ্মণ গোপনে কোনরূপে শ্রীবিগ্রহটী লইয়া রাই-গ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত কাইগ্রামে পলায়ন করেন। সেই ব্রাহ্মণের বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত কাইগ্রামে সেই দেবসেবা করিতেছেন। পূর্ব্বকথিত দেবমন্দিরের দুইখানি প্রস্তরস্তম্ভ এবং কাইগ্রামস্থিত শ্রীশ্রী৺বরাহগোপাল দেবের ফটো ‡ লইয়াছি।

---

* ঐ দিন আমার সহিত ব্রহ্মপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুস্তফী পরিষদের জন্য স্তম্ভের ফটো লইয়াছিলেন।

† এক্ষণে এই নদীটী নিমজ্জিত, তবে স্থানে স্থানে চিহ্ন মাত্র আছে।

‡ এই আলোকচিত্র দুইখানি ব্রহ্মপুর কাইগ্রামনিবাসী শ্রীতারকনাথ মুস্তফী শ্রীভাগবতচরণ বসু মুন্সী ও শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু মুন্সী কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষদের জন্য বিনা ব্যয়ে তোলা হইয়াছে। স্তম্ভের আলোকচিত্র উক্ত তারকনাথ মুস্তফী পরিষদে দিয়াছেন এবং প্রবন্ধের সহিত ৺বরাহদেবের আলোকচিত্রও পাঠাইয়াছি।

এই রাইগ্রাম এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলায় মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বয়াট মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্ভূত। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি এই দেবমন্দিরের পবিত্র ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলমানেরা তাহাদের মৃতদেহ কবরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করি, বৈকুণ্ঠ বাবু স্থানীয় অতীত কীর্ত্তি উদ্ধারকল্পে মনোযোগী হইবেন।

রাইগ্রামনিবাসী মুসলমানদের নিকট এই মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন, আমরা বংশানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি যে, "উহা আওউল রাজার গোপাল-মন্দির।" ("আউল" অর্থে আদি বা প্রথম)

এই রাইগ্রামে এক্ষণে পীর গোঁরাচাদ সাহেবের একটী প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির আছে। কথিত আছে, আদিশূরের ভগ্ন মন্দিরের অনেক উপাদান দ্বারা এই সমাধিমন্দির আকবরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে স্থাপিত একখানি প্রস্তরফলকে পার্শি ভাষায় কিছু লিখিত আছে। উপযুক্ত মৌলবীর অভাবে পাঠোদ্ধার করাইতে পারি নাই। পূর্ব্বে যে স্থানে শূরনগর ছিল, তাহার মধ্য দিয়া এক্ষণে "খড়ী" বা "খড়্গেশ্বরী" নামে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদী ছিল না। রাইগ্রামের প্রান্তবাহিনী নদী এবং বেহুলা নদী নিমজ্জিত হওয়ায়, আনুমানিক ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানকর-মাড়ো হইতে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র জলস্রোত এই খড়্গেশ্বরী বা খড়ী নদীতে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী।

সভাপতির অভিভাষণ

১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই অষ্টাদশ বর্ষে বঙ্গের, বঙ্গবাসীর এবং বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এই কালের মধ্যে সাহিত্য-পরিষদের বহু আশঙ্কাজনক বিপৎপাত সত্ত্বেও ইহা শনৈঃ শনৈঃ গৌরব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশে অনেক সমিতিই মহা আড়ম্বরের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে বিলুপ্ত হইয়া থাকে; অনেক সমিতিরই অল্পবয়সে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন লক্ষিত হয়; কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ধুঁইয়া ধুঁইয়া ক্রমশঃ প্রজ্বলিত অগ্নির আকার ধারণ করিতেছে। অনেক সময়েই নিজের প্রশংসা করা ভাল দেখায় না; কিন্তু আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের নিজের প্রশংসা করিতে সঙ্কুচিত হইতে পারি না। আমাদের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহাতে আমাদের আশঙ্কা নাই। কেহ আমাদের যথার্থ দোষ দেখাইয়া দিলে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকি। আমরা কিছুই অন্ধকারে রাখিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমাদের পরিষৎ যে ক্রমশঃ উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতেছে তদ্‌বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরিষৎ বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচারের ভিত্তির উপর গঠিত, কিন্তু একাডেমি অফ্ লিটারেচারের প্রধান কর্ত্তব্য সাহিত্যের শুদ্ধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। কাজটি বিভীষিকাময় বলিয়া আমরা আমাদের এই কর্ত্তব্যপালনে এ পর্য্যন্ত বিমুখ আছি। আমরা মনে করি যে আমাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া আমরা বর্ত্তমান লেখকদের গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু আমার বিবেচনায় সে ভয়ের ভিত্তি নাই। সাহিত্য-পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য পালনে আর শৈথিল্য করা কর্ত্তব্য নহে। বিগত বর্ষে কবিবর রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমরা কর্ত্তব্যপালনের পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছি; সত্বর পথ প্রশস্ত হইয়া যাইবে। ১৩০১ সালের শেষে সভাপতি রমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "পরিষৎ যখন বাঙ্গালা লেখকদিগের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থের আলোচনা করিবেন এবং সংস্কৃত ও ইংরাজীভাষায় লিখিত গ্রন্থের আলোচনাতেও রত হইবেন, তখন পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র যে বিস্তৃত ও বহুল হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই।" এখন শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে পরিষৎ যথেষ্ট অবস্থাপন্ন হইয়াছে, এখন প্রধান উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে।

১৩০১ সালের চৈত্রমাসে সাহিত্য-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ১০৩ ছিল, ১৩১৭ সালের চৈত্রমাসে ছিল ১৫২২, ১৩১৮ সালের বিষুবসংক্রান্তিতে ১৮১৬। ইহাতে আমরা বিলক্ষণ

আশান্বিত হইয়াছি। ১৩০১ সালে ৬৩৩।৫০টাকা আয় ছিল, ১৩১৮ সালের আয় ৮১৯৪॥ টাকা। সভ্যসংখ্যা ও আয়ের তুলনায় সহজেই আমাদিগকে উৎফুল্ল হইতে হয়। এখন আমাদের বাস-মন্দির হইয়াছে, রমেশভবন নির্ম্মিত হইলে আমাদের গৌরব নিশ্চয়ই বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে। পরিষৎ-মন্দিরে দিনে দিনে পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, পুস্তকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী ও শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় প্রদত্ত গ্রন্থপ্রাপ্তি দ্বারা পুস্তকাগার বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইয়াছে। প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, চিত্রশালাও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। এমন কি, পরিষদ্ ভূমণ্ডলস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

পরিষদের এই উন্নতির প্রধান কারণ এই যে, আমাদের কয়েক জন শ্রমশীল সুশিক্ষিত বন্ধু প্রাণপণে ইহার উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত, ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, এবং ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র অশেষ পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিতেছেন এবং যশঃসৌরভ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন। কেবল আমি কেন বাঙ্গালীমাত্রেই তাঁহাদের নিকট বিশেষরূপে ঋণী। রামেন্দ্রসুন্দর অত্যধিক পরিশ্রম-নিবন্ধন পীড়িত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত তিনি অবকাশ গ্রহণ করিতেছেন। আশা করি, পরমপিতার অনুগ্রহে তিনি সত্বর আরোগ্যলাভ করিয়া দ্বিগুণ যত্নের সহিত পরিষদের উন্নতিকল্পে নিবিষ্টচিত্ত হইতে সমর্থ হইবেন। এস্থলে আমাদের পৃষ্ঠপোষক মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলার রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল মহাশয়গণের নাম উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। তাঁহারা প্রকৃতই স্মরণীয়কীর্ত্তি এবং তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্"। অনেকের মৃত্যুতেই মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরাই শোকবিহ্বল হইয়া থাকে, অপর সাধারণের শোকদুঃখ হয় না। অনেকেই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী নহে। সকল দেশেই কর্ম্মবীরের সংখ্যা কম। পক্ষিগণ আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে স্ব স্ব কুলায়ে প্রবেশ করিলে, জলচরগণ সন্তরণ করিতে করিতে অনন্ত জলরাশিতে প্রবেশ করিলে যেমন অনন্ত ব্যোমে বা জলরাশিতে কোনও চিহ্ন থাকে না, তদ্রূপ অনেকেরই মানবলীলা সংবরণের সহিত সংসারক্ষেত্রে কোনও নিদর্শনই থাকে না। কিন্তু কেহ কেহ অবিনশ্বর স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহাদের স্বর্গগমনে জগৎ ক্লিষ্ট হয়—লোকে প্রকৃতই সন্তপ্ত হয়, তাঁহারাই উল্লেখযোগ্য মহাত্মা, তাঁহারাই প্রকৃত কর্ম্মবীর। গত বৎসর সাহিত্য-ক্ষেত্রের

অনেক কর্ম্মবীর আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত করিয়া মানবদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। কোচ-বিহারের মহারাজ স্বর্গীয় সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর পরিষদের আজীবন সভ্য ছিলেন, তাঁহার উপর আমাদের যথেষ্ট আশা ছিল, তিনি অকালে পরলোকগত হওয়াতে আমরা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছি। বোধ হয়, বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরও পরিষদের আজীবন সভ্য হইবেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র, কবিবর মনোমোহন বসু, কবিরাজ কণ্ঠাভরণ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ বীরেশ্বর পাঁড়ে, মীর মসঃরফ হোসেন, রাধেশচন্দ্র সেঠ, মহা-মহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, আচার্য্য সত্যব্রত সামাশ্রমী, অধ্যাপক হরিনাথ দে, রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন, বলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকগুলি মহাত্মা গত বৎসর আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ রামচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর কেবল তাঁহার প্রজাদিগকে শোকাতুর করিয়া গিয়াছেন এমত নহে, তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসী মাত্রেই কাতর। তাঁহার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী রাজনীতিজ্ঞ ভূপতি বিরল। মনোমোহন বসু পুরাতন ও নূতন কাব্যপ্রণালীর মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, গিরিশচন্দ্র নব্য বঙ্গ নাট্যসাহিত্যের অদ্বিতীয় অলঙ্কার। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখনী বঙ্গের কাব্যসংসার হইতে অপসৃত হইলে মনোমোহন তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া কাব্যসাহিত্যকে জাগ্রত রাখিয়া যথাকালে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মহারথিগণের ভাবে, পদবিন্যাসে ও রচনাপ্রণালীতে ইউরোপীয় সাহিত্যের বিলক্ষণ আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য অলঙ্কার, অর্থগৌরব, ভাব ও চরিত্র-রচনার মিশ্রণে আমাদের সাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। মনোমোহন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; তিনি ভারতচন্দ্র, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাপ্রণালীর অনুবর্ত্তী ছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ও সেই শ্রেণীর কবি ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ইউরোপীয় কাব্য ও ঐতিহাসিক সাহিত্যে সুন্দররূপে শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত বঙ্গবাসী অতি বিরল ছিল, কি সামাজিক কি ঐতিহাসিক, কি পৌরাণিক সর্ব্ববিধ চরিত্রগঠনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; তাঁহাতে দেশীয়ত্বের পরিমাণ খুব বেশী ছিল। তাঁহার নাটকাদি বঙ্গসাহিত্যের চিরস্থায়ী অলঙ্কার, বর্ত্তমান নাট্যপ্রণালী ও নাট্যাভিনয় তাঁহারই অসাধারণ উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে, "তপোবল" তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি।

শ্রদ্ধাস্পদ বীরেশ্বর পাঁড়ের মৃত্যুতে আমরা একজন চিন্তাশীল গ্রন্থকারকে হারাইয়াছি। তাঁহার মানবতত্ত্ব, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত ও ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াও তিনি বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত চিকিৎসকের কথা না শুনিয়া গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন।

মালদহের রাধেশচন্দ্র শেঠ বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালীর শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ

করিয়া অকালে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন সে কালের লোক ছিলেন বলা যাইতে পারে, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা পুরাতন ও নূতনের মধ্যবর্ত্তী একটী শৃঙ্খল হারাইয়াছি। কালীবর বেদান্তবাগীশের মৃত্যুতে দর্শনাধিকারে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

অনেকেই মীর মসঃরম হোসেনের "বিষাদ" অর্থাৎ "মহরমপর্ব্বাধ্যায়" পড়িয়া থাকিবেন। ইহাতে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের সিয়া বিভাগের বিষাদময় কাহিনী মহম্মদের কন্যা ফতেমার হাসান ও হোসেন নামক পুত্রদ্বয়ের শোচনীয় মৃত্যুর চিত্র বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আর্ণল্ড্ পারস্য দেশের ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রধান বিয়োগান্ত নাটকের কথায় এই বিষাদময় বৃত্তান্তের অবতারণা করেন। মীর মসঃরম হোসেন "বিষাদ" লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তিনি নিপুণ ও ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে আমরা নিতান্ত সন্তপ্ত।

সাহিত্যিকগণের সমুচিত আদর ও অভ্যর্থনা করা সাহিত্য-পরিষদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য, পরিষদের জন্ম হইতে অনেক সম্মানোচিত সাহিত্যিক বঙ্গসাহিত্য-মন্দিরকে অলংকৃত করিয়াছেন, অনেকেই এই সময়ের মধ্যে ইহজীবন ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শোকগ্রস্ত করিয়াছেন! তাঁহাদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও স্মৃতিরক্ষার জন্য পরিষৎ স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু কোনও সাহিত্যিকের জীবদ্দশায় তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ ১৩১৮ সালের পূর্ব্বে আমরা কোনও উদ্যোগ করি নাই। কবিবর রবীন্দ্রনাথের মানবজীবনের পঞ্চাশদ্বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যপালন করিয়াছি।

গত বর্ষে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমধিক অলঙ্কৃত করিয়াছে। তন্মধ্যে "বৌদ্ধযুগের ইতিহাস ও বৌদ্ধ মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউএনথ-সঙ্গের ভারতবর্ণনা এবং মহাবংশ ও অপরিস্ফুট অশোকস্তম্ভসমূহই বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের ভিত্তি ছিল। বর্ত্তমান কালে শিলালিপি প্রভৃতির আবিষ্কার দ্বারা বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিশিষ্টরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তমসাচ্ছন্ন যুগের ঐতিহাসিক রহস্যজাল, এক্ষণে আমরা অনেকটা ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার পরমবন্ধু স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন, ত্রিশবৎসর অতীত হইল, "অশোকচরিত" প্রকাশিত করেন। এই ত্রিশবর্ষে আমাদের বৌদ্ধযুগের জ্ঞান সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। অতীত বর্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু "অশোকচরিত" প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার "অশোকচরিত" বস্তুতঃই প্রশংসার যোগ্য। কয়েকটি মাসিকপত্র ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আমাদের এতদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহের "মেগাস্থিনিসের ভারতবিবরণ" গ্রন্থ দ্বারা বৌদ্ধযুগের ও তৎপূর্ব্বকালের অনেক বৃত্তান্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "পাঠান-রাজবৃত্ত" এবং শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মার "বগুড়ার ইতিহাস"ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী-রায়ও আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞান-পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রত্যেকে সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"অশোকচরিত" জীবনীবিভাগের গ্রন্থ হইলেও উহা ঐতিহাসিক। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহের "কৃষ্ণপান্তি" এবং শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সম্ভাবশতক রচয়িতা পুণ্যশ্লোক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত" হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্কিম-জীবনী" উল্লেখযোগ্য হইলেও উহার সম্বন্ধে মত-প্রকাশের সময় এখনও আইসে নাই; তবে উহাতে বঙ্গসাহিত্য-সংসারের অত্যুজ্জ্বলরত্ন চিরস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক কথা আছে। এইস্থানে আমরা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "সর্ব্বানন্দ," "শাক্যসিংহ," "ভগীরথ" ও "ধ্রুব" এবং শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায়ের "আশীর্ব্বাদ" নামক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু এই গ্রন্থগুলি "সেন্ট্রাল্ টেক্ষ্টবুক্ কমিটীর" বিচারার্থ প্রেরিত হওয়ায় তাহাদের গুণাগুণ বিষয়ে আমি এক্ষণে কিছুই বলিতে পারি না। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান "শৈব্যা" নামে নবকলেবরে সুন্দরভাবে বাঙ্গালীর গৃহে পঠিত হইতেছে।

পূর্ব্বে ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না বলিলেও হয়, এক্ষণে ক্রমশঃ সে অভাব মোচন হইতেছে। গতবর্ষে জাপান ও দক্ষিণাবর্ত্তের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বৎসর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ঘোষ ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া আমাদিগের বিভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন। সময়াভাবে এই সকল গ্রন্থের সমুচিত সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বঙ্গদেশীয় লেখকগণের লেখনী ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। পাঠকসংখ্যা কম, সুশিক্ষিতগণ ইংরাজী পড়িতেই ভালবাসেন, এমন কি অনেকে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের কথা শুনিলে হাসিয়া থাকেন; সুতরাং সুলেখক বৈজ্ঞানিকগণ বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিতে সমুচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হন না। গত বৎসর আমরা দুইখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "প্রকৃতি-পরিচয়" ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "অর্থনীতি" উভয়ই আদর্শস্বরূপ। শিল্প-সম্বন্ধীয় কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে।

কাব্য ও উপাখ্যান-বিভাগের সকল গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকারগণ ও গ্রন্থপ্রকাশকগণ অনেকেই মনে করেন যে, সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেওয়া অনাবশ্যক। বস্তুতঃ আমরা এতদিন সাহিত্যগ্রন্থের সমালোচনায় বিমুখ ছিলাম, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা সকল গ্রন্থ সমালোচনার অবকাশ পাই না।

রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাঁহার শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও কেবল লেখনী-পাত্রেই ন্যস্ত থাকে না। তিনি গত বৎসর শিক্ষা সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার যশোবৃদ্ধি হয় নাই,

কিন্তু তাঁহার "ডাকঘর" উল্লেখযোগ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকাব্যের মর্য্যাদা পূর্ব্ববৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার "পলিন," "মিডিয়া" ও "খাঁজাহান"নামক বঙ্গেতর প্রদেশের ঐতিহাসিক নাটকত্রয় আকর্ষণী শক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি প্রতিবৎসর বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যকে অধিকতর আলোকিত করিতেছেন। অন্যান্য শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের অভাব নাই, তবে আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, আমার রুচির বিশেষ দোষ আছে। অনেক কবিই আমার সমালোচনা পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিবেন,—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥"

গত বৎসর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেকগুলি সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনৈতিক কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, সরস মনখোলা কাব্যাস্বাদবিরহিত হইয়া আমরা ধর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছি, ইহা ভালই বলিতে হইবে। দর্শন সম্বন্ধেও ক্রমশঃ উত্তম গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। মাসিকপত্রে দার্শনিক প্রবন্ধ অনেক দেখিতে পাই। আমাদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "উপনিষদ্" (ব্রহ্মতত্ত্ব) তাঁহার জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার বিশিষ্টরূপে পরিচয় দিতেছে। তাঁহার ও তাঁহার সহযোগিগণের ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত করিবে সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের "তত্ত্বজিজ্ঞাসা" বর্ত্তমান বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। "তত্ত্বজিজ্ঞাসার" ন্যায় সরল সুবোধ্য ও ভাবসমন্বিত তত্ত্বগ্রন্থ প্রায়ই দেখিতে পাই না, এরূপ ভাবুক গ্রন্থকারের অকালমৃত্যু অতীব শোচনীয়। আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহের "কালের স্রোত"ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরূপ সুন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। জটিল সামাজিক ও দার্শনিক সমস্যার এরূপ সরল ব্যাখ্যার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

অন্যান্য অনেক বিষয়েও গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ বিনয়কুমারের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষাসম্বন্ধেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাদের শিক্ষাবিভাগের একটী গুরুতর অভাব দূর করিতেছেন। দুঃখের বিষয়—তিনি আমাদের সহকারী সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

শিক্ষাবিভাগে পাঠ্যপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার অনেকগুলিই অপাঠ্য। নির্দ্দোষ গ্রন্থ প্রায়ই পাওয়া যায় না, তজ্জন্য আমরাও শিথিল। পূর্ব্ববঙ্গের ডাইরেক্টার সাহেব যে সকল গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অপাঠ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থ-তালিকার সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা বাঙ্গালা ভাষার গুরুতর বিকৃতি সত্বরই সংঘটিত হইবে। অনেক সময়ে কেবল আত্মীয়তার অনুরোধে অথবা অনুকম্পাবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমরা বঙ্গ-ভাষাকে বিকট করিয়া তুলিতে পরাঙ্মুখ হই না। সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি আবশ্যক। সেণ্ট্রাল্ টেক্স্টবুক্ কমিটীর আমি একজন সভ্য, কিন্তু নিজের দোষ প্রকাশ করিতে আমি সঙ্কুচিত বা ভীত নহি।

গতবৎসর "বিশ্বকোষ" সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অতুল পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা বঙ্গদেশকে চির-বাধিত করিয়াছেন।

এই বাৎসরিক সমালোচনায় অনেক গ্রন্থেরই উল্লেখ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমি বিশেষ অপরাধী। আশা করি সুধীগণ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীমান্ শরৎকুমার রায় অনুসন্ধান-বিভাগে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন। "গৌড়রাজমালা" শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্ত্তৃক লিখিত। রমাপ্রসাদও বঙ্গের কৃতজ্ঞতাভাজন। বরেন্দ্রভূমি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধানের স্থান, এই মহাত্মারা বরেন্দ্র-ভূমির প্রকৃত সাহিত্যিকের কার্য্য করিতেছেন।

রমেশ-ভবনের প্রধান উদ্দেশ্য :—বঙ্গদেশের প্রাচীন মুদ্রা, মূর্ত্তি, তাম্রশাসন, প্রাচীন হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতি একস্থানে প্রত্যহ প্রদর্শন করা। গত বর্ষের প্রদর্শনী দ্বারা সুধীমাত্রেই এরূপ দ্রব্যাদি একত্র করার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কিন্তু এখনও আমরা রমেশ-ভবনের নিমিত্ত বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণের নিকট সমুচিত সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই। আশা করি বর্ত্তমান বর্ষের শেষে আর আমাদিগকে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে হইবে না। রমেশচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন সত্বরই বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হওয়া আবশ্যক। ইহাতে গৌরবও আছে।

আলোচ্যবর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২৫৭ বারশত সাতান্ন খানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬২২ খানি নূতন ও অবশিষ্টগুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য দেশের তুলনায় সংখ্যা বড় বেশী নহে, আবার ৬২২ খানি পুস্তকই সুপাঠ্য হইলে ক্ষতি ছিল না। অনেকগুলিই আমরা দেখিতে পাই নাই, অপঠিত গ্রন্থসমূহের দোষগুণাদি অনুভব করিবার উপযুক্ত সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যায় :—

	শ্রেণীবিভাগ	সাধারণ পাঠ্য	উল্লেখযোগ্য (সাধারণ পাঠ্যের মধ্যে)	স্কুলপাঠ্য	মোটসংখ্যা
১।	কলাবিদ্যা	৩	১	২	৫
২।	জীবনবৃত্তান্ত	৩৫	৪	১০	৪৫
৩।	নাটক	৫৭	৮	০	৫৭
৪।	উপন্যাস	১০২	৬	০	১০২
৫।	ইতিহাস—ভূগোল	২৮	৫	১২	৪০
৬।	সাহিত্য	৮৫	৪	৮৭	১৭২
৭।	আইন	৭	০	০	৭
৮।	বিবিধ	১২৩	৫	৩৭	১৬০
৯।	দর্শন	৪	১	০	৪
১০।	কাব্য	৪৯	১০	৮	৫৭
১১।	রাজনীতি	৪	০	০	৪
১২।	ধর্ম্ম	১৭৪	১	০	১৭৪
১৩।	গণিত	০	০	১৩	১৩
১৪।	বিজ্ঞান	০	০	২০	২০
১৫।	ভ্রমণ	১২	৪	০	১২
১৬।	চিকিৎসা	২০	২	০	২০
		৭০৩	৫১	১৮৯	৮৯২

অথচ আমরা নিম্নলিখিত ৩৭ খানি পুস্তক মাত্র উপহার পাইয়াছি।

১। সাধনকলিকা,
২। শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়,
৩। সূত্রধরতত্ত্ব,
৪। নির্ঝর,
৫। সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ,
৬। নিবেদন,
৭। বঙ্কিমজীবনী,
৮। মকরন্দবংশমালা,
৯। ধ্রুব,
১০। বারভূঞা,
১১। প্রকৃতি-পরিচয়,
১২। মেগাস্থিনিসের ভারতবিবরণ,
১৩। সাধনতত্ত্ববিচার,
১৪। আঙ্গুর,
১৫। রত্নাঞ্জলি,
১৬। ভক্তি ও উপাসনা
১৭। পাঠানরাজবৃত্ত
১৮। ব্যাকরণ-বিভীষিকা,
১৯। কৃষ্ণপ্রাপ্তি,
২০। সন্দর্ভচন্দ্রিকা,
২১। ভারতে ইংরাজ,
২২। শান্তিশতক,
২৩। গীতামৃতরস,
২৪। উচ্ছ্বাস,
২৫। ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ,
২৬। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী,
২৭। উপনিষদ্‌,
২৮। মায়াচিত্র,
২৯। মালদহের রাধেশচন্দ্র,
৩০। ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবন,
৩১। প্রাকৃতপ্রকাশ,
৩২। সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সমাচার,
৩৩। বগুড়ার ইতিহাস,
৩৪। কালের স্রোত,
৩৫। সর্ব্বানন্দ,
৩৬। অশোক,
৩৭। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

এরূপস্থলে যে আমরা কেন ১৩১৮ সালের বঙ্গসাহিত্যের সম্যক্‌ আলোচনা করিতে পারিলাম না, তাহার কারণ সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী এখনই পঠিত হইবে। তৎসম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই, তবে বঙ্গবাসীমাত্রকেই আমি সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান না করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কখনই যোগ্যতা লাভ করিতে বা পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবে না। পরিষৎ-বৃক্ষ তাঁহাদেরই রোপিত, সুতরাং তাঁহাদের একান্ত যত্ন ও জলসেচন ইহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই সভার অবৈতনিক বা বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারিগণ বঙ্গবাসীমাত্রেরই মুখাপেক্ষী। তাঁহাদের সহৃদয়তা ও সাহায্য ব্যতীত কর্ম্মক্ষেত্রে সাহায্য লাভের আশা সুদূরপরাহত। আশা করি, পরিষৎ ক্রমশঃ বঙ্গবাসিগণের সহায়তা লাভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সদাশিব

পূর্ব্বকালে শিবস্থাপন, জলাশয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংকার্য্য সঙ্গতিপন্ন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। আসাম-রাজাদের সেরূপ কীর্ত্তিকলাপ আজও বহু-স্থানে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজমান। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত শ্রীশ্রী৺সদাশিব তাহারই অন্যতম কীর্ত্তি। উক্ত সদাশিব শিবসাগর জিলার গোলাঘাট সবডিবিসনের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীরস্থ নিগ্রিটিং শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত। এই লিঙ্গ সম্বন্ধে আজও বৃদ্ধদের মুখে এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইহা পূর্ব্বে ঔর্ব্বনামক কোন মুনি কর্ত্তৃক ব্রহ্মপুত্রকূলে উপাসিত হইতেন। সম্ভবতঃ উক্ত মুনিই এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘকাল উপাসনার পর মুনিবর অন্তর্ধান করেন এবং শিবলিঙ্গ স্বভাবজাত অরণ্যে লুক্কায়িত হন। ইহার পর বহুদিন গত হইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের একটী কপিলা গাভী প্রসূতা হয়। সেই গাভী প্রত্যহ মধ্যাহ্নে বৎস ফেলিয়া কোথায় চলিয়া যাইত কেহ সন্ধান পাইত না। এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে ভগবদিচ্ছায় ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ জন্মায় একদিন গাভীর অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, গাভীটী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সোজাসোজি ব্রহ্মপুত্রকূলের অরণ্যে প্রবেশ করিল। সেটী গোচারণের উপযুক্ত স্থান না হওয়াতে তাহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি গাভীর পশ্চাদনুসরণ ত্যাগ করিলেন না; কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন গাভীটী স্থানবিশেষে দণ্ডায়মানা হইয়া দুগ্ধক্ষরণ করিতেছে! ব্রাহ্মণ বিস্ময়াকুল চিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া বুঝিলেন, কপিলা শিবলিঙ্গের উপর দুগ্ধ ক্ষরণ করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লিঙ্গের চতুর্দ্দিক পরিষ্কার করতঃ যথাসাধ্য পূজা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং এই আশ্চর্য্য ঘটনা সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন। এই সংবাদ ক্রমে রাজা শিবসিংহের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি সকল তথ্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক লিঙ্গের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত আখ্যানুযায়ী সদাশিব নাম প্রদান করিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সদাশিবের পূজার জন্য একখানা গ্রাম প্রদত্ত হয়। দেবো-দ্দেশে দান করা হয় বলিয়া ইহার "দেবগ্রাম" আখ্যা হয়। ক্রমে 'দেবর' গ্রাম হইয়া বর্ত্তমানে 'দেরগাও' নামে পরিণত হইয়াছে, এবং ইহার নামে গোলাঘাটের একটী মৌজার * নামকরণ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের অনতিদূরে 'গেলাবিল' নামক ব্রহ্মপুত্রের ক্ষুদ্র শাখার তীরে মন্দির প্রস্তুত করতঃ রাজা শিবসিংহ ৺সদাশিবের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কালপ্রভাবে নদীকর্ত্তৃক শিব-

---

* মৌজা—রাজস্ববিভাগ বিশেষ। আসামেরখাস মহালে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি লইয়া এক একটী মৌজা' গঠিত হয়।

মন্দির নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়ায় রাজা রাজেশ্বর সিংহ নিগ্রিটীং শৈলোপরি বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণকরতঃ সদাশিবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাণেশ্বর ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে "বড়ুয়া" উপাধি দিয়া তাহার উপর তত্ত্বাবধানের ও তাহার ভ্রাতা দেবরাজ ঠাকুরের উপর পূজার ভারার্পণ করেন। দেবরাজের বংশধরেরা আজও "বড়ঠাকুরের" (প্রধান পূজকের) পদে অধিষ্ঠিত।

সদাশিবের প্রচার সম্বন্ধে আরও একটী কিম্বদন্তী এইরূপ আছে যে, একদিন "বজালকাটা"* ব্রাহ্মণ জঙ্গলের মধ্যে পূজার ঘণ্টা বাদ্য করিতেছিলেন, এমন সময় রাজা শিবসিংহ যুদ্ধার্থ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ নিবিড় অরণ্যে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া অনুসন্ধান ক্রমে শিবপূজার সংবাদ প্রাপ্ত হন। জিজ্ঞাসিত হইলে ব্রাহ্মণ 'সদাশিব' আরাধনা করিতেছেন বলিয়া শিবের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তখন মহারাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে শিবোত্তর দান করতঃ সদাশিবের প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া 'মানসা' করেন। শিবের কৃপায় "লতাকাটার" যুদ্ধে মহারাজের জয় হয়। তখন তিনি গেলাবিলের তীরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কনৌজ-ব্রাহ্মণ ভূধর আগমাচার্য্যকে 'বড়ঠাকুর' উপাধি দিয়া প্রধান পূজক এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন বজালকাটা ব্রাহ্মণকে পরিচারক নিযুক্ত করেন। উক্ত ভূধর আগমাচার্য্যের বংশধর বাণেশ্বর ঠাকুর ও দেবরাজ ঠাকুরকেই রাজা রাজেশ্বর সিংহ তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধান পূজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজা রাজেশ্বর সিংহ ১৬৮৭ শকে সদাশিবের বর্ত্তমান মন্দির আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী দুই তিন বৎসরে সম্পন্ন করান। সমগ্র দেবালয় ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচটী মন্দিরের সমষ্টি। মধ্যস্থলে সদাশিবের প্রকাণ্ড মন্দির এবং ইহার গাত্রসংলগ্ন চারিকোণে † সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা ও বিষ্ণুর চারিটী ক্ষুদ্র মন্দির বর্ত্তমান। পাঁচটী মন্দিরের মূলদেশের পরিধি ১৭৫ হাত, শিব-মন্দিরের উচ্চতা ৬০ হাত।

ক্ষুদ্র শৈলের উপরিস্থ সমস্ত ১১ বিঘা ভূমিই দেবাধিকৃত। স্থানটীর চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ ফল-পুষ্পের বৃক্ষে পরিপূর্ণ, শৈলের চারিদিকে 'ব্রহ্মপুত্রটী কোম্পানী'র সমৃদ্ধিশালী চা-বাগান ও অদূরে প্রশান্তকায় ব্রহ্মপুত্র নদ বিরাজমান। বর্ষাকালে শৈলের পাদদেশ বাহিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হয়, কিন্তু শীতকালে কিছুদূরে সরিয়া পড়ে।

স্থানটী অতি মনোহর হইলেও দেবালয়ের আর সে শ্রী নাই। চারিকোণের মন্দির চারিটীই ভগ্নাবস্থাপ্রাপ্ত। গণেশের মন্দির ব্যতীত অন্য তিনটী ক্ষুদ্র মন্দিরই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে। সুতরাং সেই মন্দিরের বিগ্রহগণ মহাদেবের মন্দিরে আশ্রয় লাভ

* কপিলার পশ্চাদনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ "বজাল"নামক ক্ষুদ্র বাঁশ কাটিয়া শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি "বজালকাটা" ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈঋ'ত কোণে গণেশ, বায়ুকোণে দুর্গা এবং ঈশান কোণে বিষ্ণুর মন্দির।

করিয়াছেন। মূল মন্দিরের অবস্থাও শোচনীয়। মন্দিরের উপর নানাবিধ গাছপালা জন্মিয়াছে, নানা স্থান ফাটিয়াছে, কোন কোন স্থান বা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং চামচিকা বাদুড় ইত্যাদির আবাসস্থান হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। প্রাচীন কালের ইমারতের কাজ বলিয়া প্রায় ১৫০ বৎসরের মন্দির এখনও টিকিয়া আছে; নতুবা এতদিনে অযত্নে কোন্ দিন ভূমিসাৎ হইয়া যাইত। শিবমন্দিরের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির ছিল, এখন তাহার অস্তিত্ব নাই। বড়ঠাকুরেরা ইহার স্থলে একটী ছোট টীনের চালা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই যাত্রীরা বিশ্রামলাভ করে। দেবালয়ের প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া চারিদিকে একটী পাকা দেওয়াল ছিল, তাহারও অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। নির্ম্মাণ-পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় দেবালয়টী পূর্ব্বে বড়ই প্রশস্ত ও শান্তিময় ছিল, কিন্তু এখন তাহা অতিশয় দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। এখন দালান প্রাচীর সকলই ভগ্ন, গাছপালা শ্রীহীন, যেন সকল শ্মশানে পরিণত এবং সদাশিব বস্তুতঃই শ্মশানবাসী।

আসাম রাজাদের সময়ে এবং তৎপরে বহুদিন পর্য্যন্ত শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, গণেশ-চতুর্থী, জন্মাষ্টমী ও দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত এবং অনেক দূরদেশ হইতেও বহু যাত্রীর সমাবেশ হইত। কিন্তু আজকাল সে সব উৎসব কিছুই নাই। শিবচতুর্দ্দশীর সময় স্থানীয় লোকের কতক সমাগম হয়। সামান্যভাবে সকল বিগ্রহেরই নিত্য পূজা হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে যাত্রীরা দুর্গার নিকট বলি প্রদানও করিয়া থাকে। আজ কাল যাত্রীদের অধিকাংশই নিকটবর্ত্তী চা-বাগানের কুলী। স্থানীয় লোকেরও সদাশিবের প্রতি বিশেষ ভক্তি আছে। কোন বিপদ বা ক্ষতির সূচনা হইলেই অনেকেই সদাশিবের "মানসা" করিয়া থাকে। বহু স্থলে মানস ফলিয়াও থাকে। কিন্তু আয় পূর্ব্বের মত কিছুই নাই। আয় যাহাই থাকুক, শৃঙ্খলার অভাবই দুরবস্থার প্রধান কারণ। বড় ঠাকুরদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগের সংখ্যা বাড়িয়াছে, তাহার উপর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সকলে ব্যস্ত, সদাশিবের নিয়ম মত সেবা কি মন্দিররক্ষণের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। সেবায়তদের অমনোযোগিতায় শিবমন্দিরের ভিতর দেববাসের অযোগ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আসামের অন্যান্য দেবমন্দিরের ন্যায় সদাশিবের মন্দিরের ভিতরও অন্ধকারময়। তাহাতে আলোর বন্দোবস্ত নাই বলিলেও চলে। নিত্য পূজার ফুল, বেলপাতা মন্দিরের ভিতরেই ক্রমে স্তূপীকৃত হইয়া পচিতে থাকে, তাহাতে চামচিকা প্রভৃতির বিষ্ঠা মিলিত হইয়া সামান্য ধূপের গন্ধকে পরাজিত করিয়া পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। সেবায়তদের শ্রদ্ধাহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ।

সদাশিবের মন্দিরের সাক্ষাতে শৈলের পাদদেশে একটী নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। পূর্ব্বে ইহারই বিশুদ্ধ নির্ম্মল জলে পূজার ও অন্যান্য কার্য্য হইত; কিন্তু এখন ইহার জল ব্যবহারের অযোগ্য। পুকুরটী নানা প্রকার আবর্জ্জনা ও আগাছায় পরিপূর্ণ। অধিকতর

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা এখন 'ব্রহ্মপুত্রটী কোম্পানী'র বন্দোবস্তীয় ভূমির অন্তর্গত, সুতরাং ইহার উপর সদাশিবের আর অধিকার নাই।

কথিত আছে যে প্রায় ১০০ বর্গমাইল ভূমি ও বিভিন্ন জাতীয় ৬০০ ঘর সেবায়ত সদাশিবের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি ১১২ বিঘা নিষ্কিখিরাজ ভূমি ব্যতীত অন্য কোন শিবোত্তর সম্পত্তি নাই। শৈলোপরি যে এগার বিঘা ভূখণ্ডে দেবালয় অধিষ্ঠিত তাহার জন্যও বড়ঠাকুরদের গবর্ণমেণ্টকে খাজানা দিতে হয়!

সদাশিবের শিবোত্তর লোপ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার কিম্বদন্তী আছে। প্রথমতঃ—দুর্গেশ্বর শর্ম্মা সভাপণ্ডিতের সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রথম বন্দোবস্ত হয়, তখন তিনি মাটীর পরিবর্ত্তে দাসদাসী প্রার্থনা করায় সমস্ত ভূমি ইংরাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ—যখন আসাম রাজাদের রাজ্যচ্যুতি ঘটে তখন ইংরাজগণ শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন এই ভ্রান্তিবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শিবোত্তর রক্ষার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। কাজেই শিবমন্দিরের স্থানসহ সমস্ত ভূমিই গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। আবার ইহাও উক্ত হয় যে, ১০০ বর্গমাইল ভূমি শিবের উদ্দেশে অর্পিত হইলেও ইহা পৃথকভাবে শিবোত্তর করিয়া দেওয়া হয় নাই; রাজার খাস তহশীলেই ছিল। এই ভূমির আয় দ্বারা সদাশিবের উৎসবাদি কার্য্য সম্পন্ন হইত। হঠাৎ রাজার রাজ্যচ্যুতি হওয়ায় সমস্তই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস হইয়া যায়। গুরযোগনীয়া মৌজায় সদাশিবের একটী ভাণ্ডার ও তৎসংলগ্ন ১১২ বিঘা ভূমি পৃথকভাবে শিবোত্তর নির্দ্দিষ্ট থাকায় আজও সেই ১১২ বিঘা ভূমি মাত্রই শিবোত্তর ভাবে আছে। কথিত আছে পূর্ব্বোক্ত বজালকাটা ব্রাহ্মণ সদাশিবের পূজার ভার না পাইয়া বিষণ্ণমনে দেবগ্রাম ত্যাগ করতঃ গুরযোগনীয়াস্থ সদাশিবের ভাণ্ডারের প্রাঙ্গণে কতকগুলি পাষাণখণ্ড সংগ্রহ করতঃ আপন মনে সদাশিবের আরাধনা করিতে থাকেন। নিকটবর্ত্তী বহুলোক আজও সদাশিবের উদ্দেশে সেখানে পূজা দিয়া থাকে।

দেবালয়ের যেরূপ অবস্থা শীঘ্রই ইহার সংস্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার ও সর্ব্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা বহু আয়াসসাধ্য ও বহু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রাচীন কীর্ত্তিসংরক্ষণবিষয়ক আইনানুসারে ইহার সংস্কারের চেষ্টা করা হইয়াছিল, চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই। স্থানীয় লোকে অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিলে গবর্ণমেণ্ট বাকি ব্যয় দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও কতক আশার কথা। বর্ত্তমান বড়ঠাকুর শ্রীযুক্ত পুণ্যেশ্বর শর্ম্মা এই বিষয় একটু বিশেষ উদ্যোগী হইয়া স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সদাশয় সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত না হইলে এই মহদনুষ্ঠান পূর্ণ হইবার আশা খুব কম। সদাশিব স্বীয় কীর্ত্তি রক্ষা করুন এই প্রার্থনা।

শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী

বাঙ্গালা শব্দ, তথা বানান ও লিখনসমস্যা *

বিষয়টীও জটিল সত্য, কিন্তু কিছুকাল হইতে এতৎসম্বন্ধে চারিদিকেই নানা আলোচনা চলিতেছে। বিশেষতঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহোদয় বড় দ্রুত আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, কোন সুষ্ঠু মীমাংসা না হইতেই, তিনি সম্প্রতি বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের যোগে যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে তদীয় নবপ্রবর্ত্তিত ধারা অনুসৃত হইয়াছে এবং শীঘ্রই বঙ্গীয় শব্দকোষও না কি উক্ত পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইবে। তৎ-প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি মাননীয় পরিষদের অনুমোদিত কি না সম্পূর্ণ অবগত নহি; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। পরিষদই বাঙ্গালা ভাষা-সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির স্থান বলিয়া মনে করি। তাই এ সম্বন্ধে—প্রধানতঃ যোগেশ বাবুর অনুসৃত প্রণালী লইয়া মদীয় বক্তব্যটুকু সর্ব্বপ্রথমে পরিষদেরই সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

বহুদিন হইতেই বাঙ্গালা শব্দের মূলানুসন্ধানে এক অদ্ভুত চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের কারণ বুঝিতেছি না, যাঁহারা এবংবিধ চেষ্টায় ব্রতী, তাঁহাদের প্রায় সকলেই বাঙ্গালার সর্ব্বাংশের ভাষাতত্ত্ব না রাখিয়া, বিশেষ ভাবে অপরাপর ভাষায় অভিজ্ঞতা-দ্বারা সমস্যাপূরণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন! যিনি (বিশেষতঃ ভারতীয়) অপর যে ভাষায় যত অধিক পরিমাণে পারদর্শী, তিনি নিরীহ বাঙ্গালাকে তাহারই পায়ে ফেলিতে তত অধিক তৎপর তাঁহারা বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ স্থির করিবেন, তাহা লইয়াই বিষম গোলে পড়িয়াছেন। কাহারও মতে সংস্কৃত বাঙ্গালার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, কেহ বা বলেন প্রসূতি, কাহারও ধারণা মাতৃস্বসা, আবার কেহ একেবারে মাতামহীর দাবি ধরিয়াছেন। এইরূপে সংস্কৃতের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা যত অধিক, তিনি বাঙ্গালাকে তত অধিক পরিমাণে সংস্কৃতের নিকট ঋণী দেখাইতে ব্যস্ত। বেচারীর কোন সাক্ষী নাই; কাজেই বাদিপক্ষ সহজেই এক তর্ফা ডিক্রী করাইয়া নিতে চাহেন। যদি পাঠক বা বিচারক তাহার প্রাণের কথা বুঝিতেন, তবে কিছুতেই উক্ত বাদীদের অন্যায় আব্দারে প্রশ্রয় দিতেন না। আশা করি, যিনি উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণেও সুবিচারের জন্য অদ্বিতীয় প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং পরিষদের কাণ্ডারী থাকিতে ন্যায়বিচারের অভাব হইবে না।

আমরা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, বাঙ্গালা শব্দের মূলনির্ণয়ই যদি অনুসন্ধিৎসুবর্গের সরল অভিলাষ হয়, তাহা হইলে চেষ্টা এরূপ ভাবে আরম্ভ হইয়াছে কেন? শব্দ মাত্রেরই মূল

---

* প্রবন্ধটী প্রায় বৎসরাধিক পূর্ব্বকার লেখা। ইতি মধ্যে এতৎসম্বন্ধে আরও দুই তিনটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; সুতরাং বিচারের সময় সে সকল লইয়াও বিচার করিলে স্থল বিশেষে অসংবদ্ধ বোধ হইতে পারে। অন্ততঃ পত্রিকাদির সময় হিসাবকালেও এক বৎসর অধিক ধরিয়া লইতে হইবে।

বিভিন্ন ভাষায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, এরূপ একটী সিদ্ধান্তের হেতু কি আছে? বোধ হয় ইহা প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই যে, অধুনা যাহা বাঙ্গালা দেশ বলিয়া কথিত হইতেছে, আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্ব হইতে তাহারও একটি নিজস্ব ভাষা ছিল; তাহাতে তাহার অধিবাসিবর্গ পরস্পরের মনোভাব বিনিময় করিত। এই আমরা যাহাকে প্রাকৃত নামে অভিহিত করি, তাহাই পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্নাংশে ব্যবহৃত স্থানীয় ভাষা ছিল (১)। এইরূপ একটী কি দুইটি নহে, ৪৭টী প্রাকৃত ভাষার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কালক্রমে তাহাদের সংযোগ-বিয়োগে অধিকাংশ মূল প্রাকৃতভাষা লয় পাইয়া থাকিবে, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত না থাকিতেই অধুনা এত মতান্তর বা কল্পনান্তর চলিতেছে!

"সংস্কৃত" শব্দটী হইতেই তৎভাষার মূল নির্ণীত অনায়াসে হইয়া যায়। আমাদিগের মতে বৈদিক ভাষাই আর্য্যদিগের পূর্ব্বগামী শাখার একমাত্র নিজস্ব ছিল। অনন্তর তাঁহারা আসিয়া বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার আবর্ত্তে পড়িয়া গেলে, কথাবার্ত্তায় এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী বনিয়া যায়। তাহা না হইয়াও পারে না, সাধারণতঃ সকল দেশেই দেখা যায়, বিজেতৃবর্গ যখন বিজিতদিগের সহিত বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগকে আগে পরে তত্তৎ বিজিতদিগের ভাষা গ্রহণ করিতেই হয়। প্রত্যুত এতৎ প্রমাণের নিমিত্ত অধিক দূরে যাইতেও হয় না, বঙ্গের অনতিপূর্ব্ব বিজেতা মুসলমানগণের আধুনিক মাতৃভাষা যে বাঙ্গালা, তৎসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহমাত্রই নাই (২)। এ ক্ষেত্রে ইংরাজদিগের কথা উঠিতেই পারে না, তাঁহারা কদাপি এতদ্দেশে ভারতীয় স্বরূপে বাস করেন না, কায়মনোবাক্যে ভারতের প্রবাসীমাত্র (৩)। তথাপি এদেশ প্রবাসী ইংরাজদিগের ভাষা একেবারে বাঙ্গালার সম্পর্কশূন্য বলা যায় না। এইরূপ আর্য্য ও অনার্য্যের মিশ্রিত ভাষা মন্থন করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজ যে লেখ্য ভাষা গঠন করেন, তাহারই নাম সংস্কৃত। সমগ্র ভারতবর্ষ একমাত্র ইহাকেই শাস্ত্রাদির লেখ্য (অর্থাৎ দেব) ভাষা স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত অর্থাৎ কথ্য ভাষা মাত্রেই যে এই লেখ্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা হইতে

---

(১) হরনলি সাহেব এ সমুদায়ের অধিকাংশকেই গৌড়ীয় আখ্যায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এই গৌড়ীয় ভাষা হইতেই আধুনিক হিন্দী, উড়িয়া, বাঙ্গালা, নেপালী, মহারাষ্ট্র, গুজরাটী, সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবী প্রভৃতি কথা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে এই সাধারণ বা মূল ভাষাকে মাগধী নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। তাহাতে আছে,—

"সা মাগধী মূলভাসা নরা যা যাদিকাপ্পিকা।
ব্রাহ্মণা চস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥"

গৌড়ীয় হউক বা মাগধী হউক প্রাদেশিক ভাষায় যে কোন একটি নামকরণ করা যায়, আমরা তাহাকেই "প্রাকৃত" আখ্যায় অভিহিত করিলাম।

(২) এই কথাটি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয় মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনে আরও নানা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রবাসীর গত মাঘ সংখ্যায় পাঠকবর্গেরও তাহা অবিদিত নাই।

(৩) তাঁহারা Home কথায় ইংলণ্ডকেই বুঝাইয়া এই ধারণা চির জাগরূক করিয়া রাখেন।

স্বতন্ত্র ও নানা ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহা প্রাচীন নাটকাদি দৃষ্টে স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়। কেবল উত্তর কালে ভগবান্ বুদ্ধদেবের ভক্তসম্প্রদায় হইতে মাত্র এই বিধির ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইয়াছে (৪)। তাঁহারা প্রভুর স্বমুখনিস্থত প্রাকৃত কথাগুলিকেই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন (৫)। তদবধি সেই মগধের প্রাকৃত অর্থাৎ পালি (৬) সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীন লেখ্য ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে (৭)। বোধ হইতেছে, তাহারই দেখাদেখিতে ক্রমে অপরাপর অনেক প্রাকৃতই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং অন্যান্য ভাষার মূল সংস্কৃতে অনুসন্ধান না করিয়া, সেই সকল ভাষাতেই সংস্কৃতের মূল অনুসন্ধান সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য নহে কি ?

আধুনিক বাঙ্গালা যেরূপ সংস্কৃত শব্দাভরণে(৮) প্রায় সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র হওয়ার সময় খুব সম্ভব, এত পরমুখাপেক্ষিণী হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল না ; সংস্কৃতের ছাপমারা শব্দাবলীর সাহায্য না লইয়াও চলিবার সামর্থ্য বা উপকরণ তাহার নিশ্চয় ছিল। এখন ও বাঙ্গালার প্রাদেশিক নিজস্ব সমুদয় শব্দ কোষবদ্ধ করিলে বোধ হয় শব্দকল্পদ্রুমের তিন চারিগুণ আকার ধারণ করিবে। অনন্তর যখন প্রাকৃত বাঙ্গালীর সহিত সংস্কৃতের মিশ্রণ-চেষ্টা আরম্ভ হয়, তাহা চিন্তা করিতে গেলে মনে আসে, তখনও সংস্কৃতাভিজ্ঞগণই বাঙ্গালার কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃতের প্রতি অযথা আনুরক্তি নিবন্ধন, সংস্কৃত বিভক্তিগুলি পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় হুবহু প্রচলনের অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে পরবর্ত্তী সংস্কৃতাভিজ্ঞ লেখকদের হাতে পড়িয়া তৎসমুদায় এরূপ বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে যে, দেখিয়া অর্থ বা শব্দশক্তির কথা চিন্তা করিলে হাস্য সংবরণ অসম্ভব হয়! আশ্চর্য্যের কথা, আধুনিক কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ লেখককেও দলীলাদিতে অম্লানবদনে লিখিয়া যাইতে দেখিয়াছি—"কস্য কর্জ্জ তমস্সুকপত্র মিদং কার্য্য ঞ্চাগে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

(৪) স্বয়ং বুদ্ধদেবই বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমার বাক্যসকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।"—বুদ্ধবাক্য।

(৫) বৌদ্ধগ্রন্থের টীকাকারগণও কহেন, বুদ্ধ বাক্যসকল মকণিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

(৬) বৈদিক সংস্কৃত ও বর্ত্তমান সংস্কৃতের ন্যায় মগধের প্রাকৃতের সহিত আধুনিক পালিভাষার বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান পালিভাষাকে মগধের প্রাকৃত ভাষার লেখ্য বা বিশুদ্ধ সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

(৭) পালিতে বর্ণসংখ্যা কম দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী লিখিত ভাষা বলিয়া সন্দেহ করেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের তাদৃশ অনুমান নিতান্ত অভ্রান্ত নহে। কেননা ভাষা প্রথমে লিপিবদ্ধ করিবার সময় উচ্চারণ অনুসারেই বর্ণবিন্যাস করার রীতি ছিল। পালিতে শ ষ প্রভৃতি উচ্চারণের শব্দ ছিল না বলিয়াই হয় ত তৎসমুদয় বর্ণ লেখ্য-তালিকায় পরিগৃহীত হয় নাই।

(৮) কিছুপূর্ব্বে বাঙ্গালার অঙ্গ হইতে সংস্কৃত শব্দাভরণনিচয় খসাইয়া লইলে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপের আশঙ্কা ছিল। ভারতচন্দ্রের "জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর..." কবিতাটি নাগরী অক্ষরে ছাপা হইলে সংস্কৃত বলিয়া ভ্রম হইত।

পরন্তু স্বাধীন লেখ্য ভাষারূপে ঘোষণা করিবার সময় বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র বর্ণাবলীও গঠন করিয়া লইতে হইয়াছিল, বোধ হয় না। কেননা সর্ব্বাদৌ স্বাধীন পালি ভাষার অদ্যাপি কোন স্বতন্ত্র অক্ষর নাই (৯)। তৎকালীন লেখ্য সংস্কৃত ভাষা যেই অক্ষরে লিখিত হইতেছিল (১০)। পরবর্ত্তীকালের স্বাধীন বঙ্গভাষাও প্রবীণ পালির অনুকরণে এই দেশে একই অক্ষরে লিখা যাইতেছিল। পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় প্রায় সমুদায় প্রাদেশিক ভাষার বর্ণই ঐ একই আদর্শ হইতে ক্রমে কিছু কিছু রূপান্তরিত (১১)। আমরা তাহাকে বঙ্গীয় বর্ণ ত বলিবই না, পরন্তু গৌড়ীয় বা অপর কোন সংজ্ঞায় অভিহিত না করিয়া ভারতীয় আদি অক্ষরই আখ্যা দিব। আমরা বাঙ্গালীরা ইহাকে বাঙ্গালার প্রাচীন অক্ষর জ্ঞান করিয়া বিচার আলোচনা করিতেছি, সেইরূপ উড়িয়া, বার্ম্মিজ কি গুজরাটীগণও তাঁহাদেরই অক্ষরের আদিম অবস্থাজ্ঞানে আনন্দোৎফুল্ল হইতেছেন। তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, খাস বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া এই অক্ষরগুলি কেবল আবৃত্তিগত পরিবর্ত্তিত নহে, উচ্চারণের জটিলতা পরিহারের নিমিত্ত ড়, ঢ়, য়, ৺ প্রভৃতি কতিপয় নূতন বর্ণরূপেও গঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় বর্ণতালিকা নাগরীর ন্যায় কেবল জ্ঞ, ত্ত, দ্ধ, ক্ষ প্রভৃতি দুই চারিটী নহে, ষ্ণ, ন্ধ, হ্ন, ঙ্গ, ঞ্চ, গু, ঙ্ক (ঙ্ক), থ, স্থ, ন্ধ, স্থ, গ্ধ, ট্ট, দ্ধ, বৃ (ব্‌) প্রভৃতি বহু যৌগিকবর্ণ গঠন করিয়া লইয়াছে। আবার ু ূ ৃ স্বরচিহ্নত্রয়ও বঙ্গীয় কোন কোন বর্ণে যুক্ত হইয়া রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের একটি সুষ্ঠু শৃঙ্খলাসম্পাদনের নিমিত্তই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান আন্দোলন উপস্থিত। দুঃখের বিষয় যোগেশ বাবুর পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও একমাত্র হরিনার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বসু ভিন্ন আর কেহই এ সম্বন্ধে কথাটী মাত্র কহিতেছেন না (১২)। সুরসিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সাহিত্য সম্মিলনের গত পূর্ব্ব অধিবেশনে "বর্ণমালার অভিযোগ" পত্রখানি দাখিল করিয়া তৎসম্বন্ধে আর কোন তদ্বিরই করিলেন না; তাই বোধ হয় যোগেশ বাবু একতর্ফা তদ্বির করিয়া তাহা ডিস্‌মিস্ করাইয়া দিলেন (১৩)।

---

(৯) কুকি, ত্রিপুরা প্রভৃতি অনেক ভাষাই অদ্যাপি বস্তুতঃ নিরাকার। বিজাতীয়গণদ্বারা বাঙ্গালা এমন কি ইংরাজিবর্ণাবলিতে অধুনা লেখা পড়া আরম্ভ হইয়াছে।

(১০) কেহ ইহাকে আধুনিক দেবনাগর বর্ণ বলিয়া ভুল করিবেন না, কেননা তাহা নাগরদেশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বহুপরে আনীত হইয়াছে।

(১১) মদীয় "চাক্‌মাজাতি" গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালা বর্ণাবলীর সহিত চাকমা ও বার্ম্মিজ বর্ণসমুদায়ের তুলনা দ্বারা এই কথাটি বিশদ ভাবে বুঝান হইয়াছে।

(১২) গতবর্ষের প্রবাসীর 'অগ্রহায়ণ' সংখ্যায় অনুকূল বাবুর প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। পরন্তু গত 'ফাল্গুন' সংখ্যার প্রবাসীতেও যোগেশ বাবু সম্যক্ আলোচনা হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

(১৩) বৈশাখ (১৩১৭) মাসের প্রবাসীতেই যোগেশ বাবুর জবাব বাহির হইয়াছিল। এতদিনে গত শ্রাবণ সংখ্যার সাহিত্যে দেখিতেছি, ললিত বাবু 'ব্যাকরণ বিভীষিকার' পরিশিষ্টরূপে 'বানান সমস্যা' আলোচনা

বস্তুতঃ সকলকার এইরূপ মৌনাবলম্বনে যোগেশ বাবুর প্রবর্ত্তিত প্রণালীর প্রতি নিঃসন্দেহ সম্মতি আছে কি না, অন্ততঃ তাহাও জানা যাইতেছে না। তেমন "বিজ্ঞ" বা "সমালোচক" নহি বলিয়া এতদিন কোন উচ্চ বাচ্য করিতে সাহসী হই নাই, অগত্যা মহা-মহারথিগণের ঔদাসীন্ত দর্শনে মদীয় বক্তব্য আর সংবরণ করিতে পারা গেল না!

যোগেশ বাবুর প্রস্তাবের মূলে মোটামুটি (১) বানান ও (২) লিখন এই দুইটী সমস্যা পরিপূরণেরই চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু অনুকূল বাবু কেবল 'বানান' সম্বন্ধেই যোগেশ বাবুর মত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ অন্যান্য বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, "আজ্ সংস্কৃত অক্ষরের প্রকৃত ধ্বনি বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এই জন্যই না এত গোল? এখনকার ধ্বনি অনুসারে বর্ণবিন্যাসপ্রণালী স্থির করিলে, দুদিন পরে ধ্বনির পরিবর্ত্তন হইলে, আবার এইরূপ গোলেই পড়িতে হইবে।" আমরা যদি সংস্কারকর্ত্তার প্রস্তাবানুযায়ী "নিত্ত", "ম্রিত্যু", রিদয়", "অনুথ্থন"(১৪) প্রভৃতিরূপ বর্ণবিন্যাস করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে কি শব্দগুলিকে সংস্কৃত হইতে অকৃতজ্ঞরূপে ছাড়াইয়া লওয়া হইল না? হইতে পারে ইহাদের কোন কোন শব্দ বঙ্গীয় প্রাকৃত হইতে পরিগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতকারগণ তৎসমুদায়ের শৃঙ্খলা বিধান পূর্ব্বক কৃৎতদ্ধিতাদি নির্দ্দেশে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা কেবল লিখন নহে, অর্থোপলব্ধিও সহজ ও সুশৃঙ্খল হইয়াছে। তাই আমাদের মতে খাটি বাঙ্গালা শব্দগুলিকে পর্য্যন্ত যথাসাধ্য পরিমাণে তাবৎ সংস্কৃতসূত্রের অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিত বাবু "ব্যাকরণ বিভীষিকা" আলোচনায় বস্তুতই ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভ্যবর্গ তথা "সাহিত্যের" (জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায়) পাঠকগণের মনে নানারূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছেন। যদিও তাঁহার সংগৃহীত তালিকাখানি অসম্পূর্ণ, তথাপি তিনি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত সংস্কৃতের নামে অসংস্কৃত অর্থাৎ দূষিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাস্তবিক কুলীনবংশে জন্ম হইলেও যাহার কুলীনত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার আদর আর কেন হইবে? তবে যদি আবার আচারাদি সংস্কার দ্বারা নষ্ট কৌলীন্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লইতে পারে, অনন্তর তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা যাইতে পারে।

অন্ততঃ ঙ, ঞ, ণ ইত্যাদি স্থলে একমাত্র "লুপ্ত চিহ্ন (০)" ব্যবহারের প্রস্তাবেও অনুকূল বাবুর প্রতিবাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি আছে। স্পর্শবর্ণ মাত্রেরই যেমন উচ্চারণ একরূপ নহে, সেইরূপ ঙ, ঞ, ণ প্রভৃতি সকলেই অনুনাসিক হইলেও, প্রত্যেকেই বিভিন্ন

করিয়াছেন। তবে ইহা যোগেশ বাবুর প্রবন্ধগুলির সাহায্যে সঙ্কলিত হইলেও তদীয় লক্ষ্য লইয়া আলোচিত নহে, তিনি কেবল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা শব্দগুলি কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়িতেছে, সেই সমস্যারই পরিচয় দিতেছেন।

(১৪) আবার এই চারিটি শব্দের তিনটিরই বর্ণবিন্যাস উচ্চারণানুযায়ীও নহে। আমরা বলিয়া থাকি,— "নিত্ত" "রিধয়," "অনুক্‌খন"।

ধ্বনিদ্যোতক। একমাত্র (০) লুপ্তচিহ্ন দ্বারা সকলকার পরিচয় বা উচ্চারণ জানানো কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যোগেশ বাবু বলিয়াছেন, "ক বর্গ পরে থাকিলে উহাদ্বারা ঙ্, চ বর্গ পরে থাকিলে ঞ্, ট বর্গ পরে থাকিলে ণ্ বুঝিতে আয়াস লাগে না" কিন্তু "বাঙ্ময়" "ষাণ্মাসিক", প্রভৃতি শব্দে "বাংময়" "ষাংমাসিক" প্রভৃতি আকারে লিখিয়া গেলে (০) লুপ্ত চিহ্ন দ্বারা অনায়াসে কোন্ বর্ণের উপলব্ধি হইবে? এ সম্বন্ধে আমরা "অনুস্বারের আল্‌গা লেজটা ফেলিয়া দিতে স্বীকৃত আছি," এবং ম্ এর স্বতন্ত্র ব্যবহার তুলিয়া দিয়া অনুস্বার অর্থাৎ লাঙ্গুলহীন শূন্য বসাইলেও বোধ হয় বিশেষ আপত্তির কারণ থাকে না। এতদ্ভিন্ন সংস্কারোদ্যোগী মহাশয় সংস্কৃত শব্দাবলীর রেফ ভারাক্রান্ত অক্ষরগুলিকেও দ্বিত্ব দায় হইতে মুক্তি দিতে অভিলাষী হইয়াছেন। সত্য বটে, সংস্কৃত ব্যাকরণের মতেও দ্বিত্ব না করিলে চলে। কিন্তু ইহাতে যে উচ্চারণের তারতম্য ঘটে না তাহাই বা কিরূপে বলি? যোগেশ বাবু কি কার্য্য—কার্য, দুর্ল্লভ—দুর্লভ প্রভৃতির একই উচ্চারণ বলিয়া বলিবেন। অন্যপক্ষে যখন প্রায় কলম না তুলিয়াই অধিকাংশ দ্বিত্ব লেখা যায়, তখন লিখনশ্রমও বাড়ে না (সামান্য বাড়িলেও তাহা যেন বাঙ্গালাদেশীয় সংস্কৃত বহির সহিত আলাপ-পরিচয় রাখিতে স্বীকারই বা করিলাম), এবং ভাষা হইতে মত্ত, লজ্জা, সম্মান প্রভৃতি দূর করিয়া দিতে না পারিলে, দ্বিত্বজনিত অক্ষর হইতে দিতেই হইবে। সুতরাং মাথায় ভার দিয়া বনিয়াদ হাল্‌কা করিবার প্রস্তাব—যোগেশ বাবুর ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।

অনন্তর সংস্কৃতমূলক অপভ্রষ্ট শব্দগুলির কথা আসে। ইহাতে বর্ত্তমান উচ্চারণানুযায়ী বানান করিতে গেলে "বাণাণ" শুদ্ধ করিয়া লিখিতে হয় (১৫)। "সোনার কান" বা "সোণার কাণ" কোনটীই শুদ্ধ নহে, লিখিতে হয়—"ষোণার কাণ" কেননা দাঁতের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াই যখন শব্দ দুইটী উচ্চারিত হইয়া যায়, তখন দন্ত্যবর্ণ কিরূপে আনি? সুতরাং এই শ্রেণীর তাবৎ শব্দ হইতে শ, স, ন প্রভৃতি নির্ব্বাসিত হইয়া যায়, এবং দেশভেদে উচ্চারণের তারতম্য হেতু একই শব্দ স্থানবিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া পরস্পরের সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং যথাসাধ্য পরিমাণে সকলেরই সংস্কৃতমূল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কাজ না লিখিয়া কায, সোনার কাণ না লিখিয়া সোণার কাণ লিখায়—"নৈমিত্তিকস্যাভাবাৎ নিমিত্তস্য অভাব" রূপ তর্ক ভিন্ন অপর কোন আপত্তির হেতু দেখি না। তাহা বলিয়া "মাঝ" শব্দের বর্ণবিন্যাসে "ম্+আ+ঝ" করিতে তর্কশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য না থাকিলে হইবে না (১৬)। অন্ততঃ তাঁহার, ইঁহার প্রভৃতি শব্দের চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারেও

(১৫) যোগেশবাবু ও অনুকূলবাবু উভয়েই "বর্ণন" শব্দ হইতে "বাণান" আনিয়াছেন বলিয়া আমি এখানেই ইহার আলোচনা তুলিলাম। নতুবা আমার মতে গঠন করা অর্থ হইতেই বানান শব্দটী আসিয়াছে, তাহা বাঙ্গালার খাস সম্পত্তি।

(১৬) মাথা, পাথর প্রভৃতি শব্দ বোধ হয় প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে, তাই মাতা, পাতর রূপ হইবে না।

সকলে একমত নহে। প্রত্যুতঃ তিনি, ইনি শব্দের ন স্থানে যখন চন্দ্রবিন্দু হইয়াছে, তখন তাহা সংস্কৃত নিয়মেই পূর্ব্ব বর্ণের মস্তকে দিতে আপত্তি না হওয়াই ভাল।

এক্ষণে খাটি বাঙ্গালা কথাগুলিই বিচার্য্য। ইহাতেও একমাত্র উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্ণবিন্যাস করিতে গেলে প্রচলিত বর্ণাবলীর অনেকটা বাদ পড়ে, আবার দুই একটা নূতন করিয়াও লইতে হয়। বিশেষতঃ স্থানভেদে একই শব্দেরই বিভিন্ন উচ্চারণ রহিয়াছে। এখন কোন্ স্থানের উচ্চারণকে ষ্টাণ্ডার্ড (১৭) ধরিয়া বর্ণবিন্যাস ঠিক করা যায়? এসম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়ভূমি নিঃসন্দেহ কর্ত্তৃত্বে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের দাবি কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহারও একটা মীমাংসা অবশ্য প্রয়োজন। বস্তুতঃ পূর্ব্বদেশের ছেলেদিগকে হাড় গলায় দিয়া ছুরী হাতে বেরাইতে বা গরের মাঠে ঘুরি উরাইতে দেখিলে পশ্চিমী প্রভুরা যতই ক্যান ঠাট্টা করুন না, তাঁহারা যখন লব্বই বছরের মড়া শরীর ছ্যান করাইয়া নতুন কাপড় পড়ানের পর লৌকায় নাবাইয়া রাখেন, এবং সেই শবকর্ণে কৃষ্টঁ, বিষ্টুঁর নাম উচ্চারণ করেন, তখন পূর্ব্বদেশীদের হাস্য সংবরণ অসাধ্য হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় এক দেশের কর্ত্তৃত্ব অপরে যে নীরবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে, বিশ্বাস হয় না। এ সম্বন্ধে পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃতি" লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বস্তুতঃ নিরপেক্ষ নহে। বর্ত্তমান সময়ে তাহার পুনঃসংস্করণ করিতে তাঁহার নিজেকেই বহু এমন কি অনেকস্থলে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইত। বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা পূর্ব্ববঙ্গে পূর্ব্বেও কম ছিল না, বলা বাহুল্য এক্ষণেও পশ্চাৎপদ নহে। যাহা হউক, অধুনা সকল লেখকই যেরূপ নিরঙ্কুশ ভাবে স্ব স্ব দেশজ শব্দগুলি সাহিত্যে ঢুকাইয়া দিতেছেন, তাহাতে সংস্কারের প্রয়োজন সকলেই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছেন। এক সময়ে যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষা হইতে যেরূপ সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, মনে হয় অচিরে তেমন সর্ব্বানু-মোদিত এক ষ্টাণ্ডার্ড বাঙ্গালা অভিধান গড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে বিবেচ্য, কিরূপে এই সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে! এসম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা সুসঙ্গত মনে হয়, তাঁহারা বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত কথ্য শব্দাবলী সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহীতব্য কথাগুলি বাছনি করিয়া এক তালিকা প্রকাশ করিলে মীমাংসা সুষ্ঠু ও সহজ হয়। ভাষা বা লেখার সংস্কারসাধনে তৎপর হওয়া পরিষদের গুরুতর কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখকসম্প্রদায় অনেকেই এখনও পরিষৎকে তেমন মুরব্বিভাবে দেখিতেছেন না। বলা বাহুল্য, ইহাতে আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। আশ্চর্য্যের কথা, যাহারা লোকশিক্ষা দিতে প্রয়াসী, তাঁহারা কিরূপে অন্যের সদুপদেশ না শুনিয়াই অগ্রাহ্য করিতে পারেন! অন্যথা সংস্কৃত ভিন্ন অপর ভাষা হইতে গৃহীত শব্দগুলি লইয়া এত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। তৎসম্বন্ধে সর্ব্বথা উচ্চারণের

(১৭) অনুকূলবাবু লিখিয়াছেন, স্টাণ্ডার্ড।

অনুসরণ করিলেই বা ক্ষতি কি ? ভাষান্তরে গেলেই যে উচ্চারণের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এরূপ একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাওয়া যুক্তিসাপেক্ষ বোধ হয় না। ইংরেজেরা আমাদের বর্দ্ধমান, কলিকাতা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নামকে বর্ড্ঢ়ান,কেল্‌কাটা চিটাগং-আকারে লিখিতেছেন বলিয়া আমরাও তাহাদের Europe কে "উরূপা" (১৮) Oxford কে "উক্ষতোরণ" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। পক্ষান্তরে কেহ কেহ ইংরাজী বা ইংরাজের প্রতি অধিক ভক্তিহেতু বসু, মল্লিক, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পিতৃপিতামহাচরিত পদবী সংস্কার করিয়া বোস, মুল্লিক, চাটার্জি, বানার্জি (১৯) লিখিতেছেন, শীঘ্রই বোধ হয় সেনী, টেগোর প্রভৃতি রূপ বাঙ্গালায়ও দেখা দিবে। তাহা যাহাই হউক, অপরের হাওলাতী শব্দগুলির উপর কলম চালাইবার দাবি আমাদের কোনরূপেই নাই। যদিও "যাবতীয় ধ্বনিজ্ঞাপন নিমিত্ত বাঙ্গালা অক্ষর নাই" কিন্তু তজ্জন্য বাড়াবাড়ি না করিয়া যথাসম্ভব উচ্চারণের সহিত লিখনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাই আমাদের মতে Gas, Office, Lantern, Company প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে গ্যাষ্‌ অফিস্‌ লেটার্ণ, কোম্পেনী আকারে লিখিয়া যাওয়াই সঙ্গত।

পরিশেষে যোগেশ বাবু বর্ণাবলী সম্বন্ধে যে সকল সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। সংস্কারক মহাশয় বর্ণসংস্কারের তিনটী পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

১। বর্ণসংখ্যার ন্যূনতাসাধন,

২। কতকগুলি বর্ণের রূপান্তরবিধান,

৩। কতিপয় নূতন বর্ণের প্রচলন।

প্রথম উদ্যোগে তিনি বাঙ্গালা ছাপাখানায় মাত্র শতবিধ অক্ষর রাখিয়া অপর সমুদায়কে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জ্জন দিতে উপদেশ দিয়াছেন। রক্ষণযোগ্য একশতটীর মধ্যে (৬৭+২৪) (২০) একনব্বইটীর হিসাবই দিয়াছেন, অবশিষ্ট নয়টির স্থানে কোন্‌ কোন্‌ ভাগ্যবান্‌ হরপ আশ্রয় পাইবে, সংস্কারক মহোদয় তাহা বোধ হয় অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার চেষ্টা দেখিয়া মনে হয় যেমন করিয়াই হউক, * " ({ [? ! - ^ এই নয় অক্ষর রাখিতেই হইবে। তাহা হইলে শ্রী, ৎ, ত্ত, ।, ,, ,, ন্দ, ক্ক, প্ত, ন্ত, ন্দ, ম্ম, স্ক, ষ্ক, স্ত, ন্ত, ষ্ট, ন্ত, ম্ব, ন্ন, ঞ্জ প্রভৃতি তাঁহারও স্বীকৃত এবং নিত্য প্রয়োজনীয়

---

(১৮) কেহ লেখেন য়ুরূপ, আবার কেহ কেহ ইউরোপও লেখেন।

(১৯) কেহ কেহ লেখেন "বোনার্জি"। বলিতে কি ইঁহারা নেটিবত্বের কাল চামড়ায় সাবানাদি মাখিয়া সাহেব সাজিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের দলের দে ও ঘোষ প্রভৃতিরা দা এবং গাউস্‌, (Daw & Gous) ইত্যাদি আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।

(২০) প্রবাসীর (কার্ত্তিক, ১৩১৬) ৪৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বহু অক্ষরকে বিদায় দিতে হয়; তদুপরি যোগেশ বাবু যে সকল নূতন যুক্তাক্ষরের জন্য ছাপাখানার অধ্যক্ষগণকে বায়না দিয়াছেন, তাহাদের স্থানই বা কোথায় হইবে? বস্তুতঃ বাঙ্গালা "টাইপরাইটার" গঠনে বা অপর যে কোন উদ্দেশ্যে অক্ষর সংখ্যা হ্রাস করিতে গেলে যে "হসন্ত চিহ্নের বাহুল্য" ঘটাইতে হইবে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যোগেশ বাবুর এবংবিধ সংস্কারের প্রধান কারণ, বাঙ্গালায় অক্ষর সংখ্যার বাহুল্য হেতু বানানশিক্ষায় অযথা সময় নষ্ট হয়। কিন্তু আমরা জানিতাম, বর্ণসংখ্যার বাহুল্যের উপরই বানান-সৌকর্য্য নির্ভর করে। ইংরাজিতে এক u তেই Put, But, Use প্রভৃতি নানারূপ উচ্চারণ করিতে হয়; বাঙ্গালী শিশুদিগের বানানশিক্ষায় এত অধিক কি কষ্ট ঘটে? বর্ণ পরিচয়ের দুই ভাগ অভ্যাস করিলেই যেখানে বানান শিক্ষা হইয়া যায়, ইংরাজী ২০।২৫ খানি বহি পড়িয়া গেলেও কি সমুদয় শব্দের বানান বা উচ্চারণ যথাযথ শিক্ষা হয়? এই নিমিত্তই কোন কোন ইংরাজপণ্ডিত বর্ণসংখ্যার ন্যূনতায় (২১) ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার বর্দ্ধন চেষ্টা করিতেছেন, আর আমরা আছে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতে চাহি! হয় ত বাঙ্গালা ভাষায় এমন দিন আসিবে, যখন যোগেশ বাবুর এই চেষ্টা নিতান্ত উপহাসের বিষয় হইবে। সকলেরই মতে সংস্কৃত ও চীন ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। চীন ভাষায় শব্দসংখ্যা এত অধিক যে, সামান্য মাত্র উচ্চারণেই না কি একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে; এবং বর্ণসংখ্যাও এত অধিক যে, পৃথিবীর অপরাপর যাবতীয় ভাষার বর্ণাবলী একত্র করিলেও তাহার শতাংশ হইবে না (২২)।

বাঙ্গালার সাধারণ উচ্চারণে ঈ, ঊ, ৠ, ঌ, ৡ (২৩), ঋ, ী, ঙ, ঞ, ন, (যে কোন এক) ব, স, য প্রভৃতি বর্ণের কোন আবশ্যক দেখা যায় না, কিন্তু সংস্কৃতের সহিত লয় রাখিতে হইলে এগুলির অভ্যাস রাখিতেই হয়। তবে সিলেটী নাগরীর ন্যায় অা, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, এ,

---

(২১) ইংরাজী বর্ণসংখ্যা কেবল ২৬+২৬ নহে। œ এবং æ প্রভৃতি কতিপয় যৌগিকবর্ণও গঠিত হইয়াছে।

(২২) These characters are divided into six classes.—(1) Pictorial Characters (2) Indicative Characters (3) Composite characters (4) inverted characters (5) borrow characters and (6) phonetical characters. The sixth class is beyond comparison, the most numerous and embraces well on to 40000 of the 43000 characters found in the *Kang-hsi* dictionary of 1704. A number of characters, which has varied from 554 to 214 were set apart as larger and more indefinite number were chosen to express to connection with them the name or sound of the compounds and be called 'mothers of sound'. Dr. Chalmers, of Hongkong, published in 1878 a 'Concise of Chinese Dictionary' in which the phonetic constituents are reduced to 884. These with the 214 indiograms having been learned, 1098 characters in all, the student has mastered the elements of all the Chinese Characters. Chambers' Encyclopedia, Vol. III, p. 194-95.

(২৩) বিশেষতঃ ৠ, ঌ এবং ৡ বর্ণত্রয় বাঙ্গালা বর্ণপাঠে নিতান্তই "ঢাকের পিঠে বাঁয়া"—একদিনও খাস বাঙ্গালায় বাজিয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

স, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি বর্ণের স্বাধীনরূপ ঘুচাইয়া এক মাত্র া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ৄ, ে, ৈ, ো, ৌ প্রভৃতি অধীনরূপ রাখা হইলে কেবল সংস্কৃতের আপত্তি না হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থলেই নানা বিপর্য্যয় ঘটিবে। তখন ইহ, এক, ঐশ্বরিক প্রভৃতি শব্দ লিখিলেই অন্যেরা যথাক্রমে হি, কে, শৈরিক বলিয়া পড়িবে না কি ?

দ্বিতীয় বর্ণমালার রূপান্তরবিধানই যোগেশ বাবুর প্রধান লক্ষ্য। তিনি অন্তস্থ ব, র, য, প্রভৃতি বর্ণ দেবনাগরীরই অনুরূপ করিতে চাহেন। সাধারণত দেখা যায় এই 'ব'এর পরিবর্ত্তন এমন কি নির্ব্বাসন অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ যখন উভয়ের আকারতঃ বা উচ্চারণতঃ কোন বিশেষত্ব নাই, তখন কেবল বর্ণমালার সংখ্যা বাড়াইয়া ফল কি ? উচ্চারণতঃ কোন পার্থক্য নাই বলিয়া যে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এমন কোন হেতু নাই। আমরা তেমন দুইটি (য) জ দুইটি (ন ণ এবং তিনটি শ (ষ স)এর ভারও অবাধে সহ্য করিতেছি। তবে বর্ণটির স্বরূপ উচ্চারণের পুনরুদ্ধার যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা কে না স্বীকার করিবে (২৪) ? বর্ণটী দন্ত্যোষ্ঠ্য। সুতরাং উচ্চারণ ঠিক "ওয়া" বোধ হয় নহে। সংস্কৃত কারিকায় "উদূটৌ যত্র বিদ্যেত যো বঃ প্রত্যয়সন্ধিজঃ" তৎসমুদায়কেই অন্তঃস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যোগেশ বাবুর পথ ধরিয়া "হবা", "খাবা", "গাড়ীবালা", "কাপড়বালা", "নম্বরবারী" প্রভৃতির সহিত অব্জ, সূপ, পবন, নাবিক প্রভৃতি শব্দও ব দিয়া লিখিয়া গেলে সংস্কৃত পুস্তকের ছাপা অশুদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু সকলকে যে এক বিষম উচ্চারণ-সমস্যায় পড়িতে হইবে, তাহার উপায় কি ? পক্ষান্তরে পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা ঈশ্বরকে—ঈশোয়ার, দ্বারিকাকে—দোয়ারিকা-রূপ উচ্চারণে ব এর উচ্চারণ "ওয়া" করিয়া থাকেন বটে (১), কিন্তু যোগেশ বাবুর ব-এর উচ্চারণ ঠিক "ওয়া"ও নহে, তাঁহার উচ্চারণ—ওয়। কেননা তিনি হওয়া, যাওয়া লিখিতে ব-এর পশ্চাতে এক একটি আকারও লাগাইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, পূর্ব্বে উচ্চারণের শৃঙ্খলাবিধান করিয়া যে কোন আকারে রূপান্তর করিতে বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না। তবে এস্থলে দেবনাগরী ব না আনিয়া বাঙ্গালা ব-এরই মাত্রাটি ফেলিয়া দিলে রূপান্তর কত সহজ হয়, তাহা সংস্কারার্থী মহাশয়েরা আশা করি বিবেচনা করিবেন।

"বাঙ্গালা র-এর নাগরীরূপ অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে" বটে, কিন্তু তাহার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ দেখি না। এই র-এর বিন্দু আধুনিক হইতে পারে, কিন্তু এই বিন্দু যে "গুরু উচ্চারণসূচক" তাহা নিতান্তই কষ্ট কল্পনার কথা। তাহা হইলে

---

(২৪) পরিষৎ পত্রিকার (১৭শ ভাগ) অতিরিক্ত সংখ্যায় বিশদ আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন। এতৎপ্রতি সকলকার আন্তরিক সহানুভূতি পরিদৃষ্ট হইলে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনার অভিপ্রায় রহিল।

(১) চাকমা, শ্যামিজ, বার্ম্মিজ, এবং সিংহলী বর্ণাবলীতেও অন্ত্যঃস্থ ব-এর উচ্চারণ "ওয়া"। ঐ সকল ভাষায় "ওয়া" উচ্চারণ মাত্রেই অন্তঃস্থ "ব" বসাইয়া থাকেন।

'য়'কেও 'য'-এর গুরু উচ্চারণ বলা যায়। কিন্তু য তালব্যবর্ণ, আর য়-এর উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। বস্তুতঃ র, ড়, ঢ়, য় বিন্দুবিশিষ্ট বর্ণ চতুষ্টয়েরই উচ্চারণে জিহ্বাকে ক্রমে পশ্চাদ্দিকে লইয়া গিয়া প্রায় কণ্ঠে ঠেকাইতে হয়, আর এই বিন্দুযুক্ত না থাকিলেও প্রাচীন র-এর আকৃতি ব-এর সম্পর্কশূন্য ছিল না। এখন না হয় 'ব-এ বিন্দু র' আর তখন ছিল 'পেটকাটা ব র'। বিন্দুকে গুরু উচ্চারণসূচক বলিলে পেটকাটাটাকে গুরুত্ববোধক বলা যাইবে না কি ? আশা করি য এবং য-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার বিচার করিবেন। ফলে র-এর কোন রূপান্তর প্রয়োজন আদৌ দেখা যায় না। বিশেষতঃ তাহার নাগরীরূপ প্রবর্ত্তিত করিলে হাতের টানা লেখায় ব হইয়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এইরূপে য কেও কোণ ভাঙ্গিয়া য করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ব, র, ক, ধ, ঋ, থ, ঘ, দ, ফ, ষ প্রভৃতি এতগুলি অক্ষরের এত কোণবাহুল্যেও (?) (২) যদি 'লেখাপড়া চর্চ্চার ব্যাঘাত' না ঘটিয়া থাকে, তবে কেবল য-এর জন্য এত মাথাব্যথা কেন ? 'য-এর সহিত ভ্রম ঘটিতে পারে' বলিয়া যে য-এর সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাও বোধ হয় না। কেননা তাহা হইলে থ থ, উ উ, ঋ ঋ, ্ ত, ণ ন, এ ত্র, ও ত্ত, ক্ষ ক্ষ প্রভৃতির বহু অক্ষরের সংস্কার এই মুহূর্ত্তে আবশ্যক। এই সঙ্গে যোগেশ বাবু য়-কে বিসর্জ্জন করিবার অভিসন্ধি প্রকাশ্যতঃ গোপন করিয়া কার্য্যতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যে যাহা প্রভৃতি সংস্কৃত যদ্ সর্ব্বনামের অপভ্রষ্ট শব্দগুলিকে জে, জাহা আকারে লিখিয়াছেন, অথচ লিখিয়াছেন যাবতীয়। সেই অসুবিধায় সংস্কৃত এক য হইতে বাঙ্গালায় য এবং য়—এই দুই অক্ষর হইয়াছে, যোগেশ বাবু সেই অসুবিধা পুনঃ টানিয়া আনিতে চাহেন না কি ?

এতদ্ভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনসংযোগে বাঙ্গালা অক্ষরের কোন কোন স্থলে স্বাভাবিক প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া সংস্কারক মহাশয় তাহাদেরও একটা সদ্গতি করিতে চাহেন। প্রস্তাবটা যে বিশেষ সহৃদয়তার পরিচায়ক, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার প্রয়োজনীয়তা কতদূর, এক্ষণে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। প্রথমে স্বরসংযোগের ব্যবস্থা ধরি।—হ্রস্ব ইকারখানি ব্যঞ্জনের বামে বসে, আধুনিক নাগরীতেও এই প্রথা চলিয়াছে। কিন্তু এই রীতি নিশ্চিতই দূষণীয়। আমি জানি জনৈক বহুদর্শী শিক্ষক তদীয় পুত্রকে ক্+ই=কি শিক্ষা দিতে গিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ বিফলচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতিবারেই শিশুটী পুনঃ পুনঃ ক্+ই=(কি) ইক্ পড়িতেছিল। তবে উড়িয়াদের ন্যায় ি কারের দণ্ডটী ত্যাগ করিয়া ধনুকটী বর্ণের মাথায় দিলে সেই ভয় ততটা থাকে না এবং লিখনও সহজ হয়। কিন্তু তথাপি একার, ঐকার সম্বন্ধে ঐরূপ গোল রহিয়া যায়। তাহাতেও শিশুগণের ক্+এ=(কে) এক্, ক্+ঐ=(কৈ) ঐক্ পড়িবার সম্ভাবনা খুব থাকে। একারকেও নাগরীর ন্যায় মাথার উপর

(২) যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন, "অনুমান হয়, কাষ্ঠ, প্রস্তর, তাম্রাদি ধাতুতে রেখাংকন করিতে গিয়া বাংগলা সুক্ষ্মকোণবহুল অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল।" তাহা হইলে বার্ম্মিজ প্রভৃতি অক্ষরের অধিকাংশই গোল হইয়া যাওয়ার হেতু কি ?

দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে উড়িয়া প্রথায় সংশোধিত ইকারের সহিত পার্থক্যই থাকে না। এক্ষণে পশ্চাদ্ভাগে দেওয়া যায় কি না, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। যাহা হউক, পরিবর্ত্তন সর্ব্ববাদিসম্মত হইলে ই, এ, ঐ, স্বরত্রয়ের চিহ্ন স্থাপনের প্রতিই সর্ব্বাগ্রে সকলকার মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু যোগেশ বাবু স্বর-সংযোগে আরও বহু পরিবর্ত্তন চাহেন। উ বা ঊ কার দিতে বাঙ্গালায় বর্ণবিশেষের যে রূপান্তর ঘটে, তিনি তাহাতেও আপত্তি তুলিয়াছেন। প্রত্যুত তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, "যে অক্ষর কলমের একটানে লিখিতে পারা যায়" তাহাই ভাল। সুতরাং তাঁহার বিচারমতেও গ্‌ু, স্ত্‌ু, শ্‌ু আকারের অক্ষর অপেক্ষা গু, স্তু, শু অক্ষরই ভাল। তবে ইহাতে অক্ষরের বহুলতা আসিতেছে বলিয়া শিশু শিক্ষার্থীর বর্ণপরিচয়ে যে সময় অযথা অধিক লাগিতেছে, কেবল তাহাই চিন্তা করিয়া সংস্কারের প্রয়োজন মনে আসে, কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ দায় হইতে মুক্তি না দেওয়াই সঙ্গত মনে হয়। গ্‌ু না লিখিয়া গু লিখিলে যে সময় ও আয়াস লাভ হয়, সমুদয় জীবনে গু অক্ষর যত লিখা ঘটে তৎসমস্তকার লভ্যাংশ একত্র করিলে এই রূপান্তরের ফল দেখিয়া কেবল যে মনে প্রবোধ পাওয়া যাইবে এমন নহে, উপরন্তু বিস্মিত হইবারই কথা। পক্ষান্তরে শিশু শিক্ষার্থীর গু এই অক্ষর বিশেষ লিখিবার অতিরিক্ত ক্ষতি তাহার সহিত তুলনাতেই আসিতে পারে না। অবশ্য ইহাতে বলা হইতেছে না যে, বর্ণমাত্রেরই পক্ষে এইরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে ব্যবস্থায় অধিক অক্ষরকে নিয়মিত করা যায়, অথচ লিখিতেও সুবিধা থাকে, আমরা কেবল তাহারই পক্ষপাতী। দেখা যায়, গু স্তু শু প্রভৃতিতে একই নিয়মে উকার সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের উকারটী বোধ হয় নাগরী হইতেই শেষে আসিয়াছে। বাঙ্গালা গ, স্ত এবং শ-এর সহিত নাগরী (ু) উকার মিলিয়া অক্ষরগুলি কেমন নিমিষে লিখা যাইতেছে। আমরা অন্যান্য বহু অক্ষরে এইরূপে উকার যোগ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে প্রচলিত অপর সংযুক্ত অক্ষরের সহিত তারতম্য প্রায়স্থলেই এত সামান্য থাকে যে, ভুল ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সম্ভবতঃ তাহাতেই কু, ভু, মু, লু প্রভৃতি অক্ষরে বিশেষরূপ অধুনা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্রু, দ্রু, ধ্রু, ভ্রু, শ্রু প্রভৃতির (ু) উকারও নাগরী হইতে গৃহীত। র ফলা নিম্নভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে বলিয়া (ু) উকার বেচারা পৃষ্ঠে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এইরূপে দ্রু, ধ্রু, ভ্রু প্রভৃতি র ফলাযুক্ত অক্ষরে উকারগুলি] আকারে পৃষ্ঠে বসিয়াছে। প্রয়োজন হইলে যাবতীয় র ফলাযুক্ত অক্ষরেই ু আকারে উকার এবং] আকারে উকার পৃষ্ঠে যোগ করিতে বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না (৩)। এই র ফলার জন্যই উকার এবং

---

(৩) পূর্ব্বে বাঙ্গলায় এই ক্রু, দ্রু, ধ্রু, শ্রু প্রভৃতি ব্যতীত র ফলাযুক্ত অপর কোন অক্ষরে উকার সংযোগের প্রয়োজন ছিল না। অধুনা ক্রু ভিন্ন র ফলাযুক্ত আর যে যে অক্ষরে উকার যোগের আবশ্যক হইবে তাহাদের (ু) উকার ক্রু, শ্রু প্রভৃতির ন্যায় পৃষ্ঠে লাগাইয়া দিলে কোন আপত্তি হইবে মনে হয় না। তৎপ্রতি ছাপাখানার অধ্যক্ষ মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উকার গ্রহণ করিতে যথাক্রমে এবং] আকার পীঠে লাগাইতেছে বলিয়া র নিজেও উকার এবং ঊকার গ্রহণ করিতে যথাক্রমে ু এবং] চিহ্ন পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় র-এর বিন্দুটী না দিলেও ক্ষমা করা যায়। আমরা কেবল হু এবং হ্ন-এর স্বতন্ত্ররূপ তুলিয়া দিতে সম্মত আছি, কারণ কেবল 'হ' এই একটি অক্ষরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতান্তই অতিরিক্ত অনুগ্রহ বটে। বিশেষতঃ যে] চিহ্নের দ্বারা উকার বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ঋকার বুঝাইতে গেলে ভুল আসিতেও পারে।

অতঃপর ব্যঞ্জনসংযোগে বিশেষত্বগুলির কথা। এ সম্বন্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ এই যে, আমাদের বর্ণপরিচয়কারগণ মাত্র ককারাদি সংযোগকে "সংযুক্তবর্ণ" আখ্যায় ফলা যোগ হইতে পৃথগ্‌ভাবে রাখিয়া শিশু শিক্ষার্থীদের একটা খট্‌কা লাগাইয়া দেন। য-যোগ ম-যোগ প্রভৃতির ন্যায় ক, খ প্রভৃতি ব্যঞ্জন অপর আবশ্যকীয় প্রতি ব্যঞ্জনে যোগ করিয়া দেখাইলে রূপান্তরগুলি সহজে উপলব্ধ হয় (৪)। উপস্থিত প্রস্তাবে আমি সেই শৃঙ্খলা ধরিয়াই আলোচনা করিব। এই বর্ণসংযোগ শিক্ষা দেওয়ার প্রথমেই শিশুদিগকে জানাইয়া রাখা কর্ত্তব্য যে র্‌এর সহিত অপর যে কোন ব্যঞ্জন মিলিত হউক না কেন, র্‌ তখন] আকারে সেই ব্যঞ্জনের মস্তকে স্থান পায়; এই চিহ্নের নামই রেফ্‌। এতদ্ভিন্ন য এবং র অপর ব্যঞ্জনে যুক্ত হইতে যে ্য এবং ্র আকার ধারণ করে, তাহা যোগেশ বাবুও অনুমোদন করিয়াছেন। কেবল এই ্র যোগে ক্র, ত্র এবং ভ্র এর জন্যই তাঁহার আপত্তি। র এবং ত যোগে ক এর একই আকার হইয়াছে, যোগেশ বাবুর অনুমানেও ইহা কএর নাগরীরূপ হইবে; সম্ভবতঃ এক টানে লিখিবার উদ্দেশ্যেই প্রচলিত ক্র এবং ক্ত আকার হইয়াছে। অপরতঃ ত এবং ভএর লেজের সহিত ্র ফলা যোগে যথাক্রমে ত্র এবং ভ্র রূপ সহজেই আসে। প্রাগুক্ত য-ফলা, র-ফলার ন্যায় থ এবং ধ অন্য ব্যঞ্জনে যুক্ত হইতে হ এবং বা আকারে নিম্নে আশ্রয় লয়; অর্থাৎ থএর দণ্ডটী খসিয়া যায়, যথা—স্থ, স্থ এবং ধ এর শৃঙ্গটী পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকে, যথা—গ্ধ, দ্ধ, ন্ধ, ব্ধ, প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় স্ক, ঙ্গ, জ্ঞ, ট্র, ণ্ড, ষ্ণ, ত্ত, ত্থ, হ্ন, হ্ম, ক্ষ, এই কয়েকটী বিশেষসংযুক্ত আকার প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞ এবং ণ্ড অক্ষরে জ্‌+ঞ এবং ণ্‌+ড স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হয়। স্ক, ত্ত এবং ত্থ অক্ষরে আদ্যাংশ কিঞ্চিৎ স্পষ্ট না হইলেও শেষাংশ যথাক্রমে ক, ত, থ, অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আবার ঙ্গ, ট্র, ষ্ণ এবং হ্ন অক্ষর চতুষ্টয়ের আদ্যাংশ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিলেও শেষাংশ রূপান্তরিত হইয়াছে। লিখনশ্রম বা কষ্ট না বাড়াইয়াও এই উভয় প্রকারের বিকৃতাংশকেই কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করা যাইতে পারে। তবে অবশিষ্ট হ্ন, হ্ম এবং ক্ষ অক্ষর সম্পূর্ণ যৌগিক মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাদের পরিবর্ত্তনের চেষ্টায়

(৪) মৎকৃত "নূতন বই" নামক প্রথম শিক্ষার পুস্তিকায় এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। তাহাতে শিশুরা সহজেই বুঝিতেছে যে, ক বা য সংযোগের কার্য্য একই, উচ্চারণফল বিভিন্ন; এবং ক নিজ আকারেই পূর্ব্ববর্ণের নিম্নে আশ্রয় লয়, আর য ্য আকারে পূর্ব্ববর্ণের পশ্চাতে বসে। অন্ততঃ সংযুক্ত হইতে গিয়া এই যে ভিন্নাকার ধারণ তাহাকেই 'ফলা' বলা হয়।

সুফল ফলিবে মনে হয় না। ৎ বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অ হারাইয়া ত মাত্রা ত ছাড়িয়াছেই, অধিকন্তু মুখ ফিরাইয়া থাকে।

পরিশেষে যোগেশ বাবু যে কতিপয় নূতন বর্ণের ভার আমাদের স্কন্ধে চাপাইতে চাহিতেছেন তাহারই আলোচনা করিয়া উপস্থিত প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তিনি প্রধানত — ৲ ঽ ৲ ০ এই পাঁচটী চিহ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরেকে ছাপাখানায় তাঁহার ফরমাসানুযায়ী হরপ্ ঢালাই করিতে স্বীকৃত হইলে তিনি আর যে যে নূতন অক্ষরের আমদানী করিতে অভিলাষী, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, এই চিহ্ন-পঞ্চকের মধ্যে যাবতীয় অনুনাসিকের পরিবর্ত্তে ০ চিহ্নের ব্যবহার কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইবে, বানান-সমস্যায় আমাদের মতামত জানাইয়াছি। অন্ততঃ হসন্ত চিহ্নটী আবহমান কাল হইতে স্বরের অভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। তবে বাঙ্গালায় অধিকাংশ শব্দেরই শেষে অকারের উচ্চারণ হয় না। এরূপ স্থলে কেবল উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাস করিতে গিয়া যদি "হায়্ আপনার্ মানুষ্ আর্ কোথায়্ পাওয়ার্ বিশ্বাস্ করেন্" রূপে হসন্তচিহ্নের ছড়াছড়ি করা হয়, তাহা হইলে যে শুধু লিপিকার পাওয়া ভার হইবে, এমন নহে, ছাপাখানার দরও চড়িবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে ললিত বাবুর মতই (৫) সমধিক যুক্তিসঙ্গত। তিনি বলেন,—"পাঠকগণের সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ সমস্ত স্থলে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার না করাই ভাল। শিশু ভিন্ন অন্য কাহারও উচ্চারণে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে শিশুপাঠ্য পুস্তকে শিশুর সহজ জ্ঞানের উপর কতটা নির্ভর করিতে হইবে, ইহা একটা বিচার্য্য বিষয়। যে সকল স্থলে বয়স্ক পাঠকেরও অর্থগ্রহের গোল হইতে পারে, সে সকল স্থলে হসন্তচিহ্ন দেওয়াই সঙ্গত। যথা কথন—কথন্, কোন—কোন্, কর (ক্রিয়া)—কর্ (অবজ্ঞায়) ; (কর-হস্ত, এখানে বাঙ্গালায় হসন্ত উচ্চারণ হইলেও হসন্তচিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না।) ইংরাজি শব্দ বাঙ্গালায় লিখিয়া যখন তাহার ঠিক উচ্চারণটি বুঝাইতে হইবে, তখন অবশ্য সুবিধার জন্য হসন্ত-চিহ্ন দেওয়া সঙ্গত।"

পক্ষান্তরে যোগেশ বাবু অকারের বর্ত্তমানতা বুঝাইতে ব্যঞ্জনকে নিম্নরেখ করিবার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। ইহাতেও আমরা পাঠকগণের সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে চাহি। স্বর উচ্চারণের অভাবে যেখানে হসন্ত-চিহ্ন দেওয়ার রীতি হইল, হসন্ত চিহ্ন দেওয়া না হইলে স্বর উচ্চারণের বর্ত্তমানতা বুঝিতে হইবে। তবে আমরা এই নিম্নরেখা দ্বারা অক্ষরের টান উচ্চারণ জ্ঞাপনের প্রস্তাব করি। যথা—এ্ ই অর্থাৎ এই লোকটী? 'ওকে্ কোথায় গেলে্'। (যখন অতুচ্ছার্থে কথিত হয়) ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন যোগেশ বাবু ঽ আকারে ঈষৎ ই বুঝাইবার প্রয়াসে একটী নূতন বর্ণ চালাইতে চাহেন। যথা, খঽল, আজ, ডাল ইত্যাদি। কিন্তু যে যে স্থলে উচ্চারণে উ, ঐ, ও বা ঔ ঈষৎ উচ্চারিত হয়, তাহা কিরূপে প্রকাশ করা যাইবে? কেননা তিনি ঈষৎ ইকার যে শৃঙ্গ দ্বারা দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, উ, ঐ এবং ঔতেও

(৫) সাহিত্য, শ্রাবণ (১৩১৮) সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সেইরূপ শৃঙ্গ রহিয়াছে। সুতরাং উহাতে ভুল ঘটিবার সমধিক আশঙ্কা বর্ত্তমান। অনেকে কমা চিহ্ন দিয়া লুপ্ত দেখাইয়া দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতে চাহেন। কিন্তু এক কমা হইতে কোন্ বর্ণের আত্মগোপন বুঝাইবে, তাহা কে বলিয়া দিবে? তাই আমাদের প্রস্তাব এই যে, এইরূপ ঈষৎ উচ্চারণ প্রকাশ করিতে] যে বর্ণ ঈষৎ উচ্চারিত হইবে, তাহার মস্তকোপরি কোন চিহ্ন দেওয়া থাকিবে। এই নিমিত্ত মস্তকোপরি ⌒ কোণ চিহ্নবিশিষ্ট কতকগুলি ই, উ, ঐ, ও এবং ঔ অক্ষর করাইয়া লইলেই হইবে। আর পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পুনরুচ্চারণ বুঝাইতে—তাহা লুপ্ত ভাবে, কমা চিহ্নটী ব্যবহার করিতে চাহি। যথা—না'ই (নাস্তি), এখানে উচ্চারণে 'না'এর পর আর একবার "আ" উচ্চারণ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন যোগেশ বাবু ছাড়িয়া গেলেও আমাদের মনে হয় উচ্চারণ বুঝাইতে বাঙ্গালাতেও accent চিহ্নের প্রয়োজন। এইজন্য আমার accent চিহ্নস্বরূপ ° শূন্য ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করি। যে বর্ণের উপর শূন্য বসিবে, তাহারই উপর উচ্চারণের জোর পড়িবে। যথা—স°লা (পরামর্শ)। ইহা ছাড়া সংস্কারক মহাশয় যে একারের বিকৃত উচ্চারণে, চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা সর্ব্বথা সমর্থন করিতেছি।

সর্ব্বশেষ আমরা এই গুরুতর বিষয়টীর আরও বিশেষ আলোচনা প্রার্থনা করি। যাঁহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা অধুনা জগতের সুপ্রতিষ্ঠ ভাষাসমূহের প্রতিযোগী স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে, আশা করি তাঁহারা ইঁহার এই সামান্য অভাবগুলি অচিরে বিদূরিত করিবেন। যদি বাঙ্গালাভাষা তথা বাঙ্গালালিপি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিতে পারে, তবে অদূর ভবিষ্যতে অন্ততঃ ভারতবর্ষেরই অপরাপর অংশের সকলে বাঙ্গালা ভাষা ও লিপির প্রতি স্বতই আকৃষ্ট হইবেন; এবং তখন এই বাঙ্গালা বর্ণাবলীই এক লিপি-বিস্তার-সমিতির অবলম্ব্য হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

প্রাচীন বাঙ্গালার দুইটী বিশেষত্ব (idiosyncrasy)

পল্লীগ্রামের ছাত্রগণকে ইংরাজী S-বর্ণের উচ্চারণ করাইতে যে একটু বেগ পাইতে হয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। Sir, Singular, Sin প্রভৃতি শব্দ তাহাদের মুখে, শার, শিংগুলার, শিন, প্রভৃতি হইয়া যায়। তাহার একমাত্র কারণ এই যে বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তালব্য শ-কারেরই উচ্চারণ হইয়া থাকে। আমরা লিখি 'সকল', 'স্বপাক', 'সহজ' ইত্যাদি; পড়ি 'শকল', 'শপাক', 'শহজ' ইত্যাদি। কেবল দুই একটী স্থলে স-কারের অস্তিত্ব দেখা যায়।

স-কারের সহিত ত, থ, বা রকারের যোগ থাকিলে দন্ত্য স-কারের প্রকৃত উচ্চারণ হইয়া থাকে; যেমন 'হস্ত', 'আস্থা', 'সহস্র', ইত্যাদি। র-কারের যোগ থাকিলে তালব্য শ-কারও দন্ত্যত্ব প্রাপ্ত হয়; যেমন 'শ্রী', 'আশ্রয়' ইত্যাদি। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, বাঙ্গালীর জিহ্বা শ-বর্ণ উচ্চারণে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহার পক্ষে স-বর্ণের উচ্চারণ অতি কষ্টসাধ্য। এইটী বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্ব। অবশ্য এ শ-কার মাগধ প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। সাধারণ অর্থাৎ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে যেমন কেবলমাত্র দন্ত্য স-কারের অস্তিত্ব ছিল, মাগধ প্রাকৃতে সেইরূপ কেবলমাত্র তালব্য শ-কারের অস্তিত্ব ছিল। এ বিষয়ে বররুচির সূত্র—

"ষসোঃ শঃ ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

মাগধ্যাং ষকার সকারয়োঃ স্থানে শো ভবতি ॥"

সুতরাং এ শ-বর্ণ-প্রিয়তা বঙ্গভাষায় দুইপুরুষে। সকল ভাষারই এইরূপ দুই চারিটী বিশেষত্ব আছে। ইংরাজগণের মুখে ত-বর্ণ, দ-বর্ণ বা ছ-বর্ণের উচ্চারণ হয় না। "তুমি কোথায় গিয়াছিলে, দেখিতে পাই নাই" এই বাক্যটী একজন ইংরাজ যদি উচ্চারণ করেন ত বলিবেন, "টুমি কোটায় গিয়াচিলে ডেকিটে পাই নাই"। ঐরূপ উচ্চারণেই তাঁহাদের রসনা অভ্যস্ত। আবার আমরা সাধারণতঃ শব্দের প্রথম বর্ণে (syllable-এ) যতি (accent) দিয়া থাকি, কিন্তু পশ্চিমবাসিগণ দ্বিতীয় বর্ণে যতি দিয়া থাকেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রাজপথে যখন "—রাসীন তেল" হাঁকিতে শুনিবেন তখনই যদি রাত্রির জন্য আলোকের বন্দোবস্ত না করেন তবে যথাসময়ে অসুবিধা ভোগ করিতেই হইবে।

বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺মর্কিসাহেব একদিন—রাসীকে ডাকিয়া বলিলেন,— "—রাণী বাবুকো লাও"। বর্ত্তমান লেখক তখন সাহেবের উক্তির কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু যখন চাপরাসী কেরাণী বাবুকে সঙ্গে লইয়া অধ্যক্ষ সমীপে সেলাম করিল, তখন তাহার জ্ঞান হইল। এইরূপ বিশেষত্ব সকল ভাষাতেই আছে। ভাষাতত্ত্বের সাধারণ নিয়মের গণ্ডীতে পড়ে না বলিয়া পণ্ডিতগণ এগুলিকে ভাষাবিশেষের "প্রকৃতিগত বা ধাতুগত বিশেষত্ব

(idiosyncrasy) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালার এইরূপ দুইটী বিশেষত্বের কথা বিবৃত হইবে। তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সঙ্কলনের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা হইলেও লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

প্রথম বিশেষত্ব—আ-বর্ণবহুলতা বা আ-কারপ্রিয়তা।

পরিষদের পুথিসংগ্রাহক ও অন্যতম বিশেষ সভ্য শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সংগৃহীত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামক পুথিতে "আনন্ত" "আদ্ভুত" প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ পাওয়া গিয়াছিল। পুথিখানি নিকটে না থাকায় তাহার তালিকা দেওয়া গেল না। এই শব্দগুলির অ-কারের আ-কারে পরিণতির কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টার ফলে বর্ত্তমান লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় এককালে আ-বর্ণপ্রিয়তা ছিল।

ছন্দোগ্রন্থের নিয়মানুসারে দীর্ঘস্বরগুলি স্বভাবতই গুরু এবং যুক্তব্যঞ্জন পরে থাকিলে হ্রস্ব-স্বরগুলিও গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারের গুরুত্বকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থিতি-জন্য দীর্ঘত্ব (Lengthening by position) বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত ভাষায় স্বভাব-দীর্ঘ স্বর যুক্তবর্ণের পূর্ব্বে থাকিয়া স্থিতিজন্য দীর্ঘত্বও গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য তাহাতে তাহার মাত্রা দুইটীই থাকিবে—তিনটী হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ "আম্র" শব্দ গ্রহণ করা যাউক। আ-বর্ণ স্বভাবতই দীর্ঘ এবং দ্বিমাত্র। যুক্তবর্ণ "ম্র" পরে থাকাতে আবার ইহার স্থিতিজন্য দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু মাত্রা বাড়ে নাই, দুইটীই আছে। এস্থলে আ-বর্ণ দ্বিগুণিত দীর্ঘত্ব নির্ব্বিবাদে বহন করিতেছে, অথচ কিছুমাত্রও পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী হইতেছে না। প্রাকৃত ভাষায় এরূপ অবিচার নাই। প্রাকৃত ভাষায় যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হয় হ্রস্ব হইয়া যায়, আর না হয় পরবর্ত্তী যুক্তব্যঞ্জন একক হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী স্বভাব-দীর্ঘ স্বরকে স্থিতিজন্য দীর্ঘত্বের ভার হইতে নিষ্কৃতি দান করে।

এ বিষয়ে অধ্যাপক ল্যাসেন নিম্নলিখিত সূত্র তিনটী গঠন করিয়াছেন।

(1) Before two consonants a long vowel is shortened, as মগ্‌গ for মার্গ, দিগ্‌ঘ for দীর্ঘ, পুব্ব for পূর্ব্ব etc; অর্থাৎ "যুক্তবর্ণের পূর্ব্বস্থ দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইয়া যায়—যথা 'মার্গ' স্থানে 'মগ্‌গ'।

(2) If the long vowel is retained one of the consonants is elided; as ঈসর বা ইস্‌সর for ঈশ্বর; অর্থাৎ যদি পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের স্বভাব-দীর্ঘত্ব বজায় রাখা হয় তবে পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনদ্বয়ের একটীর লোপ হয়; যথা ঈশ্বর স্থানে ঈসর।

(3) A short vowel before two consonants is occasionally lengthened and one of the consonants omitted; as জীহা for জিহ্বা; অর্থাৎ যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হইয়া যায় ও পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনদ্বয়ের একটীর লোপ হয়; যথা—জিহ্বা স্থানে জীহা।

নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত শব্দগুলির সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রতিশব্দের অ-কার বাঙ্গালায় আ কার হইয়া গিয়াছে। এবং মাত্রার বৃথা গুরুত্বের লাঘব করিবার জন্য পরবর্ত্তী যুক্তব্যঞ্জন একক হইয়া গিয়াছে।

প্রথম তালিকা

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
অক্ষর	অক্‌খর	আখর (আঁখর)
অগ্র	অগ্‌গ	আগ (আগা)
অগ্নি	অগ্‌গি	আগি (চণ্ডীদাস)
অঙ্ক	অঙ্ক	আঁক
অঙ্কুর	অঙ্কুর	আঁকুর
অঙ্গ	অঙ্গ	আঙ্গ
অঙ্গরক্ষা	—	আঙ্গারখা
অঙ্গন	অঙ্গণ	আগিনা, আঙ্গিনা
অঙ্গার	অঙ্গার	আঙ্গার
অঙ্গুলি	অঙ্গুলি	আঙ্গুল
অস্তি	অচ্ছি (অত্থি)	আছে
অক্ষি	অক্‌খি (অচ্ছি)	আঁখি
অদ্য	অজ্জ	আজ
অঞ্চল	অঞ্চল	আঁচল
অঞ্জলি	অঞ্জলি	আঁজল, আঁজলা
অস্থি	অট্‌ঠি	আঁঠি
অষ্ট	অট্‌ঠ	আঠ, আট
অন্য	অণ্ণ	আন
অন্ত্র	অন্ত	আঁত
অর্দ্ধ	অদ্ধ	আধ, আধা
অর্দ্ধার্দ্ধ	অদ্ধদ্ধ	আধা-আধি
অন্ধকার	অন্ধআর	আঁধার
অলক্ত	অলত্ত	আল্‌তা
অহম্	অহম্মি	আম্মি, আমি
অষ্টাদশ	অট্‌ঠারহ	আঠার
—	অত্তা	আতা (প্রাচীন বাঙ্গালা ; মাতৃশব্দবাচক)

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
কক্ষ	কক্‌খ	কাঁখ
কঙ্কাল	কঙ্কাল	কাঁকাল (ধ্বনি-বৈলক্ষণ্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু অর্থ-বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে)
কঙ্কর	কক্কর	কাঁকড়
কচ্ছ (উপকূল)	কচ্ছ	কাছ (অর্থ-বৈলক্ষণ্য)
কচ্ছপ	—	কাছিম
কজ্জল	কজ্জল	কাজল
কটক (বলয়)	কড়অ	কড়া
কটক (বলয়)	খড়ু	খাড়ু (মণিবন্ধের অলঙ্কারবিশেষ)
কর্ত্তরী	কত্তরী	কাটারি
কর্ণ	কণ্ণ	কাণ
কর্দ্দম	কদ্দম	কাদা
কম্পন	কম্পন	কাঁপুনি
কম্পয়তি	কম্পেই	কাঁপায়
কল্য	কল্ল	কাল
কর্ষিত্বা	কড্‌ঢিঅ	কাঢ়িয়া, কাড়িয়া
খর্জ্জুর	খজ্জূর	খাজুর (খেজুর)
খণ্ড	খণ্ড	খান, খানা
স্কন্ধ	খন্ধ	কাঁধ
গঙ্গা	—	গাঙ্গ
গ্রন্থি	গণ্ঠি	গাঁইট
গর্ভিণী	গব্ভিণী	গাভিন, গাবিন (গাই)
গর্ত্ত	গড্ড	গাড়া (গেড়ে, গড়ে)
গর্দ্দভ	গদ্দহ	গাধা
ঘর্ম্ম	ঘম্ম	ঘাম
চক্র	চক্ক	চাক, চাকা
—	চক্‌খ (আস্বাদনে)	চাখা
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
চন্দ্রিকা	চন্দিমা	চাঁদিমা
চম্পক	চম্পঅ	চাঁপা
ছত্রক	ছত্তঅ	ছাতা

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ষড়্‌বিংশ	ছব্বিস	ছাব্বিশ
জঙ্ঘা	জঙ্ঘা	জাঙ
জম্বু	জম্বু	জাম
টঙ্গ	—	টাঙ্গী
টঙ্ক	টঙ্ক	টাঁক
—	ঢক্কি অ	ঢাকা (আবৃত)
—	তগ্‌গ	তাগা
তন্তু	তন্তু	তাঁত
তন্দুল, তণ্ডুল	তণ্ডুল	তাঁড়ুল, (চাউল)
তপ্ত	তত্ত	তাতা
দণ্ড (শাস্তি)	দণ্ড	দাঁড়, ডাঁড়
দণ্ড (যষ্টি প্রভৃতি)	ডণ্ড	ডাণ্ডা, দাণ্ডা
দন্ত	দন্ত	দাঁত
দর্প	দপ্প	দাপ
নপ্তা	নত্তা	নাতি, লাতি
নৃত্যতি	ণচ্চই	নাচে
পদ	পঅ	পা
পক্ষ	পক্‌খ	পাখা, পাখ
পঙ্ক	পঙ্ক	পাঁক
পশ্চাৎ	পচ্ছা	পাছা, পাছ
পঞ্চ	পঞ্চ	পাঁচ
পঞ্জর	পঞ্জর	পাঁজর
পট্ট	পট্ট	পাট
পত্র	পত্ত	পাতা, পাত
পত্রণা	পত্তণা	পাতনা (বৃহৎ মৃৎপাত্রবিশেষ)
পর্য্যঙ্ক	পল্লঙ্ক	পালঙ্ক
পর্য্যস্ত	পল্লোট্ট	পালটা
পর্য্যাণ	পল্লাণ	পালান
প্রস্তর	পত্থর	পাথর
পীঠক	পীঢ়অ	পীঢ়া, পিঁড়া, (পিঁড়ি)
—	পস্‌সরই	পাসরে (বিস্মৃত হয়)

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
বন্ধ	বন্ধ	বাঁধ
বন্ধন	বন্ধন	বাঁধন
বৰ্দ্ধতে	বড্ঢই	বাঢ়ে, বাড়ে
বদন	বঅন	বয়ান
ভক্ত	ভত্ত	ভাত
ভৰ্ত্তা	ভত্তারো	ভাতার
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ, মাঝা, মাজা (কটি)
মঞ্চ	মঞ্চ	মাচা
মল্লক	মল্লঅ	মালা (নারিকেলের)
মৰ্কট	মক্কড়	মাকড়
মস্তক	মত্থঅ	মাথা
মক্ষি	মচ্ছি	মাছি
মন্যতে	মণ্ণএ	মানে
ম্রক্ষণ	মক্খন	মাখান
যষ্টি	লট্ঠি	লাঠি
যন্ত্র	—	যাঁতা
রক্ষতি	রক্খই	রাখে
লক্ষ	লক্খ	লাখ
লগতি	লগ্গই	লাগে
লজ্জা	লজ্জা	লাজ
বংশ	বংস	বাঁশ
বক্র	বংক	বাঁকা
বল্কল	বক্কল	বাকল
বৎস	বচ্ছ	বাছা
বজ্র	বজ্জ	বাজ
বন্ধ্যা	বঞ্ঝা	বাঁঝা
বলয়	বলঅ	বালা
শঙ্খ	সঙ্খ	শাঁখ, (শাঁখা শঙ্খক শব্দজ)
শস্য	সস্স	শাস, শাঁস
শম্বুক	সম্বুঅ	শামুক
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁঝ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
সন্ধি	সন্ধি	সাঁধি, (সাঁদ)
সপ্ত	সত্ত	সাত
সত্য	সচ্চ	সাচা
স্তম্ভ	থম্ভ, খম্ভ	থাম্বা, থাম, খাম্বা, খাম
স্তবক	থবঅ	থোবা, থোপা
হংস	হংস	হাঁস
হস্ত	হত্থ	হাথ, হাত
হস্তক	হত্থঅ	হাথা, হাতা
হসতি	হসই	হাসে, (হাঁসে)
হস্তী	হত্থী	হাথী, হাতী

দ্বিতীয় তালিকা

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে সংস্কৃতে আ-কার ছিল, প্রাকৃতে আ কার অংকার হইয়া যায় ; কিন্তু আবার বাঙ্গালায় আ-কার হইয়াছে।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
আত্মনঃ	অপ্পণো	আপন
আম্র	অম্ব	আঁব, আম
আর্দ্রক	অদ্দঅ	আদা
কাংস্যক	কংসঅ	কাঁসা
কান্তি	কন্তি	কাঁতি
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
কাষ্ঠ	কট্‌ঠ	কাঠ
নাস্তি	নত্থি	নাহি, নাই
তথা	তহ	তাহা
তাম্র	তম্ব	তাঁবা, তামা
পাত্র	পত্ত	পাত (পাতে ভাত দাও)
পার্শ্ব	পস্‌স	পাশ
ভাণ্ড	ভণ্ড	ভাঁড়
মাংস	মংস	মাঁস
রাজ্য	রজ্জ	রাজ
রাষ্ট্র	লট্ট	লাট

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
রাত্রি	রত্তি	রাতি, রাত
বাদ্যতে	বজ্জই	বাজে
ব্যাঘ্র	বগ্‌ঘ	বাঘ
ব্রাহ্মণ	বম্‌হণ	বামুন
সার্দ্ধ	সড্‌ঢ	সাড়ে
সৌভাগ্য	সোহগ্‌গ	সোহাগ

তৃতীয় তালিকা

উপরিলিখিত তালিকা দুইটীর উদাহরণগুলি পূর্ব্বোদ্ধৃত অধ্যাপক ল্যাসেনের নিয়মানুসারে সমর্থিত হইতে পারে; কিন্তু নিম্নের সংগৃহীত উদাহরণগুলিতে সে নিয়ম খাটে না। সংস্কৃতে নঞর্থ অ-বর্ণ স্থানে বাঙ্গালায় কখন কখনও আ-কার হইয়া যায়। যেগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ, সেই গুলির সংস্পর্শেই অকারের এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সংস্কৃতমূলক শব্দের সংস্পর্শে হয় না। যথা—অসিদ্ধ, আসিঝা, অপক্ক—আপাকা, ইত্যাদি। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালায় আ-বর্ণ-প্রিয়তা ছিল বলিয়াই খাঁটী বাঙ্গালায় আ-কারের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

শব্দ	অর্থ
আকাচা কাপড়	অধৌত
আকাঁড়া চাউল	সতুষ তণ্ডুল
আকুটা মাছ	অকুট্টিত
আকামা সাপ	সদন্ত সর্প
আকামা দর্জ্জি	কর্ম্মে অপটু
আকালিয়া কাক	দুর্ভিক্ষ সময়ে ক্ষুধার্ত্ত কাক
আক্রা জিনিস	অক্রেয়, মহার্ঘ
আগোণা বালি	অগণিত
আ-গড়া	অগঠিত
আ-ঘষা	অঘৃষ্ট
আ-চষা জমি	অকর্ষিত
আ-চাঁচা বাতা	অস্ত্রদ্বারা অপরিষ্কৃত
আ-চেনা ঠাঁই	অপরিচিত
আ-ছোলা বাঁশ বা কঞ্চি	অস্ত্রদ্বারা অপরিষ্কৃত
আ-ছাঁকা জল	... ...
আ-ছাঁটা চাউল	দ্বিতীয় বার অকুট্টিত
আ-জানা (অ-জানা) ব্যাপার	অজ্ঞাত

শব্দ	অর্থ
আ-ঝাড়া-শাক	অপরিষ্কৃত
আ-দেখা ছবি	অ-দৃষ্ট
আ-দোঁয়া গরু	যে গরু শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই (Un-broken)
আ-দোয়া গাই	যে গাই এখন দুধ দেয় না
আ-দাঁতা গরু	যাহার উপযুক্ত দন্তোদ্গম হয় নাই
আ ধুনা তুলা	অ-ধুনিত
আ-ধোয়া তরকারি	অধৌত
আপাকা ফল	অপক্ক
আ-ফলা, আ-ফুলা গাছ	ফল-পুষ্পহীন বৃক্ষ
আ-ফাটা	অবিযুক্ত
আ-ফাঁপা	বায়ুদ্বারা অপূরিত
আ-ফুটা ফুল	অপ্রস্ফুটিত
আ-ফুঁড়া	অবিদ্ধ
আ-বাছা খৈ	ধান হইতে যাহা স্বতন্ত্র করা হয় নাই
আ-বাঁধা চুল	অবিন্যস্ত কেশ
আ-ভাঙ্গা	অভগ্ন
আ-ভাজা চিড়া	অভৃষ্ট
আ ভাঁপা চাউল	যাহা দুইবার সিদ্ধ করা হয় নাই
আ-ভানা ধান	সতুষ ধান্য
আ-ভাজা চিড়া	যাহাকে জল দ্বারা সরস করা হয় নাই
আ-মজা আম	অসুপক্ক
আ-মাজা ঘটি	অমার্জ্জিত, অপরিষ্কৃত
আ-পয়া	সুলক্ষণ (পয়) বিহীন
আ-মাপা জল	অপরিমিত
আ-মুছা	অমার্জ্জিত
আ-শুনা	অশ্রুত
আ-সেঁকা রুটি	অতাপিত
আ-সিঝা ভাত	অসুসিদ্ধ

এইরূপ বহু উদাহরণ সংগৃহীত হইতে পারে। আ-মানুষ, আকাল, আপায় (অপায়), আগাছা, আ-মাছ, আ-তরকারি, আ-লিক্ষী (অলক্ষ্মী) প্রভৃতি বিশেষ্যপদগুলিতেও এইরূপ আকারের উদাহরণ পাওয়া যায়।

চতুর্থ তালিকা

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে সংস্কৃতের অ-ভিন্ন বর্ণ স্থানেও বাঙ্গালায় আ হইয়াছে দেখা যায়।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ইক্ষু	(উচ্ছু)	আ'ক
কৃষ্ণ	কণ্হ	কান, কানাই
চুল্লী		চুলা
দুকূল	দুঅল্ল	দোলাই
বৃদ্ধি	—	বা'ঢ়, বা'ড়
বৃশ্চিক	বিচ্ছু	বিছা
ভ্রূ	—	ভাঙ (চণ্ডীদাস)
মৃত্তি, মৃৎ	—	মাটি

পঞ্চম তালিকা

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে অন্ত্য অ-কার আ-কার হইয়াছে।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
অর্দ্ধ	অদ্ধ	আধা
গর্ত্ত	গড্ড	গাড়া
চুত	চুঅ	চুয়া
তল	—	তলা
চতুর্থ	চউট্ঠ	চৌঠা
তাম্র	তম্ব	তামা, তাঁবা
দণ্ড	দণ্ড	দাণ্ডা, ডাণ্ডা
পদ্ম	পঅ	পা
পত্তন	—	পাটনা
পশ্চাৎ	পচ্ছ	পাছা
বটু	বড়ু	বড়ুয়া
বৃদ্ধ	বুড্ঢ	বুঢ়া, বুড়া
বেষ্ট	বেড়	বেড়া
বৃন্ত	বুণ্ট	বোঁটা
ভ্রমর	ভমর	ভোমরা, ভ্রমরা
মধুক	মহুঅ	মৌআ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
মস্তক	মথঅ	মাথা
মৃত	—	মড়া
যন্ত্র	—	যাঁতা
লম্ব	—	লম্বা
লৌহ	লোহ	লোহা
শৈবাল	সেঅল	শেওলা
শুষ্ক	সুক্‌থ	শুখা
সত্য	সচ্চ	সাচা
সূত্র	সুত্ত	সুতা, সূতা
স্তম্ভ	থম্ভ, থম্ভ	থাম্বা, থাম্বা
স্থান	থান	থানা
সীমন্ত	—	সীঁতা
স্নেহ	ণেহ	নেহা, লেহা
সুগন্ধ	—	সোঁধা
হৃদয়	হিঅঅ	হিয়া
হস্তক	হথঅ	হাথা, হাতা
হীরক	হীরঅ	হীরা

নিম্নলিখিত শব্দগুলিও এই পর্য্যায়ভুক্ত।

কঠোর	স্থানে	কড়া
দেহ	”	দেহা
সাধ	”	সাধা
ছল	”	ছলা
গল	”	গলা
বাস	”	বাসা
কাণ	”	কাণা
খঞ্জ	”	খোঁড়া
মাম	”	মামা
কুব্জ	”	কুজা
ছিন্ন	”	ছেঁড়া
—	”	খেহা
কাল	”	কালা

সুভগ	স্থানে	সোহাগা
জন	"	জনা
বন্ধু	"	বঁধুয়া
সুবর্ণ	"	সোণা
এমন	"	এনা (চণ্ডীদাস)
আধ	"	আধা
একল	"	একলা
অন্ধ	"	আঁধুয়া
মোহন	"	মোহনিয়া
তরু	"	তরুয়া

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা বিশেষণ পদ, করিয়া, খাইয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়া ও ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদগুলির (খাওয়া, যাওয়া প্রভৃতির) অধিকাংশই আকারান্ত। এই সকল প্রমাণ হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে বাঙ্গালায় এক কালে আ-বর্ণ-প্রিয়তা ছিল। যে সময়ে এইরূপ প্রয়োগ ছিল সে সময়ে ফিরিয়া যাওয়া এক্ষণে সম্ভবপর নহে। এবং যাঁহারা এইরূপ প্রয়োগ করিতেন তাঁহারাও নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক লিখিয়া রাখিয়া যান নাই যে তাঁহারা আ-বর্ণ ভাল বাসিতেন। সুতরাং এক্ষণে এইরূপ প্রমাণ লইয়াই আমাদিগকে অনুমান করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাষাতেই অনবরত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, সেই পরিবর্ত্তন বিনা চেষ্টায় লক্ষ্য করিতে কয়জনে পারেন? সূক্ষ্ম বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুরের পরিপুষ্টিতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ উদ্ভূত হয়। এই সামান্য সত্যটী অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কিন্তু কই আপনি উপ্ত বীজের পার্শ্বে দিবারাত্রি সতর্কভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া বলুন দেখি, ঠিক কোন্ সময়ে কতটুকু পরিবর্ত্তন হইল? তাহা বলা যায় না বটে; কিন্তু বর্ত্তমান বৃক্ষের চিত্র ও তাহার অঙ্কুরোদ্গমনকালের চিত্র কল্পনায় আনিয়া তুলনা করিলে বুঝা যায় যে মহান্ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ভাষাসম্বন্ধেও একই কথা। বাঙ্গালা শব্দের বর্ত্তমান রূপ ও তাহার পূর্ব্বকালের লিখিত রূপের তুলনায় পরিবর্ত্তনের অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব—অনুনাসিক-প্রিয়তা

আমাদের বীরভূম জেলার অধিবাসিগন বাঙ্গালা ক্রিয়াপদগুলি এরূপ নাকি সুরে উচ্চারণ করেন যে নিম্নোল্লিখিত কলিকাতাবাসী বা বরিশালবাসী অন্ধকার স্থলে তাহা শুনিলে অপদেবতার উৎপাত আশঙ্কায় বিহ্বল হইবার কথা। দিয়াছে, খাইয়াছে, হইয়া, খাইয়া, যাইয়া প্রভৃতি পদ বীরভূমবাসীর মুখে দিঁয়েছে, খেঁয়েছে, হঁয়ে খেঁয়ে, যেঁয়ে ইত্যাদি হইয়া যায়। এইরূপ বহু বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহারা নাসিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য সময়ে তাঁহারা নাসিকার আশ্রয় না লইয়াও কাজ চালাইতে পারেন।

তবে ক্রিয়াপদ উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহারা নাসিকার প্রতি এরূপ অন্যায্য পক্ষপাত প্রদর্শন কেন করিয়া থাকেন ?

বীরভূম শিক্ষা ও সভ্যতা বিষয়ে একটু পশ্চাৎপদ। পশ্চাৎপদ স্থানের (Backward localityর) অধিবাসিগণ সাধারণতঃ একটু রক্ষণশীল (conservative) হইয়া থাকেন। ধর্ম্মবিষয়েই বলুন, সভ্যতাবিষয়েই বলুন, আর ভাষাবিষয়েই বলুন তাঁহারা পুরাতনটী পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে নূতনটীর প্রতিষ্ঠা করিতে সহজে চাহেন না। কোষাকুষি, ফুল-চন্দন, গঙ্গাজলের প্রাত্যহিক ব্যবহার বা গঙ্গাস্নানকে ধর্ম্মের খুঁটিনাটি বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া একেবারে নাস্তিক সাজিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না ; কিন্তু প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিতেও তাঁহারা সম্মত নহেন। এইরূপ রক্ষণশীলতার জন্যই পশ্চাৎপদ জনপদে ভাষার অনেক প্রাচীনরূপ পাওয়া যায়। কুচবেহারের রাজবংশীদিগের ভাষায় এখনও ক্রিয়াপদে বচনের চিহ্ন বিদ্যমান। খা (খাওয়া) ধাতুর ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের একবচনে 'খাইম্' ও বহুবচনে "খামো" হয় ; এইরূপ 'যাইম্' 'যামো' ; 'দিম্', 'দিমো' ইত্যাদি। নদীয়া জেলার উত্তরাংশ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায়, খাবা', 'যাবা', 'হবা', 'লিবা', 'দিবা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদে এখনও আ কার প্রিয়তা লক্ষিত হয়। এই কারণে বীরভূম জেলায় ক্রিয়াপদে এখনও প্রাচীন কালের অনুনাসিক-প্রিয়তা সংরক্ষিত রহিয়াছে।

দীনেশ বাবু বলেন যে, হিন্দী প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর আমদানি হইয়াছে। আঁখি, হাঁসি, ঘোঁড়া, ছুঁচ, দোঁহা, প্রভৃতি শব্দ এই কারণেই সানুনাসিক কিন্তু হিন্দীতেই বা এই প্রভাব কোথা হইতে আসিল ? তাহাও ভাবিবার বিষয়। বর্ত্তমান লেখকের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই অনুমান হয় যে মাগধ প্রাকৃতের প্রভাবে বা পালি ভাষার প্রভাবে বাঙ্গালায় ঞ-বর্ণ-প্রিয়তা অর্থাৎ অনুনাসিক-প্রিয়তা আসিয়াছে। পালি ভাষা মাগধ প্রাকৃতেরই রূপান্তর মাত্র।

"সা মাগধী মূলভাষা নরা যা য়াদি কপ্পিকা।
ব্রাহ্মণা চাসসুতা লাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥"

তাই পালি ভাষায় ঞ-বর্ণের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 'মত্তঞ্ঞূ' (মাত্রাজ্ঞ), ঞত্বা' (জ্ঞাত্বা), 'বিহঞ্ঞতি' (বিহন্যতে), 'কতপুঞ্ঞো' (কৃতপুণ্যঃ), 'সামঞ্ঞস্স' (শ্রামণ্যস্য), 'সঞ্ঞমেন' (সংযমেন), 'পঞ্ঞা' (প্রজ্ঞা), 'সঞ্ঞোজনং' (সংযোজনং), 'সঞ্ঞমেস্মস্থি' (সংযংস্মস্থি), 'বিঞ্ঞান' (বিজ্ঞান), 'অঞ্ঞে' (অন্যে), 'ঞাতকা' (জ্ঞাতকাঃ), 'সম্মদঞ্ঞা' (সম্যগাজ্ঞয়া), 'মঞ্ঞতি' (মন্যতে), 'বিঞ্ঞূ' (বিজ্ঞঃ) 'ঞত্তং (জ্ঞপ্তং), 'অভিঞ্ঞায়' (অভিজ্ঞায়), 'পঞ্ঞবা' (প্রজ্ঞাবান্), 'সুঞ্ঞতো' (শূন্যতঃ), 'অরঞ্ঞে' (অরণ্যে), 'সঞ্ঞত' (সংযত), 'অবমঞ্ঞেথ' (অবমন্যেথ), 'জঞ্ঞা' (জানীয়াৎ), 'অত্তহঞ্ঞায়' (আত্মহত্যায়ৈ), 'অভিঞ্ঞায়' (অভিজ্ঞায়), 'পুরিসাজঞ্ঞো' (পুরুষাজানেয়ঃ, পুরুষশ্রেষ্ঠঃ), 'ঞাতী' (জ্ঞাতিঃ), 'ব্রহ্মঞ্ঞতা' (ব্রহ্মণ্যতা), 'বিঞ্ঞাপনিং' (বিজ্ঞাপনীং) প্রভৃতি পালিপদ অনুনাসিক বর্ণের স্থানে

ঞ-বর্ণের একাধিপত্যের পরিচয় দিতেছে। মাগধ প্রাকৃতের জন্য বররুচি সূত্র করিয়াছেন 'চবর্গস্য স্পষ্টতা তথোচ্চারণঃ" ॥ ৫ । ১১ ॥ অর্থাৎ মাগধ প্রাকৃতে চ-বর্গের উচ্চারণ ও স্পষ্টতা হয়। ঞ বর্ণ ও চ-বর্গের অন্তর্গত বলিয়া উত্তরকালে ঞ-বর্ণের প্রয়োগবাহুল্য ঘটিয়াছিল। আর মাগধ প্রাকৃতের নিকট উত্তরাধিকারী সূত্রে বঙ্গভাষা যেমন তালব্য শ-কার লাভ করিয়াছে সেইরূপ এই ঞ-বর্ণও লাভে করিয়াছে। সেই জন্য প্রাচীন কালের বাঙ্গালা পুথিতে ক্রিয়াপদে ঞ-বর্ণের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দুই চারিটী উদাহরণ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"কোন্ ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি।"—চণ্ডীদাস (রমণী বাবুর সংস্করণ)

"নয়ন জুরায় চেঞা
হেন মনে লয় যদি লোক ভয় নয়
কোলে করি যেঞে ধেঞা ॥" চণ্ডীদাস

"ব্রজকুল নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে ॥" ঐ

"কিবা বা দিঞা অমিয়া ছানিয়া
গঢ়িল কোন্ বা রাজে ॥" ঐ

"অঙ্গের বসন কৈয়াছে আসন
আলাঞা দিঞাছে বেণী ॥" ঐ

"নিশ্বাস প্রশ্বাস কর আছাড় খাইঞা পড়
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।" ঐ

"তোমা লঞা করি ক্রীড়া তুমি কেন মান পীড়া
সুখী কর এ দুখিয়া জনে ॥" ঐ

'দড়াদড়ি লৈঞা গ্রামেতে চড়িয়া
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ।" ঐ

'দুইটী গুটিয়া ফেলাঞা লুকিয়া
বুকের উপরে ধরে। ঐ

"নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈঞা
ছাড় এ অগাধ জলে ॥" ঐ

'যে চিত্তে দাঁড়াঞাছি সইসে হয়
ধনি কহব তোমার ঠাঞি।
পরকিয়া রস করিতে সে বশ
অধিক চাতুরি চাঞি ॥" ঐ

'তবে জোবনাস্‌স রাজা হরসিত হঞা
চলিলা হস্তিনাপুরি পরিবার লঞা　　মহাভারত পুঁথি
পরাভব হঞা রাজা লইল স্বরণ।　　ঐ
ঘোড়া লঞা জোবনাস্‌স আইলা আপনি।　　ঐ
য়াম্মা সভা লঞা কভু না গেলা বিদেশে।　　ঐ
এ সব সম্পতা পুত্র থুঞা জাব কোথা।　　ঐ
যুন যুন সভে ভাই হঞা একমন
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন ॥"　　ঐ

"প্রাতঃকালের　　কাকের কলকলি
আহার বাঁটিঞা খাই।
বন্ধুআ আসীবার　　নাম শুনীঞা
উঠিয়া বইস এ রাই ॥"　　গোবিন্দদাসের পদাবলী পুথি

"আর ডুরদেশে হাম পিআ না পাঠাব।
আঁচর ভরিঞা যদি কনক নিধি পাব ॥
আর কাহা আসি যদি পিয়া লঞা জায়।
কাটাবায় কাটিয়া হিয়া রাঘব পিয়ায় ॥　　ঐ
গোবিন্দদাসে কহে চরণে ধরিঞা।
মুইত অভাগি আজাও আগেত চলিঞা ॥　　ঐ
হিয়ার প্রীতির প্রাণ দিঞা রাখিবোঁ বেড়িঞা ॥　　ঐ
চরণে ধরিঞা কহে গোবিন্দদাস।　　ঐ
তোমার সরণ জত গোকুল নগরি।
অসুর মারিঞা রক্ষা করহ শ্রীহরি ॥
যুনিঞা গোআল কথা দেব দামোদরে।
অসুর মারিতে কৃষ্ণ লভিলা সত্বরে ॥ মালাধরবসু কৃত গোবিন্দমঙ্গল পুথি
বুঝিঞা তাহার মন দেব শ্রীহরি।
নেঞে ধরি দিল তারে পাক তিন চারি ॥　　ঐ
পুনরপি ধাঞা আইসে কৃষ্ণ মারিবারে।
দেখিঞা ত কৃষ্ণ তার উদরে হাত ভরে ॥　　ঐ
ধাঞা জাঞা গোবিন্দ ধরিল তাহারে।　　ঐ
আমা হইতে অনেক ভাল হইব তোমার।
বলিঞা বসিলা পাশে নন্দের কুমার ॥

দেখিঞা ত মালাকার পাত্মর্ঘ লঞা।
পুজিলেক নারায়ণ পুষ্পমালা দিঞা ॥" ঐ

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

এইত গেল ক্রিয়াপদের কথা। কিন্তু এই অনুনাসিকের আক্রমণ কেবল ক্রিয়াপদের গণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল না। নিম্নলিখিত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদগুলি এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ঘোটক	ঘোঁড়া	বিদ্ধ	বেঁধা
অক্ষি	আঁখি	বক্র	বাঁকা
হাস্য	হাঁসি	বক্রী	বাঁকী
তাই	তেঞি	শুচি	ছুঁচি (ছুঁচিবার)
দুহ	দোঁহা, দুঁহু	শঙ্খ	শাঁস
কক্ষ	কাঁখ	সিক্ত	সেঁতা
কাচ	কাঁচ	তিক্ত	তিঁতা
—	কাঁচা	বাষ্প	ভাঁপ
কুব্জ	কুঁজো	সেচন	ছেঁচা, সেঁচা
বাস (বসতি)	বাঁসা	অস্থি (অট্ঠি)	আঁঠি
কোরক	কোঁড়া, কুঁড়ি	চিপিটক	চিঁড়া
ইষ্টক	ইঁট	খোজ্জই(প্রাকৃতক্রিয়া)	খোঁজ (বাঙ্গালাবিশেষ্য)
স্ফোটক	ফোঁড়া	ছিবিঅ	ছুঁইয়া
বর্ত্তুল	বাঁটুল, বেঁটে	পাচন	পাঁচন
আতুর	আঁতুর (-ড়)	গাথা	গাঁথা
প্রোথিত	পোঁতা	(ওষ্ঠ)	ঠোঁট
উচ্চ	উঁচু		সোঁকা
ভ্রূ	ভাঙ (চণ্ডীদাস)		ঝুঁটি
ছিদ্র	ছেঁদা	গুড়া	গুঁড়া ইত্যাদি
ভিড়	ভিঁড়		

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বংস সাধন করিয়া চন্দ্রবিন্দুর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

কান্তি	কাঁতি	চন্দ্র	চাঁদ
কন্টক	কাঁটা	অঙ্কুর	আঁকুর
গ্রন্থি	গাঁইট	অঞ্জলি	আঁজলা
অন্ধকার	আঁধার	পঞ্জর	পাঁজর

দন্ত	দাঁত	শমী	শাঁই (গাছ)
যন্ত্র	যাঁতা	ষণ্ড	ষাঁড়
সন্ধ্যা	সাঁঝ	পঙক্তি	পাঁতি
অঙ্ক	আঁক	বণ্টন	বাঁট
হংস	হাঁস	ধূম	ধুঁয়া
মাংস	মাঁস	ছন্দ	ছাঁদ
বাম	বাঁ	ফন্দ	ফাঁদ
বন্ধ	বাঁধ	বংশী	বাঁশী
শঙ্খ	শাঁখ	বংশ	বাঁশ
শঙ্খকার	শাঁখারি	সীমন্ত	সীঁতা
	ইত্যাদি		ইত্যাদি

এতদ্ব্যতীত যাঁহারা, তাঁহারা, ইঁহারা, উঁহারা প্রভৃতি সম্মানসূচক সর্ব্বনামগুলি সানুনাসিক। খাঁদা, বোঁচা, হাঁজা, পিঁজা (পেঁজা) প্রভৃতি বহুশব্দও চন্দ্রবিন্দু-বহুলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের অনুকূলে যে সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সকলকেই পারিষদ-বর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইল। যদি কোনও সদস্য তাহাদিগকে জেরা করিয়া বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন ভালই, বাঙ্গালা ব্যাকরণের একাংশ বিশুদ্ধভাবে গঠিত হইয়া যাইবে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর *

(আসামের হরিদাস)

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥"—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

এই কথাটি বলিয়াছিলেন—ব্রহ্ম হরিদাস। 'ব্রহ্ম' ইঁহার পিতৃদত্ত নাম। এক ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদম্পতী ছয় মাসের শিশু পুত্রকে সংসারে একাকী ফেলিয়া পরলোকে প্রস্থান করেন। তখন সন্তানবৎসল এক মুসলমান ঐ নিরাশ্রয় শিশুকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া পালন করেন। ব্রহ্ম হরিদাস যবনগৃহে পালিত হইয়াও হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠেন। অনেক চেষ্টাতেও ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা হইল না দেখিয়া, তাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তখন *মুসলমানের রাজত্ব, হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখা দুষ্কর, আর মুসলমান-গৃহে লালিত পালিত হইয়া* কেহ হিন্দুয়ানি করিবেন, তাহার ঘাড়ে কয়টা মাথা? তৎক্ষণাৎ 'মুলুকপতির' হুকুম হইল:— "এই পাপিষ্ঠকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া বধ কর।" রাজানুচরেরা ব্রহ্ম হরিদাসকে বাজারে বাজারে লইয়া বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। হরিনাম ছাড়িয়া কল্‌মা পড়িবার জন্য জেদ করিয়া উহারা নির্দ্দয়ভাবে হরিদাসকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু হরিদাসের সেই একই উত্তর—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥"

আসামের একটি বৈষ্ণবও ঠিক এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন এবং ব্রহ্ম হরিদাসেরই ন্যায় ঐকান্তিকতা সহকারে বলিয়াছিলেন—

"কোন নরতনু পায়া আসি পুনু
কৃষ্ণত ভক্তি ন করে।
এতেকে *সমস্তে ইন্দ্রিয় গণক*
মারোক যিমান পারে ॥
কৃষ্ণকথা কেনে মু শুনয় কাণে
মুখে ন লবয় নাম।
মনে হরিপদ নিচিন্তে সতত
ন করে শিরে প্রণাম ॥

---

* গৌহাটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-শাখাতে পঠিত।

চক্ষুয়ে ভকুক ন চাইলে কিসক
আলিঙ্গন ভকতক।
ন করিলা গাবে তার ফল পায়ে
পার মানে মার আক ॥
শুনি জমাদারে আটে যত পারে
আঠার জোড়া কঠাক।
তভোঁ নাহি দুঃখ সহসিত মুখ
হরি বুলি দেন্ত ডাক ॥ দৈত্যারি ঠাকুর।

দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াও যখন কৃষ্ণভক্তি হইল না, তখন মারুক—ইন্দ্রিয়গুলিকে যত পারে মারুক। কর্ণে কৃষ্ণকথা শুনে না, মুখে নাম লয় না, মনে সতত হরিপদ চিন্তা করে না, মস্তকে প্রণাম করে না, চক্ষু ভক্তদিগকে চাহিয়া দেখে না, দেহ ভক্তের আলিঙ্গনে পবিত্র হয় না। তজ্জন্য ইহাদের এইরূপ ফলভোগ হওয়াই উচিত, মার ইহাদিগকে যত পার মার। ভক্ত এই কথা বলিতেছেন, আর জমাদারেরা মারিতেছে! ভক্ত মার খাইয়া কি করিতেছেন? তাঁহার যেন দুঃখ বোধ নাই মুখে ভয় বা উদ্বেগচিহ্ন নাই, তিনি সহাস্য মুখে হরি হরি বলিয়া ডাক ছাড়িতেছেন!

হরিদাসেরই ন্যায় আত্মপ্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন এই নির্ভীক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হরিভক্তটি কে? মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ে ইনি ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর বা নারায়ণ ভকত এই নামে প্রসিদ্ধ।*

মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে ইঁহার বাল্যবিবরণী লিপিবদ্ধ হয় নাই। বৈষ্ণবসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম যখন ইঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তখন ইনি কিশোরবয়স্ক পণ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্যব্যপদেশে নৌকায় পণ্যভার লইয়া চলিয়াছেন। প্রভাতে নৌকা হইতে উঠিয়া ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন—

"পাট ফোটা পিন্ধি তৈল ঘুষি সাগরত।
রূপার বলয়া পিন্ধি আছয় হাতত ॥
বাখরুয়া আঙ্গুটিক দেখন্তে হরিষ।
গৌরাঙ্গ শরীর রাজকুমার সদৃশ ॥
ভুনির নিশ্চয় ফোটা পিন্ধিয়া আছন্ত।
জলত নামিয়া যাই স্নান করিলন্ত ॥" দ্বিজভূষণ।

এই বৃত্তান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাই, এই রাজকুমারসদৃশ দিব্যদর্শন বণিক্ নানা অলঙ্কারভূষিত একজন সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার স্নানক্রিয়ার এই বর্ণনা দেখিয়া বুঝা যায়, তিনি সদাচারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। শঙ্কর মাধব কর্ত্তৃক আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে এদেশীয়

---

* ইনি ভবানন্দ বা ভবানন আতা এই নামেও উল্লেখিত হইয়া থাকেন।

স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা যেরূপ ধর্ম্মচর্য্যা করিতেন, নারায়ণদাসও তাহাই করিতেন। তখন ধর্ম্ম-চর্য্যা নানা ক্রিয়াকাণ্ড মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল—ঈশ্বর-ভক্তির লেশমাত্র ছিল না। দৈত্যারি ঠাকুর তাৎকালীন অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"ই দেশত পূর্ব্বকালে নাছিল ভকতি।
নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক করিল সম্প্রতি॥
নানা দেব পূজয় করয় বলিদান।
হাঁস ছাগ পার কাটে অসংখ্য প্রমাণ॥
তপ জপ যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান করে।
স্বর্গ নরকত আয়াযাত করি মরে॥"

নারায়ণদাসের স্নানক্রিয়া-বর্ণনার উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত পদগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে ;—

"উপরক চাহি মনে সূর্য্যাক জপিলা।
দক্ষিণক মুখে জলাঞ্জলিক করিলা॥"　　দ্বিজভূষণ।

নারায়ণদাস পূর্ব্বশিক্ষামত জপ-তর্পণাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্নানক্রিয়া করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, এক ব্যক্তি—

কৃষ্ণ বুলি বুর দিয়া শীঘ্রে উঠিলন্ত।

ঐ ব্যক্তি জপ-তর্পণাদি কিছুই না করিয়া স্নান করিয়া উঠিল দেখিয়া নারায়ণদাস কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কিবা নাম তুমি কোন গ্রামত থাকয়।
কিবা জপ জপিলাহা কহিয়ো নির্ণয়॥"

এই ব্যক্তি নারায়ণদাসকে বুঝাইল—

"কলিত নাহিকে বেদধর্ম্মর আচার।
শূদ্রর আছয় কোন মন্ত্রে অধিকার॥
করিলেক কলি সর্ব্ব ধর্ম্মকে দূষিত।
ভৈলা একাকার সবে পাপেতে সে চিত্ত॥
আছন্ত শঙ্কর কৃষ্ণ অংশ অবতার।
পদবর্গে ভাগবত করিলা প্রচার॥
কৃষ্ণর ভকতি পন্থ করিলা বেকত।
নামর কীর্ত্তন করি তরয় জগত॥"　　দ্বিজভূষণ।

যে ব্যক্তি এই কথাগুলি বলিলেন, তাঁহার নাম ভাস্কর। ইনি অতিশয় সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন। তজ্জন্য শঙ্করদেব ইঁহাকে স্বরচিত কীর্ত্তনাদি গাইতে নিযুক্ত করেন। ঐ সকল গাইতে গাইতে ইঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ইনি সংসারবিরক্ত হইয়া তীর্থভ্রমণ দ্বারা পবিত্রদেহ হইবার মানসে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে স্নানের ঘাটে বণিক্ নারায়ণ-

দাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভাস্কর নারায়ণদাসের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকাণ্ডের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, ঈশ্বরপ্রীতি ও তৎপ্রতি ভক্তি ব্যতিরেকে ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না। এই সকল কথায় নারায়ণদাসের ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় বিচলিত হইল; কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি পুনরপি ভাস্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বলিতেছ, স্বয়ং ঈশ্বর শঙ্কর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের উদ্ধার করিতেছেন, তবে তুমি সেই ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া জগন্নাথ চলিয়াছ কেন?" ভাস্কর উত্তর করিলেন—"ইহাও সেই ভগবানেরই মায়া।" যাহা হউক, অতঃপর নারায়ণদাস আর থাকিতে পারিলেন না;—

শঙ্করর কথা শুনি মনত হরিষে।
দেখিবাক লাগি খেদ করে অহর্নিশে॥ দ্বিজভূষণ।

আহম ও কাছারীদের উপদ্রবে শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তেরা উপর আসামে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বর্ত্তমান বড়পেটার সন্নিহিত পাট বাউসীতে চলিয়া যান। তৎকালে কোচ রাজাদিগের অভ্যুদয় হইতেছিল। ইঁহাদের সুশাসনে দেশ অনেকটা নিরুপদ্রব হইলে পর, শঙ্করদেব নির্ব্বিঘ্নে ভাগবতোক্ত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। নারায়ণদাস শঙ্করদেবের দর্শন-মানসে বরনগর (১) হইতে নৌকায় আসিতে লাগিলেন। বারাদির (২) সন্নিকটে আসিলে পর, তিনি দেখিলেন তিনখান নৌকা ভাটিয়া আসিতেছে। ঐ নৌকার আরোহীরা সুস্বরে শঙ্করদেবের ভণিতাযুক্ত গীত গাইয়া আসিতেছিল। ঐ গীত শুনিয়া নারায়ণদাস মুগ্ধ হইলেন। শঙ্করদেব কোথায় আছেন, জিজ্ঞাসা করিলে নৌকার আরোহীরা তাঁহাকে একটি উচ্চবৃক্ষ দেখাইয়া বলিল—

চুণপরা (৩) নামে বৃক্ষ প্রসিদ্ধ লোকত।
আছন্ত শঙ্কর বহি তাহার গোরত॥

নারায়ণদাস এক পুরা মুগকলাই শঙ্করদেবের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহার ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া শঙ্করদেব "নারায়ণ' স্মরণ করিলেন।

অত্যন্ত সুন্দর দেহা শঙ্করে দেখিলা।
বয়সতে অল্প দেখি শঙ্করে পুছিলা॥
কিবা নাম কহিয়োক শুনিবে আনন্দ।
কহিলন্ত পিতৃদত্ত নাম ভবানন্দ॥
শঙ্করে হরিষে পাছে বুলিলা বচন।
মঞি তোমাঠের নাম থৈলো নারায়ণ॥ দ্বিজভূষণ।

---

(১) ও (২) এই স্থানগুলি এখনও পূর্ব্ব নামেই পরিচিত।

(৩) এই স্থানে চুণপরা ভিটি আছে, ঐ স্থান ইষ্টকের দেওয়ালে বেষ্টিত। এই ভিটিতে প্রতি রাত্রিতে বাত্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

তদবধি বণিক্ ভবানন্দ ভক্ত নারায়ণদাস নামে অভিহিত হইলেন। শঙ্করদেবের সহিত ইঁহার দীর্ঘ কথোপকথন হইল। শঙ্করদেব স্বীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত ইঁহাকে কহিলেন; তাঁহার সমভিব্যাহারী সমস্ত ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে মাধব-সম্মিলন বর্ণনা করিলেন। মাধবদেব দুর্গাপূজার উদ্যোগ করিয়া পাঁঠা কিনিতে স্বীয় ভগ্নীপতি রামদাসকে প্রেরণ করেন। শঙ্করদেব উহা বারণ করিলে, মাধবদেবের সহিত তাঁহার ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়। তর্কে পরাজিত হইয়া মাধবদেব শ্রীকৃষ্ণে শরণ ও ভক্তিপথ গ্রহণ করেন। শঙ্করদেব এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তর কহিলেন। কথা শুনিতে শুনিতে নারায়ণদাসের প্রেম-ভক্তি উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল।

কত বা জন্মর মোর আছে মহাভাগ।
তোমার চরণ সেবিবাক পাইলো লাগ॥
করা আশীর্ব্বাদ বাপ মোক শুদ্ধমতি।
জন্মে জন্মে তোমার চরণে হোক মতি॥
এহি বুলি চরণত মাথা থাপিলন্ত।
মক মক করিয়া অশেষ কান্দিলন্ত॥ দ্বিজভূষণ।

তৎপরে নারায়ণদাস মাধবদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন। ইঁহারা উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক। ভক্তের সহিত ভক্তের সাক্ষাৎমাত্র পরস্পরের হৃদয় বিনিময় হইয়া গেল।

আগ বাঢ়ি গৈলা রঙ্গে আসনর উঠি।
দুইকো দুই আনন্দতে ধরিলা সাবটি॥
চকুর লোতক পরে দুইরো থরথরি।
কতোক্ষণ আছিলন্ত থাবতিয়া ধরি॥
নারায়ণে সাবটিয়া ধরিবে খোজন্ত।
হাতত ধরিয়া হাতে মাধবে নেদন্ত॥
মাধবে বোলন্ত বড় করাহা অন্যাই।
আমি যেন তুমি তেন আক নুযুয়াই॥
নারায়ণে হাত জোড়ে হরিবে নমিলা।
কমল আসনে গৈয়া দুই হন্তে বসিলা॥
দুই হস্তকো দুই হন্তে চাহন্তে ঘন ঘন।
দুইকো দুই দেখিয়া উৎসাহ করে মন॥ দ্বিজভূষণ।

ইহার পর শঙ্করদেবের আদেশে ইঁহারা পরস্পরকে 'সখি'-রূপে গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব চিনিবার উপায় কি? জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥" চৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্ত নারায়ণদাসের চরিত্রপ্রভাবে যে কতলোক শুদ্ধমতি হইয়া ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়াছেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার দীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। জয়ন্তীর মাধব, পরমানন্দ, শিমলীয়াবাসী শ্রীরাম, বলরাম, মুকুন্দ, গোপাল, মাধব, এই তিন ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেই নারায়ণদাস কর্ত্তৃক শঙ্করদেবের নিকট আনীত হইয়াছিলেন। পরমানন্দ এক বৃদ্ধার পুত্র। কীর্ত্তনে ইঁহার অনুরাগ উপস্থিত হইলে পর, ভক্ত নারায়ণদাস ইঁহাকে তিন কাহন কড়ির ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া সত্রে আনয়ন করেন। শিমলীয়ার শ্রীরামের সংসারে আর কেহই ছিল না। ঘরে ঘরে স্বেচ্ছায় কাজ কর্ম্ম করিয়া এই ব্যক্তি দিন কাটাইত। ইঁহার দিন বৃথা যাইতেছে দেখিয়া নারায়ণদাস ইঁহাকে বড়পেটায় আসিতে কহেন। কিন্তু এই ব্যক্তি কহিল, "এক গৃহস্থের ধান কাটিয়া দিতে প্রতিশ্রুত আছি, উহা না করিয়া কোথাও যাইতে পারি না।" ইঁহার সাধুতা দেখিয়া নারায়ণদাস ইঁহাকে সত্রে আনিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা ইঁহার চরিত্রের প্রভাব ইঁহার পুরোহিত চক্রপাণির সশিষ্য বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। ভক্ত নারায়ণদাস এই ব্রাহ্মণের একজন সঙ্গতিপন্ন শিষ্য। একটি পীড়িত পুত্রের চিকিৎসার ভার ইঁহার উপরে দিয়া চক্রপাণি পত্নী সহকারে শিশুকে ইঁহার গৃহে রাখিয়া যান। ভক্ত নারায়ণদাস আপন মনে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও অর্চ্চনাদি করিতেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার গৃহে থাকিয়া এই সকল দেখিতে দেখিতে নারায়ণদাসের ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন তাহার নিজ জীবন বৃথাবোধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আসিলে তিনি স্পষ্টতঃ বলিলেন—

"শূদ্রর মুখক আমি কথাক শুনিলো।
আমার ব্রাহ্মণজন্ম কিসক সাধিলো॥" দ্বিজভূষণ।

ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণবের চরিত্র প্রভাব এবং এই চরিত্রপ্রভাবেই ইহাদের ধর্ম্ম ইতর সাধারণের দ্বারা অনুকৃত ও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। চক্রপাণি প্রথমে পত্নীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন "দেখ বৈষ্ণব হইলে ৬০।৭০ ঘর যজমান ছাড়িতে হইবে, তখন খাইবে কি ?" ভগবান্ যাহার প্রাণ আকর্ষণ করিতেছেন, সে কি 'কি খাইব ?" এই ভাবনায় ভীত হয় ? যিনি জন্মের পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাঁহার সৃষ্ট জীব কি না খাইয়া মরিবে ? পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া চক্রপাণি শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। গোটা পঁচিশেক শ্লোক লিখিয়া লইয়া "আমি ইহাদিগকে দমন করিতেছি" এই বলিয়া চক্রপাণি শঙ্করদেবের সভা জয় করিতে চলিলেন। পথে ভক্ত নারায়ণদাস ও মাধবদেবকে ডাকিয়া লইতে আসিলেন। মাধবদেব ঐ শ্লোকগুলি দেখিয়া উহার নিম্নে আর একটি শ্লোক লিখিয়া দিলেন। উহা পাঠ করিয়া চক্রপাণি "বুঝিলাম" এই বলিয়া সশিষ্যে শঙ্করদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

এইরূপে ভক্তদিগের দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং ভক্তদিগের কীর্ত্তনানন্দে বড়পেটা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল—

কৃষ্ণগুণ গান করন্ত কীর্ত্তন
আনন্দর নাহি পার।
গাবয় বাবয় নটুয়া নাচয়
সঘনে হরি জোকার ॥
ভকতি মিলান্ত ভাবনা করন্ত
কৃষ্ণর গুণ চরিত্র।
তার মহাধ্বনি শুনি যিবা মানে
সবেয়ো হোয়ৈ পবিত্র ॥
প্রেমর ভরত কতোহো ভকত
ভূমিত পড়ি বাগড়ে।
কতো হাত তুলি হরি হরি বুলি
আনন্দ করয় বড়ে ॥ দৈত্যারি ঠাকুর।

লোকে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্ম ছাড়িয়া হরিনাম কীর্ত্তনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণদিগের পৌরহিত্য-ব্যবসায় মাটী হইল। তাহারা রাজা নরনারায়ণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের অভিযোগ এইরূপ—

"সমস্তে রাজ্যক নষ্ট করিল শঙ্কর।
শূদ্র হুয়া নমস্কার লয়ে ব্রাহ্মণর ॥
ব্রাহ্মণর স্ত্রীয়ো সেবা করে শঙ্করক।
ঘরে ঘরে দিয়া ফুরায়ক পাদোদক ॥
পিতৃর গৃহত পুত্রে নকরে ভোজন।
বলে নতুলস তই হরিত শরণ ॥
কৈবর্ত্ত কোলতা কোচ ব্রাহ্মণ সমস্ত।
এক লগে খাই দুধ চিড়া কল যত ॥
অন্ন রান্ধি জগন্নাথ প্রসাদ করয়।
ই গাঞে সি গাঞে তাক দিয়া ফুরায়য়।" দৈত্যারি ঠাকুর।

শঙ্করদেব সমস্ত দেবদেবীর পূজা বারণ করিয়াছেন শুনিয়া, রাজা নরনারায়ণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার রাজ্য নিঃশঙ্কর করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আর বলিলেন—

"চারি গরমলি যাই আন শঙ্করক।
অনাচার করি নষ্ট করিল রাজ্যক ॥
করিব বিচার এক নিষ্ঠ হুই যেবে।
ছাইবো দামা সত্যে শঙ্করের ছালে তেবে।" দৈত্যারি ঠাকুর।

গরমলিয়া শঙ্করদেবকে গৃহে না পাইয়া ভক্ত নারায়ণদাস ও গোকুলচাঁদকে ধরিয়া আনিল। শঙ্করদেবকে পাওয়া গেল না শুনিয়া রাজা অতিশয় রুষ্ট হইলেন ও ভক্তদ্বয়কে শঙ্করদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্করদেব কোথায় গিয়াছেন, উঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন রাজা ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শঙ্করদেব কি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণে এক শরণের কথা উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে শঙ্করের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তখন রাজা ইঁহাদিগকে দেবী-প্রতিমার সম্মুখে প্রণিপাত করিতে আদেশ করিলেন—

"বোলন্ত নৃপতি দুর্গাক নমিয়ো
তারা বোলে ন পারিবোঁ।
কৃষ্ণন্ত শরণ পশি আবে কেনে
আনক মাথা দণ্ডাইবোঁ॥" দৈত্যারি ঠাকুর।

শিখগুরু গোবিন্দসিংহ সম্রাট্ আরংজীবের সম্মুখে আনীত হইবার কালে একখানি কাগজে কিছু লিখিয়া কবচে পুরিয়া গলায় ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম কি?—বলিতে আদিষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন "অত কথায় কাজ কি, প্রাণ লইতে হয় লও, বিধর্ম্মীকে ধর্ম্মের কথা বলিতে পারি না। আমার যাহা বলিবার তাহা এই কবচে লিখা রহিল।" "সম্রাটের আদেশে গুরুর মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইলে ঐ কবচে কি লেখা আছে তাহা দেখিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিল। কবচ খুলিলে দেখা গেল, তাহাতে লেখা আছে, "শির দিয়া তব্‌ভি সার নাহি দিয়া!" এই যে ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা অম্লানবদনে শির দিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদের হৃদয়ের বল কোথা হইতে আসে? মূঢ় মানব হইয়া ভগবানের লীলা কি বুঝিব। ভক্তেরা যে ভগবানকে কি আনন্দের জন্য—কি সুখের জন্য সমস্ত তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অধিক ভালবাসেন, তাহা ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে?

কি সাহসে ভক্ত নারায়ণদাস ক্রোধান্ধ রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, রাজপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রণাম করিব না, এই কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে সমর্থ হইলেন? তাঁহার কি মৃত্যুভয় ছিল না? যে সকল অবিশ্বাসী আত্মসুখ লইয়াই ব্যস্ত, শুধু দেহের সুখই খুঁজিয়া বেড়ায় তাহাদেরই জীবনের মায়া অধিক।

ভক্তেরা সেই দিন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভক্তের নিকট কারাগার ও সুসজ্জিত অট্টালিকায় প্রভেদ কি? শঙ্করদেবকে বোধ হয় আর চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইব না, এই ভাবিয়া ইঁহারা কিঞ্চিৎ খেদযুক্ত হইলেন, আর মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন।

পর দিবস প্রহার আরম্ভ হইল। সে কিরূপ?

মারে দুই মাস কাঠা চেঙ্গি বাস
গড়কা আদি অধিক॥
বাঁশ গড়কাতে ভাঙ্গিলেক হাত
নারায়ণ ঠাকুররে।

গোকুল চান্দক পুরায়ে সতত
কাঠায়ে আঠার জোড়ে॥ দৈত্যারি ঠাকুর।

আর প্রহৃত হইয়া ভক্তদ্বয় কি করিতে লাগিলেন ?

রামনাম গান্ত কৌতুক করন্ত
কতোহোঁ গীত গাবন্ত।
প্রেম উপজয় গাব শিহরয়
কান্দন্ত কতো হাসন্ত॥
কতো বাগরন্ত উঠিয়া নাচন্ত
ফুরন্ত কতো লবড়ে।
অষ্টাদশ জোড় কঠা কাত করি
শোলকি আপুনি পড়ে॥ দৈত্যারি ঠাকুর।

এই ব্যাপার দেখিয়া লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হরিদাসের প্রহারের পরও প্রহারকদের ঠিক এইরূপ বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল—

"বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
মানুষের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে॥
মরেও না আর দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা সবাই ভাবে মনে॥" চৈতন্য ভাগবত।

ভক্ত নারায়ণ দাস ও গোকুলচাঁদের এত প্রহারেও কিছুই হইল না দেখিয়া, রাজা ও রাজ-পরিচারকদের ভয় জন্মিল। রাজা তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, ইহাদিগকে ভুটিয়াদের নিকট দিয়া আইস, যেন আর ইহারা এরাজ্যে আসিতে না পারে। ভুটিয়ারা ইহাদিগকে অতি সুন্দর দেহ দেখিয়া লইয়া চলিল।

ভক্তদ্বয় ভুটিয়াদের সহিত চলিয়াছেন, আর 'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতেছেন। কথিত আছে, পথে নানা অমঙ্গল ঘটিতে দেখিয়া ভুটিয়ারা ভয় পাইল এবং ভক্তদ্বয়কে 'দেব মানুষ' মনে করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। ইহারা নীচে নামিয়া আসিয়া রাজার লোকের নিকট ভক্তদ্বয়কে ফিরাইয়া দিয়া গেল।

রাজার অন্য আদেশের প্রতীক্ষায় দুইজন প্রহরী ইহাদিগকে এক বাজারে লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভক্তদ্বয় অবিশ্রাম হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন—

দুইর দুইতো অতি প্রীতি নামত একান্ত মতি
থাকে দুইয়ো হরিগুণ গাই।

অনেক দোকানিগণে বেরি আসি সেহি থানে
থাকে রঙ্গে দুই হস্তকো চাই ॥
কতোক্ষণ চাহি আছি মাথার নামায়া পাছি
যাত যিবা বস্তু আছে জানি ।
চাউল ডালি বাঙ্গন মৎস্য খরি তৈল লোণ
আগত পেহলাই দেই আনি ॥ দ্বিজভূষণ ।

ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রভাব এইরূপই। হরিদাস যখন বেনাপোলের জঙ্গলে থাকিতেন, তখন দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহার কুটিরের সম্মুখে প্রত্যহ স্তূপীকৃত খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া যাইত। রাখালবালকেরা হরিনাম করিত, আর হরিদাস ঐ দ্রব্যসম্ভার বিতরণ করিতেন। ইহা হইতেই বঙ্গীয় সমাজে 'হরির লুট' প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নারায়ণদাস ও গোকুলচাঁদ রাত্রিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতেন। প্রভাতে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া বসিতেন, আর চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে নানা খাদ্যদ্রব্য উপহার দিত।

এক দিবস রাত্রিতে নারায়ণদাসের পদশৃঙ্খল মুক্ত হইয়া পড়িল। তিনি ইচ্ছা করিলেই পলাইতে পারিতেন, কারণ প্রহরীরা তখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু তিনি কি করিলেন?

চেতনক পাই রাতি ডাকন্ত হরিক মাতি
উঠ উঠ হরি শীঘ্র করি।
আছিলোহো নিদ্রা যাই দেখিলো চেতন পাই
নিহল খসিল এক ভরি। দ্বিজভূষণ।

এই প্রহরীর নাম হরি। সে জাগিয়া উঠিয়া নারায়ণদাসের পায় আবার শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। সাধুতার একটা মাহাত্ম্য আছে, যাহাতে অসাধুরও অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। ভক্ত নারায়ণদাসের সাধুতা দেখিয়া হরি প্রহরীর নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সে ভাবিল, আমি এ কি করিতেছি? এইরূপ সাধু মহাপুরুষকে কষ্ট দিয়া অপরাধী হইতেছি মাত্র। কথিত আছে ঐ রাত্রিতেই হরি প্রহরী স্বপ্নে দেখিল, ভগবান্ চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত নারায়ণদাসকে অভয় দিতেছেন। পরদিবস সে ভক্তের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল এবং তাহার কি গতি হইবে এই বলিয়া পুনঃপুন রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে অন্য প্রহরীও তাহারই অনুসরণ করিল। তখন—

পূর্ব্ব স্বভাব সমস্তে এড়িয়া নিশ্চয় করিয়া মন।
শুন চিন্তামণি পুথি আগে হৈয়া কৃষ্ণ লৈলা শরণ ॥ দ্বিজভূষণ।

এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা আর ইঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। মৃতবোধে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হরিদাস সংজ্ঞালাভের পর তীরে উঠিয়া আসিলে কাজি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে দেশমধ্যে যথেচ্ছভ্রমণ ও হরিনাম কীর্ত্তন করিতে অনুমতি দিয়া আসেন। ভক্ত নারায়ণদাস রাজরোষ হইতে মুক্ত হইয়া আবার শঙ্করদেবের সহিত মিলিত হইলেন।

ইহার পর আর একটি কার্য্যে ভক্ত নারায়ণদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হেড়ম্ব-দেশের রাজা শঙ্করদেবের নিকট শরণ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইতে চারিজন দূত প্রেরণ করেন। শঙ্করদেব নিজে না গিয়া মাধবদেব ও ভক্তপ্রবর নারায়ণদাসকে প্রেরণ করেন। তিনি কেন ইহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই মুখে প্রকাশিত হইয়াছে—

শঙ্করে বুলিলা পাছে চাহি মাধবক।
শাস্ত্র চাহি বুঝাইবাহা পণ্ডিত সবাক॥
মূর্খক বুঝাইবা কথা কহি নারায়ণে।
বিলম্ব ন করি লড়ি যায়ো এতিক্ষণে॥ দ্বিজভূষণ।

ইঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পর, রাজা শরণ লইবার উদ্যোগ করিলেন। রাজগৃহে নরবলির জন্য নয়টি মানুষ বন্দী ছিল। ইঁহাদিগকে দেখিয়া ভক্ত নারায়ণদাস রাজাকে কহিলেন—

বোলন্ত পোছোহো কৈয়ো ইহার কারণ।
কি কার্য্যে করিছা বন্দী মনুষ্য নয় জন॥
রাজা বোলে বৈষ্ণব শুনিয়ো মোর বাক্।
আর সবে চাহিলেক আমাক মারিবাক্॥
এতেকে করিলো বন্দী কহিলো সম্প্রতি।
বধিবো পরাণে ন করিবো আন শাস্তি॥
হেন শুনি নারায়ণে বুলিলা বচন।
কৃষ্ণত শরণ লৈবে করিয়া যতন॥
শম দম দায়া ক্ষেমা আদি গুণ যত।
সমস্তে থাকিবে লাগে হরিভকতত॥
প্রাণিহিংসা করিবাক উচিত নোহয়।
ভূতদায়া করিবাক অবশ্যে লাগয়॥
মুখত কাপর দিয়া মাধবে হাসন্ত।
বিস্তর যুগতি নারায়ণে কহিলন্ত॥
শুনিয়া রাজার মনে আনন্দ মিলিল।
বন্দী চোরাই তেতিক্ষণে সবাকো মেলি দিল॥ দ্বিজভূষণ।

এইরূপে হেরম্বরাজ্যে বৈষ্ণবপ্রভাব অনুপ্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হইল।

'অমূল্যরত্ন' নামক পুথিতে আছে—

প্রহ্লাদে আসিয়া নারায়ণদাস ভৈলা।

অর্থাৎ শঙ্কর-অবতারে প্রহ্লাদ ভক্ত নারায়ণদাসরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। গৌরাঙ্গ-অবতারে হরিদাসও প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যথা :—

মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস পরশনে সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ॥" চৈতন্যভাগবত।

বস্তুতঃ হরিনামে ইঁহাদের নিষ্ঠার গভীরতা বুঝিতে হইলে, একমাত্র প্রহ্লাদ ব্যতীত ইঁহাদের আর উপমার স্থল কোথায়? ভক্ত হরিদাস ও ভক্ত নারায়ণদাস পৌরাণিক প্রহ্লাদের আদর্শ স্ব স্ব জীবনে অনুকৃত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের আবির্ভাবে ইঁহাদের জন্মভূমি পবিত্র হইয়াছে।

মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের যে বিশাল সাহিত্য আছে, তাহাতে ভক্ত নারায়ণদাসের ন্যায় অনেক আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা, শঙ্করমাধবই এদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যাহা কিছু প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে যেরূপ অনেক মহা মহা-বৈষ্ণব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শঙ্কর-অবতারেও অল্পবিস্তর তেমনই দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজভূষণের একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপন করিতেছি—

ধর্ম্মর তনয় ভবানন্দ অনুপাম।
মহাপুরুষে দিলা নারায়ণ নাম॥
জগত প্রসিদ্ধ মহামহন্ত ভৈলন্ত।
নারায়ণে সমস্ত কুলক তারিলন্ত॥

শ্রীউমেশচন্দ্র দে

কাশীরামের জন্মস্থান *

কএক বৎসর হইল, কাঁটোয়ার কএকজন সাহিত্যানুরাগী মহাত্মার চেষ্টায় বাঙ্গালার স্বনামধন্য কবি কাশীরামের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন চলিতেছে। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌ও তাঁহাদের সহিত একযোগে কবিবরের স্মৃতিরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন এবং বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহদাতা মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতিরক্ষা-সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতি স্থির করিয়াছেন, স্বর্গীয় কবিবর কাশীরাম দাসের জন্মস্থানেই তাঁহার স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অল্পদিন হইল, কবিবরের জন্মস্থান লইয়া অধিবাসিবৃন্দের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। একপক্ষ বলিতেছেন, কাঁটোয়া মহকুমার অধীন ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিদ্ধান্তবাটী বা "সিদ্ধি" নামক গ্রামে কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। অপরপক্ষ নির্দ্দেশ করিতেছেন, উক্ত গ্রামের কিছুদূরে "সিঙ্গি" নামক যে গ্রাম আছে, তথায় কবির জন্মস্থান এবং তথায় কবির স্মৃতি-নিদর্শন "কেশো পুকুর" ও 'কাশীর ভিটা'। বর্ত্তমান উভয়পক্ষই স্ব স্ব মত সমর্থন জন্য সাহিত্যপরিষদের সমক্ষে কতকগুলি কাগজ দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষই যে সকল যুক্তি ও প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সহজেই উপেক্ষার বিষয় নহে।

এরূপ মতভেদ যে অল্পদিন হইল হইয়াছে, তাহা নহে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয়-যন্ত্রে যে মহাভারত মুদ্রিত হয়, তাহাতেও আদিপর্ব্বের উপসংহারে কবির পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে। প্রিয়ঙ্কর দাস-পুত্র সুধাকর নামে॥

এখানেও আমরা সিদ্ধিগ্রামের নাম পাইতেছি। আবার উক্ত সংস্করণের স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষে মুদ্রিত হইয়াছে—

"শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিন্ধুগ্রাম। প্রিয়াকর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥'

এখানে আবার "সিদ্ধি' স্থানে "সিন্ধু" নাম দেখিতেছি।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে ১০৮০ সন হইতে ১১৬৪ সনের মধ্যে লিখিত কাশীরাম দাসের পাঁচ গ্রন্থ মহাভারত আছে। ঐ সকল প্রাচীন পুথির পাঠ আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীনতম পুথিগুলির মধ্যে "সিঙ্গি" এবং অপ্রাচীন পুথিগুলির কোন কোন খানির মধ্যে "সিদ্ধি" পাঠ রহিয়াছে।

সুতরাং কাশীরামের জন্মস্থানের নাম লইয়া কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই গোলযোগ চলিতেছে।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২য় মাসিক অধিবেশনে (৩০।৬।১৯) পঠিত হয়।

এই সকল গোলযোগ ও মতভেদের সামঞ্জস্য করিয়া কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় করিবার জন্য স্মৃতিসমিতির সভাপতি মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তদন্ত করিয়া আমার মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য গত পৌষ মাসে আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমার নানা অসুবিধা ও শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন যথাসময়ে ইন্দ্রাণী পরগণায় উপস্থিত হইয়া তদন্ত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু যথাস্থানে উপস্থিত না হইয়াও এমন একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যে জন্য আমি আজ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছি।

আমাদের জাতীয় কবি কাশীরামের বিরাটপর্ব্বের একখানি সুপ্রাচীন পুথির শেষে পাইয়াছি—

"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়। বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥"

১৫২৬ শকে তাঁহার বিরাটপর্ব্ব সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন ১৮৩৪ শক চলিতেছে। এরূপ স্থলে এখন হইতে ৩০৮ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিরাটপর্ব্বের রচনাকাল পাইতেছি।

কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর দাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "জগৎমঙ্গল"-কাব্যে পূর্ব্ব-পুরুষগণের পরিচয় ও নিজগ্রন্থরচনার যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা কাশীরাম দাসকে ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

"জগৎমঙ্গল" হইতে আমরা সেই প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি—

"ভাগীরথীতীরে বটে ইন্দ্রায়নী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদ তলে। নিবাস আমার সেই চরণ-কমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি। দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি॥
দুবরাজ সুবরাজ তাহার নন্দন। দুবরাজ পুত্র হইল মিলএ যতন॥
তাহার তনয় হয় নাম ধনঞ্জয়। তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়॥
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি। রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥
প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর। চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব। অনু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব॥
সুধাকর-নন্দন এ তিন প্রকার। ভূমীন্দ্র কমলাকান্ত এ তিন কুমার॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর। রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে। রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারতপুরাণে॥
জগত-মঙ্গল-কথা করিলা প্রকাশ। তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস॥
নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥
স্কন্দ পুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র। কত ব্রহ্মপুরাণের প্রভুর চরিত্র॥
না বুঝয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে। তেকারণে রচিলাম পাঁচালির মতে॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব পঞ্চ (?) জন। ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ॥
সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে (১৫৬৭ শক)। সহস্র পঞ্চাশ সন (১০৫০) লেখ লেখা মতে॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাশীরাম ১৫২৬ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর ১৫৬৭ শকে বিদ্যমান ছিলেন। নিতান্ত বিস্ময়ের কথা এই, তিনশত বর্ষ যাইতে না যাইতে কবি কাশীরামের বাসস্থান লইয়া লোকের সন্দেহ উপস্থিত! একদিন হেলেনার অন্ধকবি হোমরের জন্মস্থান লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ কবি বলিয়াছিলেন—

"Seven wealthy citios claim for Homar dead,
Through which the living Homar begged his bread."

তবে হোমর সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ তিনি খৃষ্ট জন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কাশীরামের জন্মস্থান সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ হওয়া নিতান্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে কাশীরামী মহাভারতের যে সকল সুপ্রাচীন হস্তলিপি আছে, তন্মধ্যে "সিঙ্গি" পাঠ পাইয়াছি। গদাধর দাসের 'জগৎমঙ্গল' হইতে যে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলাম, তাহাতেও 'সিঙ্গি' গ্রাম পাইতেছি, এ ছাড়া উক্ত জগৎমঙ্গল গ্রন্থের ৪।৫ খানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি দেখিয়াছি, তাহাতেও 'সিঙ্গি' পাঠ আছে। বিশেষতঃ অল্পদিন হইল, বিষ্ণুপুর হইতে আমরা একখানি কাশীরামী আদিপর্ব্ব সংগ্রহ করিয়াছি। সাহিত্যপরিষৎ এই পুথি খানি খরিদ করিয়াছেন, এই প্রাচীন পুথিখানির সর্ব্বশেষে কবির আত্মপরিচয় ও পুথি নকলের সন তারিখ ঠিক এইরূপ লিখিত আছে—

'ইন্দ্রাণি নামেতে দেশ পুর্ব্বাপর স্থিতি। দাদস তির্থেতে জথা দেবি ভাগিরথি॥
কায়েস্থ কুলেতে জন্ম বাস সিংহগ্রামে। প্রয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নামে॥
তস্য সুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
এই নিবেদন সাধু জনের চরণে। হইব নির্ম্মল জ্ঞান এক মনে সুনে॥
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিন্ধু ব্রত। এত দূরে আদিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥
সকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে। রুক্মিনি নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥

নিজ সক ১৬৮৬।১১।৭ মল্লমহিমহেন্দ্র মল্লাবনিনাথ শ্রীশ্রীরাধা দামোদর সিংহদেব অনুগ্রহ-প্রতাপালয়॥ সন ১০৭০ সাল * তাং ৭ ফাল্গুন রোজ শুক্রবার॥ লিখিতং শ্রীরামজয় মিত্র মজুমদার॥ সাং চক্রদহ মোঃ নিজগ্রাম॥ জথা দৃষ্টং ইত্যাদি॥

পুথিখানির লেখক বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী চক্রদহগ্রামনিবাসী রামজয় মিত্র মজুমদার। পুথিখানি মল্লভূমিপতি রাধা দামোদর সিংহের সময়ে ১১৭০ সনে বা ১৬৮৬ শকাব্দে লিখিত হয়। সাধারণতঃ বিষ্ণুপুর হইতে যে সকল প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, অপর স্থানের প্রাচীন

---

* সনের আদ্য দুই অক্ষর কিছু অস্পষ্ট, এই পুথির অপর স্থানে যেরূপ "১" ও "০" আছে, এখানে ঠিক সেরূপ অক্ষর নাই। ইহাতে মনে হয় পূর্ব্বে "১১" ছিল। ১১৭০ সন ধরিলে শকাব্দার অঙ্কের সহিত ঠিক মিল হয়।

পুথি অপেক্ষা তাহাদের প্রামাণিকতা বেশী, এরূপ সাধারণের বিশ্বাস। যাহা হউক, এই প্রাচীন পুথিখানিতে আমরা কাশীরামের জন্মস্থানের নাম অতি সুস্পষ্টভাবে "সিংহগ্রাম" পাইতেছি। "সিংহ" শব্দ চলিত বাঙ্গালায় 'সিঙ্গি" উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা উপস্থিত সকলেই জানেন। এখনও সাধারণে স্বর্গীয় কালীসিংহের স্থানে "কালীসিঙ্গি" বলিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের এই আলোচ্য পুথির প্রকৃত পাঠ হইতে আমাদের মতভেদ ও সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে। কাশীরামের জন্মস্থান সাধুভাষায় সিংহ এবং চলিত কথায় 'সিঙ্গি" নামেই পরিচিত ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা হস্তলিপি যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কিছুকাল পূর্ব্বে 'ঙ্গ' 'ন্ধ' এক প্রকারেই লিখিত হইত, এক প্রকার লেখনরূপ বলিয়াই পরবর্ত্তী নকলকারীদের মধ্যে কাহারও কাহারও হস্তে "সিঙ্গি" "সিন্ধি"-রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পরে তাহাই আবার মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে মুদ্রিত কাশীরাম হইতে যে 'সিন্ধুগ্রাম' পাঠ শুনাইলাম, তাহাও 'সিংহগ্রাম' শব্দের বিকৃতরূপ। সুতরাং 'সিঙ্গি' নামক গ্রামই যে কবিবর কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

রামজয় মিত্রের লিখিত এই পুথিখানি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছে বলিয়াই অদ্যকার সভায় এই পুথিখানি দেখাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

সত্যপীরের পাঁচালী

হিন্দুসমাজ চিরকাল মিলনের পক্ষপাতী। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে কোন সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে; জানিতে পারা যায় যে, আর্য্য হিন্দুগণ ভারতবর্ষে আগমনের সময় হইতে সকলকেই আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যখন মুসলমানগণ আসিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন, তখন যদিও হিন্দুগণ অন্তর্বিপ্লবে হীনবল ও নীতিভ্রষ্ট, তথাপি তাঁহাদের স্বাভাবিক ব্যবস্থা-স্থাপনের প্রতিভা হইতে একবারে বঞ্চিত হন নাই। সেই অধঃপতনের সময়েও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, গুরু নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংস্থাপক বা ধর্ম্মসংস্কারকগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ে সাদরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণকে গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মহামিলনের সূত্রপাত করিলেন। সমাজ-হিতৈষী বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের এইরূপ এক চেষ্টায় স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডোক্ত সত্যনারায়ণের পূজা ক্রমশঃ সত্যপীরের পূজার আকারে হিন্দুসমাজে নবভাবে স্থান প্রাপ্ত হইল; যথা,—

"ফকির বলেন দ্বিজ যাহ নিজপুর।
আমারে পূজিলে তব দুঃখ যাবে দূর॥
দ্বিজ বলে নিত্য পূজি শিলা নারায়ণ।
তাহা ভিন্ন না করিব যবন আচরণ॥
ফকির কহেন হাসি শুন দ্বিজবর।
পুরাণে কোরানে কিছু নহে মতান্তর॥
যেই রাম সেই সে রহিম এক হয়।
ত্রিভুবনে নাহি দুই জানিবা নিশ্চয়॥
বলিতে বলিতে কথা অখিলের নাথ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হইলা চারি হাথ॥"

(শঙ্করাচার্য্যকৃত সত্যপীরের পাঁচালী)

এই সত্যপীরের সির্ণির ব্যবস্থা আর কিছুই নহে, একটী প্রকৃত সাহ্ধ্য-সম্মিলন মাত্র। পূর্ব্বকালে এই পূজা-পদ্ধতি-অবলম্বিত সান্ধ্য-সম্মিলনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইত। এখনও অনেক পল্লীগ্রামেই এইরূপ হইয়া থাকে। দেহুড়-দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয় হইতে আমরা সাহিত্য পরিষৎ পুস্তকালয়ের জন্য প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া, এক বর্দ্ধমান জেলাতেই প্রায় বিংশতিজন অপরিচিতনামা কবি-রচিত সত্যপীরের পাঁচালীর সন্ধান পাইয়াছি। এই সকল সত্যপীরের পাঁচালী-রচয়িতা কবিগণ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবার অযোগ্য নহেন। নিম্নে বর্দ্ধমান জেলায় প্রচলিত সত্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে কএক খানি অপ্রকাশিত পাঁচালীর সামান্য পরিচয় অদ্য প্রদান করিলাম।

১। গুণনিধি চক্রবর্ত্তী শ্রীকবি পণ্ডিত

গুণনিধি চক্রবর্ত্তী কোন্ সময়ে, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। অনেকে বলেন, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বর্দ্ধমান জেলার পাটুলী-নারায়ণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি যে, বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ (১) তাঁহার রচিত "সত্যপীরের পাঁচালী"তে বর্দ্ধমান জেলায় প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। যথা :—

(ক) "কাশীপুর নগরে নিবাস বাড়ী ঘর।
একজন ব্রাহ্মণ দরিদ্র দামোদর॥
ব্রাহ্মণীর হাতে নাই পিতলের থারু *।
জল-পাত্র কেবলমাত্র পুরাণ গোছের* গারু॥
বেড়ার কুঁড়িয়া ঘর খড় নাই চালে।
পর ঘর নিবাস বরিষা বৃষ্টি কালে॥
কাঁড়ি নড়ে বাতাসে দুয়ারে নাই টাটী।*
ওরণ পারণ * মাত্র খেজুরের চাটী *॥

(খ) "আস্ত ব্যস্ত * ভূমে থুয়ে * কনক পাচনী।
বাহু ধরি কোলে করি তুলিলা আপনি॥"*

(২) তাঁহার রচিত পাঁচালীতে যে সকল স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় পাটুলীর নিকটস্থিত দুই একটী স্থানের নাম আছে। যথা :—

"উত্তরিল সদাগর কাশীপুর ঘাটে।
বাদ্য ভাণ্ড জয়ধ্বনি নগর গোলাহাটে॥"†

গুণনিধি চক্রবর্ত্তী তাঁহার কবিত্বের জন্য "শ্রীকবি পণ্ডিত" উপাধি পাইয়াছিলেন; যথা,—

"বিরচিল শ্রীকবি পণ্ডিত গুণনিধি।"

কবির রচনা বেশ প্রাঞ্জল। আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত সত্যপীরের পাঁচালীর প্রারম্ভ হইতে কএকছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা,—

থারু—কঙ্কণের ন্যায় স্ত্রীলোকের একপ্রকার হস্তাভরণ। গোছের—ধরণের।

টাটী—তালপত্রদ্বারা নির্ম্মিত ঝাঁপ বা পর্দ্দা। চাটী—মাদুর।

ওরণ-পারণ—নাড়া চাড়া অথবা গায়ে দেওয়া ও বিছান।

আস্তব্যস্ত—অতি ব্যগ্রভাবে। থুয়ে—রাখিয়া।

† কাশীপুর ও গোলাঘাট নামক স্থানদ্বয় এখন পর্য্যন্ত পাটুলী-নারায়ণপুরের নিকট গঙ্গাতটে বিদ্যমান রহিয়াছে।

"অসত্য গো-ধরা শুনি বন্দ দেব-শিরোমণি,
সত্যপীর পতিতপাবন।
সুরাসুর তপোধন, শঙ্কর চতুরানন
সেব্যবান শার্দ্দূল-বাহন ॥
বিরাজিত মনোহর, জিনিয়া কুসুম-শর,
তনুবর সুন্দর নবীন।
সোনার খরম পায়, বাঘের চামড়া গায়
পরিধান কেবল কৌপীন ॥
সত্যবান সত্যপীর, দয়াময় ধর্ম্মধীর,
অবধূত-বেশে অবতীর্ণ।
চরণে যে করে নতি, সুখে সেই মহামতি,
কলি-কালকূট করে জীর্ণ ॥"

২। রামভদ্র

রামভদ্রের রচনা দেখিয়া তাঁহাকে গুণনিধি চক্রবর্ত্তীর সমসাময়িক বলিয়াই বোধ হয়। অনুসন্ধানে কবির কোন বিবরণ পাই নাই। নিম্নে তাঁহার রচনার নমুনা একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা,—

(ক) ভূমিকে করিয়া নতি, বন্দ দেব-গণপতি,
বিঘ্ন-নাশ শিবের নন্দন।
দ্বিতীয়ে বন্দিব রবি, জবাপুষ্পজিনি ছবি,
একচক্র রথে আরোহণ।
বন্দ দেব নারায়ণ, খগপতি আরোহণ,
শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী।
চতুর্থে বন্দিব হর, ভস্ম-ভূষা দিগম্বর,
ভালে ইন্দু শীরে সুরেশ্বরী ॥"

(খ) বাজে কত শঙ্খ জোড়া, মৃদঙ্গ মাদল কাড়া,
শিঙ্গা ভেরী ডম্পক ঝাঁঝরী।
টমক ধমক বীণা, সুস্বর সানাই নানা.
গান করে মঙ্গল গুঞ্জরী ॥
ভাজিয়া সহস্র বর্ণ মিষ্টান্ন করিয়া পূর্ণ,
সত্যপীর পূজে সন্ধ্যাকালে।

জিলাপী মিঠাই ফেণী, মিছরী নবাত চিনি,
কদ্দু মোণ্ডা নাড়ু গঙ্গা জলে ॥
কদমা বঁদিয়া পেরা, নারিকেল জোড়া জোড়া,
আম্র রম্ভা সুস্বাদু পনসে।
সর্ব্ব দ্রব্য সওয়া ভাগে, আটা দুগ্ধ চিনি আগে,
তাম্বুল প্রদান অবশেষে ॥”

৩। দ্বিজ গিরিধর

জেলা বর্দ্ধমান, মন্তেশ্বর থানার অধীন ভাকুহা গ্রামে আনুমানিক ১০৩০ সালে গিরিধর জন্মগ্রহণ করেন। এই কবির রচিত ‘সত্যপীরের পাঁচালী’র রচনার সন একখানি (১১৯০ সালের নকল) পুঁথিতে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ ১০৭০ সালে বিরচিত। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে কবি স্বয়ং নিম্নলিখিত প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

“পিতা মাতা বন্দ শিক্ষাগুরুর চরণে।
বাস করি ভাকুহা সাহাবাদ পরগণে ॥
পীরের পীরিতে হরি বল সর্ব্বজনে।
পূর্ব্ব-কথা অনুক্রমে দ্বিজ গিরি ভণে ॥”

রচনার নমুনা ; যথা,—

“প্রবন্ধ করিয়া পীর দ্বিজে কয় বাৎ।
তেঁই বড়া দাতা কুছ্ করত খয়রাৎ ॥
তিন রোজ্‌কা ভুখা মেই খেলাও কুস্ মুঝে।
হাম বহুৎ দোয়া করেঙ্গে শুন দাতা তুঝে ॥
দুনিয়াকা বিচ্‌মে কৈ দাতা হায় নাই ॥
ইহা খাতির হোগা তেরা শুনহ গোসাঁই ॥
বিপ্র বলে বিধি বুঝি মোরে বিড়ম্বিল।
শেষকালে মোর ধর্ম্ম সব মজাইল ॥
মাগিলে না মেলে মুষ্টি মনস্তাপে মরি।
কি খেলা কৃষ্ণের ইহা বুঝিতে না পারি ॥

৪। দ্বিজ শিবচরণ

দ্বিজ শিবচরণ বর্দ্ধমানজেলা-নিবাসী একজন “সত্যপীরের পাঁচালী”-রচয়িতা প্রাচীন কবি। নিম্নে তাঁহার রচনার একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ; যথা,—

(ক) “গৌর নগর অতি মনোহর,
কি কহিব তার শোভা।

স্ফটিকের ঘর, অতি চমৎকার
রবিশশী জিনি আভা ॥
বিপ্র একজন, ধর্ম্মপরায়ণ
ভিক্ষা বিনা নাহি গতি।
তাঁহার ব্রাহ্মণী পরমা কামিনী
অতি পতিব্রতা সতী ॥
ভিক্ষা অনুসারে ভ্রমেন নগরে
করি হরি গুণ গান।
নাহিক পুণ্যের লেখা, পথে আসি দিলা দেখা,
সত্যপীর ভগবান ॥"

(খ) "সওয়াসের দুগ্ধ আর সওয়াসের আটা।
সওয়াসের গুড় সহ কর গিয়ে ঘাঁটা ॥
সওয়া গণ্ডা গুবাক আর সওয়া বিড়া পান।
সংক্ষেপে কহিনু এই সিনির বিধান ॥
সত্যপীর শ্রীচরণে করিয়া অঞ্জলি।
শিবচরণ দ্বিজ ভণে পীরের পাঁচালী ॥"

৫। কবি কৃষ্ণকান্ত

কৃষ্ণকান্ত-রচিত "সত্যপীরের পাঁচালী" বর্দ্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্ত্তী ধাত্রী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট পাইয়াছি। কবির কোন বিবরণ পাই নাই।

রচনার নমুনা,—

(ক) "নন্দন নগরে নন্দদুলাল ঠাকুর।
অন্ন অন্বেষণে তার অটল প্রচুর ॥
কেহ দেয় না দেয় কেহ বা কটু কয়।
কেহ বলে নিত্য আইস লজ্জা নাহি হয় ॥
কেহ বলে তোমারতো নাহি ধারি ধার।
কেন নিত্য আসি কর ধারের উদ্ধার ॥
কেহ বলে ফিরে যাও অবসর নাই।
কেহ বলে আজি মোর ভিক্ষা দিতে নাই ॥
এইরূপে কোন স্থানে ভিক্ষা না পাইয়া।
বসিলেন বৃক্ষমূলে বিষণ্ণ হইয়া ॥

কোথা কৃষ্ণ বলি বিপ্র করয় রোদন।
ফকিরের বেশে কৃষ্ণ দেন দরশন॥"

(খ) "বহু ধন পাই বিপ্র পীরেরে পুজিল।
সকল সম্পদ হৈলা দুঃখ দূরে গেল॥
সৌধময় পুরী হৈল দাসদাসীগণ।
নিত্য নিত্য দ্বিজ করে দান বিতরণ॥
কৃষ্ণকান্ত কহে কৃপা ব্রাহ্মণে যেমন।
কর না করুণা কেন আমারে তেমন॥"

৬। দ্বিজ মৌজিরাম ঘোষাল

জেলাবর্দ্ধমান পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন পাটুলীর নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুরনামক পল্লীতে মৌজিরাম ঘোষাল জন্মগ্রহণ করেন ; যথা,—

"নারায়ণপুরে ধাম কবিরাম মৌজিরাম,
জাতিতে ঘোষাল ব্রাহ্মণ।

কবি কোন্ সময়ের লোক স্থির করিতে পারা যায় না। বর্দ্ধমান জেলায় অনেক স্থানে মৌজিরাম রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রচলিত আছে।

রচনার নমুনা,—

প্রণমহ গণপতি বিঘ্ন-বিনাশন।
গরুড়ে গোবিন্দ বন্দ বৃষে পঞ্চানন॥
বিমানেতে বন্দিলাম দেব দিবাকর।
হংসে চতুর্ম্মুখ বন্দ গজে পুরন্দর॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গৌরী বন্দ সাবধানে।
একত্রে বন্দনা করি সর্ব্বমুনির চরণে॥
অতঃপর শুন সভে করি নিবেদন।
কলিযুগে অবতীর্ণ সত্য নারায়ণ॥

* * * *

গদাপদ্ম বনমালা অতি মনোহারী।
শিখিপুচ্ছশোভে শিরে মোহন মাধুরী॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে নব ঘনঘটা।
চমকে চপলা যেন শ্রীঅঙ্গের ছটা॥
দেখি দ্বিজবর পরে মূর্চ্ছিত হইয়া।
দয়াল গোবিন্দ তুলে করেতে ধরিয়া॥

* * * *

দ্বিজ মৌজিরাম কয় এবড় অজ্ঞান।
সত্যপীর না পূজিয়া বাণিজ্যে পয়ান॥

৭। কবি কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম

জেলা বর্দ্ধমান, থানা মন্তেশ্বরের অন্তর্গত নাশী গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে কাশীনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম বৈদ্যনাথ বিদ্যালঙ্কার। কাশীনাথ বাল্যকালে পিতার নিকট সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। তৎপরে নবদ্বীপে পাঠ সমাধা করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী ছাড়া তিনি বাঙ্‌লা ভাষায় অনেক গীত ও দেব-দেবীর স্তোত্র রচনা করিয়া ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত নাশী গ্রামে তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

কবি ১৭৪০ শকে এই "সত্যপীরের পাঁচালী" রচনা করিয়াছিলেন।

"অন্তরীক্ষ বেদ, অব্ধি নিশাকর, শকের গণনা করি।
পাঁচালি বিধান, হৈল সমাধান, সবে বল হরি হরি॥"

কবি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার রচনায় অনেক সংস্কৃত শব্দ দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচনায় অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি। নিম্নে দুই এক স্থলের রচনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা,—

(ক) "বিবিধ বিধানে বিষ্ণু বানাইল বেশ।
বিবরণ বিধানেতে বলিব বিশেষ॥
বারিবপুসম্ভবা বসিল বাম পাশে।
বিরাজে দক্ষিণে বাণী বীণা বাহুদেশে॥
চতুর্ভুজ চক্রপাণি চঞ্চল লোচন।
চরণ-নখর-চন্দ্র চকোরের ধন॥
চরাচরপতি চারু চরণ-কমলে।
চতুর্ব্বেদ চমকিত চতুর্ব্বর্গ-ফলে॥
চকিতে চতুরানন চামর ঢুলায়।
চন্দ্রচূড় চপল চরণ পানে চায়॥
চন্দনে চর্চ্চিত করি চাঁমেলি ও চাঁপা।
চারু চিত্তে চরণে চড়ায় * মহাতপা॥
চাঁচর চিকুর লোটে চরণ-সরোজে।
মধু-লোভে মত্ত মধুকর মন মজে॥

---

* চড়ায়—প্রদান করে।

মনোরমা মল্লিকা-মালতী-মালা গলে।
মিলিল মাণিক্য মণি মস্তক-মণ্ডলে॥
মরকত মণিময় মুকুটের আভা।
মন্দ মন্দ মাণিক্য মিশ্রিত মনোলোভা॥
মনোহর মোহন মধুর কলেবর।
দেখি মহীমণ্ডলে মূর্চ্ছিত দ্বিজবর॥
সদয়ে সত্বর প্রভু সে সময়ে।
ধরিল ধরণীধর ধরা থেকে তারে॥
শঙ্কাপেয়ে সদানন্দ সম্ভ্রমে উঠিল।
সন্ন্যাসী সমান শৌরী সেস্থানে দেখিল॥
সিন্ধু-সুতা সারদা শঙ্কর সেথা নাই।
সম্মুখে সুস্থির সেই সন্ন্যাসী গোসাঁই॥
পুলকে পূরিত বপু পরিচয় পেয়ে।
নিরন্তর পয়ে নীর নয়ন বহিয়ে॥
পতিতপাবন প্রভু দেব চক্রপাণি।
প্রাকৃত পুরুষে পার করহ আপনি॥"

(খ) "রত্নপুর হইতে শঙ্খপতিরে আনিল।
শুভদিন দেখি সাধু কন্যা সমর্পিল॥
আত্মজাকে অনেক অর্পিল অলঙ্কার।
শিরে শোভে স্বর্ণ গিঁথি সকলের সার॥
শ্রুতিযুগে সুন্দরীর শোভে স্বর্ণ-চাঁপা।
শিরোরুহে শোভা করে সুবর্ণের ঝাঁপা॥
গৌর গলে গাঁথি দিল গজমতি হার।
কোমলাঙ্গে কঠিন আপনি কুচ ভার॥
মেলে তথা মণি-মুক্তা-মাণিক্যের মালা।
প্রকাশে তাহার কোলে পৈঁপুলিয়া পলা॥
নাসিকাতে শোভে নথ, নিকটে বেসর।
আভাতে উজ্জ্বল করে অপূর্ব্ব অধর॥
করে শোভে কাঞ্চনের কেয়ূর কঙ্কন।
পবিত্র পুঁইছা তথা শোভিছে কেমন॥
গাঙ্গেয় গঠনা চুড়ি, গজা সাজে পাশে।
বহু মূল্য বাজুবন্দ বাঁধে বাহুদেশে॥

কটিতে কাঞ্চন কাঞ্চি কণক-কিঙ্কিণী।
ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু সদা করে ধ্বনি॥
অঙ্ঘ্রি যুগে আট-বাঁকি অপূর্ব্ব অর্পিল।
খেঁড়ো-পাতা নূপুর ঘুঁঘুর তথা দিল॥*
চারু-চক্ষে চন্দ্রমুখী চাহে যার পানে।
মূর্চ্ছাগত হয় সেই মদন মার্গনে॥
মনোরমা মূর্ত্তি দেখি মজে মুনি-মন।
কলাবতী কটাক্ষে না কাঁপে কোন্ জন॥
যদি যোগি জন তারে দেখিবারে পায়।
যোগ যাগ যজ্ঞ ছাড়ি পদেতে লুটায়॥
স্বামী-সন্নিধানে শোভে শচীর সমান।
ভাল পুষ্পে ভ্রমর মিলায় ভগবান॥

* * * *

পরম পীরিতি পাইল পুরবাসিগণ।
কিন্তু সাধু না স্মরিল সত্যনারায়ণ॥
কহে দ্বিজ কাশীনাথ করপুট করি।
পার কর প্রভু মোরে ভব পারাবারি॥

* * * *

বিবিধ বিধানে বেগে বাণিজ্যে চলিল।
ত্বরা করি তের তরী তখন খুলিল॥
তারা সম তরণী তত্তর ক্ষরে যায়।
পুলোমজাপতি ভয়ে পর্ব্বত লুকায়॥
কতদিনে কেদার মাণিক্যপুর পাইল।
দেখিয়া উত্তম স্থান তরণী বাঁধিল॥

বাঙ্‌লা দেশের বিভিন্ন জেলা-নিবাসী সাহিত্য-সেবকগণের নিকট উপসংহারে এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন একটু চেষ্টা করিয়া স্ব স্ব জেলায় প্রচলিত "সত্যপীরের পাঁচালী" সংগ্রহ পূর্ব্বক "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" সংক্ষেপে আলোচনা করেন। এইরূপ সমবেত চেষ্টার ফলে, কালে বঙ্গসাহিত্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস সঙ্কলনের সাহায্য

* এই বর্ণনা হইতে আমরা প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গদেশের ধনশালী গৃহস্থ-রমণীগণের ব্যবহার্য্য অলঙ্কারের একটী তালিকা প্রাপ্ত হইলাম।

হইবে, বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আরও ভবিষ্যতে, বর্দ্ধমান জেলায় প্রচলিত অন্যান্য কবি বিরচিত অপ্রকাশিত "সত্যপীরের-পাঁচালী"র আলোচনা করিতে ইচ্ছুক রহিলাম।*

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন।

* দ্রষ্টব্য—এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলিতে অধিকাংশ শব্দে "ড়"-কার স্থানে "র"-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের কবির লিখিত গ্রন্থে বর্দ্ধমানের উচ্চারণ-সুলভ শব্দসাদৃশ্য রক্ষার্থ তাহার পরিবর্ত্তন করা হইল না; যেমন—খার (খাড়), গার (গাড়), গৌর (গৌড়), ইত্যাদি।—সাং পং পং সং।

কবি কালিদাসের মনসামঙ্গল

আনুমানিক ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কাণা হরি দত্ত নামক জনৈক কবি "মনসা-মঙ্গল" নামে এক খানি কাব্য রচনা করেন। ইঁহার পর প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কবি বিজয় গুপ্ত মনসার ভাসান গান রচনা করেন। তৎপরে ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস, দ্বিজ বংশী দাস, গোলকুনাথ, কালিদাস, প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবিই মনসার ভাসান গান রচনা করিয়া এক সময়ে বঙ্গীয় জনসাধারণকে এরূপ মোহিত করিয়াছিলেন যে, এ দেশের প্রত্যেক জেলার লোকই মনসার ভাসান গানের নায়ক চাঁদসদাগরের বাসভূমি নিজ নিজ জেলার মধ্যবর্ত্তী কল্পনা করিয়া সুখানুভব করিত।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র কবি কালিদাস এবং তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত "মনসা-মঙ্গল" সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

কবি কালিদাস আনুমানিক ১৫৯০ শক বা ১০৭৫ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান কোথায় ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে এই "মনসামঙ্গল" কাব্যে যে সকল গ্রাম্য কথা দেখা যায়, সে গুলি বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলাতেই বিশেষরূপে প্রচলিত। কাব্যে সে সকল স্থানের নাম আছে, সেগুলি অধিকাংশই বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলাতেই অবস্থিত, সুতরাং অনুমান হয় যে, কবির জন্মস্থান বর্দ্ধমান ও বীরভূমজেলার সন্ধিস্থলেই কোন গ্রামে ছিল। কবি তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা,—

"পড়িয়া পতির পদে, কান্দে রাণী উচ্চনাদে,
সঘনে লোচনে বহে জল।
কহে কবি কালিদাস, গৌড়দেশে যার বাস,
বিরচিল মনসামঙ্গল॥'

কবি ১৬১৯ শকে এই গ্রন্থ রচনা করেন। "মনসামঙ্গল" গ্রন্থের অনেক স্থলেই কবি গ্রন্থ রচনার সময় সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার মধ্যে দুইচারিটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা;—

১। অঙ্ক মৃগাঙ্করস মৃগাঙ্কগণনা।
এইশকে এই কাব্য করিল রচনা॥

২। গ্রহবিধু ঋতু শশী শকের গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা॥"

৩। গ্রহ বিধুরস ক্ষৌণি সকল নরপতে গণি,
এই শকে হৈল কাব্যমণি ॥
৪। গ্রহ বিধুরস শশী, সকল নরপতে ঘুসি,
এই অব্দে এ কাব্য প্রকাশি ॥

সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থের রচনার কাল নির্ণয়-সম্বন্ধে কোনরূপ গোলযোগ নাই। কবি কার্ত্তিক নামক জনৈক ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

"কার্ত্তিক ব্রাহ্মণ নাম, অজন্মাজন্মকা কাম,
কাব্যরস করিল যতনে।
দ্বিজসুত উপরোধে, চিন্তিয়া মনসা পদে,
কবি কালিদাসে ভণে ॥"

কবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী "মনসা-মঙ্গল" রচয়িতা গোলকনাথের গ্রন্থকে আদর্শ করিয়াই এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কারণ "মনসা-মঙ্গলের" প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কবি যে ভণিতা দিয়াছেন, তাহাতে গোলকনাথের নাম পাওয়া যায়। যথা :—

"গোলকনাথের পদ-পঙ্কজ-স্মরণে,
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাসে ভনে ॥

কবি বোধ হয় জাতিতে ব্রাহ্মণ কিংবা বৈদ্য ছিলেন, কারণ কোন কোন স্থলে ভণিতায় কবি কালিদাসের স্থানে "দ্বিজ কালিদাস" লিখিত আছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। অষ্টাদশঅঙ্গুলি দীর্ঘ এবং অষ্টাঙ্গুলি পরিসর ১০৮ পৃষ্ঠা কাগজে গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে ১৩৩টি অধ্যায় আছে।

কল্পনা ও কবিত্বে আলোচ্য গ্রন্থখানি নিতান্ত মন্দ নহে। নিম্নে দুই একস্থলের রচনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কবি নিম্নলিখিতভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, যথা ;—

নমো গণেশায়। *

কৃষ্ণের আদেশ পেএ, দেবগণ গেলা ধেএ,
উপনীত কৈলাস শিখর।
সেই সে শিখর খান, ভুবন দুর্লভ স্থান,
স্বর্গে গঙ্গা বহিছে নির্ম্মল ॥
পারিজাত তরুবর, নানা পুষ্প বহুতর,
সৌরভে আমোদ কইল তথি।
প্রমথ কিন্নরগণে, গাহিছে পঞ্চম তানে,
আনন্দে বিহরে পশুপতি ॥

* কবির ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থ ভালরূপ বুঝা যায় না।

করোপুট করি দেবে, পশুপতি পদ সেবে,
প্রসন্ন হইলা শূলপাণি।
সঙ্গে করি দেবগণ সিন্ধুতটে ত্রিলোচন,
কালকূট দেখি অনুমানি ॥
করেতে করিয়া কুর, * তুলি নিল হল হলাহল,
*খেতিঠুত দিলো নাগগণে।
অঞ্জলি করিয়া নিলো, বদনে ফেলিয়া দিলো,
পান করি বসিল ধেয়ানে ॥
গোলকনাথের পদ ধ্যান করি অবিরত,
হৃদিগত তমো করি নাশ।
মনসামঙ্গল নাম, কাব্যরসে অনুপম,
বিরচিলো কবি কালিদাসে ॥

নববধূবেশে শ্বশুরালয় যাত্রার সময় বেহুলার রূপ ও বেশ বর্ণনা,—

"গমনে হইল ত্বরা, কাহারে† জোগায় দোলা,
যাত্রা করে বালা-নখিন্দর।
বেহুলার করে ধরি যতেক বণিক নারী,
বসাইল বালার গোচর।
বালির অঙ্গের আভা, কনক চম্পক কিবা,
মদনমোহন কিবা জিনি।
ধুমযোজন* মাঝে, যেন মেঘ দ্যুতি সাজে,
চিকুরে সিন্দুর সীমন্তিনী ॥
বদন নবীন ইন্দু, আঁখিযুগ মকরন্দ,
কাজলে উজ্জ্বল অতিশয়।
নাসাএ বারণ মতি, হীরায় জড়িত তথি,
শ্রবণে কুণ্ডল মণিময় ॥
কপালে সিন্দুর মাঝে, মলয়জ রেখা সাজে,
জেন হৈম সূর্য্যের সঙ্গম।
সভে হেরি তেজি লাজ, অন্য জলে কিবা কাজ,
শঙ্করের হয় মতি ভ্রম ॥"

* তারকাচিহ্নিত শব্দগুলির অর্থবোধ হইল না।
† কাহার—যানবাহক বা বেহারা, বর্দ্ধমান ও বীরভুম জেলায় বিশেষ প্রচলিত।

বাসরঘরে সর্পদংশনে নখিন্দরের মৃত্যু হইলে বেহুলার শোক,—

"কান্দে বালি করিয়া বিলাপ।

ললাটে হানিয়া কর, অঙ্গ এড়ি অনাদর,
উপজিল বিষম সন্তাপ॥

পড়িয়া কাম্বপি* তলে, ভাসিল নয়ান জলে,
ধৌত হৈল উজ্জ্বল কাজল।

পড়িছে আনন মাঝে, জেন দেখি দ্বিজ-রাজে,
শোভিত করএ কলেবর॥

শোকে বালি নহে স্থির, মঙ্গল কুণ্ডল চির,*
পড়িছে বদন ইন্দু ঢাকি।

সেই অতি অদ্ভুতে, জেন বিধু ব্যোমপথে,
কাদম্বিনী মাঝে হৈল লুকি॥

দেবসভায় নৃত্য-নিপুণা বেহুলা ;—

"মহেশ আদেশ পেএ, ধুবিনী চলিল দেএ,
উপনীত বালির গোচরে।

ধুবিনী বলিল বাণী, আদেশিল শূলপাণি,
চল ঝাট নৃত্য করিবারে॥

শুনিয়া ধুবিনী কথা, বলিছে বণিক-সুতা,
তব সঙ্গে যাব বহু দূর।

করিতে তাণ্ডব খেলা, হইবে অনেক বেলা,
কে মোর রাখিবে হেথা ভুর॥

ধুবিনী বলিল বালি, চিন্তা না করিহ তুমি,
আমি ভেলা রাখিব নিশ্চয়।

আইস আমার সনে, চল শিব-সম্ভাষণে,
ভেলা বলি না করিহ ভয়॥

এতেক শুনিয়া বাণী, হরষিত বিনোদিনী,
চলিল ধুবিনী সঙ্গ করি।

অতি হরষিত মতি, যায় রামা শীঘ্রগতি,
উপনীত শঙ্করের পুরী॥

ভক্তি করি রূপবতী, প্রণমিল পশুপতি,
পশ্চাৎ বন্দিল দেবগণে।
ইন্দ্র ইন্দু প্রেতপতি, বায়ু-সখা সদা-গতি,
একে একে বন্দিল চরণে॥
শিব বলে রূপবতি, কেবা তোর প্রাণপতি,
বসতি তোমার কোন দেশে।
কেবা তোর জন্মদাতা, কি কাজে আইলি হেথা,
কহ সত্য আমার সম্পাশে॥
অগম্য দেবতা-পুরী, তুমি সে অবলা নারী,
কেমতে আইলি বিনোদিনি।
হৈয়া দণ্ড-প্রণিপাত, বালি কৈল যোড় হাথ,
নিবেদন শুন শূলপাণি॥
অবনীতে চম্পাবতী, তথি বৈসে চন্দ্রপতি
কুলে শীলে ধনের ঈশ্বর।
হৈল তাহার সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
সেই হয় মম প্রাণেশ্বর॥
প্রথম বাসরে পতি, পদ্মার পন্নগে ঘাতি,
শোক-লাজে মনে অভিমানী।
পতি প্রাণ দান আশে, জলে ভাসি ছয় মাসে,
পদ্মার উদ্দেশে আসি আমি॥
সদয় হইএ মোরে, দান দেহ প্রাণেশ্বরে,
তুমি প্রভু জগত ঈশ্বর।
ভণে কবি কালিদাস, গৌড় দেশে যার বাস,
বিরচিল মনসা-মঙ্গল॥"

"নমো নমো নারায়ণ দেব বিশ্বনাথ।
পরম পুরুষ তুমি জগতের তাত॥
নমো নমো মহাদেব দেব পঞ্চানন।
সৃষ্টি স্থিতি আদি তুমি প্রলয় কারণ॥

কি বলিতে পারি আমি মনিষ্য যুবতী।
সদয় হইএ মোর দান দেহ পতি॥
এতেক বলিয়া রামা পড়িল চরণে।
উঠ উঠ করিয়া রহিল ততক্ষণে॥
সন্তুষ্ট হইয়া বলিলা বিশ্বনাথ।
পদ্মাবতী সংহারিল তোর প্রাণনাথ॥
আমার তনয়া হয় সেই বিষহরি।
জিয়াব তাহার হাথে বলি সত্য করি॥
কোন্ দোষে সংহারিল তোর প্রাণনাথ।
তব পতি জিয়াইয়া দিব তোর সাথ॥
কিন্তু নাট্য কলাবান শুনহে সুন্দরি।
নৃত্য কর সভা মাঝে বণিক কুমারী॥
বালি বলে নৃত্য হেতু করো না আদেশ।
কেমনে করিব নৃত্য নাহি নাট্য-বেশ॥
এতেক শুনিয়া হর চান ইন্দ্র পানে।
স্মরণ করিল ইন্দ্র বিদ্যাধরীগণে।
বাসব স্মরণ করে জানে বিদ্যাধরী।
নিজ যন্ত্র সঙ্গে করি আইলা শিবপুরী॥
বিদ্যাধরী দেখিয়া বলিল পুরন্দর।
বালি নৃত্য করিবেক শিবের গোচর॥
কিন্তু তার সঙ্গে কিছু নাহি অলঙ্কার।
নিজ আভরণ দিয়া বেশ কর তার॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বিদ্যাধরীগণে।
আভরণ দিতে গেল বালির সদনে॥
ইষ্ট-কথা আলোচনে পরিচয় হৈল।
গলাগলি করি সবে কান্দিতে লাগিল॥
ইন্দ্র বলে ক্রন্দনে মজিল সর্ব্বজন।
ঝাট বেশকর পাছে কোপে ত্রিলোচন॥
ইন্দ্রের বচনে তারা শোক তেজি দূরে।
চিরুণী ধরিয়া বেণীর চিকুর বিচরে॥
গোলকনাথের পদপঙ্কজ স্মরণে।
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাসে ভণে॥

বিদ্যাধর ধনী, ধরিয়া চিরুণী,
চিকুর বিচর করি।
চাঁচর চিকুর জিনিয়া চামর
যেমত জীমূত সারি॥
বান্ধিল খোটন * * * *
খোটনে পাটের থোঁপা।
কনকের সূতে বিনির্ম্মিত তাতে
তহি শোভে হেম ঝাঁপা॥
সিন্দুর কপালে ঝল্ ঝল্ করে,
যেমত কিরণপতি।
দিল শ্বেত বিন্দু যেন দেখি ইন্দু
উদিত হইল তথি॥
নয়ানে কাজল নাশাএ বেসর,
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে।
মণি রত্নহারে তুলি গলে পরে
গিয়াএ কাঁচলি ভালে॥
ভুজে টাড় * পড়ি, অঙ্গুলে অঙ্গুরী,
পড়িল* যাহা যেখানে।
সাজিল সুন্দরী মুনি-মনোহারী,
আর যত দেবগণে॥
ঈষদ্ নয়ানে চাহে যার পানে;
সেই হত কাম-বাণে।
আসিয়া সভাতে, বন্দে ভূতনাথে,
আর যত দেবগণে॥
সঙ্গে বিদ্যাধরী নানা বাদ্য করি,
নৃত্য করে রূপবতী।
আচ্ছাদিয়া অঙ্গে কত করে রঙ্গে
থমকে থমকে গতি॥

---

* তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি বর্দ্ধমানের উচ্চারণসুলভ বানানে লিখিত, সুতরাং টাড় (তাড়), পড়ি (পরি), পড়িল (পরিল) রূপে শুদ্ধ করা হইল না।—সা° প° প° সং।

বঙ্কিম নয়ানে চাহে যার পানে,
তার মন করে চুরি।
মোহন মুরতি ছলে কত ভাতি,
নৃত্য করে বিদ্যাধরী ॥
বসনে বদন চাপি ঘনে ঘন
চঞ্চল নয়ানা ধণী।
দেখি দেবগণ কামে অচেতন,
বিশেষতো শূলপাণি ॥”

আমি কবি কালিদাসের রচিত মনসা মঙ্গলের যে হস্ত লিখিত পুঁথি খানি পাইয়াছি, তাহা সন ১২২০ সাল, শকাব্দ ১৭৩৫, তারিখ ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা ছয় ঘড়ির আমলে বর্দ্ধমান জেলা, কাণাডাঙ্গা-নিবাসী মনোমোহন গোস্বামীদ্বারা নকল করা শেষ হইয়াছে।

উপসংহারে নিবেদন এই যে, সাহিত্য-পরিষৎ দুই শত বৎসরের প্রাচীন এই অপ্রকাশিত গ্রন্থখানিকে প্রকাশ করিতে যত্ন করিবেন। মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিলে, দেনুড়-দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে আমরা এই গ্রন্থের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত রহিলাম।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী।

মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি

আমরা বাল্যকালে যখন দুই চারিজন সমবয়স্ক একত্র বসিয়া অবসর-কাল যাপন করিতাম, তখন পরস্পর পরস্পরকে হেঁয়ালি জিজ্ঞাসা করিয়া, ঠকাইবার চেষ্টা করিয়া, বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতাম। কেবল যে কতিপয় শিশুর মধ্যেই এই ব্যাপার আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, বর্ষীয়সী রমণীগণও প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আহূত হইতেন এবং বালকগণের সহিত প্রতি-যোগিতায় কখনও জয়ী হইয়া বা পরাজিত হইয়া, তাঁহারাও এক অনাবিল আনন্দ সম্ভোগ করিতেন।

অধুনা যেন দেশ হইতে হেঁয়ালীর আলোচনা হ্রাস পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখনকার দিনে শিশুগণের নিকট হেঁয়ালির চর্চ্চা বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয় না। আজ কালকার গৃহিণীগণও হেঁয়ালিতে এক অশ্লীলতার অথবা বর্ব্বরতার পূতিগন্ধ অনুভব করিতেছেন। আমাদের জাতীয় ক্রীড়াগুলি ক্রমেই অনাদৃত হইয়া তাহার স্থানে বহুব্যয়-সাপেক্ষ পাশ্চাত্য-ক্রীড়া প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। যে স্থান যত অধিক পরিমাণে সভ্যতা-দৃপ্ত, সেই স্থানেই ব্যয়ভারমুক্ত দেশীয় ক্রীড়ার তত অধিক অনাদর এবং ব্যয়বহুল ক্রিকেট্, ফুটবল, টেনিস প্রভৃতি পাশ্চাত্য ক্রীড়ার সমধিক আদর পরিলক্ষিত হয়। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলিতে পারি না; তবে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালকগণ ঐ সকল ক্রীড়ার উপাদান-সংগ্রহের জন্য যখন সাধারণ ভদ্রলোকগণের দ্বারস্থ হয়, তখন তাহাদিগকে অর্থ-সাহায্য-প্রদান করিতে অনেকেই বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করেন, তবে সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন।

উপস্থিত ঐ সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত উহার সামান্য সংস্রবও আছে মনে, করিয়া সামান্যমাত্র আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক যে ভাবে নির্ব্বাসিত হইতে চলিয়াছে, এ দেশের খাঁটি মৌলিক হেঁয়ালি-গুলিও সেই ভাবে বিস্মৃতির গর্ভে নিহিত হইতে যাইতেছে। এ সময় উহার উদ্ধার-সাধনে অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে চাহিলে, হয়ত এই হেঁয়ালিগুলি অনেক সাহায্য করিলেও করিতে পারে। সাহিত্য-পরিষৎ অনেক স্থানের হেঁয়ালি প্রকাশ করিয়াছেন। আজ আমি মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলাম।

আমার মনে হয়, এই সকল হেঁয়ালি-চর্চ্চা শিশুদিগের পক্ষে একবারেই নিরর্থক নহে। ইহাতে তাহাদিগের অনুসন্ধিৎসা বর্দ্ধিত হয়। আজ-কাল অনেক শিশুপাঠ্য কাগজেই ধাঁধা প্রকাশিত হয়। বিলাতী বড় বড় মাসিকেও ধাঁধা প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইহাতে শিক্ষা-লাভের সহায়তাই হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমি আমাদের দেশের অশিক্ষিত

বা অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মস্তিষ্ক-প্রসূত হেঁয়ালিগুলি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত যতগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পরিষদে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিলাম। এই সকল হেঁয়ালি জাতীয় সাহিত্যে সযত্নে রক্ষিত হইবার সামগ্রী। এক একটী হেঁয়ালিতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সকল স্থানের হেঁয়ালি সংগৃহীত হইলে, ভবিষ্যতে সাহিত্য পরিষদের যত্নে সেগুলি সুবিন্যস্ত ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারে। ভরসা করি, পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী বহু সদস্য এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, নষ্টপ্রায় হেঁয়ালিগুলির উদ্ধার সাধন করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিতে পারেন।

১

সাজালে সাজে, বাজালে বাজে,
কি ফুল ফুটেছে বাজারের মাঝে। (হাঁড়ী)

২

গা করে তার খসর মসর
পাত করে তায় ফেণী,
ফুল করে তার লাল তামাসা
ফল করে কুস্তনি। (শিমুল)

৩

রিঙ, রিঙ, এ তিন শিঙ এ
পাত রাঙ্গা ফল থাঙ্গা। (পানিফল)

৪

এক পেছে তার হাড়ে গোড়ে,
এক পেছে তার বাঁতি,
আমার শ্লোক যে বল্‌তে পারে,
সে মজুমদারের নাতি। (ডুলি)

৫

বনে থেকে বেরুল টিয়ে,
লাল গামছা গায়ে দিয়ে। (পলাণ্ডু)

৬

ইনে ইনে ইনে,
তার কাঁকাল ফিন্ ফিনে,
ইনে যখন মনে করে,
গোটা মানুষ ঘাড়ে করে। (খড়ম)

৭

কাল কাল ভোমরা কাল ঘাস খায়,
রাত হ'লে ভোমরা খোয়ারে লুকায়। (কাঁচি)

৮

কাল কাসিন্দের মাঠে রে ভাই কাল হরিণ চড়ে,*
রাজার বেটার সাধ্য নাই যে ধরে খেতে পারে।
(উকুন)

৯

হাঁড়ার উপর হাঁড়া, তাতে নীলকমলের দাঁড়া,
তাতে কালমেঘের জল, তাতে বিনাদুধের দই,
এমন দোয়াল কই ? (নারিকেল)

১০

আমাদের বাছুরটি, খড় খাবার অসুরটি।
(উনান)

১১

হোঙ্কা ফেচাঙ ফুল ঝিঞে,
আছে বাগীচা নাই ছিঞে। (ছায়া, আলিপনা)

১২

মামারা পালিয়ে গেল,
পাঁচটা আঙুল ফেলে গেল। (খসি)

১৩

মামাদের গড়ানে ঘাট, বত্রিশটী কলাগাছ,
একখানি পাত। (মুখ, দাঁত, জিহ্বা)

১৪

পাতাটি ঢোলা, ফলটী কুঁজো,
তাতে হয় দেবতা পূজো। (কলা)

১৫

বনে থেকে বেরুল দূতী,
দূতী বলে আমি ভাতে মুতি। (লেবু)

১৬

কহ কহ মাধবী হেঁয়ালীর ছন্দ,
গোঁজলা দিয়ে ঘর পালাল,
গেরস্ত থাকল বন্ধ।
[গোঁজলা—জাল, ঘর—জল, গেরস্ত
(গৃহস্থ)—মৎস্য]

১৭

তুমি থাক ডালে, আমি থাকি জলে,
দুজনে দেখা হবে মরণের কালে।
(তেতুল ও মৎস্য)

১৮

ছেলের পেট গুড় গুড় করে,
ছেলের মাথায় আগুন জ্বলে। (হুকা)

১৯

চারটি ঘড়া উপুর* করা,
তার ভিতরে মধু ভরা। (গরুর বাঁট)

২০

একর পুরের পাখটি, টেকর পুরে চড়ে*
হরিশ্চন্দ্রপুরে ধরা দেয়, লক্ষ্মীকান্তপুরে মরে।
(উকুন)

২১

লথ সথ দুটো দাঁড়া, (পদদ্বয়)
তার উপরে ভাতের হাড়া, (উদর)
তার উপরে ধুক্-ধুকুনি, (বক্ষঃ)
তার উপরে ফুস্-ফুসুনি, (ফুসফুস্)
তার উপরে শোঁ-শোঁয়ানি, (নাসিকা)
তার উপরে ঢুলঢুলুনি, (চক্ষু)
তার উপরে খাও কিসে, (কপাল, অদৃষ্ট)

* * *

তার উপরে বেউল বাঁশ—(কেশ)
তার উপরে চড়ে, হাস (উকুন)
(এইগুলির সমবায়ে গঠিত মনুষ্য)

২২

পেট কাটা পিঠে কুঁজ, দাড়ীবেয়ে পড়ে পুঁজ।
(ঘরের চাল)

২৩

রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা
এক কথায় যে বল্‌তে পারে,
সে মজুমদারের বেটা। (কুঁচ)

২৪

বুন্‌তে গোল মরিচ, তুল্‌তে দড়া। (পুঁইডাটি)

২৫

এক পেখের (পাখীর) বারটি ডিম,
চারটী নরম চারটী গরম, চারটী কালা হিম।
(বৎসর,—বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর
প্রত্যেকটির চারিটি মাস)

২৬

একশ আটটী কন্যা, একটী তার বর,
কন্যার নাম হরিপ্রিয়া সূত নগরে ঘর।
(হরিনামের মালা)

২৭

আতা আতা আতা,
পৃথিবীর মধ্যে দুইটী আছে পাতা।
(চন্দ্র ও সূর্য্য।)

২৮

আইবড় থাক্‌ল মা,
বিটি গেল শ্বশুর গাঁ। (খেলার পুতুল)

২৯

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়,
গলায় পৈতে বামুন নয়। (চড়কা*)

৩০

এক জীব তার আশী মাথা,
শুনে যা মজার কথা। (নৃমুণ্ডমালিনী কালী)

৩১

কাঁচাতে মাণিকের ফল, সর্ব্বলোকে খায়,
পাক্‌লে মাণিকের ফল গড়াগড়ি যায়। (ডুমুর)

৩২

ফেল্‌তে মসূরী, তুল্‌তে ঢেলা। (বেগুন)

৩৩

মামাদের পুকুর টলমল করে,
একটি কুটা পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ করে। (চক্ষু)

৩৪

হাত নাই তার, পা নাই তার,
নাইকো ভুটো কাণ,
চলে যায় নাড়ুয়া সন্তান। (কেঁচো)

৩৫

হেঁচক কোঁচক তুলছে মাটি,
ছয় চোখ তার তিন পুঁকৃটি।
(লাঙ্গল ২টী বলদ ও কৃষাণ)

৩৬

এক বুড়ী ডুবে মরে, দুজনেতে তুলায় তারে।
(মিনি)

৩৭

বনে থেকে বেরুল বুড়ী, বুড়ীর পা আঠারকুড়ি।
(কানকুটারী)

৩৮

কি আশ্চর্য্য দেখে এলাম দামোদরের ঘাটে,
মড়াতে আহার করে, জেয়ন্ত তার পেটে।
(মৎস্য ধরা ফাঁদ বিশেষ। এখানে "বিত্তি" নামে অভিহিত)

৩৯

এক শোন বাঙালের কথা,
ডুব দিতে নেমেছে বাঙাল
ডাঙায় থুয়ে মাথা। (হুকা ও কল্‌কে)

৪০

আকাশের সমান দড়া, বিনি কুমারের হাঁড়া,
বিনি দুধের দই, এমন গোয়াল কই।
(নারিকেল)

৪১

তেল চুক্ চুক্ পাতা, তার ফলে ধরে কাঁটা,
তার বীজ গোটা গোটা, তায় হাতে লাগে আঠা,
তা খেতে বড় মজা। (কাঁটাল)

৪২

এখান থেকে ফেল্‌লাম দড়া,
দড়া গেল সেই বামুন পাড়া। (শঙ্খ)

৪৩

এক লাথে পেট ভরে। (দোণ)

৪৪

দেয়ত আনিস্‌নে, না দেয়ত আনিস্।
(লাঙ্গল ও মই)

৪৫

পেটে খায় পিঠে হাঁটে। (নৌকা)

৪৬

বড় হয়ে ছোটকে দণ্ডবৎ করে। (ঘড়া ও ঘটী)

৪৭

লোটুম লুটুম চড়োটি, কোন্ কুমারে গড়েছে,
তাতে মাণিক মুক্তো ভরেছে। (ডালিম)

৪৮

হলুদে ডুবু ডুবু বিনোদিনী রাই
ধরিয়ে চুমোখেয়ে কাঁদায়ে পলায়। (বোল্‌তা)

৪৯

আথের ভুয়ে পেথের বাসা,
ডিম পেড়েছে খাসা খাসা,
ডিমেতে তা দেয় না,
মার মত ছা হয় না। (গুটিপোকা)

৫০

আংটা আংটা আংটা,
ছোটতে কাপড় পরে,
বড়তে নেংটা। (বাঁশ)

৫১

রাজার বেটা মদন হাঁস,
খায় খোলা ফেলায় শাঁস। (চাল্‌তে)

৫২

এমন বেটা জে'ঠ
যে কপাট মারে এটে। (শামুক)

৫৩

চারি চাল তার,
একটী খুঁটি। (শুশুনি শাক)

৫৪

গায়ে রোম নাই চারটে পা,
কথায় ফেরায় বাদ্‌শা। (টিক্‌টিকি)

৫৫

এমন বেটা বীর, রাজার পাতে—
বসে মারে ক্ষীর। (মাছি)

৫৬

লতা লতা লতা,
সব থাকৃতে খান চখের মাথা। (ধূম)

৫৭

সুন্দর বরণ তার কুণ্ডল চরণ,
যশোদা দৈবকী নয় গর্ভে নারায়ণ। (রথ)

৫৮

হাটের আগে বিকুই কি? (কথা)
সকলের আগে খায় কি? (মাতৃদুগ্ধ)

৫৯

আয় ঘুঘু, যায় ঘুঘু,
জল দেখে দাঁড়ায় ঘুঘু। (জুতা)

৬০

কাল আমাকে মেরেছিলে,
সয়ে ছিলাম আমি,
আজ আমাকে মার দেখি
কেমন বট তুমি। (হাঁড়ী)

৬১

জলের তার জন্ম, ডেঙায় তার কর্ম্ম,
সুডাক ডাকে, গায়ে তার মাস নাই
বিধাতার পাকে। (শঙ্খ)

৬২

পেট কাটা, পিঠে কুঁজ,
এমন জিনিস কিবা বুঝ। (কড়ি)

৬৩

মা বেঁড়ে, বাপ বেঁড়ে,
ছেলে বেড়ায় লেজ নেড়ে।
(ভেক ও ভেকশিশু)

৬৪

ছয় পা ভরে চেয়ে চলে,
দুই মুখ তার একে বলে,
শুন রাজা ভুঙ্গ, দুই পুকটি এক নেঙ্গ। (লেজ)
(অশ্ব ও আরোহী)

৬৫

ফল পড়ছে গণ্ডা গণ্ডা,
ফলটি খেতে ভারী ঠাণ্ডা,
আটি নাই তার নাইক খোসা,
ঐ ফলটী ভারী খাসা। (শিলা)

৬৬

এক বেটা পেয়াদা,
ভাত খায় জেয়াদা,
তরকারী খায় কম,
মুতবার এক জন। (ঘানি)

৬৭

আগে যায় ফিরে চায়
ওটি তোমার কে ?
ওর বাপে আমার বাপে
শ্বশুর জামাই যে,
তোরা বুঝে দেখে নে। (মা ও ছেলে)

৬৮

কাল বউএর কপালে চিক্
জামাই এলে করে হিত। (মাষকলাই)

৬৯

ভাঙাঘরে ফকির নাচে। (খই)

৭০

হলদে রাঙা পাখিটী
কঞ্চি কঞ্চি পা,
দূরে থেকে ভাব্ কি দেখায়
চম্‌কে উঠে গা। (বোলতা)

৭১

অর্জ্জুন গাছে বস্‌ল পেঁচা,
হাড় নাইক মাসের লেচা। (জোঁক)

৭২

কুল কুল কুলেরি,
ভাদর মাসের ধুলোরি,
নেংটা হয়ে হাট যায়
পাক্‌লে সুন্দরী হয়। (তেঁতুল)

৭৩

খড়িতে জড়াবড়ি, ফলে অধিবাস
ফুল নাই ফল নাই ধরে বারমাস। (পান)

৭৪

লাল ভুঁয়ে হয়না রে ভাই,
খিল ভুয়ে হয়,
খেলেও পেট ভরে না,
না খেলেও নয়। (খড়কে)

৭৫

কলিকাতায় লাগ্‌ল আগুন,
নারিকেলবাড়ীতে উঠ্‌ল ধূম। (হুকা)

৭৬

আগে হ'ল মুড়ি, তার পরে খই,
দেখ্‌তে শুন্‌তে হল সাপ,
বাপরে বাপ একি কাজ। (সাজনের* কোরক, ফুল, ডাঁটা)

৭৭

হাঁড়ীর ধলা, পাষাণের কালা,
লতা গাছের পাতা, দেখ্‌লো (দীর্ঘ) গাছের কলা,
চার দ্রব্যে খেতে কেমন বল।
(চুন, খদির, পান, সুপারি)

৭৮

এক থাল সুপারি, গুণ্‌তে নারে ব্যাপারি।
(নক্ষত্র)

৭৯

আকাশের তারা, মধ্যে চেরা,
ভাঙ্‌লো জেলাপি, লাগ্‌লো জোড়া। (কৌটা)

৮০

অলিঙ্গ বনে জন্ম তার, কলিঙ্গ বনে বাসা,
জিব কাটিয়ে তার কর্‌লে দুখান,
তবে তার মুখে বেরয় রাধাকৃষ্ণ নাম।
(কলম)

৮১

হাত নাই তার, পা নাহি তার,
নাহিক দুটো কান, নালায় নালায় বেড়ায়
আমার নাড়ুয়া সন্তান। (কেঁচো)

৮২

এখান থেকে মারলাম ছুরি,
বাঁশ কাটলাম আঠার বুড়ি। (ক্ষুর)

৮৩

থপ থপ থপিয়ে যায়,
লক্ষ্মী-প্রদীপ জ্বেলে যায়।
জোড় কুলো পাছুরে* যায়,
জোড় শঙ্খ বাজিয়ে যায়,
ঢোঁড় সাপ খেলিয়ে যায়। (হাতী)

৮৪

হেথা দিলাম থানা,
হয়ে গেল লতা,
ফুল নাই ফল নাই,
শুধু তার পাতা। (পান)

৮৫

এক বুড়ি তার দুই খুয়ারি,
টেনে এনে আছড়ে মারি। (পোঁটা)

৮৬

মাথায় বোঝা পোঁদায় কাদা,
দাঁড়িয়ে আছেন রামহরি দাদা। (খুঁটি)

৮৭

বার হাত বল্‌দা তের হাত শিঙ,
নাচে বল্‌দা ধাতিঙ তিঙ। (দোণ)

৮৮

একটুকু বাবাজী গঙ্গাজলে ভাসে,
পুঁকৃটিতে* হাত দিতে ফিক্ করে হাসে।
(সর্ষপ তৈলের প্রদীপের পলিতা)

৮৯

কোন্ কোন্ গাছে সাজন সাজে? শিমুল।
" " গাছে বাজন বাজে? শিরীষ।
" " গাছের শিরে কাঁটা? সিজু।
" " গাছের মাথায় জটা? তালগাছ।
" " গাছের মাথায় ঘা? সাজনে।
" " গাছে করে রা? ঘানিগাছ।
" " গাছে-খেলায় ভাঁটা? বেলগাছ।
" " গাছের উজান কাটা? আলমাছ।

৯০

যে মুখে খায় সেই মুখে হাগে,
কোন্ প্রাণী রেতে জাগে? (বাদুড়)

৯১

এখান থেকে করলাম দৃষ্টি,
ওই গাছটি বড় মিষ্টি। (ইক্ষু)

৯২

হাতীর মত শুঁড় তার হাতীত সে নয়,
বাঘ নয় ভালুক নয়,
মানুষের রক্ত খায়;
কোটাল নয় চৌকীদার নয়,
রেতে হাঁক দেয়। (মশক)

৯৩

ইরিং বিরিং চিড়িং চাঁই,
চোখ ডুব ডুব মাথা নাই। (উনান)

৯৪

একগাছে তিন তরকারী,
দাঁড়িয়ে আছে লালবিহারী। (সাজ্‌নে)

৯৫

বনে হতে বেরুল সাপ,
ধরতে নারে বেদের বাপ। (বাংকর্ম্ম)

৯৬

জলে তার জন্ম, কারিকরে গড়ে,
দেব নয় দেবাংশি নয় মাথার উপর চড়ে।
(সোনার মউর, মুকুট)

৯৭

একবুড়ি হাসে, একবুড়ি ভাসে,
একবুড়ি কাদায় পুঁকৃটি* ঘসে। (হেলা)

৯৮

ও ছাওয়ালের মা,
তুমি কার খোয়াছ গা?
ওর বাপ যার শ্বশুর,
সে হয় আমার সাক্ষাৎ ভাসুর। (মা)

৯৯

ঠোঁক বাবু কোঁক করে,
দাড়ী বেয়ে পুঁজ পড়ে। (ঘানি)

১০০

চুটুম্ পেট পাথরা। (থই)

১০১

হিং হিং হিং
আছ্‌ড়ালে ভাঙ্গেনাক
মরালের ডিম।*

শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।

* মুরশিদাবাদের উচ্চারণ সাদৃশ্য বজায় রাখিবার জন্য এই কবিতাগুলিতে চড়ে (চরে), উপুর (উবুড়), সাজ্‌নে (সজ্‌নে), বিটি (বেটী), পাছুরে (পাছুড়ে), পুঁৎকি (পুঁটকি), ধোয়া'ছ (ধোয়াচ্ছে) প্রভৃতি শব্দগুলির বানান অনুযায়ী হইল না। —সাঃ পঃ সং।

তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি

বঙ্গের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই শিলালিপিখানি ইংরাজী ১৯১১ সালে কলিকাতা যাদুঘরে প্রদান করেন। তথায় ইহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও অদ্যাপি কোন শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হয় নাই; কারণ, ইহা অত্যন্ত ভ্রম-প্রমাদসহ উৎকীর্ণ হওয়ায়, ইহার প্রচার করিতে কাহারও বিশেষ যত্ন আকৃষ্ট হয় নাই।

এমন হইলেও, ইহা যখন তৃতীয় গোপালদেবের প্রশস্তি-ফলক বলিয়া কথিত, তখন ইহার যথাসম্ভব প্রচার আবশ্যক বোধে, আমি ইহাতে আমার অযোগ্য হস্ত ক্ষেপণ করিলাম। ইহা তৃতীয় গোপালের স্বামিত্বসূচক একমাত্র নিদর্শন ও তৎসংক্রান্ত কাহিনী ইহাতে যাহা আছে, রামচরিত-প্রসিদ্ধ-কাহিনী হইতে তাহা নূতনত্ব-যুক্ত। ইহার যথা-সম্ভব বর্ণনা, পাঠোদ্ধার ও অর্থ ইত্যাদি পাঠকগণের নিকট উপস্থাপন করিতেছি।

শিলাখানি ১০$\frac{1}{8}$″×৭″ ইঞ্চি পরিমিত। ইহা একখানি কৃষ্ণ প্রস্তর। ইহাতে ১১টি পংক্তি আছে। যে অক্ষরে ইহা উৎকীর্ণ, তাহাকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর বলে; সুতরাং ইহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শিলালিপি। মৈত্রেয় মহাশয় ইহা রাজশাহী জেলার মান্দা নামক স্থানে পাইয়াছেন। কথিত আছে, উত্তর বঙ্গই পালদিগের রাজস্থান, সুতরাং বলিতে পারা যায় যে ইহা যথাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহার অক্ষরাকৃতিই লিপিস্থ গোপালকে তৃতীয় গোপাল বলিয়া বিবেচিত করিতেছে। ইহার আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুত অক্ষয় বাবু ও কলিকাতা-যাদুঘরের শ্রীযুত রাখাল বাবুও তদ্রূপ বিবেচনা করেন বলিয়া আমি অবগত আছি। ইহাতে পাঁচটি পদ্য ও সর্ব্বশেষে সামান্য একটুকু গদ্য আছে। পদ্যগুলির মধ্যে প্রথমটি নান্দী। অপর চারিটিতে ইহার বিষয়টি সন্নিবেশিত। বলিয়াছি ইহা অত্যন্ত প্রমাদ সহকারে উৎকীর্ণ; সুতরাং ইহার কি নান্দী, কি বিষয়,—কিছুরই বিশদ রূপে অর্থগ্রহ করিবার জো নাই, তবে উপস্থিত-ক্ষেত্রে আমি ইহার যেটুকু বুঝিয়াছি, (নান্দী বাদে) তাহার মর্ম্মার্থ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। পাঠকগণ ইহার পাঠ, পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন।

মর্ম্মার্থ,—শ্রীমান্ গোপালদেব ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গমন করিলে পর, তাঁহারই ভৃত্যায়মান (পাদধূলিঃ) মিজুং(?) নামক কোন এক জন যোদ্ধা নিজেই যেন বলিতেছেন যে, তিনি শুভদেবের পুত্র ঐড়দেব নামক কোন এক রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। এই পরাজিত ও নিহত ঐড়দেবও বিশেষ সুখ্যাতির সহিত (প্রাপ্য চন্দ্রকিরণামলং যশঃ) সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ঐড়দেবের অনুগতগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত-ব্যবহার ভাবক দাস নামক এক জন দানশূর সেই রণক্ষেত্রেই (যত্রা যত্র মদোকৃতাঃ) এই শিলালিপিখানি উৎকীর্ণ করাইয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। [স্বাভোক নামক এক ব্যক্তি ইহার লেখক।]

বোধ হয়, ইহাদ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা একটি যুদ্ধ-জ্ঞাপিকা প্রশস্তি-লিপি। ঐড়দেবের সহিত মিজুং(?)-এর যুদ্ধ-সংঘটন-কাহিনীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার

জন্যই ইহা প্রস্তুত। ভাবক দাস্ ইহার উদ্যোক্তা। তাঁহার এ উদ্যোগের কারণ, তিনি ঐড়-দেবের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, নহিলে ঐড়দেবের অনুগতেরা কেন তাঁহার ব্যবহারের প্রশংসা করিবেন ? মূলে "ত্বস্থাহং" কথাটি থাকায় মনে হয়, মিজুং (?) (ঐড়দেবের নিধন-কর্ত্তা) নিজে যেন এই প্রশস্তি-লিপি-করণে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ ঘটনা ঘটিয়াছিল গোপালদেবের মৃত্যুর পর। এই মিজুং(?)-এর এ কার্য্যে, নিজ-সহায়তা-করণের উদ্দেশ্য যেন মনে হয়, গোপালদেব ও ঐড়দেবে একটা বিশেষ শত্রুতা ছিল, অথচ গোপালদেব মরিয়া যাওয়ায়, তিনি নিজে তাঁহার প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। তাঁহার সে আক্ষেপ ছিল, তাহা তাঁহার ভৃত্য মিজুং ?) মিটাইয়া জন-সমাজে তাহা ব্যক্ত করিয়া যান।

শিলাস্থিত প্রকৃত পাঠ।

(১) ওঁ সুরসরিদ্রুরুবীচীঃ সীকরৌ কুন্দগৌরৌর্ব্বির চিতপরভাগো বাল চ
(২) ন্দ্রাবতংসঃ দিশতু সিব মজস্রং। শম্ভু কোটীরভারকলম ফণি স রোচি-
(৩) ম্মংজরী পিংজরীসট॥ শ্রীমদ্ গোপাল দেবস্ত্রিদীবমুষরাতঃ সেচ্চ
(৪) যা ত্যক্তকাস ত্বস্থাহং পাদধূলিং প্রথিত ইতি মিজুংনাঃ। ব্রহ্মামবস্থীত প্রে
(৫) ত্রাঞ্জা প্রতিজ্ঞানিসিতসরশবৈ পুরসেন স কৃপাষ্টৌ নিশুজাদন্লিরা
(৬) জা তৃদশ পুরমগদৈড়দেবঃ কৃতজ্ঞঃ॥ শ্বতত্বতো বধূষ সঙ্গরাৎ প্রাপ্য
(৭) চন্দ্রকিরণামল যশঃ। ক্রীড়তি তৃদশসুন্দরীদৃসা দেব এব শুভদেবনন্দ
(৮) নঃ॥ অর্থ তদনুগ গীতবিলাসঃ ধর্ম্মধ্বর মস্‌ছরগলবাসঃ দানশূর স স
(৯) মং বাহিতবেশঃ স সমসক্র শ্রীসাম্ভাবক দাসঃ দগ্ধা যত্র মডক্‌তাঃ শরশ-
(১০) হ্মান পূরিতা যত্র ভাবক দাসেন কৃতা কীর্ত্তী বিরাজতেঃ॥ রাত্তোকেন লি
(১১) খিতম্

আংশিক সংশোধিত পাঠ।

(১) ওঁ সুরসরদ্রুরুবীচীশীকরৈঃ কুন্দগৌরির্ব্বিরচিত পরভাগো বালচ-
(২) ন্দ্রাবতংসঃ। দিশতু শিবমজস্রং শম্ভুকোটীরভাবঃ কলমকণিশ রোচি-
(৩) র্ম্মঞ্জরী পিঞ্জরীটঃ॥ শ্রীমদ্ গোপলদেব স্ত্রিদিবমুপগতঃ স্বেচ্ছ
(৪) যা ত্যক্তকায়স্তত্থাহং পাদধূলিঃ প্রথিত ইতি মিজুংনা ...
(৫) ... নিশিত শরশতৈঃ ... রা ...
(৬) জা ত্রিদশপুরমগাদৈড়দেবঃ কৃতজ্ঞঃ॥ ... সঙ্গরাৎ প্রাপ্য ...
(৭) চন্দ্রকিরণামলং যশঃ। ক্রীড়তি ত্রিদশসুন্দরীদৃশাদেব এব শুভদেবনন্দ
(৮) নঃ॥ অথ তদনুগগীতবিলাসো ধর্ম্মধুর মৎসরগলবাসাঃ
(৯) ......স জয়তি শ্রীমান্ ভাবক দাসঃ॥ দগ্ধা যত্র মদোক্‌তাঃ ...
তত্র ভাবক দাসেন ...
(১০) ... বিরাজতে॥

তৃতীয় গোপাল দেবের শিলালিপি।

অনুবাদ।

(১ম শ্লোক) শম্ভুর জটাভার যাহা শালিধান্যের শীর্ষসমূহের বর্ণসমবায়ের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ সুতরাং দেখিতে অতি লোচন-লোভনীয় এবং যাহার অনেক অংশ কুন্দ ধবল (জটাস্থ) গঙ্গাতরঙ্গসমুত্থিত শীকররাশিতে সুশোভিত ও বালচন্দ্রে বিভূষিত, তাহা (তোমাদের) অনন্ত মঙ্গল করুন।

(২য় শ্লোক) শ্রীমান্ গোপাল দেব ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া যখন স্বর্গ গমন করেন, (তখন) তাঁহারই পাদধূলির তুল্য মিজ্জুং(?) [নামে] প্রসিদ্ধ আমি ... তীক্ষ্ণ শর শত দ্বারা ... কৃতজ্ঞ রাজা ঐড়দেব স্বর্গগমন করেন।

(৩য় শ্লোক) শুভদেবের পুত্র (ঐড়দেব, যুদ্ধ হইতে চন্দ্রকিরণধবল যশঃ উপার্জ্জন করতঃ দেবতা হইয়া গিয়া স্বর্গসুন্দরীদিগের কটাক্ষের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।

(৪র্থ শ্লোক) তাহার পর সেই শ্রীমান্ ভাবক দাস জয়যুক্ত হউন। যাঁহার ব্যবহার ঐড়দেবের অনুগতজনেরা প্রশংসা করিয়া থাকেন ও ধার্ম্মিকদ্বেষিগণের প্রতি (তাহাদিগকে প্রসন্ন করিতে) গলবস্ত্র হইয়া থাকেন এবং যিনি একজন বড় দাতা।

(৫ম শ্লোক) যেখানে মদোন্মত্ত (যোদ্ধৃবর্গ) শর-সন্ধানে দগ্ধ হইয়া ছিল ... ভাবক দাস কর্তৃক সেইখানেই উৎকীর্ণ (এই শিলালিপি) শোভা পাইতেছে।

(গদ্যাংশ) রাতোক ইহা লিখিয়াছিল।

এখন এই লিপিখানি হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, মিজ্জুং(?) গোপালদেবকে প্রভু ভাবে মান্য করিয়াছে। গোপালদেব জীবিত না থাকিলেও মিজ্জুং(?) আপনাকে তাঁহার পাদধুলি বলিয়া গোপালদেবের প্রতি একটা অত্যুচ্চ সম্মান দেখাইয়াছে। এ সম্মানের অর্থ গোপালদেবকে স্বামী বলিয়া মানা। রামচরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, রামপালপুত্র কুমার পালের দেহত্যাগের পর তদীয় পুত্র [তৃতীয়] গোপাল কোন দল-বিশেষের শত্রু বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন এবং তাহারা কৌশল বিস্তার করিয়া গোপালকে মারিয়া ফেলে।(১) এই ঘটনার পর রামচরিত বলিতেছে

অথ তস্য রামনৃপতের্দনুজমর্দনাবতারস্য।
অপরঃ প্রজাপ্রমোদাঙ্কুরকন্দোমদনোঽয়মনুরূপঃ ॥

* * * *

অম্ভোধিমেখলায়া ভুবঃ প্রভুরভূদভিখ্যা মদনঃ ॥

অর্থাৎ "তাহার পর দানবমর্দ্দনের (নারায়ণের) অবতারস্বরূপ সেই রাম নৃপতির (রামপালের) অন্য মদন নামক ঠিক্ তাঁহারই অনুরূপ এক পুত্র বড়ই প্রজারঞ্জক বলিয়া আসমুদ্রক্ষিতির প্রভু হইয়া ছিলেন।

(১) অপি শত্রুপ্রয়োগাদ্ গোপালঃ স্বর্গগাম তৎসূনুঃ। রামচরিত—৪র্থ পরিচ্ছেদ—১২ শ্লোক।

রাম চরিতের এই কথায় ইহাই নিরূপিত হয় যে, রামের পুত্র কুমারপালের ধারা কৌশলে বিনষ্ট হইলে, রামপালের অপর পুত্র মদন রাজা হয়েন। এখন এ কৌশল করিল কাহারা? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বতঃই যেন মনে হয়, ইহারা মদনপালের দলের লোক। বৈমাত্র কুমারপাল জ্যেষ্ঠ বলিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করার পর হইতেই মদনপালের মনে যেন একটা ঈর্ষা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে দলও জুটিয়া যায়। তাহার পর কুমারপালের মৃত্যুতে সে দলের বেশ সুবিধা হয় ও তাহারা কুমারপালের পুত্র গোপালকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মদনপালকে রাজা করে। এখন দেখা যাইতেছে, গোপাল-সম্বন্ধে রামচরিতের কাহিনী হইতেছে, তাহাকে কৌশলে হত্যা করা। আজকাল [তৃতীয়] গোপাল সম্বন্ধে ইহাই প্রসিদ্ধ কাহিনীও বটে। এই শিলালিপিখানি কিন্তু এই প্রসিদ্ধ কাহিনী হইতে স্বতন্ত্র কথা বলিতেছে। ইহা বলিতেছে,—তিনি ("স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়ঃ") ইচ্ছা পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়াছেন; অতএব যেন মনে হয়, এই শিলালিপি যাহাদের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারা মদনপালের দল হইতে স্বতন্ত্র দলের লোক। ইহারা গোপালকেই রাজা বলিয়া মানিত মদনকে নহে; সুতরাং পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, ইহা (তৃতীয়) গোপালের স্বামিত্বসূচক একমাত্র নিদর্শন, তাহা কতকটা বলা যাইতে পারে; কেন না, কুমারপালের মৃত্যুর পর মদনপালই যে বাঙ্গালার রাজা ইহারই নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।(২)

এই লিপিখানি সম্বন্ধে একটি কথার কিন্তু বিশেষ মীমাংসা যেন হয় না। গোপালের শত্রু ঐড়দেবকে মারিয়া মিজুং(?) যে স্বর্গগত প্রভুর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিল ও তাহা আবার ভাবক দাসদ্বারা শিলোৎকীর্ণ করাইয়া জন সমাজে যে প্রভু-ভক্তিটা দেখাইল, ইহার সহিত কি গোপালের রামচরিত প্রসিদ্ধ গুপ্ত-হত্যার কোন সম্বন্ধ আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু প্রধান অন্তরায় ঐ সেই নূতন কাহিনী "স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়ঃ"। মিজুং(?) ত' দেখা যাইতেছে, গুপ্তহত্যারূপ গোপালের দুরদৃষ্টের কথা স্বীকারই করিতে চাহে না, অথচ তাহার এই ঐড়দেববধ করণ ব্যাপারে আপনাকে গোপালের পাদধূলিরূপে বর্ণনা করিয়া গোপালের স্বর্গগমনের কথার অবতারণা করিয়াছে। ইহার মীমাংসাই বুঝিতে পারিতেছি না।

আর একটি কথা বড়ই অমীমাংস্য। ত্রিদশপুরমগাদৈড়দেবঃ···কৃতজ্ঞঃ" ঐড়দেবের এ কৃতজ্ঞ বিশেষণ কেন? বধ যোগ্য ব্যক্তিতে ত এ বিশেষণ খাপ খায় না! তবে কি ইহা "কৃতঘ্ন" হইবে? কৃতঘ্ন হইলেও ত' গোল। যে কৃতঘ্ন সে ত' ঘৃণার পাত্র, তাহাকে আবার "প্রাপ্য চন্দ্রকিরণামলং যশঃ" বলিয়া প্রশংসা করা যায় কেমন করিয়া?

ভরসা করি, অপর কেহ এ শিলালিপিখানির উপর দৃষ্টিপাত করিবেন এবং এ সকলের মীমাংসা করিবেন।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

---

(২) রামচরিত, জয়নগর-মূর্ত্তি-লিপি, ইত্যাদি।

অ

বাঙ্গালার অ-কারের উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহাকে আপাততঃ সংস্কৃত হ্রস্ব অ-বর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কৃত অ-বর্ণের লক্ষণ ও উহার পাশ্চাত্য-উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সংস্কৃত অ-কার ও বাঙ্গালা অ-কারের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এই পার্থক্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে, বর্ণমালার সংস্কার অথবা প্রচলিত বর্ণমালায় উচ্চারণ-সংস্কার হইতে পারিবে না। অদ্য বিশেষভাবে প্রমাণ করিব যে, বিভিন্ন প্রান্তে বাঙ্গালার অ-বর্ণের উচ্চারণে যে সমুদায় বিকৃতি ঘটিয়া, এখন এক প্রকার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, যদি তাহার পার্থক্য-সূচক এক একটী অক্ষর রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে, এক অ-কারই চারি পাঁচ প্রকার করিতে হইবে; সুতরাং যাঁহারা বর্ণমালা-সংস্কারের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি এ বিষয়টী আরও ভালরূপে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

একজন গায়ককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মহাশয়, বাঙ্গালায় "কালোয়াতী গান" নাই কেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, বাঙ্গালার বর্ণমালার উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে গান করিতে গেলে, গলা ভাল খেলে না বলিয়া হিন্দীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়া থাকে। আমি এই প্রবন্ধদ্বারা দেখাইব যে গায়কের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং প্রধানতঃ অ-কারের উচ্চারণ-বৈষম্য বশতঃ ইহা ঘটিয়া থাকে।

আমি বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রান্তের অ-কার-উচ্চারণে যে সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা ক্রমে বলিতেছি—

১। সন্নিহিত সবর্ণযোগে যে সন্ধির নিয়ম আছে, বাঙ্গালায় অ ও আ যোগে তাহা সর্ব্বত্র হয় না।

২। বাঙ্গালায় অ-কারের দীর্ঘ বা প্লুত উচ্চারণ আ হয় না। অন্যরূপ হয়।

৩। বাঙ্গালায় অ-কারের প্লুত উচ্চারণ স্বতন্ত্র। কখন আ হয়, কখন অন্যরূপ হয়।

৪। বাঙ্গালার অ-কারের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বশতঃ গায়কেরা স্বরালাপে বাঙ্গলা গান করেন না।

৫। বাঙ্গালার অ-কারের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য-বশতঃ কোন প্রান্তে অ-কার ও-কারবৎ এবং ও-কার অ-কারবৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

৬। বাঙ্গালার অ-কারের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বশতঃ কয়েকটী স্বর-সান্নিধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

৭। বাঙ্গলার কোনও প্রান্তে অ স্থানে হ এবং কোনও প্রান্তে হ স্থানে অ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

৮। বাঙ্গালার অন্ত্য অ-কার প্রায়শঃ উচ্চারিত হয় না।

যদি এই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে, আমাদের বর্ণ-মালা-সংস্কার অথবা উচ্চারণ-সংস্কারের কোনটী আবশ্যক, তাহা স্থির করা যাইবে।

বাঙ্গালার এই বিকৃতির মূলানুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে প্রাচীন মতের আলোচনা করা উচিত মনে করি, অন্যথা রোগ আবিষ্কৃত হইলেও তৎ-প্রতিকার অসম্ভব হইবে।

প্রাচীন মতে অ-বর্ণ ১৮ প্রকার ; যথা,—

প্রথমতঃ তিনভেদ,—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ; ইহাদের প্রত্যেকটি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে তিন প্রকার। একুনে নয় প্রকার স্বর, অনুনাসিক ও অননুনাসিকভেদে দুই প্রকার ; সুতরাং মোট অষ্টাদশ প্রকার হয়।

এতন্মধ্যে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ও এই তিন প্রকার অ-বর্ণ আজ আমাদের আলোচ্য। অ-বর্ণের এই তিন প্রকার-ভেদ উচ্চারণকালের স্থায়িত্ব অনুসারে হইয়া থাকে। এই কালের পারি-ভাষিক নাম 'মাত্রা'। হ্রস্বের মাত্রা ১, দীর্ঘের মাত্রা ২ এবং প্লুতের মাত্রা ৩। এই মাত্রা-কালের পার্থক্য থাকিলেও, তিন প্রকার অ-বর্ণই সবর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আচার্য্য এই সবর্ণের লক্ষণ করিতেছেন,—"তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণং" (পা ১।১।৯ সিদ্ধান্ত সংজ্ঞা ১০) এতদর্থে টীকাকারগণের অভিমত,—

১। ভট্টোজি দীক্ষিত—"তাল্বাদিস্থানমাভ্যন্তরপ্রযত্নশ্চেত্যেতদ্দ্বয়ং যস্য যেন তুল্যং তন্মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞং স্যাৎ।"

২। বাসুদেব দীক্ষিত—"আস্যং তাল্বাদি স্থানং, প্রকৃষ্টোযত্নঃ প্রযত্নঃ। আস্যঞ্চ প্রযত্নশ্চ আস্যপ্রযত্নৌ, তুল্যৌ আস্যপ্রযত্নৌ যস্য বর্ণজালস্য তত্তুল্যাস্য প্রযত্নং পরস্পরং সবর্ণসংজ্ঞকং স্যাৎ।"

৩। তত্ত্ববোধিনী—"ওষ্ঠাৎ প্রভৃতি, প্রাক্ কাকলকাদাস্যং।"

অর্থাৎ বর্ণমালার মধ্যে যাহাদের উচ্চারণ-স্থান ও প্রযত্ন তুল্য, তাহারা পরস্পর সবর্ণ হইয়া থাকে। এই মতানুসারে স্বরের অষ্টাদশ প্রকার-ভেদে সাবর্ণ্যের ব্যাঘাত হয় না ; কিন্তু পাণিনীয়া শিক্ষা আলোচনা করিলে, বুঝা যায় যে, প্রযত্নের ভেদেও হ্রস্ব অ-কার ও দীর্ঘ অ-কারে সাবর্ণ্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তন্মতে প্রযত্ন দুই প্রকার, যথা,—আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তর-প্রযত্ন চারি প্রকার যথা, স্পৃষ্ট, ঈষৎ-স্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত ; এতন্মধ্যে স্বরবর্ণের উচ্চা-রণে বিবৃত প্রযত্নের আবশ্যক হইয়া থাকে এবং কেবল হ্রস্ব অকারের প্রয়োগাবস্থায় সংবৃত ও প্রক্রিয়াবস্থায় বিবৃত উচ্চারণ দেখা যায়।

বাঙ্গালা অ-কারের মূল এই সংবৃতোচ্চারণ। এইজন্য এই বিষয়টাকে স্পষ্ট করা যাইতেছে। অ-কারের বিবৃতোচ্চারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখে শুনা যায়। বঙ্গদেশেও দীর্ঘ অ-বর্ণে বিবৃতোচ্চারণই হইয়া থাকে। হ্রস্ব অ-বর্ণের সংবৃতাস্য-উচ্চারণে ওষ্ঠ সংবৃত করিতে হইয়া থাকে। এইজন্য কণ্ঠ্য অ-বর্ণ কণ্ঠৌষ্ঠ্যে পরিণত হয়। দীর্ঘ অ-বর্ণে এই বিবৃতি ঘটে না, এইজন্য উহা বিশুদ্ধ কণ্ঠ্যই থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পাণিনির মতে অ-বর্ণের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। আমরা এই আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি।

১। কণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ সবর্ণ হইতে পারে না। এইজন্য "সবর্ণে র্ঘঃ" "সমান সবর্ণে দীর্ঘী ভবতি পরশ্চ লোপং" এবং "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" এই সকল সূত্রানুসারে দুইটী সংবৃতাস্যোচ্চারিত অ অথবা অ-কার ও আকার মিলিয়া সন্ধি হইতে পারে কি না, এই আপত্তির মীমাংসায় ভাষ্যকার অন্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শব্দের দুইটী অবস্থা, একটী প্রক্রিয়া অবস্থা অন্যটী সিদ্ধাবস্থা বা প্রয়োগ। প্রক্রিয়া-দশায় হ্রস্ব অ বর্ণের বিবৃতাস্যোচ্চারণ স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রুতিমাত্র শব্দ প্রক্রিয়া-দশায় চিত্তে অবভাষিত হয়; সুতরাং এই অবস্থায় সবর্ণত্ব স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপ করিয়া দণ্ড+আঢ়কম্ ইত্যাদি স্থলে সন্ধি করিয়া সিদ্ধ-পদটীকে প্রয়োগাবস্থায় আনিতে হয়। বাঙ্‌লার হ্রস্ব অ-বর্ণের প্রয়োগে এই প্রক্রিয়া-দশার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। এইজন্য আমাদিগকে পূর্ব্বে বলিতে হইয়াছে যে, বাঙ্‌লায় অনেক স্থলে অ-কার ও আ-কারে মিলিয়া সন্ধি হয় না এবং ইহার উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, এই নিয়মেই বাঙ্‌লার কোন কোন প্রান্তে "কুশ আসনখানা নিয়ে আয়" এইরূপ বলিতে শুনা যায়। "তোমাগ আমাগ মধ্যে ও কথা খাটে না"। দ্বিতীয় উদাহরণটী যদিও অন্য প্রান্তে "তোমাদের্ আমাদের্ মধ্যে" এই উচ্চারণবশতঃ সন্ধির আভাস পাওয়া যায়; তাহা কিন্তু অবর্ণের লোপবশতঃ। ইহার বিবরণ অগ্রে বলিব।

২। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্‌লায় হ্রস্ব অ-বর্ণ কণ্ঠৌষ্ঠ। এইজন্যই ইহা দীর্ঘাবস্থায় বিশুদ্ধ কণ্ঠ্য আ-বর্ণে পরিণত হইতে পারে না। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর সংস্কৃতোচ্চারণ হইতে ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

এস্থলে যা-এর-আ-কার এবং সংযোগ-পূর্ব্ব ত ও ত্র র গুরু অ-কারের উচ্চারণ বঙ্গদেশে তুল্য হয় না। এস্থলে বাঙ্গালী "যা" বিশুদ্ধ কণ্ঠোচ্চারণ করিয়া ত ও ত্র-র কণ্ঠৌষ্ঠ অ-কারটীকে টানিয়া বলিবে মাত্র; কিন্তু একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যা, ত, ত্র এবং স্যা স্থিত চারিটী অবর্ণের উচ্চারণ এক প্রকার করিবে। বাঙ্গালায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না; কিন্তু স্বভাবাগত প্লুত উচ্চারণে কণ্ঠৌষ্ঠ অ-বর্ণের গুরুত্ব শুনিতে পাওয়া যায়। শিব বা হর নামক ব্যক্তিকে আহ্বান কালে ব ও র-এর অ-কারটাকে টানিয়া বলা হয়, কিন্তু আকারের ন্যায় উচ্চারণ হয় না। যেখানে শিবা, শিবে অথবা হরা ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হরির অপভ্রংশ 'হরিয়া' ও গুরুর অপভ্রংশ 'গুরা'র মত। তাচ্ছিল্য নিরঙ্কুশ।

৩। ও-কার কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ। সংবৃতাস্য অ-কার কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ। দুইটির পার্থক্য এই যে, ও-কার-উচ্চারণে ঘাত ওষ্ঠে এবং অ-কার-উচ্চারণে ঘাত কণ্ঠে অধিক হইয়া থাকে। আমাদের বোধ হয়, এই কারণে বাঙ্‌লার কোন প্রান্তে অ-কারের অপভ্রংশ ও-কার এবং ও-কারের অপভ্রংশ অ-কার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উদাহরণস্বরূপ রাঢ়ের মন স্থানে মোন, গণিয়া স্থানে গুণিয়া বা গুণে, পূর্ব্ববঙ্গের তোর স্থানে তর, মেদিনীপুরের দোকান স্থানে দকান, তোমাদের স্থলে তমাদের ইত্যাদি বলা যাইতে পারে।

৪। ওষ্ঠ-সাহচর্য্য-বশাৎ বাঙ্গালায় অ-কারোচ্চারণে আর এক প্রকার বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অ-কারের পর, ই-কার ও উ-কার উচ্চারিত হইলে, ওষ্ঠে আঘাত অধিক হয়। এইজন্য জলদ, সরল, কটক ইত্যাদির অ-কার ও নবীন, বধূ, অনুপমা, সুন্দরী ইত্যাদির ন, ব, অ এবং ন্দ-এর অকার তুল্য নহে। এমন কি নবীন-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অ-কারে উচ্চারণ-বৈষম্য স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। গণিয়ার গ-এর অকার গুণিয়াতে বিশুদ্ধ ওষ্ঠে পরিণত হইয়াছে। এস্থলে অ-স্থানে উ হইয়াছে।

৫। বাঙ্গালায় অ-কার উচ্চারণ করিতে আস্য-সংকোচের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই জন্য বাঙ্গালা-গানে বিশুদ্ধ স্বরালাপ চলে না। বিশুদ্ধ স্বরালাপে মুখ খুলিয়া স্বর খেলাইতে হয়। ধ্রুপদ সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, সুতরাং এ বিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

৬। অ-বর্ণ, কবর্গ ও হকার কণ্ঠ্যবর্ণ। কণ্ঠ্যত্ব পুরস্কারে ইহারা পরস্পর সবর্ণ। এই সবর্ণত্ববশতঃ বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও অ স্থানে হ এবং কোথাও হ স্থানে অ উচ্চারিত হয়। এমনও দেখিয়াছি যে, কোন প্রান্তে খ স্থানে হ ও সেই হ স্থানে অ উচ্চারণ করে। উদাহরণদ্বারা বিষয়টাকে স্পষ্ট করা যাইতেছে।

হা, হাঁ, হ, অঃ, অ এবং অয়্, এই কয়টী একই অর্থবোধক এবং একই শক্তিবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রান্তে উচ্চারিত শব্দ। এতন্মধ্যে হা শব্দটীকে মৌলিক ধরিয়া আলোচনা করিব। পাণিনীয়া শিক্ষায় একটি কথা আছে,—

"যথাসৌরাষ্ট্রীকা নারী তক্রঁ ইত্যভিভাষতে।" মোলায়েম প্রকৃতিস্থ লোক শব্দোচ্চারণেও মোলায়েমত্ব প্রকাশ করে। ইহারই ফলে তক্রং তক্রঁ হইয়াছে। এই নিয়মে শান্তিপুরের আশপাশে হা হাঁ হইয়াছে। হা পূর্ব্ববঙ্গে হ হইয়া এবং (হ্+অ=হ, অ+হ=অঃ) হ স্থলে অঃ হইয়াছে। এই অঃ ক্রমে অ ও অয়-এ পরিণত হইয়াছে।

'দহ'—গর্ত্ত হইয়া যাওয়া। ইহার হসন্তাবস্থা দহ্ এই জন্য ইহার দঃ ও দ অপভ্রংশ দেখা যায়। 'এখন' শব্দের একন=এহন=এনে=অনে এইরূপ অপভ্রংশও আছে।

ভারতের সকল প্রান্তেই উচ্চারণকালে পদস্থিত শেষ অকার লুপ্ত থাকে। যথা—ভস্ম=ভসম্, কৃষ্ণ=কিষণ, জয়্, করণ্, কারণ। ইত্যাদি ভারতের সর্ব্বত্র সমানভাবে উচ্চারিত হয়। এই অ লোপের হেতু আপাততঃ উচ্চারণ-সৌকর্য্য ব্যতীত অন্য কিছু অনুমিত হয় না।

আমরা এই সুদীর্ঘ আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত কয়টী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি।

১। ব্যাকরণের এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে বঙ্গদেশের অ-কারের উচ্চারণ ভ্রষ্ট নহে।

২। ভারতের অন্যান্য প্রান্তের উচ্চারণ অপেক্ষা বাঙ্গালায় অ-কার উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

৩। বর্ণ ও অক্ষর সংস্কার আবশ্যক বোধ হইলে, অ-কারের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হইবে না। কয়েকটী শিক্ষাসূত্র এবং দুই একটী চিহ্ন সৃষ্টি করিলে অক্ষর ও উচ্চারণে পার্থক্য থাকিবে না।

(ক) প্রথম সূত্র—"অ" কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ।

বৃত্তি,—সংস্কৃত অ-কার প্রক্রিয়া দশায় কণ্ঠ্যবর্ণ। বঙ্গীয় অ-কারের প্রক্রিয়া দশায় তাহা হয় না, সুতরাং ইহা স্বতন্ত্রবর্ণ। আ কণ্ঠ্যবর্ণ। বাঙ্গালায় কথোপকথনে হ্রস্ব আ উচ্চারিত হয়। তাহা এই অ নহে।

(খ) অ বর্ণ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ভেদে তিন প্রকার।

দীর্ঘ ও প্লুত অ-বর্ণের মাত্রা চিহ্ন থাকিবে। যথা—

যা তত্র স্যাৎ, ওহে হর, শিব

(গ) হ্রস্ব অ-বর্ণ একমাত্র। ইহার প্রথম অর্দ্ধমাত্রা কণ্ঠ হইতে ও দ্বিতীয় অর্দ্ধমাত্রা ওষ্ঠ-সংবৃতিবশতঃ উচ্চারিত হয়।

(ঘ) ই-বর্ণ ও উ-বর্ণ ব্যঞ্জন-ব্যবধানদ্বারা পরে থাকিলে; পূর্ব্বস্থিত অ-কারে ওষ্ঠত্বের প্রাধান্য হয়। যথা—যদু, নবীন, মধু ইত্যাদি।

(ঙ) রফলাযুক্ত শব্দের পরস্থিত অ-কারে ঘ সূত্রানুসারে কার্য্য হয় না। যথা—প্রতি, ক্রতু, আশ্রয়ী প্রভৃতি।

(চ) ওষ্ঠত্ব বিভাষা প্রাদেশিকে।

বৃত্তি—মন ও মোন, তোর ও তর, দোকান ও দকান, উঠ্, ওঠ, অট্ ইত্যাদি।

(ছ) অন্তস্থিত অ-কার প্রয়োগে লুপ্ত হয়।

বৃত্তি—যেখানে হইবে না, সেখানে বিশেষ চিহ্ন থাকিবে। জল্ জলদ, বিশেষ স্থলে যথা,—

(১) ঠিক তারই মত্ দেখিতে। (২) ওকাজে আমার মত্ নাই। এস্থলে 'মত' শব্দ দুইটী বিভিন্নার্থসূচক।

(জ) অন্ত্যসংযোগান্তে হয় না।

বৃত্তি—যথা শান্ত, ক্ষান্ত, কর্ণ, সুবর্ণ ইত্যাদি।

(ঝ) দীর্ঘত্ব সন্ধিতে বিভাষা। সংস্কৃত নিয়মে দণ্ড+অগ্র=দণ্ডাগ্র অথবা দণ্ড অগ্র। এরূপস্থলের দীর্ঘত্বের চিহ্ন "৷"।

৪। হ স্থানে অ, অ স্থানে হ এবং ও স্থানে অ, অ স্থানে ও, যে সকল প্রান্তে প্রচলিত আছে, সে সকল স্থানে শিক্ষাদ্বারা উচ্চারণ সংযত করা ব্যতীত আর উপায় নাই। শিক্ষাদ্বারা সংস্কারের উদাহরণ সমাজে প্রচলিত আছে।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন

উৎকলদেশীয় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের বর্ণনা এবং দুইটী শক্তিমূর্ত্তির আবিষ্কার

১। ৺পুরীধামে পুরুষোত্তম মন্দিরের অনুমানিক ৪ মাইল পশ্চিমে ৺লোকনাথ শিব। এই লিঙ্গ বারমাস জলমগ্ন থাকেন, কেবল শিবরাত্রির দিন সমুদয় জল তোলা হয় এবং ঐ দিবস প্রকাশমান হন। প্রবাদ এই যে, এখানে বারমাস যাত্রী ও লোকে বেলপত্রপুষ্পাদি যাহা দিয়া পূজা করে, তাহা পচিয়া নষ্ট কি দুর্গন্ধ হয় না। জলের উপরে একটি শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাহা প্রস্তরের মূর্ত্তি বটে।

২। কটক সহর হইতে ৫।৬ মাইল পশ্চিমে মহানদী ও তৎশাখায় পরিবেষ্টিত একটী প্রস্তরময় দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ স্বয়ম্ভু "ধবলেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান।

কিংবদন্তি আছে যে, কোন তস্কর এক কালগাভী অপহরণ করিয়া ধৃত হইবার আশঙ্কায় সমস্ত রাত্রি এই মহাদেবের আরাধনা করে, তাহাতেই কালদেব তুষ্ট হইয়া ঐ কৃষ্ণবর্ণী গাভীটিকে ধবলাকৃতি করিয়া দেন। এই কারণে মহাদেবের নাম "ধবলেশ্বর" বলিয়া খ্যাত হয়। আমাদের বঙ্গদেশীয় ৺তারকেশ্বর শিবের মাহাত্ম্যের ন্যায় এই শিবললিঙ্গের অতিশয় মাহাত্ম্য; এমন কি, লোকে কোন মানসিক করিয়া হত্যা দিলে "ধবলেশ্বর" মহাদেব তাহার মানস পূরণ করেন। তৎপরে সেই ব্যক্তি তাঁহাকে মানসিক বলদ-গাভী কিম্বা গাভী-বৎস ও অলঙ্কারাদি উপহার দেয়। এই শিবমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহার দক্ষিণ দুই হস্তের এক হস্তে শূল ও অপর হস্তে ডম্বুর আর নিম্নে বাহন বৃষ এবং বামহস্তের এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে চক্র ও নিম্নভাগে বাহন গরুড় দৃশ্যমান হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি "হরিহর" মূর্ত্তির সংযোগ বলিয়া আমার উপলব্ধি হইয়াছে। আরও অনেক প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে, তাহার কতক বুঝা যায় ও কতক কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

৩। ৺ভুবনেশ্বর মহাদেব,—ইঁহার মাহাত্ম্য স্বতন্ত্র বিবৃত করিলাম।

৪। "৺কপিলেশ্বর" মহাদেব,—জনশ্রুতি আছে যে, এই শিবলিঙ্গ কপিলমুনিকর্ত্তৃক স্থাপিত। অন্য অন্য শিবলিঙ্গ হইতে এই লিঙ্গের বিভিন্নতা এই যে, ইঁহার মধ্যে একটি ছিদ্র আছে। প্রবাদ এই যে, মহাদেব রাত্রিতে ঐ ছিদ্রদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেন। তাহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই শৈলদেবের নিকট অনেকে মানসিক করিলে সফল হয়, এ কথা সত্য, কাল্পনিক নহে।

৫। "৺পরশুরামেশ্বর",—এই শিবের মস্তকে দুই ভাগ স্পষ্ট দেদীপ্যমান। প্রবাদ এই যে, হরিহর একযোগে শিবরূপে এই লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। এ লিঙ্গ স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রত্যয় হইলেও হইতে পারে।

৬। "৺ভাস্করেশ্বর",—এই শিবলিঙ্গ বড়ই লম্বাকৃতি এবং মস্তকে পঞ্চ অঙ্গুলির দাগের ন্যায় দাগ আছে। কিংবদন্তি এই যে, এই শৈলদেব সূর্য্যদেবসহ মিলিবার বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। তখন ভুবনেশ্বর ইহার মস্তকে হাত দিয়া নিবারণ করিয়াছিলেন,সেইজন্য সেইরূপ দাগ হইয়াছে।

৭। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ধানমণ্ডল ষ্টেসন হইতে ২৷৷০ কি ৩ ক্রোশ পশ্চিমে "মহা-বিনায়ক" নামে প্রসিদ্ধ এক শিবলিঙ্গ আছেন। ইহারও মাহাত্ম্য অতিশয় বিখ্যাত এবং লোকে এ স্থলেও মানসিক করিয়া থাকেন।

৮। "৺ভুবনেশ্বর",—স্থল গুপ্ত-কাশী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ কারণ এখানে কেশরীবংশীয় রাজাদের স্থাপিত বহু শিবমূর্ত্তি আছে; কিন্তু ভুবনেশ্বর শিবের মন্দিরমধ্যে আর একটী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আছেন। জনশ্রুতি এই যে, ঐ ভুবনেশ্বর স্থল প্রাচীনকালে "একাম্রকানন" নামে খ্যাত ছিল এবং ঐ কাননে এই লিঙ্গই আদি লিঙ্গ ছিল। তৎপরে ভুবনেশ্বর মহাদেবের প্রাদুর্ভাব হয় ও কেশরীবংশীয় জনৈক প্রতাপান্বিত রাজাকর্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৯। এই ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্রে "কেদারগৌরী" নামে যে অংশ আছে, তথায় "৺কেদার-নাথের" মূর্ত্তি কাশীধামের ৺কেদারনাথের মূর্ত্তির ন্যায়। আয়তনে কিছু কম হইবে। এই শিবলিঙ্গও স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১০। এই ভুবনেশ্বর মন্দিরের এক স্থলে অনেক শক্তিমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। তন্মধ্যে দুইটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অবশ্য স্থানীয় লোকে এবং পাণ্ডারা ঐ দুই মূর্ত্তির দুইটি পৃথক্ নামে অর্থাৎ "কাপালিনী" এবং কৃশোদরী" এই দুই নামে পরিচয় দিয়া-ছেন; কিন্তু আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ঐ দুই শক্তিমূর্ত্তিকে "তারা" মূর্ত্তি বলিয়া জানিয়াছি। আমাদের এদেশে তারামূর্ত্তির দক্ষিণে দুই হস্ত ও বামে দুই হস্ত এবং উদর বড় হইয়া থাকে; কিন্তু এই মূর্ত্তির দক্ষিণে তিন হস্ত, তাহার একটিতে খড়্গ, একটিতে চক্র ও আর একটিতে আশীর্ব্বাদ; আর বামে একটিমাত্র হস্তে কাটামুণ্ড, গলে মুণ্ডমালা আছে এবং শয়িত শিবোপরি দণ্ডায়মানা আছেন। প্রভেদমাত্র এই যে, উদর একেবারে পাতখোলার ন্যায় পাতলা।

এই ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্রে যেমন বহু শিবমূর্ত্তি (কতক স্বয়ম্ভু ও কতক স্থাপিত) দৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ আরও অনেক দেবীমূর্ত্তি আছে। তাহা আমাদের দশভুজামূর্ত্তির ন্যায় সুতরাং সে সকলের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; তবে আমার এই বক্তব্য যে ৺কাশীধামে ও পুরীধামে আমি যে নৃসিংহমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়াছি, সে সমস্ত মূর্ত্তিতেই নৃসিংহের এক হস্ত প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপিত এবং অপর হস্ত হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিতেছে এইরূপ আছে। ৺ভুবনেশ্বরের রন্ধনশালায় নৃসিংহ অবতারের কোলে লক্ষ্মী বসিয়া আছেন, এইরূপ প্রস্তরের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এরূপ মূর্ত্তি আর কুত্রাপি দেখি নাই।

৺বরদাপ্রসন্ন সোম রায় বাহাদুর।*

---

* এই ভক্তিমান প্রাচীন লেখকের কিছুদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে।

বাঘাইর বয়াত

ময়মনসিংহের নানা স্থানে পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষক বালকগণের মধ্যে একটী উৎসব প্রচলিত আছে। রাখাল বালকগণ পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্বে দল বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া 'বাঘাইর বয়াত' নামে এক প্রকার কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা করে। একজন প্রথমে কবিতা বলিয়া দেয় এবং পরে সকলে একস্বরে তাহা আবৃত্তি করে। কয়েক দিন এইরূপ ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হয়, তদ্দ্বারা পিষ্টক, মিষ্টান্ন প্রভৃতির জন্য আবশ্যক দ্রব্য-সমূহ ক্রয় করা হয়। পৌষ-সংক্রান্তি দিন কোনও বনের ধারে রাখাল বালকগণ সকলে সমবেত হয় এবং সেখানে পিষ্টক মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাক হয়। খড় দ্বারা ত্রিভুজাকৃতি করিয়া এক খানা কুলা তৈয়ার করা হয়। তাহাতে পিঠা ও মিষ্টান্নাদি সাজাইয়া বনের ধারে বাঘাইর উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসা হয়। তারপর অবশিষ্ট পিষ্টক ও মিষ্টান্ন সকলে মিলিয়া পরমানন্দে ভোজন করে।

"বাঘাইর" অর্থ সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রের দেবতা। পূর্ব্বকালে ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল এবং তাহাতে বড় বড় ব্যাঘ্র বাস করিত। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্র-ভীতি হইতেই এই উৎসবের এইরূপ নাম করা হইয়াছে। গো-মেষাদির রক্ষার্থ ব্যাঘ্রের দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে বনের ধারে এইরূপে সিন্নি বা বলি দেওয়া হয়।

নিম্নে উক্ত উৎসবের সময় যে ছড়া আবৃত্তি করিয়া বালকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত হইল।

(১)

আইলামার, আইলামার,
আইলামার ভাই অরণে, লক্ষ্মীদেবীর চরণে,
লক্ষ্মীদেবী দিলাইন বর, চাইল কড়াই বাইর কর।
চাইল আনিয়া দিল কড়ি, তারে করব লড়ি দড়ি,
লড়ি দড়ি শ্যামার, সোণার মুটুক রাণীর,
সোণার মুটুক রূপার খিলা,
ঐ ঘরখান দেখ্‌তে ভালা।
গৌর ভালা, গৌর ভালা, গৌর বড় কাটুনী,
মাইয়া বড় টিটুনী।
কেনগো মা বিরস বদন, আমায় দিবি কত ধন ?
আমিত মাগিয়া খাই, "বাঘাইর বয়াত" গাই।
বাঘাই গেছে নাগাইপুর, আমার বাড়ী মথুরাপুর,
আইতে যাইতে অনেক দুর মধ্যে একটা সমদ্দুর।

(২)

চতর, চতর ভগ্নী বিলে, ছাল্যা আইল বাড়ীর ভিতর,
ভগ্নী বিলের ছাল্যা দেখিয়া যেবা করে হেলা,
হেলা নারে ডেলা নারে গায়ে আসছে জ্বর,
এই খান আসিয়া দেখা যায় সোনারামের ঘর।
সোনারাম, সোনারাম দদি আছে তর,
গোয়ালিয়া বলে আছে দদি, গোয়ালনী বলে নাই,
বাথানে পড়িয়া মরল নবলক্ষ গাই।
নব লক্ষ গাই মরে নব লক্ষ বাছুর।
গোয়াল-গরের একটী কন্যা সুর্য্যের কামিনী,
হাতে লইল লোয়ার ডাঙ্গ মাইল ছুটার বাড়ী
সাত দিনের মরা ধেনু করে লড়ালড়ি।

(৩)

কুঁড়া বলে কুঁড়ুনী এই বার বড় বান,
উচা করিয়া বান্দিও ভিটি কুটিয়া খাইব ধান।
কুঁড়া গেছে ধান কুটিতে, কুঁড়িরে খাইল বাঘে,
সকল কুড়া সাজিয়া আইলো কুল মানিকের আগে
এক বাগ মারিয়া আইলাম চিতলিয়ার পার,
আর এক বাঘ দৌড়াইয়া নিলাম বাঘ করালা খোড়ী.
পাছাইতে পাছাইতে গেলাম মামাগর বাড়ী।
মামাগর ঘোড়াটা চোক নেকে করে,
আমার ভাই জগৎ আলী ঘোড়া দৌড়াইতে পারে।
ঘোড়া দৌড়াইতে ঘোড়া দৌড়াইতে পথে পাইল সারি,
সেও সারি পিন্দিয়া বেড়ায় চানখাঁর বাড়ী।
চান খাঁ চান খাঁ কি কর বসিয়া?
তোমার পুতে বলী যায় দরবার বসিয়া।

(৪)

আইলামরে ভাই উড়িয়া, আত্তির কান্দ চড়িয়া
আত্তির সুর লড় বড় করে, গাছ থাকিয়া বড়ই পরে।
ছিক্যালড়ে ছিক্যালড়ে ঝড় ঝড়িবায় টেকা পরে।
একটা টেকা পাইলামরে, বানিয়াবাড়ী গেলামরে।

বানিয়া-গরে উচা টুই, ধান বাইর কর কুলা দুই,
কুলাতত্ ধান ক ঠাত্ গেল, ফাল দিয়া বুড়ী ঘর গেল।
আলা বুড়ী শিতলি! কুলার পিড়া কি করিলি,
কুলার পিড়া পুলায় খাইছে, শিতলীরে বাঘে খাইছে।

(৫)

এক বাঘের নাম এঁতা, বুড়ীর নিল খেতা।
এক বাঘ এক বাঘ *
এক বাঘের নাম উঘারের খুট, চাউল চাবায় মুটি মুটি।
* * * *
এক বাঘের নাম অই দই, গোয়াল মারিয়া খাইল দই।
* * * *
এক বাঘের নাম আমলা, বন্দ মারে কামলা।
এক বাঘের নাম লাতুর লুতুর, ছুতার মারিয়া আন্‌লো আঁহর।
* * * *
এক বাঘের কপালে ফোটা, বৈরাগী মারিয়া আন্‌লো লোটা।
* * * *
এক বাঘের নাম এঁকী, ঘরত্ আনল ঢেঁকী।
* * * *
* * * * ইত্যাদী।

(* এইরূপ ভণিতা ও মন্তব্য :—এই প্রকারের মিল দিয়া অনেক বাঘের নাম বলে)

(৬)

আলুর পাতা ঠালুর ঠুলুর, দাঁত মড়াইতাম ছাই,
আঁত্তি আইরে ঘোড়া আইরে কুলমানিকের ভাই।
কুলমানিকের ভাই নারে উড়িল কইতর,
উড়িল কইতর নারে সবার ভিতর।
সোনা আর পিত্তল দিয়া বান্দাইলাম নাও,
সেই নাও চড়িয়া আইবে দুর্গার মাও।
দুর্গার মাও নারে হাঁসিতে হাঁসিতে,
কালা কালী দুইডা ছেঁড়ী নাচিতে নাচিতে।

আয়রে বইন সকল জলেরে যাই,
জলেরে গি—ই—য়া ছিরফল খাই।
ছিরফল খাইতে খাইতে হাত ফুট্‌লাম কাঁটা,
কাঁটা না কাঁটা না আইজ হইতে রইলাম আমি সতিনের খোঁটা।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক।

শ্রীহট্ট ও কাছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ

শ্রীহট্ট-অঞ্চলে এখনও অনেক প্রাচীন কলমি পুথি দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত চেষ্টা ও কিছু অর্থব্যয় করিলে, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের নানাস্থান হইতে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ সংগৃহীত হইতে পারে। সুরমা-উপত্যকার ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত প্রমদাকুমার বসু ও শিলচর-নর্ম্মালস্কুলের সুযোগ্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয়ের যত্ন ও চেষ্টায় সংগৃহীত প্রায় একশতখানা পুরাতন গ্রন্থ অত্রত্য নর্ম্মাল স্কুল লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত হইতেছে। ঐ সকল পুস্তকের বিবরণ "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" প্রকাশ করিবার জন্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বহুদিন যাবৎ আমাকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই কথায়, আমি ঐ সকল পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করি এবং নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রগণের সাহায্যে রচনার নমুনাসহ পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করি; কিন্তু এই কার্য্যে যেরূপ ধৈর্য্য, পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন তাহার কিছুই আমাতে বিদ্যমান না থাকায়, কার্য্যটি উপযুক্তরূপে করিয়া উঠিতে পারি নাই। এইরূপ অবস্থায়ই উক্ত বিবরণী উত্তর-বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনীর বিগত অধিবেশনে ৺কামাখ্যাধামে প্রেরিত হয় এবং তথায় ইহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ সকল পুথির আর একখানি সংক্ষিপ্ত তালিকা আমি সুরমা-উপত্যকায় সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে করিমগঞ্জ মহকুমায় উপস্থিত করিয়াছিলাম। সেই তালিকা সম্ভবতঃ কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রচনার নমুনাসহ পুস্তকগুলির বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প এযাবৎ পূর্ণ হয় নাই। অদ্য খানকয়েক পুস্তকের কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি; আশা করি, যাসদ্বই সময়ের মধ্যে বিবরণীতে লিখিত অবশিষ্ট সমুদায় বাঙ্গালা পুস্তকের অনুলিপি ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে সমর্থ হইব। সংস্কৃত পুথিগুলির কোন বিবরণ এ যাবৎ লিখিত হয় নাই; কখনও হইবে বলিয়াও বড় সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক, নিম্নে শিলচর নর্ম্মালস্কুল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত (সংস্কৃত ও বাঙ্গালা)) কতকগুলি প্রাচীন পুথির নাম উল্লেখ করা হইল।

বাঙ্গালা পুথি

(১) সঞ্জয়ী মহাভারত (সম্পূর্ণ), (২) কাশীদাসী মহাভারত (১১৪২ সনের হস্তলিপি), (৩) অযোধ্যাকাণ্ড, (৪) কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরাকাণ্ড, (৫) লঙ্কাকাণ্ড, (৬) বীরবাহুযুদ্ধ,

(৮ ক) লক্ষ্মণের শক্তিশেল, (৮ খ) লক্ষ্মণের শক্তিশেল, (৯) উত্তরাকাণ্ড, (১০) রঘুনাথের অশ্বমেধ (১১) রামের স্বর্গারোহণ (ভবানীদাস বিরচিত), (১২) বিরাটপর্ব্ব, (১৩) দ্রোণপর্ব্ব (সঞ্জয়ের ভণিতাযুক্ত), (১৪) ধর্ম্মইতিহাস, (১৫) অনন্তরামের ক্রিয়াযোগসার, (১৬) শ্রীকৃষ্ণবিজয়, (১৭) শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধীয় পদাবলী, (১৮) মণিহরণ, (১৯) মানভঞ্জন, (২০ ক) কলঙ্ক উদ্ধার, (২০ খ) ঐ (২১) মৃগলব্ধ, (২২) বিষ্ণুপুরাণ, (অংশমাত্র) (২৩) গয়াপুরাণ, (২৪) প্রহ্লাদচরিত্র, (২৫ক) নারদীয়রসামৃত, (২৫খ) নারদীয় রসামৃত, (২৬ক) জানকীনাথের পদ্মাপুরাণ, (২৬ খ) ঐ (২৬ গ) রায় বিনোদকৃত পদ্মাপুরাণ, (২৬ ঘ) বর্দ্ধমান দত্তকৃত পদ্মাপুরাণ, (২৬ ঙ) নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, (২৬ চ ও ছ) পদ্মাপুরাণ (অংশমাত্র), (২৭) শ্রীকৃষ্ণের স্তব, (২৮) বিষ্ণু ও দুর্গার সহিত লক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব, (২৯) ব্রহ্মজ্ঞান হাড়মালা, (৩০) গৌরসন্ন্যাস, (৩১) হরিনাম কবচ, (৩২) নরোত্তমদাসের পাঁচালী (৩৩) কৌতুকবিলাস, (৩৪) অন্নদামঙ্গল, (৩৫) বেতালপঞ্চবিংশতি, (৩৬) মালিকজাদার বৃত্তান্ত, (৩৭) বাবাহয়ের পাঁচালী, (৩৮ ক, খ, গ, ও ঘ) হাস্তনাথের পাঁচালী (৩৯ ক ও খ) নিয়ত চণ্ডিকা, (৪০ ক, খ ও গ) ঘোরচণ্ডীর পুস্তক, (৪১ ক খ গ ও ঘ) সত্যনারায়ণের পাঁচালী, (৪২ ক খ গ ঘ ঙ চ) শনির পাঁচালী, (৪৩) গুরুতত্ত্ব, (৪৪) যমগীতা, (৪৫) অর্জ্জুনগীতা, (৪৬) কালীয়দমন, (৪৭ ক ও খ) সঞ্জয়ী সভাপর্ব্ব, (৪৮) সঞ্জয়ী ভীষ্মপর্ব্ব, (৪৯) গোপীনাথের স্ত্রীপর্ব্ব, (৫০) ভবানীদাস বিরচিত লক্ষ্মণদিগ্বিজয়। ইত্যাদি।

সংস্কৃত পুথি

(১) রুচিস্তব, (২) (ক) দুর্গাপূজাবিধি, (খ) দুর্গাপূজাবিধি, (৩) চূড়া ও উপনয়ন বিধি (৪) বিবাহবিধি (যজুর্ব্বেদীয়) (৫) চতুষ্টয়বৃত্তি, (৬ ক) সন্ধিবৃত্তি, (খ) সন্ধিবৃত্তি, (৭) কামক রহস্য, (৮) গণপ্রদীপ, (৯) নামলিঙ্গানুশাসন (অমরকোষের অনুকরণের সংস্কৃত অভিধান) (১০) বিবিধ স্তোত্র, (১১) দক্ষিণাকালীপূজা বিধি, (১২) শ্যামাপূজাবিধি, (১৩) হরিহর আচার্য্য বিরচিত সময়প্রদীপ, (১৪) রুচিকবচ, (১৫) কার্ত্তিকেয়ব্রত বিধি, (১৬) বিষহরিপূজা বিধি, (১৭ ক) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (দেবনাগর অক্ষরে লিখিত), (১৭ খ) ঐ (১৮) ধাত্বর্থ, (১৯) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কিয়দংশ, (২০) শিবপূজ ও শিবচতুর্দ্দশী ব্রতকথা, (২১) বৃষোৎসর্গ বিধি (২২) শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ, (২৩) মঙ্গলাচরণ, (২৪) স্মরণমঙ্গলগ্রন্থ, (২৫) নির্ব্বাণ-তন্ত্র, (২৬) পাদুকাপঞ্চকতন্ত্রের টীকা, (২৭) অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি, (২৮) ভগবতী গীতা, (২৯) সারদাতিলক, (৩০) গুরুগীতা, (৩১) আচারনির্ণয়, (৩২) কালচিন্তামণি, (৩৩) কঙ্কালতন্ত্রে মহাকালী পূজা, (৩৪) মহালক্ষ্মীর সহস্রনাম স্তোত্র, (৩৫) খিলহরিবংশ।

১নং পুথি "সঞ্জয়ী মহাভারত" ও ২নং পুথি "কাশীদাসী মহাভারত",—

এই দুইখানা গ্রন্থ অতিশয় মূল্যবান্। প্রকৃত সঞ্জয় মহাভারত আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বেঙ্গলগভর্মেণ্ট লাইব্রেরীর একখানা পুস্তক ব্যতীত আর কোথাও সম্পূর্ণ

সঞ্জয়ের মহাভারত সুরক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায় না। এমন কি, বেঙ্গলগভর্মেণ্ট লাইব্রেরীস্থিত পুথিখানিও সম্পূর্ণ আছে কি না, সঠিক জানিতে পারি নাই; সুতরাং বক্ষ্যমান সঞ্জয়ের মহাভারতের পুথিখানি বাস্তবিকই অমূল্য জিনিস। সম্প্রতি শিলচর-সাহিত্যসভা ইহার একখানি প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আশা আছে, উক্ত সভার যত্নে কোনদিন সঞ্জয়ী মহাভারত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে পারে। কাশীদাসী মহাভারতের পুথিখানিও অত্যন্ত মূল্যবান্। ইহার হস্তলিপি পৌনেদুইশত বৎসরের প্রাচীন অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে, ইহা লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতগুলির ন্যায় এই পুথির পাঠ আধুনিক পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সংশোধিত হয় নাই। ইহাতে কাশীদাসের মূলপাঠ অনেকস্থলেই অবিকৃত রহিয়াছে। মূলের সহিত মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতের প্রভেদ নিরূপণার্থ বক্ষ্যমান গ্রন্থখানি বিশেষ সহায় হইতে পারে।

"সঞ্জয়ী" ও কাশীদাসী" উভয় মহাভারতেরই শেষ পৃষ্ঠার এক একখানি আলোক চিত্র এতৎসহ প্রকাশার্থ প্রেরিত হইল। শিলচর-নর্ম্মালস্কুলের সুযোগ্য ড্রইংমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাইচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে চিত্রগুলি উঠাইয়া দিয়াছেন; এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের সুবিধার নিমিত্ত বর্ণবিন্যাস প্রণালী পুথিতে যেরূপ আছে, ঠিক সেইরূপই রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফলে অনেকস্থলেই হাস্যোদ্দীপক বর্ণাশুদ্ধি এবং কৌতুহলকর প্রাদেশিকতা পরিলক্ষিত হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।*

শ্রীজগন্নাথ দেব

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকভাণ্ডারে সঞ্জয়ী মহাভারত একখানি সম্পূর্ণ আছে এবং কাশীদাসী মহাভারতের আরও বহু প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের একখানি পুথি ৯৮৫ সনে লিখিত বলিয়া জানা গিয়াছে।—ব-সা-প-গ্রন্থাধ্যক্ষ।

১নং পুথি—সঞ্জয়ী মহাভারত।

মালিক—বৈদ্যনাথ পাল 'ওলাদে' নয়ান বল্লভ পাল। লিপিকর—চন্দ্রনাথ। সাং এক-তুয়ারিয়া। ভণিতায় নাম—সঞ্জয়। হস্তলিপির তারিখ—সন ১১৩৯ বাঙ্গালা। পত্র সংখ্যা—৬৭২ সম্পূর্ণ আছে। (উভয় পৃষ্ঠায়ই লেখা)

প্রারম্ভ,— ওঁ নমো গণেসায় নমঃ।

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোধর গজানন।
ভিগনাসং করং দেবং হেরম্ব প্রণমামাহং॥
নাহং তিষ্টামী বৈকন্টে যুগিনাং হৃদএ নচ।
মং ভক্ত্যা যত্র গায়ন্তিঃ তত্র তিষ্টামি হে নারদঃ॥

সিন্দু থলা প্রায় শিলা সকলি বেহার। চারি বেদে ব্রাহ্মান্ত না পাএ জাহার॥
হেন প্রভু নারায়ণ দেব নিরঞ্জন। তাহান পদ পড়ি কত (?) সদায় শ্লোক মন॥
প্রণমোহ বিসেস্বর দেব পঞ্চানন। কন্টেত বাসুকি জার করএ দোলন॥
ত্রিপরারি ভয়ং করি নমো সসিধর। সোম সূর্য্য ত্রিলোচন গৌরিপতি হর॥
নম স্বুল শক্তি ধর নমো হরি বিমুখ। বিস ভক্ষা বিরোপাক্ষঃ সিব পঞ্চমুখ॥
প্রণমোহ মহামায়া দেবি ভগবতি। বিসর্জন শ্রীজন জাহাতে উৎপত্তি॥
হরি হর বুক্ষি জাহাতে ভক্তি ভাএ। সহস্র প্রণমো মোর সে দেবির পাএ॥
মুই মুড় জ্ঞান হিন নাহি বুদ্ধিলেস। কুটি কুটি ব্রহ্মা ধ্যানে না পাএ উদ্দেষ॥
হেন দেবি প্রণমোহো সক্তি সোনাতনি। দেবগুরু দ্বিজ পদে বন্দম পুনি পুনি॥
ভারতি পদারবিন্দে করি নমস্কার। করিবার চাহি কিছু ভারত প্রচার॥
পরিক্ষিত নামে ছিল সত্তাবাদি রাজা। তারপুত্র জন্মজয় বলে মহাতেজা॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদী প্রাপ্তি।

লোমে লোমে ঘর্ম্ম হয়ে খসে অলঙ্কার। লজ্জায় বিকল সব নৃপতী কোমার॥
যেহি মতে খেত্রি সব জদি দেখিল গুন। ব্রাহ্মনে সমাজ হতে উঠিল য়র্জ্জোন॥
হরিসে ব্রাহ্মণ সব করে বিমরিস। জদি গুণ দিতে পারি তবে বিসদৃস॥
বড় বড় নৃপ সবে কৈল পরাক্রম। কেহ না জানিল সেই ধনুর নির্গাম।
তাহাকে বলিআ জাএ ব্রাহ্মণ কুমার। এই বলি হাসন্ত ব্রাহ্মণ পরিবার॥
কেহ কেহ কহে সেই জাএ মহৎসবে। গুণ দিতে পারিলে ব্রাহ্মণ নহে তবে॥
রাজা সবে দেখিয়া করহে উপহাস। য়সম্ভব কর্ম্মেতে বিপ্রের য়বিলাষ॥
ব্রাহ্মণগণ সস্তদিয়া বলরামে কহে। য়সম্ভব সাহসে প্রবেসে ধনঞ্জয়॥
য়াপনে গোবিন্দে পুনি নাহি দিল হাত। য়সমুখে (?) বর্গানে প্রবেসে গীয়া তাথি॥

১। কবীন্দ্রের মহাভারত।

২। সঞ্জয়ী মহাভারতের শেষ পৃষ্ঠা।

১। কাশীদাসী মহাভারত।

২। সঞ্জয়ী মহাভারতের শেষ পৃষ্ঠা।

বলভদ্র সম্ভোধিয়া কহে জনার্দ্দন। দেখিবা [illegible] বিন্দিব যখন ॥
য়ামি তুমি দিতে পারি [illegible] ধনঞ্জএ। য়ার কেহে দিতে নারি এ তিন লোকএ ॥
পাণ্ডবের পত্নি হইব পাঞ্চাল কমারী। হেন হেতু [illegible] কৈল য়াগুসারি ॥
য়বশ্য অর্জ্জুনে দেখ বিরদর্প করি। ধনুতোলি এই ক্ষণে কন্যা নিব হরি ॥
হেন কথা কহিতে ব্রাহ্মণ গেল ধাইয়া। য়াসএ সকল খেত্রি ব্রাহ্মণে দেখিয়া ॥
সেই ক্ষণে য়র্জ্জোণে ধনুতে দিল গুণ। য়লক্ষিতে পঞ্চবাণ সান্দিল অর্জ্জোন ॥
জলধর পথ দিয়া কাটি পাড়ি লৈক্ষ। দ্রোপদ নৃপতি হইল ব্রাহ্মণের পক্ষ ॥
হাতে পুষ্প মালা করি পাঞ্চাল কুমারি। য়র্জ্জোনের গলে দিল নমস্কার করি ॥
দুই সখি সহিতে রহিল এক ভিত। লজ্জায় বিকল কিছো হইল কিঞ্চিৎ ॥
দ্রৌপদির দেখি রূপ নিরূপম ঠান। নৃপতি সকল হৈল কামে হতজ্ঞান ॥
মৃষচর্ম্ম ঝাড়িয়া হাসন্ত বিপ্রগণ। জএ রোলে ইন্দ্র কৈল পুষ্প বরিসন ॥
রাজা সবে সহিতে নারে বলমান। এক চিত্তা হইয়া সবে করএ সন্ধান।
খেত্রি কুলের কুর্চ্চা হইল ব্রাহ্মনের জয়। য়হঙ্কারে দ্রোপদেকে নাচিন্তে এভএ ॥

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ।

এহি বলি বিরস বদনে ধনঞ্জএ। ধনু এড়ি রথেতে বসিল মহাসএ ॥
বিদএ য়াকুল প্রভু পুরে মর হিয়া। সর্ব্ব ধর্ম্ম নারায়ণে কহে বুজাইয়া ॥
য়র্জ্জুণে কহেন প্রভু সুন তত্ত্ব সার। য়কারণে করিবাম্ জ্ঞাতির সংহার ॥
ভোগে মর কার্য্য নাহি পুনি বনে জাইব। না করিব যুদ্ধ আমি জ্ঞাতি না বধিব ॥
য়র্জ্জুনের বিদয় জানিয়া জনার্দ্দিন। য়র্জ্জুনেরে প্রবোধেন্ত ব্রহ্ম সুনাতন ॥
কিবা চিন্ত জ্ঞাতিবধ বির ধনঞ্জএ। কে কারে মারিতে পার জানই নিশ্চএ ॥
কাহাকে মারিতে পারে কাহার সকতি। কার্য্য য়বসানে যান সংসারের নিতি ॥
এমত বিচিত্র জ্ঞান য়খিল সকল। কেবা কার জ্ঞাতি হএ কেবা আপ্তপর ॥
সকল আমার কির্ত্তি আমি সংসারক। য়াপি সে য়াপনা মারি য়াপি সে রক্ষক ॥
জির্ণ বস্ত্র এড়ি যেন নুতুন বস্ত্র ধরে। তেন নতুন পরিগ্রহ সরিরে সঞ্চরে ॥
য়াপ্ত পরিচএ জেই জানে ধনঞ্জএ। তাহার বিনাস নাহি সুন মহাসএ ॥
সরির এড়িলে জান নাহিক বিনাস। তাকে বলি ধনঞ্জয় পুরুস প্রধান ॥
ই সকল বিনাস করি য়ামি। ভাবি দেখ ধনঞ্জয়হে জেমাএ তোমি ॥
দুই দলে ক্ষেত্রি সবে চাহে ভালমতে। ভ্রম এড়ি ই সকল দেখিবা কেমতে ॥
তাহা সুনি চাহে বির হইয়া সচকিত। দেখিলেক দুই দলে মস্তক বর্জ্জিত ॥
মরা হেন দেখিলেক দুই দলের সেনা। তাহা দেখি ধনঞ্জএ পাসরে য়াপনা ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদ য়াছিল বহুমান। সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পরাণ ॥
পাচালি দ্রোণবেদ বিবেচিয়া কৈল। পুস্তক বিনাস হেতু তাহা উপক্ষিল ॥

স্থান পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির নগর প্রবেশ বর্ণনং।

হোলাস্তলি করে সবে নগরে নগরে। যুধিষ্ঠির রাজা য়াইল পুরির ভিতরে॥
বিচিত্র পতাকা উরে ঘরের উপরে। ধ্বজ সব সারি সারি য়তি সোভা করে॥
রাজপথ রচিল সুগন্ধি ধুপ দিয়া। নানা গন্ধে সুগন্ধিএ সুবেস রচিয়া॥
ঘরে ঘরে পুস্প মালা দেখি মনহর। সারি সারি বিচিত্র দেখিএ নিরান্তর॥
সারি সারি পুর্ণকুম্ভ নগর। প্রতি গৃহে গৃহে সব দেখি নিরন্তর॥
পৌরজন সকলে করেন্ত পুস্পবৃষ্টী। জেহেন মঙ্গল আছে বিধাতার শ্রিষ্টী॥
হাতা হাতি করিয়া সকল নারি ধাএ। চন্দ্রের উদএ জেন নক্ষত্রের প্রাএ॥
নগরে নারি সব চাহন্ত নেহারি। গবাক্ষে গবাক্ষে চাহে জত পৌর নারি॥
মুখমএ গ্রিহ সব গবাক্ষ্য সুন্দর। কমলে ভরিল যেন রম্য সরোবর॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি প্রসংসন্ত নারি। সাফল্য তপস্যা কৈল দ্রৌপদি সুন্দরী॥
সাফল্য জিবন দেবি কুন্তি মহাসতি। জাহার উদরে হইল এ পঞ্চ বেকতি॥
প্রসংসএ পৌরজনে ব্রাহ্মন সর্জ্জনে। প্রসংসএ নারিগণে বালক বৃদ্ধ জানে॥
চন্দ্রের উদএ যেন উথলে সাগর। লোক সব নাহি আটে পুরির ভিতর॥
স্তুতি করে পৌরজনে রাজার গোচরে। আমি সব ভাগ্যে রাজা ধর্ম্ম নৃপবরে॥
ভাগ্যে জএ পাইলা তোমি সত্রু হইল ক্ষএ। চিরকাল রার্য্য কর ধর্ম্ম মহাসএ॥
রক্তে পুস্পে গন্ধে মাল্যে দেবতা য়র্চ্চিল। সুবর্ণ্য রজত মাল্য ব্রাহ্মনেকে দিল॥

মহাভারতের সর্ব্বশেষ পত্রাংশ।

এই মতে যুধিষ্টীরে বহো দান কৈল। মুনিগণ আদি তাহা দেবে প্রশংসিল॥
আপনে ভুবনে গেল ব্যাস তপুধন। রাজা ক্ষে আশ্রমে গেল তপুবন॥
সেই মতে সুখে রার্য্য করে নৃপবরে। চারি ভাই মনে রাজা আনন্দে নির্ব্বরে॥
তার পরে শত বর্ষ ছিল ধর্ম্মরাজ। বহুল স্ফুর্ত্তি হইল দেবের সমাজ॥
মনুক্রমে রার্য্য করে সঙ্গে সহদর। সর্ব্বদাএ সন্তাসন্ত দেব গদাধর॥
সেই সব কাল অন্তে হৈল বিপরিত। বিসেসে জানিল আসি কলির চরিত॥
স্বর্গেতে যাইতে রাজা হৈল য়বগতি। বিসেসে লইল গিয়া কৃষ্ণের অনুমতি॥
য়াজ্ঞা দিল জদু রাজা স্বর্গেতে জাইতে। তথা হনে আইল রাজা আপনা পুরিতে॥
পরিক্ষিতেরাজা হইতে হইল বিলম্ভ। এথা কৃষ্ণে করিলেক স্বর্গেতে য়ারিম্ভ॥
জদুবংস বিনাস করিল জনার্দ্দন। এককাএ হইয়া গেল বৈজন্ত ভুবন॥
হস্তিনাতে যুধিষ্টীর দেখে বিপরিত। পবনে পাষণ বৃষ্টি করে য়তুলিত॥
প্রলএর মেঘে যেন বরিসে শোণিত। আকস্মাৎ অঙ্গার পরএ পৃথিবিত॥
চন্দ্র সূর্য্যগুন্য পরে দেখএ ভয়ঙ্কর। বজ্র (?) পাত হইল প্রিথীবি ভিতর॥

হেন কালে দূতে আসি কহিল বিত্তান্ত। অকস্মাৎ জহর বিষ্টি দ্বসে হইল ধ্বস্ত ॥
মিত্যু কম্প যুদিষ্টীর সুনিয়া বচন। বিষ্ণুবংস নাষ বাসুদেবের নিদন ॥
মহাশোক পাইল পাণ্ডব পঞ্চ ভাই। বুদ্ধীহত হইলেক কৃষ্ণেক হাড়াই ॥
তাহার পরে পঞ্চ ভাই সর্গেতে গমন। পাইল পরম পদ বৈকুণ্ঠ ভোবন ॥
বিজই পাণ্ডব কথা ম্রমৃতলহরি। সুনিলে স্বধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
পুণ্যের সাগর কথা কহিল সঞ্জয়। স্রিয়ানিতি মাত্র (?) বার সুনিলে পাপ খণ্ড ॥
ব্যাস য়াশ্রম পর্ব্ব সাঙ্গ হইলা স্বেতদূরে। সঞ্জয় কহিল কথা ভব তরিবারে ॥

ইতি শ্রীশ্রী মহাভারতের ব্যাসআশ্রম প্রর্ব্ব সমাপ্ত।

গ্রন্থশেষে উল্লিখিত ১৮ পর্ব্বের নাম ও প্রত্যেক পর্ব্বের পত্রসংখ্যা :—

(১)	আদিপর্ব্ব	...	...	...	১০৩ পাতা
(২)	সভাপর্ব্ব	...	...	...	২৮ পাতা
(৩)	বনপর্ব্ব	...	...	...	৩৪ "
(৪)	বিরাটপর্ব্ব	...	...	...	৫৮ "
(৫)	উদ্যোগপর্ব্ব	...	...	...	৩০ "
(৬)	ভীষ্মপর্ব্ব	...	...	..	৫৩ "
(৭)	দ্রোণপর্ব্ব	...	...	...	২২৪ "
(৮)	কর্ণপর্ব্ব	...	...	...	৫৫ "
(৯)	শল্যপর্ব্ব	...	...	...	১৭ "
(১০)	গদাপর্ব্ব	...	...	...	২০ "
(১১)	সৌপ্তিকপর্ব্ব	...	...	...	৮ "
(১২)	ঐষীকপর্ব্ব	...	...	...	৫ "
(১৩)	স্ত্রীপর্ব্ব	...	...	...	৭ "
(১৪)	দাহপর্ব্ব	...	...	...	৩ "
(১৫)	শান্তিপর্ব্ব	...	...	...	৩ "
(১৬)	স্নানপর্ব্ব	...	...	...	৩ "
(১৭)	অনুশাসনপর্ব্ব	...	...	...	১০ "
(১৮)	ব্যাসাশ্রমপর্ব্ব	...	...	...	১১ "

মোট......৬৭২ পাতা

২নং পুথি—কাশীদাসী মহাভারত

লিপিকর ও মালীক শ্রীনয়ানদাস সৌ, পিতা ভিখারীদাস সৌ, "হৈবিনে" তিলকরাম সৌ, সাং বাজতুগা, পং মুড়াকর, জিলা শ্রীহট্ট।

ভণিতায় নাম—কাশীদাস। পত্রসংখ্যা ৬৫৭ পাতা (দুই পৃষ্ঠায় লেখা) সম্পূর্ণ আছে। সন তারিখ ১১৪২ বাং ১৬৫৫শকাব্দা।

বন্দনা,—শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায়॥ নম গনেশায় নমোঃ। শ্রীগরুবে নমোঃ ইত্যাদি।

বিঘ্নী বিনাসোন কর্ঁহ বন্দন
গোরিষুত গজার্ণন।
জর্গদান ব্রত হোমাদি যত
অগ্রধাতা জাহাকে পুজনে॥
থর্ব্ব স্থুল যঙ্গ মদন মাতঙ্গ
সুন্দর লম্বদর।
চন্দনে চর্চ্চিত সৌরবে য়েআপিত
গণ্ডতে গোঞ্জরে ভ্রমর"। ইত্যাদি

কথারম্ভ,—

শষ্ঠি লক্ষ স্লোক ব্যাস ভারতে রচিল। ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলুকে ছিল॥
সুর লুকে পঠেন নারদ তপুধন। ইন্দ্র আদি দেবগণে করেন স্রবন॥
পঞ্চদশ লক্ষ স্লোক পিতৃলোকে সুনে। দেবলে আসিআ তথা করএ পঠনে॥
সুরে পাঠ করে গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ। মহাভারতের কথা চতুদস লক্ষ॥
এক লক্ষ স্লোক প্রচারিল মত্তপুরে। সংসার নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে॥
বৈসমপায়নে কহে জর্মেজয়ে সুনে। পরম পবিত্র কথা ব্যাসের রচনে॥
চারি বেদ সোত শাস্ত্র এক ভিতে কৈল। ভারত সহিত মুনি তুরিতে তুলিল॥
ভারত অধিনতে যত(?)হইল ভারত। বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সর্ম্মত॥
সুরাসুর নাগ নর এ তিন ভুবন। সংসারের মৈদ্ধে জত হৈছে শ্রীজন॥
সভাব চরিত্র এই ভারত ভিতরে। জহারে স্রবনে নিস্পাপি হএ নরে॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

জুধিষ্টির বাক্য সুনি ছাড়ি দিলা সভে। ধনুর নিকটে ধনঞ্জয় গেলা তবে॥
হাসয়ে ক্ষত্রিয়গণ করে উপহাস। য়দসম্ভব কার্য্য দেখ বিপ্রের হবিলাস॥
সভামৈধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ। জাহে পরাজয় হইল রাজার সমাজ॥
সুরাসুর জয় জেই বিপুল ধনুক। তাহে লক্ষ চাহে বিন্দ দুরিদ্র ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দিজ কিবা হইল অজ্ঞান। বাতুল হইলা কিবা বোজি অনুমান॥

কিবা মনে করিআছে দেখু একবার। পারিলে পারিব নহে কি জাবে আমার ॥
নিলজ্জ ব্রাহ্মণারে এখনে না ছাড়িব। সমুচিত জে হয়ে উচিত সাস্তি দিব ॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন। সামান্য মানুষ বলি না জান এজন ॥
দেখ দিজ মনেসিজ জিনিয়া মুরতি। পদ্মপত্র যুগনেত্র পরসয়ে স্রুতি ॥
অনুপম তনু সাম নিল পিত আভা। মুখরুচি কত সসি করি আছে শোভা ॥
সিংহ গৃব বন্ধু জিব অধর রাতুল। খগরাজ করে লাজ নাসিকা য়তোল ॥
দেখি চারু জুগ্য ভুরু ললাট পরিসর। গজস্কন্দ মতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজজুগে সুভএ অজান লম্বিত। করি কর যুগ্যবর জানু সুললিত
বুক পাটা দন্ত ছটা জিনিয়া দামিনি। দেখ ইহা ধৈজ্য হইয়া লভিব কামিনি ॥
মহারিপু জেন বপু ঢাকিয়াছে মেঘে। অগ্নি অংস জেন পাংস আচ্ছাদিল আগে ॥
এইক্ষনে লয়ে মনে বিন্দিবেক লক্ষ। কাসি ভনে কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অসক্ষ ॥
এই মত রাজাগণে করএ বিচার। ধনুর নিকটে গেলা কুন্তির কুমার ॥
প্রদক্ষিন ধনুর করিল তিনবার। সিবদাতা সবেরে করিল নমস্কার ॥
বাম করে ধনুধরি তুলিল অর্জ্জুন। নোআইআ ঘুচাইল কর্ণর দত্ত গুণ
পুন গুণ দিআ পার্থ দিলেন টঙ্কার। সবদে কর্ণেত তালি লাগিল সভার ॥

রাজসূয় যজ্ঞান্তে নৃপতিগণের বিদায়

ভারথ মণ্ডলে বৈসে জত নরপতি। বহুদিন হৈল দ্বারে করিলেক স্থিতি ॥
বিদায়ে হইআ গেলা জত দেবগণ। রাজাগণে আসি করিলা দরসন ॥
ইথে মৈদ্ধে অবিলম্বে জাউক নিজোদেশ। বিদায়ে করহ সিগ্র নাগ রাজ সেষা ॥
জজ্ঞস্থানে নাগরাজ স্থিতি সাতদিন। সপ্তদিন হৈল সখা অন্ন জল হিন ॥
জানিআ বোজিয়া কৈলে অবিচার। সথার উপরে দিল ক্ষিতি মহাভারত ॥
এতেক কহিল জদি দেব জগত্পতি। লর্জ্জায়ে মলিন মুখ সেষ মহামতি।
তবে অনুমতি কৈল ধর্ম্মের নন্দন। জার জেই ভাগ লৈয়া করিল গমন ॥
পুণ্য কথা ভারথের সুনিল পবিত্র। রাজঋষী জজ্ঞ অদ্ভুত চরিত্র ॥
ভুবনে বিক্ষাত দৈপায়ন মহামুনি। বিপ্র জাহরে (অপাঠ্য) জজ্ঞের কাহিনি ॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষন। চারিদ্বারে আছয়ে জতেক রাজাগণ ॥
সভামৈদ্ধে সভাকারে আহিসহ লইআ। জত কর রত্ন ভাণ্ডারে সমর্পীয়া ॥
আজ্ঞা মতে আসিলা ভারথ রাজগণ। ধর্ম্মরাজে প্রণাম করিলা সর্ব্বজন ॥
প্রিথিবীর রাজগণ বসিলা তখন। ইন্দ্র সভা হৈতে শোভা হৈল তখন ॥
দেখিয়া নারদ রিসি রিদয়ে ভাবিআ। কহিতে লাগিলা ব্যাস একান্ত মজিয়া ॥
এতেক দেখিয়া বসিআছে ভ্রাতাগন। অন্য অন্যে জুদ্ধ করি হৈব নিধন ॥

অল্পদিনে খণ্ডিবেক প্রিথিবীর ভার। পরস্পর যুঝি সবে হৈব সংহার ॥
নারদের মুখে এত শুনিআ বচন। বিস্ময় হৈয়া চিত্তে চিন্তে তপধন ॥
হৈব অদভুত হেন সারি চারিজনে। দুইজন বিনা না জানি অন্য জনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

দ্রৌপদীর স্তব

অহে কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু অনাথজনের বন্ধু
অখিলের (অপাঠ্য)
এসব সভার মাঝ, হৈতে নিবারহ লাজ
তোমা বিনে নাহি অন্য জন ॥
যে প্রভু পা-লেন, সৃষ্টি-সংহার কারণ
দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ হৈয়ে অবতার।
তাহার চরণে ছায়া স্মরণ মোহর বলয়া
অনাথির কর প্রতিকার।
বিস অগ্নিক্ষয় দন্দে ভুজঙ্গ দন্তির দন্তে
তেই প্রভু রাখিলে প্রহ্লাদে।
জাহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিআ মস্তক বক্র
নিস্তার করিলা প্রলাদে ॥
বলকরে দুরাসয়ে স্মরন লইল ভয়ে
তুমার পঙ্কজ পদে।
তাহার চরণ যুগে দ্রোপদি স্মরণ মাগে
রক্ষাকর বিষম প্রমাদে।
জেই প্রভু ইসাত্যক্ষে সেই দণ্ডধর দণ্ডে
জাহার রক্ষণ কৃপায়ে।
তাহার কমজঙ্গ(?) স্মরণ মহর অঙ্গ
রাখ প্রভু বল কুরু দণ্ডে ॥
যে প্রভু কপটে ছলি রসাতলে নিল বলি
নির্ভয় করিলা সচিপতি ॥
তাহার ত্রিপাদপদ্ম ত্রিপদগামিনি সত্ত্ব (?)
তাহা ভিন্ন নাই মোর গতি ॥
পরসে যে পদধুলা অনেক কালের শিলা
দিব্বরূপ অহল্যা পাইল।

জলদি করি বন্ধ বিনাসিলে দসস্কন্ধ
দ্রোপদি স্মরণ তার লইল ॥
জে প্রভু গপর্কা ধরি, গকুলে গোপের নারি,
রক্ষা কইলা ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদ সাস্ত্র লোকখ্যাত পাণ্ডুপুত্রগন নাথ
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥
জে প্রভু সংসার পালে কিঞ্চিৎ অবহেলে
মুর দুক্ষ কেনে নাই দেখে।
বলিষ্ট দুর্ব্বল জনে, স্মরণ করিলে সুনে
দুঃসহ সঙ্কটে সেই রাখে ॥
নৃসিংহ বামন হরি, কৃষ্ণ সুদর্শন ধরি
মুকুন্দ মুরারি মধু হরি।
নারায়ন কৃষ্ণরাম এবিধি অনেক নাম
ঘন ডাকে দ্রোপদ কুমারী ॥
হেনকালে জগন্নাথ ইত্যাদি।

কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ

দুই সেনা মৈদ্ধে রথ গোবিন্দে রাখিল। একে একে ধনঞ্জয়ে সমাকে দেখিল ॥
পিত্রতোল্য পিতামহ আচার্জ্জ ঠাকুর। তান আগে কেমনে ধরিমু ধনুসর ॥
বন্ধু সব দেখিআ করুণ হৈল মন। কৃষ্ণেরে প্রণাম করিলেন অর্জ্জুণ ॥
অর্জ্জুন জুঝিবারে আসিলেক মর বন্ধুগণ। বিপরিত দেখি বড় হৈল ঘোর রণ ॥
গর্ত্তে মর স্বেত হৈল সুকায়ে বদন। সরির রুমাঞ্চ হৈল কম্পয়ে সঘন ॥
হাত হৈতে পড়িল গাণ্ডিব সরাসন। সহিতে না পারি গো মাঞ্র প্রবেসিমু বন ॥
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবান্ধব সকল রাজন। রাজ্য হেতো বধিয়া সাধিমু কোন গুন ॥
বিফলে বিজয়ে মুর মনে নাহি সুখ। জ্ঞাতি বধ করিয়া চাহিয়া কার মুখ ॥
ভুগে মর কার্জ্জ নাহি জিবন অসার। কাহার নিমিত্ত বন্ধু করিমু সংহার ॥
জ্ঞাতি বধ পাপ কৈলে সর্ব্বজন ক্ষয়ে। কুন ধর্ম্ম নাম হয়ে জীবন সংসয়ে ॥
এত বলি অর্জ্জুনে এড়িলা ধনুশ্বর। বসিলা বিমুক হৈয়া রথের উপর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাসিরাম দাস কহে সুনে পুর্ণবান ॥
কান্দিআ অর্জ্জুন জদি বসিলা রথএ। বলিতে লাগিল জে বামন মহাশয়(এ) ॥
কেনে মুহ পায় ভুগ ভুঞ্জাবার কালে। কাপুরুষ কর্ম্ম তুমি কর কোন ফলে ॥
অপজস কর্ম্ম জান নরকের পথ। তুমারই জোগ্য নহে করিতে এমত ॥
অতএব না হইও হিন জনের মত। সাহস করিআ উট ধনু লৈআ হাত ॥

অর্জ্জূণ বোলয়ে ভিস্ব দ্রোণকাক মতে। বান প্রহারিমু জারে জুঝায় পুজিতে ॥
তারাক না মারি ভিক্ষা করি সেই জনে। গুরু বধের ভুগ জান মুনিতে বিসনে ॥
জয় ভঙ্গ কেনে নাস একত্ত না বোঝি। জে সকল গুরুসব তার সনে যুঝি ॥
ঘট হৈয়া পুছু কৃষ্ণ কহও উপায়ে। সুবচন বোলে কৃষ্ণ হিত জেন হয়ে ॥
হেন জন নাহি মুর খণ্ডাইতে দুক। ইন্দ্রপদ পাইলে না মারি হেন লুক ॥
না বোজিমু রিসিকেস বিফল প্রমাদে। এই বলি অর্জ্জুন রহিল নিসবদে ॥
হাসিআ বোলেন কৃষ্ণ দেখিঅ ভরসা। অকারণে কান্দই পণ্ডিত জেন দিশা ॥
অনিত্ত সরির নিত্য সরির হেন জানি। জেতেই মড়াকে না কান্দয়ে তত্বজ্ঞানি ॥ •

শেষ পৃষ্ঠা

সব জুদ্ধগণের হৈল ভাল গতি। কেহ গেল গন্ধর্ব্বেত কেহ জুর্দ্ধাপতি ॥
কেহ গেল ইন্দ্র লোক কেহ ব্রহ্মলোক। কেহ গেল চন্দ্রলোকে কেহ সূর্জ্জলোক ॥
কেহ গেল সূর্জ্জলোকে * * পুর্ণ্যজন। সরির ছাড়িআ গেল জাহার জে স্থান ॥
জেই জেই য়ংশে জার জনম হইল। সেই সেই লোক তবে সেইস্থান পাইল ॥
আপ * * অবতার কহিব সঙ্কেত। সর্গোহনে * * জন পড়এ জনেত ॥
জলে জল মিসে জেন পুনি আগমন। এমত জানিআ সব সুন মহাজন ॥
সর্বত্রে ব্যাপিত আছি মনেতে ভাবিয়া। কোন খানে আমি নহি হেন না জানিবা ॥
সংক্ষেপে কহিল এই সব পরিপাক। জদি হৈল কর্ম্ম যুগ প্রবেসিব তাক ॥
বন্ধুবর্গ সকল দেখিলা নরপতি। কৃষ্ণেকে স্তবন করে ভক্তি করি য়তি ॥
জকর্ম্মেএ (?) জুর্দ্ধে প্রভু যত লোক মইল। তোমার * * * আসি সকল দেখিল ॥
হাসিআ বলেন কৃষ্ণে সুনে জুধিষ্টির। তুমি আমি ভিন্ন নহে একই সরির ॥
জতকাল তুমার এমত দেহ হয়। সিরেতে বসিব তোমার এমত বিশয় ॥
তবেত থাকিবা এথা ধর্ম্ম মহাসএ। বৈকণ্টে করিবা বাস আনন্দ হৃদএ ॥
এ বলিআ নৃপতিকে য়নেক বুজাইল। সোদর সহিত রাজা বৈকণ্টে রহিল ॥
হেন মতে সর্গে গেল রাজা জুধিষ্টির। বৈকণ্টে কৃষ্ণের সেবা করে মহাবির ॥
এক লর্ক্ষ স্লোক হৈল সংগিতা জে সার। কাসিদাস দেবে তাহা রচিল পয়ার ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা য়মৃত লহরি। সুনিলে য়ধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥
ভারতের এক স্লোক গৃহে থাকে জার। লক্ষিনারায়ণ সদা ঘরে বৈসে তার ॥
প্রথর্ক্ষ ভারত কথা সুনে জেই জনে। নিত্য গঙ্গাস্নান তার কহিছে পুরাণে ॥
জে জনে সভ্রম বুদ্ধি না করে পুরানে। সবার্ক্ষবে জায়ে সেই নরক ভুবনে ॥
পরকিত্তি পরধন পরের স্থাপিত। তাকে না লঙ্গিব হেন কহিছে পণ্ডিত ॥

ইতি শ্রীমহাভারথে যুধিষ্টির সর্গ আরুহন সমাপ্ত। ভিমস্যাপি ইত্যাদি।

শ্রীরাম লছমন। শ্রীভরত শত্রগণ।

পাণ্ডব-বিজয়

১। জাএ—পুথি

			পাতা
আদিপর্ব্ব	...	...	১৫৯
সভাপর্ব্ব	...	...	৫৫
বনপর্ব্ব	...	...	২৪
বিরাটপর্ব্ব	...	...	৩৭
উদ্যোগপর্ব্ব	...	...	১৬
ভিস্মপর্ব্ব	...	...	৩৭
দ্রোনপর্ব্ব	...	...	৬৩
কন্নপর্ব্ব	...	...	৩০
সল্যপর্ব্ব	...	...	৮
গদাপর্ব্ব	...	...	১৩
সকত্তিপর্ব্ব	...	...	৬
স্তুরি পর্ব্ব	...	...	৫
সান্তিপর্ব্ব	...	...	৭
অনুসাসনপর্ব্ব	...	...	৩
			৪৬৩
অশ্বমেধপর্ব্ব	...	...	১৩৫
ব্যাস্ত্রঅমপর্ব্ব	...	...	৭
মুসলপর্ব্ব	...	...	৮
সর্গয়ারুঅন	...	...	১৮
			৬৩১

থারয়া উয়া—১ মবলগ মজবুত

(অপাঠ্য)—১ ১ পাতা মলাট ২ খান ১ খণ্ড

৩নং পুথি—অযোধ্যাকাণ্ড।

হস্তলিপির তারিখ—উল্লেখ নাই।

মালিক শ্রীরামচরণ নাথ, পীছয়ে শ্রীহরিনাথ, সাং পং বরাকপার

মৌজে দুধপাতলী, জিলা কাছাড়।

ভনিতায় নাম—কৃত্তিবাস। পত্র সংখ্যা ৫২ পাতা সম্পূর্ণ আছে।

প্রারম্ভ—৭ নম গনোসাএ নম॥ অজধ্যা কাণ্ট পুস্তক নির্ম্মিত॥

প্রনম্হ আগু কাণ্ট রাম গুণধর। দ্বিতীয় অজধ্যা কাণ্ট বড়ই সুন্দর॥
ধনু ভাঙ্গি বিবা কৈলা রাম ঋষিকেশ। বিবা করি চারি ভাই আইলা নিজ দেশ॥
কশল্যা সুমিত্রা আর কৈকই সুন্দরী। চারি (পুত্র) বধু লৈয়া ঘরে মহোৎসব করি॥
আনন্দে আছয়ে রাম চারি সহোদর। যার যেই বধু লৈয়া গেল নিজ ঘর॥
বৃদ্ধ রাজা দশরথ অযোধ্যায় প্রতি। চারি পুত্র দেখি রাজা আনন্দিত মতি॥
দৈবের নিবন্দ কভু খণ্ডাইব কেনে। হেনকালে আইল দুত অজধ্যা ভুবনে॥
ভরতের স্থানে কহ করিয়া প্রনতি। মাতামহ স্থানে তোমি চল শিঘ্রগতি॥
অনেক দিবস হইল নহে দরশন। তোমার কারণে রাজা চিন্তাযুক্ত মন॥
বৃদ্ধ আমাতে কহিলা এই কথা। তোমি দুই ভাই লইয়া জাইতে সর্ব্বথা॥ (১ম পত্র)

রামচন্দ্রের বনগমনে দশরথের বিলাপ।

সুমন্তের স্থানে রাম বলিলা তখনে। রথ রথি কার্য্য নাই শীঘ্রে চল বনে॥
আদেশ হইলা রথ না দেখে নয়নে। নিসেধিলা পুরোহিত বশিষ্ট ব্রাহ্মণে॥
পুনি দরশন হয় যাহার সহিত। তাতে এত সুচনা যে না হয় উচিত॥
কেনে হেন রাম তুমি নিঠুর হইলে। বৃদ্ধ মায়ে বাপে ছাড়ি অরণ্যে চলিলে॥
কেমনে জাইমু ঘরে বিস্বরিয়া রাম। নয়ান আনন্দ রাম দেখিতে না পাম॥
এ তিন ভুবনে রাম গুণে অনুপাম। সংসার অসার করি বনে জাএ রাম॥
হইতে কনক ছত্র দণ্ড গজ বাজি। পৃথিবির সকল রাজা আইলেন সাজি॥
যতেক মঙ্গল দ্রব্য কি কহিম তারে। যেই সুনে সেই গালি দেয়ত আমারে॥
দিনমনি বিনে দিবা শোভা নাহি করে। রজনীর দিপ্তি নাহি বিনে শশধরে॥
বিনা রত্নে নাহি হয় মেদিনীর দিপ্তি। রাম বিনে অজধ্যার কি ছার বশতি॥
মুই ছার নারির বচনে হইলু বন্দি। বুঝিতে নারিলু মুই কার্য্যের অনুসন্ধি॥
আর দরশন নাহি রামের সংহতি। কহে কবি কৃত্তিবাস মধুর ভারতী॥
এত বলি কান্দে রাজা রাম যায় পথ। মহা দুঃখে বিলাপ করএ দশরথ॥

বনপথে শ্রীরামাদির ভ্রমণ

ভরদ্বাজের আশ্রমে রাম গেলা শীঘ্র করি। পদ ফুটি রক্ত পড়ে চলিতে না পারি ॥
আগে যায় গুহ রাজা পন্থ চিনাইয়া। তার পাছে জায় রাম নম্র-শীর হইয়া ॥
তার পাছে জাএ সীতা রক্ত পড়ে ধারে। রাজার কুমারী সীতা হাটিতে না পারে ॥
তার পাছে জাএ লক্ষণ ধনুস্বর লইয়া। ঘনে ঘনে বৈসে সীতা তরু ছায়া পাইয়া ॥
সীতা বলে ধীরে জাইও না হইও নিঠুর। ঘোর অরণ্য প্রভু আর কতদুর ॥
সীতার বচন শুনি দুঃখিত রঘুনাথ। চাইয়া সীতার ভিতে অশ্রু হয়ে পাত ॥
দুঃখ দিব করি বিধি স্রিজিল কণ্ডল। কত দুরে বন প্রভু কহ মহাবল ॥
ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রকাস নহে সুর। অমৃত সমান সীতার বচন মধুর ॥
রৌদ্রে পৃথিবী ফাটে শুখায়ে বদন। রক্ত উলবল হইল কমললোচন ॥
পৃথিবী পালন রাম অধিক অসুক। ফিরি ফিরি চায়ে রাম সীতাদেবীর মুখ ॥
সকরুণে চক্ষুহনে নিরক্ষয়ে নির। কমলদলের জল কভু নহে স্থির ॥

ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন

যে কার্য্য না হয়ে ভাই শত্রুগণ হস্তে। নন্দিগ্রামে থাকি তারে সাধিবে ভরথে ॥
ভরথ হনে যেই কার্য্য হবে প্রয়োজন। আমার স্থানেতে আসি জানাও তখন ॥
চল চল প্রজাগণ চল তোমি (?) ঘরে। বড় তুষ্ট হইলু আমি দেখি তোমারারে ॥
রামেত বিদায় হইয়া যত প্রজাগণ। ভরথ সহিতে দেশে করিলা গমন ॥
কাষ্ট পাদুকা লইল মাথার উপরী। যাত্রিগণ বশিষ্ট আর যত রাজরাণী ॥
স্বসৈন্যে ভরথ গেলা রাজ্য অজধ্যাতে। সিংহদ্বারে ছত্র নিয়া রাখিল ভরথে ॥
রামে বলয়ে শুন কুমার লক্ষণ। ভরথ শত্রুগণ রাজ্যে করিলা গমন ॥

৪নং পুথি—কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরাকাণ্ড

হস্তলিপির তারিখ সন ১২৪৯ বাং।

লিপিকরের নাম গৌরপ্রসাদ দত্ত, ওলদে সীতারাম দত্ত। সাং পং চোরখাই, মৌজে পুংগ্রাম, জেলা শ্রীহট্ট।

ভনিতায় নাম কৃত্তিবাস।

পত্রসংখ্যা ৩২। (১৭শ—২২শ পত্র নাই)

শ্রীরাম নমঃ, গণেশায় নমঃ, অথ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পুস্তক।

বৈকন্টের নাথ রাম চারিবেদের সার। অন্তকালে রাম পরে গতি নাহি আর ॥
রামের বিনয় সুন বালির নিধন। শ্রীরামের পুর্ণ্যকথা সুন দিআ মন ॥
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে রামায়ণ সুনএ শ্রবনে। রামে জে মিত্রতা কৈর্ল্যা সুগ্রিবের সনে ॥

রাম লক্ষণ দুই ভাই ধনু অস্ত্র হাতে। সীতার উদেসে দুই চলিলা পর্ব্বতে ॥
জথা গিয়াছে সিতা তথা আমি জাইব। সবংশে তাহারে মারি সিতা উদ্ধারিব ॥
সিতার কারনে রামে পাইয়া বড় দুক্ষ। দুই ভাই চলি গেলা দক্ষিণে করি মুক ॥
দুর্ম্মনায়ানদী পার হইল শ্রীরাম লক্ষণ। পর্ব্বতে থাকিয়া দেখে…নন্দন ॥
মহাতেজ ধনু হস্তে ধরে দুই বির। ভয় পাইয়া সুগ্রিবের প্রাণ নহে স্থির ॥
সুগ্রিব বানর আর মন্ত্রি জাম্বুবান। নল নিল হনুমান মন্ত্রির প্রধান ॥
দুই বির আইসে দেখ তপসির ভেসি। বালিয়ে পাঠাইছে কিবা আমার উর্দ্দেসি ॥
প্রবেসিতে নারে বালি ঋসমুর্ক্ষ্য বনে। এরা দুই পাটাইছে আমার কারণে ॥
এই জুক্তি করিলা বির পঞ্চজন। আসিয়া রাক্ষে তথা পবন নন্দন ॥

সুগ্রীবের স্থানে রাম সীতার অলঙ্কার দর্শন

হরসিতা হইলা রাম দেখি অভরণ। মিত্র বলি সুগ্রীবেরে দিলা আলিঙ্গন ॥
একে একে করি রামে যবরণ চায়। চৌক্ষুর জল পড়ে রামের রক্ষণ না জায় ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবির্ত্ত বিচক্ষণে। সুগ্রিবে সিতার বার্ত্তা কহিলা রামের স্থানে।

বালিবধে তারার বিলাপ

আসিয়া দেখিল বালি হইছে অচেতন। উঠ উঠ বলি রানি যুড়িল কান্দন ॥
বালিরে লইয়া কুলে তারাদেবী কান্দে। কেনে পড়িয়াছ তুমি রণভূমির মাঝে ॥
অঙ্গদ কুমার তোমার কান্দে পদতলে। চক্ষু মেলিয়া প্রভু তুলিয়া লও কুলে ॥

লাচাড়ী—রাগ ভাটিয়াল।

উঠ উঠ আরে প্রভুরে বানর ইস্বর। সুবর্ণা শরিল লুটে ভূমির উপর ॥
নারি অভাগিনী তুমার পরম সুন্দরি। কেমতে বঞ্চি আমি হইয়া য়েকাস্বরি ॥
অঙ্গদ কুমার তুমার প্রাণের দুসর। কথা এড়ি গেলায় পভু যুড়াও হৃদয় ॥
অভাগিনী নিসেদ দিলু দেখিয়া সংসয় ॥
বিনা অপরাধে তুমা মারিলয় বাম। মর বাক্য না শুনিলায় তেজিলায় প্রাণ ॥
কথা এড়ি গেলায় প্রভু তারা হেন নারি। কোথা এড়ি গেলায় প্রভু কিষ্কিন্ধা নগরি ॥
রামকে ধার্ম্মিক্য বলি প্রবেশিলায় রণে। মুই অভাগিনির বার্ক্য না শুনিলায় কাণে ॥
ধার্ম্মিক হইয়া কেবা ফিরে বনে বন। সিতা হরি নিল তার লঙ্কার রাবণ ॥
ধার্ম্মিক হইআ কেবা অত দুক্ষ পায়। তারার করুণা গিতি কিত্তিবাসে গায় ॥

হনুমানের লঙ্কাতে প্রবেশ সময় প্রহরীর সহিত কথোপকথন

কি নাম বানর তোর কহ সত্য কথা। কোনজনে তোমারে পাটাইআছিল এথা ॥
হাসিয়া বুলয়ে তবে বির হনুমান। লঙ্কাতে আইলু রাবণের বধিতে পরাণ ॥

নতুবা বান্দিয়া নিতে পাটাইছে মরে। তে কারণে আসিয়াছি লঙ্কার ভিতরে ॥
বজ্রদন্ত সত সুপাল দুই মহাবির। সুনিআ বানরের কথা হৈল অস্থির ॥
এতদিন হয় আমি লঙ্কার প্রহরী। না দেখিছি বানর আসিতে লঙ্কাপুরী ॥

বানরগণের লঙ্কাতে প্রবেশ

গায়ে গায়ে লাগি জায় যত বানরগণ। রামজয় বোলি তবে জাএ কপিগণ ॥
সাতদিন নবরাত্রি কটক হইলা পার। কত পার হইল কত রহিল উপার ॥
কটক পাটাইয়া পাছে শ্রীরাম লক্ষণ। প্রবেশ করিলা গিয়া লঙ্কার ভুবন ॥
পার হইয়া বানরে করয়ে সিঙ্গনাদ। সুনিয়া রাবণ রাজা ভাবয়ে প্রমাদ ॥
দুতে বার্ত্তা জানাইল রাজা নমস্কারি। বানরে বেড়িল আসি কনক লঙ্কাপুরি ॥
নিশ্চিন্তে বসিআছ লঙ্কার অধিকারি। হাতে হাতে বানরে বেড়িলা লঙ্কাপুরি ॥
দুরন্ত সাগর রামে করিল বন্দন। সুর্ম্ম্য সব আসিলেক লঙ্কার ভুবন ॥
কেনেবা আনিলা তুমি রামের সিতারে। সিতার কারণে লঙ্কা ডুবিল সাগরে ॥
শ্রীরামের প্রসঙ্গ করয়ে যেই নর। জর্ম্ম জর্ম্মান্তরের পাপ খণ্ডে লঙ্কেশ্বর ॥
হেন রামের সুন্দরী আনিছ মহাশয়। তাহার প্রতিফল পাইবা বানর হাতয় ॥
দুর কর ভ্রম বোধি কমললুচন। সংসারের সার তুমি পতিতপাবন ॥
তুমি বিনে রামকৃষ্ণ আর গতি নাই। দুইখানি রাতুল পদে দেও মরে ঠাই ॥
পুস্থক লেখিতে জদি অক্ষর পড়ি থাকে। পণ্ডিতে দেখিলে পুনি উদ্ধারিবা তাকে ॥

ইতি সুন্দরাকাণ্ড পুস্থক সমাপ্ত
ইতি সন ১২৪৯ বাং ১৪ই জৈষ্ট

৫নং পুথি লঙ্কাকাণ্ড।

হস্তলিপির তারিখ—১২৬৭ বাং
ভণিতায়—কৃত্তিবাসের নাম ও বাসস্থানের পরিচয় আছে।
পত্রসংখ্যা—৯৬+১৯+১০+২০+২০। মোট ১৭৫ পত্রে সমাপ্ত।
লিখক—শ্রীলালচাঁদ দাস, সাং পং বাষৈ, মৌজে ধর্ম্মপুর, শ্রীহট্ট,
(সম্পূর্ণ আছে।)
মালীক যশদা দত্ত দাসী, স্বামী সানন্দ দত্ত।

এই পুস্তকে ইন্দ্রজিৎ ও মহীরাবণ বধ বর্ণনার পর তরণীসেন বধ এবং তৎপরে লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও রাবণ বধ বর্ণিত হইয়াছে। ছাপার পুস্তকের বর্ণনা অপেক্ষা অনেক বিস্তৃততর বর্ণনা আছে; কিন্তু রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই।

প্রারম্ভ—শ্রীশ্রীরামঃ। নম গনেশায়॥ বেদে রামায়নে ইত্যাদি।

অথ লঙ্কাকাণ্ড লিক্ষতে।

বন্ধ হইল সাগর কটক হইল পার। দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার।
ফাপর হইয়া রাজা চিন্তে মনে মনে। সুখ সারন দুই ডাক দিয়া আনে॥
তুমি দুই মায়াধর সমান মারিচ। সমান বিক্রম দুহে কেহ নহে নিচ॥
বানর আক্রিতি হইয়া কপী সঙ্গে জাবা। কত সৈন্য কত বির গনিয়া আসীবা॥
কোনরূপ রামচন্দ্র কিরূপ লক্ষণ। কোন কর্ম্ম করয়ে রাক্ষস বিভিসন॥
সুগৃবের কিবা চেষ্টা দেখিয়া আসিবা। সৈন্য সেনাপতি ভাগ সকল চাহিবা॥
বিভিসন সুগৃব লইয়া রঘুপতি। নিশ্চয় জানিবা তারা করে কোন যুক্তি॥
কত সৈন্য আসিয়াছে কত নরপতি। বুঝিতে পারয়ে কেবা কার কত শক্তি॥
কপি সঙ্গে কিবা করে সকল দেখিবা। নিরোপন করি তত্ত আমাতে কহিবা॥

কৃত্তিবাসের নিবাস স্থানের উল্লেখ,—

বিরাদ ভাবিয়া বির, সমরে হইল স্থির,
অস্ত্র এড়ে বিবিধ প্রকার।
গঙ্গার পশ্চিম ধার, ফুলিয়া যে গ্রাম সার,
কির্ত্তিবাসে রচিল পয়ার॥

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবগণের আনন্দ ও রাবণের খেদ

এই মতে ইন্দ্রজিৎ হইল নিধন। হরষিত হইলা সকল দেবগণ॥
আনন্দ মঙ্গল করি বিদ্যাধরীগণ। একত্র হইয়া নাছে যত দেবগণ॥
সর্গেতে হইল শব্দ জয় জয় কার। রাম জয় শব্দ হইল লঙ্কার মাঝার॥
দেবগণে প্রশংসা করয়ে ততক্ষন। দুষ্ট সংহারিতে প্রভু জন্মিলা ভূবন॥
ধন্য ধন্য রামচন্দ্র ধন্য সহদর। যুদ্ধ করি সংহারিলা দুষ্ট নিশাচর॥
তথায় রাবণ রাজা চিন্তাকুল মন। তত্ববার্ত্তা না সুনিয়া যুদ্ধ বিবরণ॥
মনে মনে চিন্তয়ে যতেক পাত্রগন। সিংহাসনে বসিয়াছে রাজা দশানন।
ভগ্নদুতে জানাইল রাজার সদন। জুদ্ধে আজু ইন্দ্রজিৎ হইল নিধন॥
এতেক সুনিয়া তবে রাজা লঙ্কেশ্বর। অচেতন হৈয়া পড়ে ধরনি উপড়॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃত বচন। ইন্দ্রজিৎ সুকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥

নাচাড়ী—কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর, সুকে দহে কলেবর
হৃদয়ে পাইয়া মর্ম্মবেথা।
হাহা পুত্র মেঘনাদ, কেন হইল পরমাদ,
আমাকে ছাড়িয়া গেলা কোথা॥

কুম্ভকর্ণ ভাই মৈল, সেই দুক্ষ পাসরিল,
তুমি পুত্র ছিলে বিদ্যমান।
রহিলাম একা হৈয়া, তুমি পুত্র হারাইয়া,
বল বুদ্ধি দিবে কোনজন॥
ইন্দ্র সনে জুদ্ধ করি, জিনিলে অমরা পুরি,
ইন্দ্রজিত হৈল তায় নাম।
লক্ষণে বধিল তরে গেলা তুমি সুরপুরে
আমার জিবনে কিবা কাম॥
মস্থকেতে দিয়া হাত কান্দয়ে লঙ্কার নাথ
পুত্র সোকে হইয়া তাপীত।
হৃদয়ে হানিয়া কর, তনু হৈল জরজর,
দশমুণ্ড লুটাইয়া ভুমিত॥
আনিয়া রামের নারি, নষ্ট কৈলু লঙ্কাপুরি,
সবংসে মজিল পুত্রগণ।
আমি মাত্র আছি সার, ভরসা নাহিক আর,
বুদ্ধি বল দিবে কোন জন॥
কান্দে রাজা পুনিঃ পুনি, পরয়ে চক্ষের পানি,
সোকেতে আকুল অনুক্ষন।
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতে বলে, শ্রীরামের পদতলে,
মজিয়া রহুক মর মন॥

মহীরাবণের মৃত্যুতে রাবণের খেদ

লঙ্কাতে পাইল বার্ত্তা রাজা দসানন। পড়িলেক মহাবির পাতাল ভূবন॥
অনেক বিলাপ কৈল রাজা লঙ্কেশ্বর। অচেতন হইয়া পড়ে ধরনি উপর॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষনে। পাতাল কাণ্ডের কথা হইল সমাপনে॥

তরণীসেনের মৃত্যুতে রাবণের শোক

দলবন্ধ নরপতি ভুমিতলে পড়ে। পাত্র মিত্র সকলে রাজা আসি ধরে॥
অকারণে নরপতি করহ ক্রন্দন। তরণি পণ্ডিত ছিল বৈষ্ণব সুজন॥
শ্রীরাম মনুস্ত নহে বিষ্ণু অবতার। তেকারণে প্রাণ দিল তরণি কুমার॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতে রচিল রামায়ন। এই মতে তরণির সর্গ আরুহন॥
লঙ্কাকাণ্ডে সুধারস অমৃত সমান। আসনে বসিয়া রাজা করিল দেয়ান॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামের বিলাপ

এইমতে দশস্কন্ধে জ্যোতিসে আলাপ। লক্ষণের শোকে রাম করয়ে বিলাপ॥
কে মরে জিয়াইয়া দিব প্রণের লক্ষন। বিদেশে আসিয়া ভাই হারাইল জীবন॥
ধলায়ে দুসর ভাই গড়াগড়ি যায়। ভ্রাত্রিসোকে কান্দে রাম প্রাণ ফাটী জায়॥
কুলে করি রামচন্দ্র হইলা বাহির। ভ্রাত্রিদুকে কান্দে রমে হইয়া অস্থির॥
বিভিসন সুগ্রীবাদি জত বিরগন। লক্ষন দুর্গতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
ভাই ভাই বলি রাম কান্দিল অপার। তুমি ভাই বিনে মর নিস্ফল সংসার॥
সুমিত্রা মায়ের তুমি প্রাণের নন্দন। কি বলিয়া সান্তাইব তাঁহার জে মন॥
তব বার্ত্তা জিজ্ঞাসিব আমি গেলে দেশে॥ কহিব তুমার বার্ত্তা কেমন সাহসে॥
আছুক লাভের কার্য্য মূলে টানাটানি। তুমি ভাই হতে মর রহিল কাহিনি॥
সিতা সে হইল মর নাসকের মূল। কি নিমিত্তে আসিলাম সমুদ্রের কুল॥
সর্গে থাকি দেবগন কান্দয়ে বিস্তর। রাজা সব কান্দে আর দেব পুরন্দর॥
হস্থ দিয়া চাহে কেহ নাসিকার স্বায। রামের করুণা কিছু গায়ে কিত্তিবাস॥
জিয়াইয়া কে দিব লক্ষন প্রান ভাই। প্রাণের দুলুভ ভাই কথা গেলে পাই॥
জত দুক্ষ পাইল আমি সিতার কারনে। দ্বিগুণ পাইলু দুক্ষ লক্ষণ মরনে॥
নারির কারণে আমি আইল এত দূর। লাভেতে আছুক কার্য্য হারাইল মূল॥
অছোক লাভের কাজ মূলে হইল থালি। সুবর্ণ বানিজে আসি মুক্তা দিল ডালি॥
আমা সোকে পিতা মরগেল পরলুকে। আমিই ত্তেজিব প্রাণ লক্ষনের সোকে॥
সুনহ সুগ্রব মিতা আমার বচন। আপনার দেশে তুমি করহ গমন॥
বিধাতার নির্ব্বন্দ মর কর্ম্মের লিখন। আপনে চলহ দেসে লৈয়া সৈন্যগন॥
আর না জাইব আমি অজধ্যা নগরি। লক্ষনের সোকে আমি হব দেশান্তরি॥
প্রাণের দুসর ভাই রূপে কাম সম। রনেতে পশিলে জেন কালান্তক জম॥
স্ত্রির হেতু হারাইলু হেন সহোদর। ভ্রাত্রি সোকে কন্দে রাম ধুলায়ে দুসর॥

চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হওয়ায় রাবণকে ত্যাগ করিয়া ভবানীর গমন

রাবনে বলেন মাও দয়া না ছাড়িবা। আমার কারনে কিছো সিবেতে কহিবা॥
সেবকবৎসলা দেবী জগতের মাতা। কান্দিতে কান্দিতে গেলা মহেসের তথা॥
সিব প্রতি কহে দেবি কটুত্তর বানী। রাবন সেবক প্রতি নিষ্ঠুর আপনি॥
ব্যাঘ্রছাল পৈর তুমি বিভুতি ভুসন। সিগ্র গিয়া রক্ষা কর লঙ্কার রাবন॥
মাথা কাটী রাবনে দিয়াছে তুমা পায়। তাহার সঙ্কটে কেন না হও স্বহায়॥
এই মতে ভগবতি অনেক কহিলা। পার্ব্বতির বাক্যে সিব উত্তর না দিলা॥

শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন

ঘন ঘন ডাকি রাম সারথি আদেশে। রাম লক্ষন সিতা রথে আসিলেন দেশে ॥
দেশেতে আসিলা রাম মন হরসিত। চারিদিগে পুষ্পবৃষ্টি লোক পুলকিত ॥
দেশেতে আসিলা রাম আনন্দে বিভুল। ভরথ সত্রুঘুনের আসিয়া দিলা কুল ॥
আনন্দিত চারিভাই এক স্থানে বৈসে। সর্ব্বজন হরষিত রাম আইলা দেশে ॥
সিতারে আর্ঘিয়া নিলা সর্ব্বসখীগন। সিতার উপরে করে পুষ্প বরিসন ॥

৬নং পুথি বীরবাহু যুদ্ধ

হস্তলিপির তারিখ—১২৬৭ বাং

মালীক ও লিপিকর—শ্রীগৌরচরণচন্দ্র দাস। সাকিন ভদ্রকারা, পরগণে বানৈ মোতালকে জিল্যে শ্রীহট্ট, থানে লস্করপুর। পত্রসংখ্যা—১৫ পাতা সম্পূর্ণ আছে, ভনিতায় নাম—কৃত্তিবাস।

আরম্ভ—

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথঃ বিরবাহুর যুদ্ধ লিক্ষতে ॥

তরণি পড়িল যদি শ্রীরাম সমরে। ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবন গোচরে ॥
দুত কহে লঙ্কেশ্বর নিবেদি চরণে। পড়িল তরণিসেন আজিকার রণে ॥
তরণিসেনের মৃত্যু লঙ্কেশ্বর। সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণি উপর ॥
চৈতন্য পাইয়া রা রহে ক্রন্দন। রাজারে প্রবোধ দেহে পাত্রমিত্রগন ॥
মৃত্তিকাতে বৈসে ং লঙ্কার অধিকারি। ঘরে ঘরে কান্দে অত বির জনের নারি ॥
পুত্রশোকে অনি কান্দিল সরমা। বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা ॥
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে। জানকি প্রবোধ দেন অসেষ বিসেসে ॥
এইরূপে নারিগণ কান্দে লঙ্কাপুরে। রাবণ মন্ত্রনা করে পাঠাইব কারে ॥
যে বির পাঠাই নর বানরের রনে। সবে মরে ফিরে নাহি আইসে একজনে ॥
দিনে দিনে টুটে বল মনে পাই সঙ্কা। নর বানর মৈধ্যে কেবা রাখে পুরি লঙ্কা ॥
স্বর্গেতে গন্ধর্ব্ব এক চিত্রসেন নাম। চিত্রাঙ্গদা নামে কন্যা তার রূপেতে সুঠাম ॥
রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরি। পরম সুন্দরি কন্যা জিনি বিদ্যাধরি ॥
বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে। তাহার গুনের কথা কহি শুন তবে ॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম বিরবাহু নাম। দেবগুরু ভক্ত বড় সদা জপে রাম ॥

বীরবাহুর যুদ্ধযাত্রা

মায়ের বচনে তবে বিরবাহু হাসে। মধুর বচন কৈহে জননিরে তোসে ॥
চরণের ধূলি লহে মাথার উপরে। হাসি হাসিতে করে মায়ের উত্তর ॥
অবোধ অবলাজাতি নাহি বুঝ কার্য্য। আমী যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য ॥

মাতা তুমি আশীর্ব্বাদ কর এক চিত্তে। তুমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে ॥
সংগ্রামে রামের হাতে হৈলে নিধন। রথে চৈরো জাব আমী বৈকুণ্ঠভুবন ॥
মায়েরে প্রবোধ কৈরে হস্তি স্কন্ধে চড়ে। বিদায়ে হইয়া বির যুঝিবারে পড়ে ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন। লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেক গিত রামায়ণ ॥

বীরবাহু ও লক্ষ্মণে যুদ্ধ

লক্ষনের বাক্যে বিরবাহু সক্রোধিত। এড়িল তুজ্জয় বান অগ্নি যে জ্বলিত ॥
চলিল লক্ষণের বাণ তারা যেন ছোটে। এক বাণে রাক্ষসের অগ্নিবাণ কাটে ॥
পঞ্চবান লক্ষণ জে যুড়িল ধনুকে। সন্ধান পুরিয়া মারেন বিরবাহু বুকে ॥
বানাঘাতে বিরবাহু হৈল কম্পিত। লক্ষন উপরে বান মারে আচম্বিত ॥

বীরবাহুর বধের পর রামের উক্তি

হাসিয়া চাহেন রাম বিভিষণের পানে। এখন লঙ্কায় আর আছে কত জনে ॥
বিভিসন বলে প্রভু বির নাহি আর। রাবণ আর ইন্দ্রজিৎ রাবণ কুমার ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতি। লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বিরবাহু যুদ্ধাপতি ॥
ভিমম্বাশি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি।
ভ্রমজ্ঞান হৈয়ে জদি ঐক্ষর পড়িয়ে থাকে। পণ্ডিতে পাইলে পুথি উদ্ধারিব তাকে ॥
বেলা অনুমানিক ১॥ প্রহর সময় পূর্ব্বের ঘরে বসীয়া পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল ॥ ইতি ১২৬৭ বাং মাহে ২৪ চৈত্র।

৭নং পুথি—নীলপদ্মহরণ

হস্তলিপির তারিখ—১২৬৭বাং

মালিক ও লিপিকরের নাম গৌরচরণ চন্দ্র দাষস্য, পুস্তক নিজ, পং বানৈ, সাং ভদ্রাকারা, জিলা শ্রীহট্ট।

পত্র সংখ্যা ৯ পাতা সম্পুর্ণ আছে। ভণিতায় নাম—কৃত্তিবাস।

আরম্ভ—

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ বধের কারণ শ্রীরামচন্দ্রের অকালে দুর্গোৎসব করেন ও সষ্ঠী বুধন ইত্যাদি লিক্ষতে। অথ অম্বিকা স্বরণ।

কোথা মা তারিণি তারা হও গো স্বদয়। দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময়।
পতিতপাবণি পাপহারিণি কালীকে। দিনজন জননি মা জগতপালিকে ॥
করুনা নয়নে চাও কাতর কিঙ্করে। ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে ॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে। সকর ত্যজিল তেই ডাকি মা তোমারে ॥
তুমি দয়ামহি মাতা শুনেছি পুরানে। তুমি শক্তি তুমি তৃপ্তি ব্যাপ্তি পরিত্রাণে ॥

নামগুণে ব্যাপ্ত আছ এ তিন ভুবনে। রূপ গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপন ॥
যে তবো স্মরণ লয় না থাকে আপ। প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর সম্পদ ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবারে লোক। কৃপা করি কর মাতা নিবারণ শোক ॥
এইরূপ স্তব জদি করিল রাবণ। আদ্র´ হৈলা হৈমবতি মন উচাটন ॥
স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবি দিলা দরশন। বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ ॥
আশ্বাস করিয়া কন না কর ক্রন্দন। ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন ॥

শ্রীরামের চণ্ডীকাস্তব

হনুমানে পাঠাইয়া পদ্ম আনি বারে। শ্রীরাম করেন স্তব দেবি চণ্ডিকারে ॥
দুর্গা দুর্গহরা তারা দুর্গতিনাসীনি। দুর্গম শরনিবিন্ধ গিরিনিবাসীনি।
দুরারাধ্যা ধ্যানা সাধ্যা শক্তি সনাতনি। পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনি ॥
নিলকণ্ট প্রিয়া নারায়নি নিরাকার। সারাৎসারা মুল শক্তি শচ্চিতা আকার ॥

রাবণের মৃত্যুবান আনিতে হনুমানের প্রতিজ্ঞা।

বিভিসন কহিলেন রামের গোচরে। রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে ॥
সে অস্ত্র আনিতে কার না হয় শকতি। রাম বলেন না মরিবে লঙ্কার অধিপতি ॥
কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভিসন। সে বান আনিবে যক্ত কে আছে এমন ॥
মন্দোদরির স্থানে বাণ আছত নির্য্যাস। সে বান আনিলে হয় রাবণ বিনাস ॥
মন্দোদরির অন্তপুর ভয়ঙ্কর স্থান। ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না জান ॥
রাবণের ভয় রাত না বহে পবন। সে স্থান হইতে বান আনে কোন জন ॥
এত জদি কহিল রাক্ষস বিভিসন। হেনকালে উপনিত পবন নন্দন।
হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি। আমি গিয়া মৃত্যুবান আনিব এখনি ॥

৮নং পুথি (ক)—শক্তিশেল

হস্তলিপির তারিখ—১৭৩৯ শকাব্দা

ভণিতায়—কৃত্তিবাস।

পত্র সংখ্যা ৩৫ পাতা ১ম—৮ পাতা নাই। ৯—৩৫ পাতা আছে। বৃক্ষত্বকে লিখিত।

লক্ষ্মণের সহিত রাবণের যুদ্ধ

নাগপাস বাণ এড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর। গড়ুর বাণে কাটি পাড়ে সুমিত্রা কুঙর ॥
পর্ব্বপর্ত্ত বাণ এড়ে লক্ষণ ঠাকুর। বজ্র বাণে রাবণ রাজা কাটিল প্রচুর ॥
রাজা এড়িল বাণ নামে তারা কোটি। এক মারে আর পড়ে উলটি উলটি ॥
এই সব বাণ এড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর। তেজসিয়া বাণে কাটে লক্ষণ ধনুর্দ্ধর ॥

বাণ বের্থ গেল দেখি চিন্তিত রাবণ। শ্রীদুর্গার চরণ মাত্র করএ স্মরণ ॥
কাল কুটি বাণ এড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর। লক্ষণরে বিন্দিয়া করিল জর্জ্জর ॥
শ্রীরাম স্মরিয়া (লক্ষণ ধনুতে কৈলা তন্থ)। বাণেতে দাড়াইল জেণ দিপ্তি করে ভানু ॥
এড়িল জতেক বাণ তার নাহি সিমা। তার সোস এড়ে বাণ মুকুন্দ মহিমা ॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ

লক্ষনের মুখে রামে ঐ কথা সুনিআ। কান্দিতে লাগিলা রাম গলেতে ধরিআ ॥
আর কারে ডাকিমুরে আমার ভাইআ বিনে। তুমা না দেখিআ প্রাণ ধরাইমু কেনে ॥
যেই ছেলে আসিয়াছে তুমারে বধিতে। বহ্মা মহেশ্বর আইলে না পারে রাখিতে ।
কি করিমু কথা জাইমু কি করিলা বিধি। দেহ ছাড়া প্রাণ হৈছে সুনিছি অবধি ॥
জখনে দেখিমু ভাই তুমার অন্তর। তবে কি রাখিমু প্রাণ সরির ভিতর ॥
লক্ষণে বলএ প্রভু কমললোচন। আমি ছারের লাগি প্রভু না কর কান্দন ॥

ঔষধ আনিতে হনুমানের গমন

শ্রীরামের জুগল পদ করিয়া বন্দন। গগণমণ্ডলে বির হৈল আরহণ ॥
সরসরি সব্দ সুনি রাবণ রাজা চায়। ঐ দেখরে ঘরপুড়া ঔষাদের লাগি জাএ ॥
(এমনি সময় নিমাই রহিআছ কথায়)।
কালনিমা কালনিমা করি ডাকিতে লাগিল। রাবণের ডাক সুনি কালনিমা চলি আইল ॥
কালনিমা বলে মামা করি নিবেদন। কি লাগিয়া ডাক মরে রাজা দসানন ॥
বাপু বলিরে বচন——।
আমি যে বধিআছি রামের য়নুজ লক্ষণ। তুমি গিয়া বধ বাপ পবননন্দন ॥
কালনিমা বলে মামা তবে আমি জাই। য়সক বনে সিতা থৈচ তাকে জদি পাই ॥

বাটুলাঘাতে আহত হনুমান ভরতের নিকট পরিচয় দিতেছে

হনুমানে বলে প্রভু কি বলিমু তুমার পাস। হনুমান নাম মর শ্রীরামের দাস ॥
এতেক সুনিয়া ভরত নএআনের পুছে জল। কহরে হনুমান আমার ভাইআর কুশল ॥
এত সুনি হনুমান করযুড়ে কহে। লক্ষনের কথা আমার মুখেতে না আইসে ॥
রাবণে নিআছে সিতা লক্ষণ মরে ছেলে। অভিমানে কান্দে রাম ভাইআ সুগাকুলে ॥
ঔসাদ আনিতে গসাই গিয়াছিলাম আমি। ঐ কারণে আমারে বাটুল মারিলা তুমি ॥
আমারে মারএ বাটুল তন্থ দহে সুগে। দেখাইলে দেখিবায় রামের ঔতাল বুকে ॥
এত সুনি ভরত মাথায় হাত দিল। এক গুণের দুঃখ বিধি শত গুণে হৈল ॥
কান্দিতে লাগিল ভরথ সরি নারায়ণ। তাহা শুনি কসল্যা রাণি যুড়িল কান্দন ॥
(দিশা)—কুলে আয় আয় রে দুক্ষিনির বাছা আএ ॥

কসল্যা এ বলে কুলে আছ রাম রঘুমণি। তোমার মাঅ বাছা অতি দুর্ব্বাগিনী ।।
বনাচারি হইআ বাছা আছ কুন সুখে। মাঅ অভাগিনির হিছা পার্থর দিআ বুকে ।।

ঔষধ বাটিবার জন্য শিলাপুতা আনিতে হনুমানের যাত্রা

ঔসাদ লইয়া সুসেন করিলেন গমন। শ্রীরামের আগে জাইয়া দিলা দরসন ॥
সিলাপুতা না হইলে ঔষধ না যায় বাটন। সুগৃবে বলয়ে তারে পাইমু কেমনে ॥
শিলা পুতা আনহ আর নিকামিনির চক্ষের পানি। তবে সে ধৈর্যতা করি লক্ষনের প্রাণি ॥
রাম বলে আরে বাপ কারে পাঠাইব। হনুমানে বলে গুসাই আপনে চলিয়া জাইব ॥
হনুমানে বলে প্রভু তুমার আজ্ঞা পাম। শিলা-পুতা আনিতে মর কত বড় কাম ॥

অন্ত:—

কর্ণ হনে সূর্য্যদেব এড়ি দিল হনু। দুই প্রহর সময়ে গগণে উদএ ভানু ॥
জএডঙ্কা জএধ্বনি মঙ্গল আরম্ভন। স্বর্গে থাকি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ ॥
অন্তে অন্তে সবাইর পদে করিলাম প্রনাম। বদন ভরিয়া বল রাঘব রামের নাম ॥
কবি কিত্তিবাসে লেখা রামের চরণ। শুনিলে অধর্ম্ম হরে পুতা রামাএহন ॥
ভিমস্বাপি ইত্যাদি ... ... ।

৮নং পুথি—(খ) শক্তিশেল

ভণিতার নাম কৃত্তিবাস, পত্রসংখ্যা ১২ পাতা ; সম্পূর্ণ আছে।

প্রারম্ভ :—শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। অথ শক্তিশেল পুস্তক লিখিতং ॥ আইস হে রাম ধনুকধারী।
আইস হে রাম ধনুকধারী।

আইস হে ধন রাম, নবজলধর রাম, দুর্ব্বাদল শ্যাম।
রাম সে বন্ধু, করুণাসিন্ধু, রাম দীন দয়াময় হরি।
অকালে ঐ সাদ (সাধ) মনে রাম বলে মরি।
অখিল ভুবন জানকী জীবন সর্ব্বগুণ ধাম।
কোটি জন্মের পাপ হরে লইলে রাঘব রামের নাম ॥

ত্রৈলোক্য পুজিত রাম জানকী জীবন। বদন ভরিয়া জাঁর নাম জপে শুক সুনাতন ॥
অনিষ্ট অধম বলি মাএ জাকে ফেলে। তাকে রঘুনাথে কোলে লন যদি রাম কথাটি বোলে ॥
ভগিরথে গঙ্গা আনিল করি পরিশ্রম। রাম নামে হেন শ্রম কৈল্যে ঘরে বান্ধি আমি যম ॥
ভজিলে না পামর মন কৈল্যে দাগাদারি। কালি ভব (ছেড়া) কাণ্ডারী শ্রীহরি।
ভজন জানি না সাধন জানি না উপায় হবে কি। রাম তরাও২ বলিয়া রহি (ছেড়া) ॥
অন্দল অচল আমি না জানি সান্তার। রাম নামটী হৃদে বান্ধিয়া দিতেছি সাতার ॥
কৃপাকর রঘুনাথ দেও পদধুলি (ছেড়া)। তোমার নাম যমের মুখে দেই কালী ॥

শ্রীরামের জুগল পদ করিয়ে বন্দন। তার সেসে বন্দি আমি গীত রামায়ন ॥
তার সেসে বন্দনা করি কশল্যা ঠাকুরাণী। জাঁর উদরে জন্ম লৈলা রাম চক্রপাণি ॥
তার সেসে বন্দনা করি সুমিত্রা ঠাকুরাণী। জাঁর উদরে জন্ম লভে লক্ষণ চূড়ামণি ॥
বিসামিত্র মুনি বন্দি যজ্ঞ বটে আর। যার অস্ত্র শিক্ষাএ রাম হইলা দুর্ব্বার ॥
বসিষ্ঠ বাল্মিক বন্দি যজ্ঞ কুলনাথ। জাঁর আগে রঘুনাথে করিয়াছে যুড়হাত ॥
দশরথ রাজা বন্দু মন অভিলাষে। জাঁর আজ্ঞায়ে সিতার নাথ চলিয়াছে বনবাসে ॥
অন্তে অন্তে সবাইর পদে করিয়ে প্রণাম। একবার বদনে বল রাঘব রামের নাম ॥
রাম তব চরণ অন্ত মুনি ধ্যানে নাহি পায়। পঞ্চমুখে পঞ্চাননে জাঁর গুণ গায় ॥
পড়িলেক ইন্দ্রজিত বৈরি গাএ গীত। সর্গে থাকি দেবগণে হৈলা সানন্দিত ॥
রাজারে করায় শান্ত পাত্র মিত্র ধরি। ইন্দ্রজিত পড়িল বার্ত্তা পাইল মন্দধরী ॥
বার্ত্তা পাইয়া রানি তবে নিকলিল লড়ে। ইন্দ্রজিত বলি মাথা ধরণী পাছাড়ে ॥
বস্ত্র নাহি পিন্দে রানি (অপাঠ্য) চুলি। ইন্দ্রজিত ইন্দ্রজিত এই সে মাত্র বোলি ॥
হাহা পুত্র পুত্র বোলি হইল অচেতন। চারিদিগে পুত্রবধু করন্তি কান্দন ॥
কেহ মাথা তুলি ধরে কেহ শিরে ঢালে পাণি। নাকে হস্ত দিয়া কেহ চায়েন্তি পরানি ॥
চৈতন্ত্য পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিত। রণে পড়িয়াছে পুত্র বানর বিদিত ॥
কার পুত্র কাহারে দিয়াছিনু গালি। আপনার মুখে মুই আপনি দিনু কালি ॥
কোন দোষে কোন জনে দিয়াছিল গালি। ইন্দ্রজিত হেন পুত্র মায়ে দিল ডালি ॥

রণস্থলে লক্ষ্মণ ও রাবণের কথাবার্ত্তা

নানা অমঙ্গল দেখে তাহা নাহি গণে। রথ চালাইয়া দিল পবন গমনে ॥
রণস্থলে লক্ষ্মণবীর করিল গমন। তা দেখি হাসিতে লাগিল রাজা দশানন ॥
তা দেখি রাবণ রাজা বলে হাসি হাসি। মরিবারে কেন আইলে প্রথম বয়সি ॥
লক্ষণে বলেরে বেটা সুনরে বচন। আমা ঠাই পড়িলে তর হরিবে জীবন ॥
সুন সুন ওহে রাজা আমি কারে ডরি। আমাদের সহায় রাম মুকুন্দমুরারী ॥
রাবণ বলে হাসি হাসি কি হবে জঞ্জাল। পরাজয় দিতে বলে সহজে ছাওয়াল ॥
লক্ষণে বলেরে বেটা বড়াই করি মর। পাছে তুমি করিও বড়াই যদি সারিয়া জাইতে পার ॥
ছাওয়াল বলিয়া মোরে কর অপজ্ঞান। আমি ছাবালে পারি করিতে বুড়ার কাম ॥
এ কথা লক্ষণ ঠাকুর জে কালে বলিল। হাহা শব্দ করি রাবণ হাসিতে লাগিল ॥
পাত্র সুক সারণকে ডাকিতে লাগিল পাত্র বলি তদের ঠাই। আমাদের রাজ্যে কি হাসিবার মানুষ নাই ॥
সুক সারণে বলে কেন বলে মহারাজা নাকে দিয়া টিপা মাইলে দুগ্ধ গলিয়া জাইব। সেই ছাবালে বলে পরাজয় দিব ॥
রাবণে বলেরে ছাউলিয়া বলিরে বচন। আগে বাণ মার তুমার প্রথমের রণ ॥

আমি বাণ মাইলে তরে ফিরিয়া না পাইব। আঘাতিত হবে বেটা সাদ রহি জাইব॥
এত শুনি লক্ষণঠাকুর জলিআছে কুপে। রাবণ বধিতে বাণ এড়ে এক চাপে॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ

লক্ষ্মণের মুখে রাম এই কথা শুনিয়া। কান্দিতে লাগিল রাম গৃবাএ চাপিয়া॥

অথ দিশা ;—

আর কারে ডাকিববে আমার গুণের ভাই বিনে। তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরাইমু কেমনে॥
জেই ছেল আসিয়াছে ভাই তোমারে বধিতে। ব্রহ্মা মহেশ্বর আইলে নারিব রাখিতে॥
কি করিমু কথা জাইমু কি করিলা বিধি। দেহ ছাড়া প্রাণ হৈছে শুনেছি অবধি॥
তখনে দেখিমু তোমার আথান্তর। তবে কি রাখিব প্রাণ শরীর ভিতর॥
লক্ষণে বলয়ে প্রভু কমললোচন। আমু ছারের লাগি তুমি না কর কান্দন॥

বাটুলাঘাতে আহত হনুমান ভরতের নিকট পরিচয় দিতেছে

হনুমান বলে প্রভু কি বলিমু পায। হনুমান নাম মর হই শ্রীরামের দাস॥
এতশুনি ভরথ বিরে নয়ানের পুছে জল। কহ হনুমান বাছা আমার ভাইয়ের কুশল॥
এত সুনি হনুমান কর জুড়ে কয়। শ্রীরামের দুক্ষের কথা আমার মুখে না আইসএ॥
রাবণে নিয়াছে সিতা লক্ষণ পড়ে ছেলে। অভিমানে কান্দে রাম ভাইয়ার সুগাকুলে॥
সুগাকুলে কান্দে রাম কুলেত লক্ষণ। ঔষধে আনিতে গোসাই গেছিলু আপন॥
আমারে মারিলাএ বাটুল তনু দহে দুঃখে। দেশে আইলে দেখিবা রামের ঐ ভান বুকে॥
এত সুনি ভরথ বিরে মাথায় থাবড় দিল। একগুণ দুক্ষ বিধি শতগুণ হইল॥
কান্দিতে লাগিল ভরথ স্মরি নারায়ন। তাহা শুনি কশল্যা রাণি যুড়িল কান্দন॥

অথ দিশা ;—

কুলে আয়েরে দুক্ষিণীর প্রাণবাছা আয়েরে। কশল্যা বলে কুলে আয়েরে রাম রঘুমণি।
তোমার শত্রু নহে বাছা কেবল দুর্ব্বাদিনী॥
বনচারী হইয়া বাছা আছ কোন সুখে। মায় দুক্ষিণী রহি আছি একটা পাষাণ লইয়া বুকে॥

অন্ত ;—

লক্ষ্মণ জীলেন রামে পুরিল মনসাদ। চৌদিগে বানরগণে করে সিংহনাদ॥
জয়কার জয়ধ্বনি মঙ্গল আরুহণ। স্বর্গে থাকি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ॥
কবি কৃত্তিবাসে কহে শ্রীরামের চরণ। শুনিলে অধর্ম্ম নাশে পুথি রামায়ণ॥
অন্তে অন্তে সমাইর পদে করিয়ে প্রণাম। একবার বদনে বল রাঘব রামের নাম॥

ইতি শক্তিছেল পুস্তক সমাপ্ত।

ভিমস্থাপিরণেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইত্যাদি

৯নং পুথি—উত্তরাকাণ্ড

হস্তলিপির তারিখ—১২৪৪ বাঙলা

মালীক—সানন্দরাম সাহা, স্বাক্ষর—লালচাঁদ দাস

সাং পং বানৈ, মৌজে ধর্ম্মপুর, জিলা শ্রীহট্ট।

পত্রসংখ্যা ১৮২ ; সম্পূর্ণ। ভণিতায় নাম—কৃত্তিবাস, ভবানীদাস ও ষষ্ঠীবর।

আরম্ভ—নম গণেশায়ঃ, নম স্বরস্বত্যৈঃ অথ উত্তরাকাণ্ড লিক্ষতে॥ নারায়ণ নমস্কৃতৈ নরঞ্চৈব নরত্তম ইত্যাদি। রাম লক্ষণং ইত্যাদি। না হং তিষ্ঠামী ইত্যাদি।

দুর্গা পুত্র বন্দি আগে দেব গজানন। সর্ব্ববিঘ্ন নাস হয়ে জাহার স্মরণ॥
প্রণমহ গুরুদেব ত্রিভুবন সার। উপদেশ দিলা ভবসিন্ধু তরিবার॥
নমামী পরমাবিদ্যা দেবী সরস্বতি। বাক্যমই পদে স্থিতা কণ্ঠেতে বসতি॥
তাহান ক্রিপাতে হএ সর্ব্বশাস্ত্রে গতি। মুক্তি ফল লভ্য হএ পরম ভকতি॥
সক্তিযুক্ত দেব দেব অনাদী ইশ্বর। পিত্রীদেব সঙ্গে বন্দি যতেক অমর॥
মহাবিদ্যা আদিসক্তি দ্বাদসাবতার। গঙ্গা আদি ত্রিভুবনে জত তির্থসার॥
সনকাদি ব্রহ্ম ঋসি আদি মুনিগণ। রাজ ঋসি পুণ্য স্লোক রাজা জে বন্দন॥

গ্রন্থারম্ভে কবি সংক্ষেপে পুস্তকের বিবরণ বলিতেছেন

আদি অন্তে উত্তরা সংক্ষেপে পূর্ব্বে বলি। বিস্থার করিয়া সেসে কহিব সকলি॥
প্রথমে অগস্থ আদি সব মুনিগণ। অজধ্যাতে বিস্বরূপ কৈল দরশন॥
শ্রীরাম সেবিত হৈয়া কথা জোজ্ঞ মন্তে। কথোপকথনে হৈল অজধ্যাবাসেতে॥
ইন্দ্রজিত বধে লক্ষণের প্রসংসন। অনাহার অনিদ্রা স্ত্রি না কৈল দর্শন॥
অগস্থ প্রথমে মুনি লক্ষণ কাহিনী। বিস্থারিয়া লক্ষণে জিজ্ঞাসে রঘুমণি॥
মুনিবাক্য পাহিয়া সভা আনন্দিত মন। কহ কহ বলি কৈল বহু আলাপন॥
রাক্ষস জন্মের জন্ম গিরি কন্যা দান। সুমেরু ত্রিকুট ভঙ্গ লঙ্কার নির্ম্মাণ॥
গজকৎসব হৈল গরুড় ভক্ষয়িতা। তার মধ্যে সুমেরু পবন যুদ্ধ কথা॥
খগপতি সঙ্গে পবনের দর্পচুর। গরুড় জন্মাদি কথা শুনিতে মধুর॥
সিব জজ্ঞে লঙ্কাপুরি নির্ম্মাণ বিসেসে। মহেস ক্রিপাতে লঙ্কা পাইল রাক্ষসে॥
পর্ব্বতের পাখা ছেদি ইন্দ্র পাইল সাপ। তেকারণে মেঘনাদের বাড়িল প্রতাপ॥
গঙ্গাধর হৈল সিব সান্তনু বর্জ্জনে। রাক্ষস পাতালে গেল বিষ্ণুর কারণে॥
পুনি লঙ্কা পাইলেক ধনের ইশ্বর। রাবণাদি জন্ম কথা তপ লভ্যবর॥
ধনেস খেদাইয়া লঙ্কা পাইল রাবণ। সপ্ন নখা আদির বিবাহ বিবরণ॥
ইন্দ্রজিত জন্মাদি কুবির সঙ্গে রণ। জিনিয়া পুষ্পক রথ পাইল রাবণ॥

কৈলাসেতে রাবণ নন্দির সাপ পাইল। এজন্য রাবণ বংস বানরে নাসিল॥
সিব বরে পুষ্প রথ নিল দসানন। দিগবিজই করে রথ আরোহণ॥
বেদবতি সিতা হৈল রাবণ বধ তরে। সংসার ভ্রমিআ দিগবিজই জে করে॥

বালি ও রাবণের যুদ্ধ

নিশব্দে রাবণ জায়ে বালিরাজ কাছে। শ্রীকাল (শৃগাল) গমন যেন সিংহের সমপাসে॥
দশানন দেখি বালি অট্ট অট্ট হাসে। আজি রাবণেরে বন্দি করিব নির্জসে॥
লেজে বান্দি ডুভাইব রাজা দসানন। কৌতুক দেখোক আজি সব দেবগণ॥
পাছে গীয়া ধরে রাবণ বালির কাকালি। রাবণেরে লেজে জড়ি উর্দ্ধে উঠে বালি॥
কুড়ি হাত দস মাস্তা করে লড় বড়। নড়িতে চড়িতে নারে রাবণ ফাফর॥
লাফে বালি রাজা সুন্যে উঠে আচম্বিতে। মেঘ জেন ধাইলেক সূর্জ আছাদিতে॥
সিগ্রগতি বালি ধায় পবনের বেগে। রাক্ষস বান্দন আছে বালি লেজ আগে॥
পূর্ব্বে সাগর হয়ে চারিশত যোজন। তথা গীয়ে দেখে বালি ইন্দ্রের নন্দন॥
সন্ধ্যা করি বালি রাজা উঠিল আকাসে। লড় বর করে রাবন দেবগণে হাসে॥
লেজে লড়বর করে রাজা দসানন। সাগরেতে সন্ধ্যা করে বালি মহাজন॥
পর্ছিম সাগরে সন্ধ্যা করে বালি রাজা। রাবণ লইয়া লেজে ভ্রমে মহাতেজা॥
লেজের সহিতে ডুবে রাজা দসানন। জল খাইয়া রাবণ কাঁপয়ে অনুক্ষণ॥
রাবণ সহিতে নারে বালির প্রহার। লেজে বন্দি করিলেক রাবণ দুর্ব্বার॥
বড় দীর্ঘ লেজ গুটা জোজন পঞ্চাশ। জলে ডুবে দশানন বালিজে আগাশ॥

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান

সুকাকুলি জায় রাজা কাশীর উদ্দেষে। বারানশী পাইলেক বিংশতি দিবসে॥
হেনকালে বিশ্বমিত্র প্রবেশিল কাশী। ক্ষনিকে দেখিয়া রাজা হইলেন ত্রাশী॥
মাসেকে দক্ষিণা দিতে দাড়াইলা মনে। মাস পূর্ণ হৈল রাজা আজিকার দিনে॥
রাজা বলে স্ত্রি পুত্রে আছি তিনজন। ইহা নেহ জদি তবে থাকে প্রয়োজন॥
মুনি বলে স্ত্রী পুত্র বিখাহ আপনা। সিগ্র করি দেহ মোরে জজ্ঞের দক্ষিণা॥
স্নান করি আসি জদি না পাই দক্ষিণা। সাপানলে পুড়িয়া মারিব তিনজনা॥
দাঁড়াইয়া বিশ্বামিত্র গেল আন ভিতে। মুনির ভয়েতে রাজা পড়িল ভূমিতে॥
দেখিয়া হইলা দেবি মনেতে দুখিত। কান্দিতে লাগীলা তবে রাজার বিদিত॥
সুকানলে প্রাণ দহে নাহিক বচন। কেনে মুহ গেলা রাজা পুছ ঘন ঘন॥
আমি বিদ্যমানে রাজা মুহ পাও কেনে। আমা বিক্রি করি পার হও ইহা হনে॥
হরিশ্চন্দ্র উপাক্ষান দিব্য ইতিহাস। উত্তরাতে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

সীতাবনবাসের সূচনা

নগরের মধ্যে আছে নগর মণ্ডল। একদিন ভার্জ্যা সঙ্গে বাজিল কন্দল॥
মোর স্থি না হই নাহি করমোর কাম। মনে মনে ভাব কিবা আমি সেই রাম॥
নিসাচরে নিল সিতা তব আনে ঘরে। ছিদ্র পাইলে আমি পুন না রাখিব তরে॥
এতেক সুনিল আমি পথে দাড়াইতে। জত কিছু সুনিলাম কহিল তুমাতে॥
এসব লোকের বাক্যে মহিমা বিনাস। তেকারণে তোমা স্থানে না করি প্রকাস॥
সিতাদেবি লক্ষি মুর্ত্তি ত্রিভুবনে জানি। পাপিষ্ট পামরে বলে দুরক্ষর বানি॥
দৈবের নিবন্দক কভু খণ্ডান না জায়। রাম সিতা বর্জ্জিবেন কিত্তিবাসে গায়॥
কত্তয়াল কথা সুনি মুর্চ্ছিত শ্রীরাম। সর্ব্বাঙ্গ তিতিয়া ঘর্ম্ম বহে অবিস্রাম।
সরোবর দেখিতে চলিলা রঘুবর। পাড়ে পাড়ে ফিরে প্রভু জগত ঈশ্বর॥
কাপড় পাথালে ধোপা সুবন্তের পাটে। কৌতুক দেখয়ে রাম উত্তরের ঘাটে॥
বৃক্ষ সারি সারি মন্দ মন্দ বাউ খানি। দুই ধোপা মিলি তথা করে কানাকানি॥
দুই জনে কথা কহে সসুর জামাই। সরোবর নিকটেতে আর কেহ নাই॥
স্বসুরে বলেন তবে সুনহ কুমার। বিভাকরি কন্যা কেন তেজিলা আমার॥
অতি সিসুকালে মরে তুমার জে পীতা। বহু জত্ন করি আমি দিলাম দুহীতা॥
কি কারণে মারি তারে করিলা বর্জ্জন। তোমার তর্জ্জনে গেল আমার সদন॥
সর্ব্বলোকে বলে তুমি ছাড়িলা স্ত্রিবাস। তে কারণে কন্যা দিতে আনিছি সমপাস॥
স্বামি হৈয়া স্ত্রির জেনা লয়ে কিছো দোস। সন্ততি হইলে পাছে পাইবে সন্তষ॥
এতেক বলিল জদি ধোপার স্বসুর। বাক্য ছল পাইলেক জামাতা চতুর॥
একাম্বর রাত্রে গেল তুমার ঘরে নারি। তবোকন্যা স্বসুর থাকুক তবোবাড়ি।
পৃথিবির রাজা রাম সম্বরিতে পারে। রাক্ষসে নিলেক সিতা তাহা আনে ঘরে॥
রাম হেন নহে আমি পৃথিবীর পতি। জ্ঞাতি লোকে নিন্দিবেক আমীহিন জাতি॥
এতেক বলিল জদি জামাতা নিষ্টুর। সাক্ষি রাখি কন্যা লৈয়া চলিল সসুর॥
ধোপা কথা সুনি রাম হৈলা দুখিত। চলিলেক রামচন্দ্র আপনা পুরিত। ইত্যাদি।

গঙ্গাদাস সেন সুত ষষ্ঠিবরের ভণিতা

এক গোটা বান হানে অগ্নি অবতার। তার কাছে স্থির হইতে সক্তি আছে কার॥
কত সেনা পলাইল কতেক মরিছে। লক্ষণ জে সত্রুঘ্ন তথা পড়ি আছে॥
এত শুনি রামচন্দ্র হৈলা বিস্ময়। করিব কেমনে কার্য্য বুদ্ধি স্থির নয়॥
এত সুনি রামচন্দ্র পরম দুক্ষিত। দুই চক্ষে জল ধারা বড়য়ে ভূমিতে॥
অচেতন হৈয়া রাম পড়ে ভূমিতলে। সিগ্রগতি ভরথে তুলয়ে ধরিগলে॥

ভরথের গলে ধরি কান্দে রঘুনাথ। আকস্মাত মাথে জেন হৈল বজ্রাঘাত ॥
গঙ্গাদাস সেন সুত সষ্টিবরে বলে। এত দুক্ষ ছিল প্রভু আমার কপালে ॥

কৃত্তিবাসের ভণিতা

অবসেসে সিন্ধুবাণে ভরথ পড়িল রণে
কি কহিব তাহার কথন।
সোকেতে মোহিত রাম লুহিতলুচন স্যাম
প্রবেসিতে চাহেন আগুনে।
শ্রীরামের দরশন শুনিয়াছে বচন
আমাকে করিলেন অঙ্গিকার।
বিপত্য সময়ে এই দেখিবারে মিত্র সেই
আনিবারে চলহ সত্বর।
সুন রাজা সুগৃবে সসন্যে চলহ তবে
রথে চড়ি করহ গমন।
কিত্তিবাস পণ্ডিতে ভোনে শ্রীরামের চরণে
লব কুস যুদ্ধের কথন ॥

ভবানীদাসের ভণিতা (১)

কত দিন অভ্যান্তরে লব কুস জন্মে ঘরে,
আসিলেক অজধ্যা নগর ॥
সত্য করি অঙ্গিকারে বর্জ্জিলাবে লক্ষনেরে,
সর হাতে তেজিলা জিবন।
তবে অষ্ট কুমার বাটী দিলা রাযাভার,
নিজ দোসে গেলা সর্ব্বজন ॥
প্রজাগণ লৈয়া সঙ্গে বৈকণ্টে চলহ রঙ্গে,
ঠাকুরাণি তবে সে বাখানি।
শ্রীরামের শ্রীচরণে ধ্যান করি অণুক্ষণে,
বিরচিল দাস জে ভবাণি ॥

ভবানীদাসের ভণিতা (২)

জতা থতা আছে রাম প্রভু নারায়ণ। তথায় গাহস্থি গিত পুন্য রামায়ন ॥
এই মতে স্বর্গে রাম কলিলা গমন। চারি ভাই সঙ্গি আর যত বন্ধুগণ ॥
ত্রিদেসের দেব সঙ্গে হরসিত মনে। বিষ্ণুলোকে গেলা রাম বৈকণ্ট ভুবনে ॥

এই সমাধান রাম সর্গ আরোহণ। ভক্তি ভাবে সুনে জেই স্বর্গেতে গমণ ॥
এত দুরে সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ। দাস ভবাণী কহে শ্রীরাম চরণ ॥

উত্তরাকাণ্ড সমাপ্ত।

বিমস্থাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ ইত্যাদি…।

১০নং পুথি—রঘুনাথের অশ্বমেধ

মালীক গৌরীকান্ত দেবশর্ম্মণঃ, সাং পং বিক্রমপুর, মৌজে বিহাড়া, জিলা কাঁগাড়।

লিপিকার—প্রজাপতি দেবশর্ম্মণঃ সাং পং তথা

শকাব্দা—১৭৬৮, ১২৫৩ বাং

(দাতব্য—সাং প্রগণে বরাকপুর, মৌজে তারাপুর)

পত্রসংখ্যা—৭৭ পাতা, সম্পূর্ণ আছে।

ভণিতায় নাম—কৃত্তিবাস ও কুমুদানন্দ দত্ত

বন্দনা

নমঃ গণেসায়

প্রণমহ রামচন্দ্র সংসারের সার। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জাহার অধিকার ॥
নির্গুণ নিরাকার সেই হয়ে ব্রহ্ম। শিব আদি পুনি যার নাহি বুঝে মর্ম্ম ॥
সমুদ্রের জল জদি কলসিতে ভোরি। পৃথিবির রেণু জদি গণিবারে পারি ॥
আকাসের নক্ষত্র যদি করিএ গনন। তথাপি মহিমা তান না জাএ বুঝন ॥
অনন্ত মহিমা তান কে বুঝিতে পারে। কিঞ্চিত বুঝিতে পারে দেব মহেশ্বরে ॥
সক্তি বিনে শিব কিছু নাহি ভেদ। পুরাণে বলিছএ আর বলে চারিবেদ ॥
সিব বিনে সিবানী শক্তি বিনে সিব। জগত ব্যাপিআ আছে জত জত জিব ॥
জল বিন্দু হনে দেহ নির্ম্মাণ করএ। কর্ম্ম নিজ জল পত্র ললাটে লিখএ ॥
কর্ম্মঅনুসারে ভোগ সদাএ করাএ। ভাক্তে সে পাইলে প্রাণ আর ঘটে জায় ॥
ঘটে ঘটে পূর্ণব্রহ্ম জগত ইশ্বর। সেই প্রভু পাদপদ্মে প্রণাম বিসধর ॥
মহামায়া দেবি বন্দি পংসাতে তাহার। সংসার ব্যাপিআ আছে মায়ায়ে জাহার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দি তিন জন। দেবি সরস্বতি বন্দি করিআ জতন ॥
জাহার কৃপায় বিদ্যা পাই সুক্ষমতি। তাহান কৃপায় লিখি রামায়ণ পুথি ॥

কথারম্ভ

জদি কৃপা কর মরে ভারত জননি। শ্রীরামের অশ্বমেদ অথনে বাখানি ॥
জেন মতে রঘুনাথে তরগ আনিলা। জেনমতে সুর্ণ দিয়া ঘোড়া ছাড়িদিলা ॥

জেনমতে স্তপবনে ঘটক পসিল। জেনমতে কুসবিরে মহাযুদ্ধ কৈল ॥
জেনমতে রামচন্দ্র ভ্রাতৃসনে গেল। জেনমতে বাল্মিকি মুনি হিত চিন্তিল ॥

লবকুশের যুদ্ধে লক্ষ্মণ প্রভৃতির পতনে রামের খেদ

হাহা ভাই লক্ষণ ভরত শত্রুঘন। তুমার সনে রাম তেজিবা জীবন ॥
অজুধ্যার জুবরাজ মর ভ্রাত্রিগণ। সিঙ্গাসন ছাড়ি কেনে ভূমিতে সয়ন ॥
উঠ উঠ অরে ভাই চলি জাইদেশ। দুই মিত্র লৈয়া আইলু তুমার উদ্দেশে ॥
আমি চারি ভাই জানি একই জিবন। আমারে সংহতি কর না ছাড় বেদন ॥
তুমি ধন তুমি জন তুমি সে সম্পদ। তুমি বিনে মুই ছারের জিবন আপদ ॥
উঠিয়া সম্মতি দেও সরির যুড়াই। নিঠুর হইলা কেনে আমারে তিন ভাই ॥
ধুলায় ধুশর দেখি তোমার সরির। দারুণ হৃদয় মম হইয়া ভএচির ॥
কথাএ ছাড়িলা এ পুত্র পরিবার। কথাএ ছাড়িলা পুরির অমূল্য ভাণ্ডার ॥
কথায় ছাড়িলা এ তোমার বির্দ্ধ মাত্রিগণ। কথাএ ছাড়িলা তুমার রত্ন সিঙ্গাসন ॥
আর নি একত্রে আমি বসিমু চারি ভাই। আর নি একত্র হইয়া জাইমু কুন ঠাই ॥
কান্দে প্রভু রঘুনাথ চায়া ভাইর মুখ। জেই সুনে সেই কান্দে ধরাইতে নারে বুক ॥
রামের কান্দনে কান্দে সুগ্রিব বিভিষণ। পাত্রমিত্র আদি সবে কয়এ কান্দন ॥
দত্ত কুমুদে বলে শ্রীরামের চরণ। আপনা পাসর কেন ভ্রাত্রিসোগানল ॥

রামচন্দ্রের পতনে সীতাদেবীর বিলাপ

তবেত বলিল আমি, পাবকে না পাও তুমি, আমার হইব কুনগতি।
পতিপুত্র হিন নারি, কেমতে বঞ্চিতে পারি, মরিবেক তুমার সংহতি ॥
এই যুক্তি করি সার, হুতাশনে পড়িবার, গিয়াছিল মুই অভাগিনি।
তুমিও আসিলা জবে, সকলি কল্যান হবে, কি করিমু বল মহামুনি ॥
জতেক আছিল আস, সকলি হইল নাস, ব্রিথা হই আস্বাষ আমার।
গর্ভে জত ক্লেশ পায়া দুই পুত্র প্রসবিয়া, নিজ কুল করিল সংহার ॥
গগনেতে মেগ দেখি, চাতক হইল সুখি, পবন তাহারে কল্যা নাস।
তেমত আমার হৈল, জবে প্রাণনাথ গৈল, কেনে হেন হৈল নৈরাষ ॥
কি করি মুনিবর, বিবাহ অবধি মর, দুক্ষে দুক্ষে গেল মর কাল ॥
পতি সোগ করিবারে, বিধাতা লেখিল মরে, ধিক মর জীবন জঞ্জাল ॥
কিৰ্ত্তিবাস পণ্ডিতে বলে, শ্রীরামের পদতলে, সুন মায় জনক দুহিতা।
বাল্মিকি মনি তবে আইল, সকলি কল্যান হৈল, অরে তুমি পরিহর চিন্তা ॥

লবকুশের সহিত শ্রীরামের পরিচয় ও মিলন

এই জন্মে মাত্র দুক্ষ, কবে নাহি হৈব সুখ, সংসারেতে রহিল কুখ্যাতি।
তুমি হে স্বামি জার, কেনহে দুঃখ তার, নাহি বুঝি বিধাতার গতি ॥
সদয় হইয়া মনে, মাত্রি আন বনে হলে, আজ্ঞা কর আসিতে এখন।
লোকেতে কলঙ্ক জাউক দুই কুল রক্ষাপাউক, দেখ গুরা তুমার চরণ ॥
জদি আগ্যা না দেও বাপ, পরিণামে পাইবা তাপ, প্রাণ দিমু তোমায় সাক্ষ্যাতে।
আমারা মরিব এথা জানকি মরিব তথা, নিশ্চয়ে জানিঅ রঘুনাথ ॥
এবে সুনি রঘুনাথ, পাশারিয়া দুই হাথ, দুই পুত্র ধরিলেক গলে।
আনন্দে পুলুক অঙ্গ, মনেতে হৈল রঙ্গ, শরির ভরিল প্রেম জলে ॥
আনন্দিত সর্ব্বলোক, শ্রীরামের খণ্ডিল দুখ, জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজনে।
শ্রীরামের চরণ, সিরে করি বন্দন, দত্ত কুমুদানন্দে বলে ॥

উপসংহারে লিপিকর প্রজাপতিশর্ম্মার প্রার্থনা

সিতাসোগে রামচন্দ্র অধিক দুর্ব্বল। মায়া ছাড়িবারে সন্দি করিলা সকল ॥
নিরবধি চিন্তে রাম কমল লোচন। মায়া ছাড়িবারে রামের হইলেক মন ॥
প্রজাপতি দিজে বলে রামের চরণে। অন্তকালে প্রভু মরে না দিঅ সমনে ॥
বৈকণ্টনিবাসি রাম কমললোচন। দিজাধম প্রজাপতি রাখ শ্রীচরণ ॥
আমি অতি মূঢ়মতি কেবল পামর। নিজদাস জানি মরে রাখ রঘুবর ॥
জাহার কৃপাএ আমি লেখি এই পুরাণ। তাহান চরণে দিয়া করিমু প্রণাম ॥
মায়া বাদাইয়া মুই না করিলু কাম। প্রণমহ গুরুপদে খতেক প্রণাম ॥
মায়ারূপ হএ জেন জগত জননি। মহামায়া জারনাম ব্রহ্ম নিরঞ্জনি ॥
আমি অতি দুরাচার না জানি ভখতি। যমপুরে নাই দেখে দিজ প্রজাপতি ॥
ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথের অশ্বমেদ সমাপ্ত ॥

১১নং পুথি—রামের স্বর্গারোহণ

মালীক—সিবরাম সর্দ্দার, সাং নতুনাগ্রাম,
লিপিকর রামজীবন শর্ম্মা, সাং পিয়াইন,
১২৪২ বাঙলা। ২৩ পাতা সম্পূর্ণ আছে।
ভণিতায় নাম—ভবানী দাস

আরম্ভ—নমঃ গণেসায়।
প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন। খিরুদ সয়ন জার গরুড় বাহন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্বর দেব সুরপতি। সরেস্বতির পদবন্দি করিআ ভকতি ॥

কার্ত্তীক গণেস বন্দি দেবি পার্ব্বতি। পতিত পাবনি বন্দি গঙ্গা ভাগিরথি ॥
অষ্টলুকপাল বন্দি আর দেবগণ। বাল্মিক মুনি আদি কবি বন্দি জতজন ॥
শ্রীরাম লক্ষণ বন্দি করিয়া জতন। উত্তরার সেসে রাম সর্গে আরোহণ ॥
সিতা পাতালে গেল লুক চমৎকার। অজধ্যার যত লুক করে হাহাকার ॥
রায্য করে প্রভু রাম মনে নাহি সুক। অবিরত সর্ব্ব লুক মনে ভাবে দুক্ষ ॥
অন্তরে দুক্ষিত রাম সিতারে না দেখি। খেনে খেনে উঠে রাম চমকি চমকি ॥
সিতা সিতা বলি রাম কান্দে নিরন্তর। পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ হইল কাতর ॥
ভরথ লক্ষণ কান্দে আর কান্দে আর সত্রোঘন। অন্তস্পুরি বাসি কান্দে জত নারিগণ ॥
লব কুসে কান্দনে পৃথিবি জাহে ছিব। সিতার কারণে রামের য়ছস্থ সরির।
রাজ্যপাট সিঙ্গাসন তেজিয়া সকল। যবণি সিতার সুগে হইয়া আকুল।
বরিসার জল জেন করে টলমল। তেনমতে আক্ষির জলে বাহে নিবারণ॥
অন্তঃস্পুরে না জাহে রাম দেখে অন্ধকার। সিতা বিনে শূন্য রামের সকল সংসার ॥
উত্তর না দেহে রাম পাত্রমিত্র দেখি। সভামৈধ্যে নাহি চায় তুলিয়া দুই আক্ষি ॥

ষষ্ঠীবরসুতের ভণিতা

কেন পুত্র নরের প্রমাদ আজিকি প্রভাতকালে, কি বা মোর কর্ম্মফলে, দেব সনে হইল ববাদ ॥ ইত্যাদি।

আহারে দারুন বিধি কেন হরি নিলে নিধি
মরিব ভুমাতে বধ দিয়া।
রামচন্দ্র হেন পতি আমিজে জানকি সতি
এত দুক্ষ দিয়াছে লিখীয়া ॥
আমার কপাল দুসে ত্যাগ কৈলা ঋষিকেসে
বনেতে জন্মিলা লব কুস।
জতেক আছিল দুখ দেখিয়া পুত্রের মুখ
মনে মনে হইলু সন্তস ॥
কুস যদি যাইত তথা তবে না পাইত বেতা
কেনে হৈত এতেক প্রমাদ ॥
একাশ্বর পাইয়া লব করিলেক পরাভব
কুস হৈলে করিত বিবাদ।
যদি হই পতিব্রতা কুশ আসিবেক এথা
তবে দুক্ষ খণ্ডিবে আমার।
অন্দলের চক্ষু দুই তার মুখ দেখি মুই
মন অগ্নি নিবায়ে আমার।

কহি ষষ্ঠিবর সুতে ইকি বড় অদভুতে
মন দুক্ষ খণ্ডিবে তুমার ॥
লব কুসে বলে পুণি তুমি পরে নাই জানি
তুমি পরিব মারিব দুই ভাই ॥
সরিয়া তুমার বাণি সরির দগদে পুণি
আমি দুই জাব অন্য ঠাই ॥
হাহা বিদি নিদারুণ মরে কৈলে অপমান
খুড়া মর জাহে স্বর্গ পুরি ॥
মৃগয়া করিতে জাইতে লইয়া জায় তুমার সাতে
মার আমি জাব কু সে ॥
দুক্ষ আমি পাইল বড় তুসাতে কইলাম দড়
তুমি বিনে তেজিব জীবন ॥
মনে বড় ছিল সাদ বিদি কইল প্রমাদ
আমার জে কর্ম্ম জে হল ॥
না দেখি তোমার মুক বিধরি মা ডাহে বোক
বল আমার কি হবে উপাহে ॥
নিচ্চাহ জানিলাম হেম লক্ষনে বলেন তেন।
খেনে কান্দ আমার কারণ ॥
তুমি ছয় জন লৈয়া রাযা কর যুকে গিয়া
আমার মুকনা করিয় মনে ॥
কহেন ভবানি দাস রাম পদে করি আস
খেমা কর না কর ক্রন্দন ॥

শেষ— ভিচিত্র ভিমানে চড়ি জাহে সর্গ পথে। সর্ব্ব লুক মরিলেখ নদি সড়জুতে ॥
সঙ্ক চক্র গদা পৌদ্মে সার সাধুরি। তরিবা সকল লুক বলে হরি হরি ॥
দেবগণ মেলেনি দিলেন নারায়ণ। বিষ্ণু প্রণমিয়া দেব করিলা গমন ॥
বিষ্ণুর সরিরে গিআ ছতুভুজ ধারি। দুই বাহো তুলে সবে বল হরি হরি ॥
এত দিনে আমার পুরিল মনস্কাম। তরিল সকল লুক লহিয়া রাম নাম ॥
দাস ভবাণী কহে উত্তারার খণ্ডে। রাম সর্গ সারা হন অমৃতের ভাণ্ডে ॥
এত দিনে সাঙ্গ হৈল রাম অবতার। এত পরে রাম সিতা নাহি মার ॥
ইতি রামচন্দ্র সর্গারান সমাপ্ত। ভিমস্তাপি ইত্যাদি।

শ্রীজগন্নাথ দেব

কালমেঘের উপাদান

কালমেঘের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহাতে কি কি জিনিষ আছে, তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই গাছ প্রত্যেক বৎসরে জন্মে এবং বৎসরান্তে শুখাইয়া-যায়। ইহা এক হইতে দেড় হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহার ফুলের রং গোলাপী বা সাদা মধ্যে মধ্যে বেগুনে দাগ দেওয়া। সংস্কৃতে ইহাকে 'মহাতিক্ত' বলে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, ইহার রস অত্যন্ত তিক্ত। বোধ হয়, 'আলুই' কাহাকে বলে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকলেই জানেন। ইহার প্রধান উপকরণ কালমেঘ। দুগ্ধপোষ্য ছোট ছেলে-মেয়েদের পেটের সকল প্রকার দোষ নিবারণার্থ সপ্তাহান্তে একবার করিয়া ইহা খাওয়ান হয়।

ফার্ম্মকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় (Pharmacographia Indicaএ) লিখিত আছে যে, ইহার প্রধান কার্য্যকারী পদার্থে অম্লত্ব আছে, কিন্তু পরীক্ষাকালে তাহা পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে উহা কেবল তিক্ত; কিন্তু উহাতে যদি কোনও অম্ল (acid) দেওয়া হয়, তাহা হইলে, একটি নূতন এসিড্ প্রস্তুত হয়।

সক্সলেট নিষ্কাশন যন্ত্রে (soxhlet extraction apparatus) কালমেঘের গুড়া লইয়া যথাক্রমে পেট্রোলিয়াম্ ইথার, ইথার, ক্লোরোফরম্ ও সুরাসার দিয়া উহার সত্ত্ব বাহির করিয়া ঐ সকল পদার্থ তাড়াইয়া দিবার পর যে পদার্থ থাকে, তাহা ওজন করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছে।

পরীক্ষার জন্য ৬৮ গ্রাম (gram) কালমেঘ দেওয়া হইয়াছিল। উহা হইতে এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে,—

পেট্রোলিয়াম্ ইথরে দ্রবনীয় সত্ত্ব	০·৪৩৭ গ্রাম বা শতকরা		০·৬৪৩ ভাগ
ইথরে দ্রবনীয় সত্ত্ব	০·৫৮৬ ,,	ঐ	০·৬৮২ ,,
ক্লোরোফরমে ,,	২·২৫০১ ,,	ঐ	৩·৩০৯ ,,
সুরাসারে ,,	১·৫০৪৫ ,,	ঐ	২·২১৪ ,,
মোট	৪·৭৭৮২ গ্রাম বা শতকরা		৬·৮৪৮ ভাগ

এই গাছে ক্লোরোফিল্ (chlorophyl) অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে, ইহার এক অংশ ক্লোরোফরমে দ্রব হয় এবং অপর অংশ হয় না, কিন্তু সমস্তটাই সুরাসারে সম্পূর্ণরূপে দ্রব হয়।

পেট্রোলিয়াম ইথারে যাহা পাওয়া যায়, তাহা একটা হল্‌দে তেলের মত। ইহা রাখিয়া দিলে একপ্রকার সূচের মত পদার্থ (needleshaped crystals) তলায় জমে। তাহা ১১৭° তাপে গলিয়া যায়। এসিড ও ক্ষার ইহার উপর কোনও কার্য্য করে না। ঐ তৈল যদি ক্ষার

(Alkali) দিয়া ঝাঁকাইয়া লওয়া হয় এবং পশে ঐ ক্ষারে এসিড দিলে, অল্প পরিমাণ এক প্রকার গন্ধ দ্রব্য পাওয়া যায়। কাল-মেঘের গন্ধ এই তৈলাক্ত পদার্থের জন্য।

কার্য্যকারী পদার্থ (active principle) প্রস্তুত করিবার জন্য গুড়া কালমেঘ একটা চোয়াইবার যন্ত্রের (Percolater) মধ্যে লইতে হয় এবং ক্রমাগত সুরাসার দিয়া চোঁয়াইতে হয়, তাহার পর ঐ সুরাসার তির্য্যক্‌পাতন (distillation) দ্বারা প্রায় সবটাই লইতে হয়। উহার মধ্যে বাষ্প (steam) দিয়া বাকি যেটুকু সুরাসার থাকে, তাহাও তাড়াইয়া দিতে হয়। এই বাষ্পের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত তৈল একটু আইসে। পাত্রে (flaskএ) যাহা পড়িয়া থাকে, উহার এক অংশ জলীয় ও অপর অংশ শক্ত। ঐ জলীয় অংশ যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন হলদে রংয়ের দানা জন্মে। উহা সুরাসারে গুলিয়া আংশিক জমাইয়া (fractional crystallisation) পরিষ্কার করা হয়। এই পদার্থ একটী পরীক্ষা-নলে (test-tubeএ গরম করিলে, ধুনার ন্যায় সুগন্ধ বাহির হয়। ২০৬° সেন্টিগ্রেড তাপে ইহা গলিয়া যায়। ইহা ব্রোমিন্ (Bromine) সহ একটী যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহাতে নাইট্রোজেন (Nitrogen) নাই। একটু এসিড্ দিয়া অনেকক্ষণ গরম করার পর, ইহা হইতে কোন প্রকার চিনি পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহাতে হাইড্রক্সিল ব্যূহ (OH) আছে; ইহার নাম 'প্যানিকিউলিন্' দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পাত্রে যে শক্ত পদার্থ পড়িয়াছিল, উহাকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, গরম অবস্থায় ছাঁকিয়া ঐ জল রাখিয়া দিলে উহা হইতে সাদা মাটির ন্যায় এক প্রকার জিনিষ পাওয়া যায়। ইহার স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত, জিহ্বায় একটু লাগাইলে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিক্ত থাকে। ইহার কোনও প্রকার গন্ধ নাই। অন্যান্য পদার্থ হইতে অম্লজান (oxyzen) বাহির করিয়া লওয়ার ক্ষমতা ইহার অত্যন্ত অধিক, যথা পোটাসিয়ম্ পারম্যাঙ্গানেটের রং সাদা করে। ইহাতে কোনও প্রকার এসিড্ দিলে একটা গুড়া পদার্থ তলায় জমে, ইহাও একটা নূতন এসিড্। এই তিক্ত পদার্থের নাম 'কালমেঘিন্' এবং এসিডের নাম 'কালমেঘিক এসিড্' দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে রিজরসিন (resorcin) ও গন্ধকদ্রাবক দিয়া গরম করিলে ফ্লুওরেসিন্ (fluorescin) হয়।

শ্রীক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী

নদীয়া জেলার গ্রাম্যশব্দ

নদীয়া জেলার সমস্ত অংশেই কথাবার্ত্তায় একই শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানসমূহের গ্রাম্যশব্দ, পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থানসমূহের সহিত সমান নহে। সুতরাং শান্তিপুরের কথা সমস্ত নদীয়া জেলার কথা নহে; আবার কুষ্টিয়ার কথাও সমস্ত নদীয়া জেলার কথা নহে। গ্রাম্যশব্দসংগ্রহ বিষয়ে এদিকে দৃষ্টি থাকা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ ১৭শ ভাগ ১ম সংখ্যা "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" হইতে দু'একটি শব্দ দেখাইব।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজকুমার বেদান্ততীর্থ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় "বঙ্গীয় গ্রাম্যভাষা-তত্ত্ব" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ;—"(সংস্কৃতে) ইক্ষু শব্দ নদীয়ায় কুশুর, **। (সংস্কৃতে) কবুতর শব্দ নদীয়ায় কবিতর।"

আমরা জানি নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশে "ইক্ষু"কে "কুশুর" বলে না ; আক্ বা আখ্ বলে। "কবুতর"কে কেবল "কবিতর" বলে না ; কৈতোরও বলে। তথাপি পায়রা নামটাই অধিক প্রচলিত।

নদী অর্থে "গাং" শব্দ নদীয়ার এ অঞ্চলেও ব্যবহৃত হয়। "বার্ত্তাকু" শব্দ কেবল "হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমানে" নহে, নদীয়ার এ প্রদেশেও "বেগুন" এবং কেবল "যশোরে" নহে, নদীয়ার এ প্রদেশেও "বাগুন" রূপে সাধারণের রুচিপ্রদ।

"নদীয়ায়" যাহাকে 'মেকুর' বলে, রাজসাহীতে তাহা 'বিলাই' হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমানে তাহা 'বেড়াল' বা 'বিড়াল'।" সমস্ত নদীয়া জেলাতেই যে মার্জ্জারকে মেকুর বলে, ইহা ঠিক নহে। নদীয়া জেলার অনেক স্থানের লোকে 'মেকুর' শব্দ বুঝিতেই পারে না। নদীয়ার এ অঞ্চলে মার্জ্জারকে বিড়াল বা বেড়ালই বলে।

নদীয়া জেলার শব্দসংগ্রহে যে ত্রুটি দেখিতেছি, সম্ভবতঃ অন্যান্য জেলার শব্দসংগ্রহেও এইরূপ ত্রুটি আছে। উদাহরণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এরূপ শব্দসংগ্রহে, কোনরূপ ভুলচুক না ঘটে, তজ্জন্য প্রতি জেলায় একজন সংগ্রাহকের উপর নির্ভর করা চলে না। প্রত্যেক মহকুমায় এক একজন সংগ্রাহক থাকিলে ভাল হয়।

নদীয়া জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলি শব্দ অদ্য প্রেরিত হইল।

অ

অকাল অশুদ্ধকাল।

অগা অজ্ঞ।

অছিলা কারণ।

অটুট অভগ্ন, পূর্ণ।

অড়র অড়হর শস্য, আইরী।

অম্বল অম্ল।

অবীরা পতিপুত্রহীনা স্ত্রীলোক।

অসাড় অজ্ঞান, সংজ্ঞাহীন।

অম্বরস ঝগড়া, কলহ।

আ

আইবড় অবিবাহিতা।

আওড় নদীর যে স্থানের জল ঘুরিতে ঘুরিতে স্রোতের বিপরীত দিকে যায়।

আওতা বৃক্ষাদি দ্বারা আচ্ছাদিত।

আওসা মড়ক, Epidemic.

আকা উনন, চুল্লী।

আকাল দুর্ভিক্ষ।

আড় অন্তরাল, প্রস্থ, বক্র।

আলাপ সম্ভাষণ, পরিচয়।

আব্‌ডাল অন্তরাল, আড়াল।

আনাড়ী নির্ব্বোধ।

আল্‌গা শিথিল।

উঁচু উচ্চ।

উজান্ স্রোতের বিপরীত দিক, যে দিক হইতে স্রোত বহে।

উনন আকা, চুল্লী।

উমুই উৎস, যে স্থান হইতে (মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে) জল নির্গত হয়।

উল্‌টা বিপরীত।

এ

এই ইহা।

একলা একা।

একপাটা উত্তরীয় বস্ত্র।

একুন সর্ব্বসমেত, সমুদয়।

এলোমেলো বিশৃঙ্খল, ছিন্নভিন্ন।

এঁটো উচ্ছিষ্ট।

ও

ওআড় বালিশ, লেপ প্রভৃতির আবরণবস্ত্র।

ওজন তুলাদণ্ডে পরিমাণ করা।

ওজর ছল, আপত্তি।

ওট্‌বন্দী অস্থায়ী জোত। আষাঢ় মাসে জমি চাষ আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাসে রবিশস্য বপন করা হয়, এই বৎসর প্রজা জমিদারকে কেবল খন্দের খাজনা দেয়। পরবর্ত্তী বৎসরে বৈশাখ মাসে আউস ধান বপন করে ও ভাদ্রে কাটিয়া লইয়া আবার রবিশস্য বপন করে, এই বৎসর ধান ও খন্দের খাজনা দেয়। পরবর্ত্তী বৎসর জমি পতিত থাকে, খাজনা দিতে হয় না। ইহার নাম ওট্‌বন্দী জোত।

ক

কচ্‌ড়া মোটা

কচাল বিবাদ, তর্ক। মৎস্য ধরিবার বৃহৎ জাল বিশেষ।

কটা পিঙ্গলবর্ণ।

কড়া কটাহ, শৃঙ্খল, উগ্র। কঠিন দ্রব্য ধারণ করিয়া কর্ম্ম করিলে হস্তে ফোস্‌কা হইয়া যে স্থানের চর্ম্ম কঠিন হইয়া যায়, তাহাকে 'কড়া" বা "ঘাঁটা" পড়া বলে।

কাঁক কাঁখ, কক্ষ।

কাঁটি কণ্ঠি। টিয়াপাখীর গলদেশের স্বাভাবিক চিহ্ন। মৎস্য ধরিবার জালের মৃত্তিকা বা লৌহনির্ম্মিত শূন্যগর্ভ বর্ত্তুল।

কাটারি দা।

কুআশা কুজ্ঝটিকা।

কুণো যে কোণে থাকে। এই অর্থে যে ব্যক্তি বাটির বাহির হয় না, তাহাকে নিন্দাসূচক "কুণো" বলে।

কেটো কাষ্ঠনির্ম্মিত বাটী। কচ্ছপ জাতীয় জন্তু, ইহাদের আকার ছোট।

খ

খই খৈ, ভাজা ধান, লাজ।

খইন্ গভীর।

খ'ট, খ'টি শিশুদিগের ক্রোধভাব।

খট্কা সন্দেহ।

খড়ম কাষ্ঠপাদুকা।

খন্দ শস্য।

খাঁই আকাঙ্ক্ষা।

খাঁড় দানাবিশিষ্ট গুড়।

খাঁড়া খড়্গ।

খাঁদা ক্ষুদ্র নাসিকা।

খানা গর্ত্ত। মুসলমানগণের ভোজ।

খুঁত দোষ। 'এমন সরেস নিখুঁত আনন" ।—বঙ্গসুন্দরী।

খুসি আনন্দ। "রাত পোহাল, প্রভাত হল, ফুরয়ে গেল হাসিখুসি।"—গান।

খেদ দুঃখ, শোক। "এখন আমার আর কোন খেদ নাই ম'লে।"—সারদামঙ্গল।

খেপা উন্মাদ। "কে আমারে অবিরত, ক্ষেপার খেপার মত"—সারদামঙ্গল।

খোঁড়া খঞ্জ। খনন করা।

খোঁপা বদ্ধ বেণী।

খ্যাংরা সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। "ঘরে শুতে এলে এবার খ্যাংরা দিব ঠুকে।"—হেমচন্দ্র।

গ

গড় Average। প্রণাম, "তোমার চরণে করি গড়।"—কেতকা দাস। পরিখা, দুর্গ, "লাথির চোটে দ্বার ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়।"—কৃত্তিবাস।

গড়া মোটা ধুতি। নির্ম্মাণ করা।

গড়াগড়ি অবলুণ্ঠন।

গতর শরীর, গাত্র।

গহীর গভীর।

গা শরীর।

গাং, গাঙ্গ গঙ্গা শব্দজ। নদী।

গাঁ গ্রাম।

গাবড়া ভ্রূণ।

গায়েন যে গান করে। "মন্দিরা করিয়া করে, মধুর মধুর স্বরে, গায়েন মঙ্গল গীত গায়।"—কবিকঙ্কণ।

গুটান সঙ্কুচিত করণ।

"ধূরত জম্বুক সম ভয়ে গেল লাঙ্গুল গুটায়ে পাপ।—"ভার্গববিজয়।

গোঁসাই গোস্বামী শব্দজ। সাধু। "হেমন্তকালে নারদ গোঁসাই উপস্থিত।"

—ঘনরাম।

ঘ

ঘর প্রকোষ্ঠ, গৃহ। "সখী অঙ্গে দিয়া ভর, আসে যায় বাড়ী ঘর, কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পাণী।"—কবিকঙ্কণ।

ঘরকন্না গৃহস্থালী। সংসার ধর্ম্ম।

ঘা ক্ষত।

ঘাগী চতুর। "ঘাগী বটে কত ঠাটে, কথা দড় দড়।"—রামপ্রসাদ।

ঘুম নিদ্রা।

ঘুল্লো, ঘুর্লো, ঘূর্ণাবায়ু। "ঘুরুলে বাতাস ল'য়ে জলের ঘুরুলে।"—ভারতচন্দ্র।

ঘুন্সী কোমরে পরিধান করিবার সূত্র।

ঘুষ্ ঘুষে অল্প অল্প।

ঘোঁজ বক্র। যে গরুর শৃঙ্গ নিম্নদিকে বক্র, তাহাকে "ঘোজা" শিঙ্গে গরু বলে। জমির আইল যে স্থানে বাঁকিয়া যায় তাহাকে জমির "ঘোঁজ" বলে। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"চৌদিকে প্রাচীর উচা, কাছে নাহি গলি কুচা; পুষ্পবনে ঢাকে শশি রবি।" ভারতচন্দ্র যাহাকে "গলিকুচা" বলিয়াছেন, এক্ষণে এ অঞ্চলে তাহাকে "গলিঘুঁজি" বলে।

চ

চওড়া বিস্তৃত। প্রস্থ।

চক্মকি দীপ্তি। প্রস্তর ও ইস্পাত, (যে অবস্থায় এই দুইয়ের দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন করা যায়।)

চট্ পাটের দড়ি দ্বারা বয়ন করা বস্ত্র। যদ্দ্বারা "গুণ" "বোরা" "থ'লে" প্রস্তুত হয়। পুরু অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন কাপড় খানা যেন "চট্।" 'চ'য়ে একটু জোর দিয়া উচ্চারণ ভেদে চট্ শব্দের অর্থ শীঘ্র। যেমন "চট্ ক'রে যাও।"

চট্ পোটে যে শীঘ্র শীঘ্র কাজ করিতে পারে।

চড়্ চপেটাঘাত।

চড় অকারান্ত উচ্চারণে অর্থ, আরোহণ কর।

চড়া পুলিন। নদীগর্ভে বালি বা পলিমৃত্তিকা দ্বারা নূতন গঠিত স্থান। 'চ'এ একটু জোর দিয়া উচ্চারণ ভেদে অর্থ, অধিক বা উচ্চ যেমন, "কাপড়ের বাজার বড় চড়া।"

চাউনি দৃষ্টি।

চাঁচর্ কুঞ্চিত। "চাঁচর চিকুর জাল জলধর জিনি।"—রামপ্রসাদ। শ্রীকৃষ্ণের ফল্গুৎসব।

চাতর্ নদী, খাল প্রভৃতির খা'দমধ্যস্থ সমতল ক্ষেত্র। চত্বর। চক্র, যেমন ভারতচন্দ্রে—"হায় প্রভু কোটালের পড়িলে চাতরে।"

চাঁদোআ চন্দ্রাতপ।

চাদর উত্তরীয় বস্ত্র।

চাপ্ ভার। মৃত্তিকারাশি হইতে কতকটা কাটিয়া লওয়াকে "চাপ" কাটা বলে। যেমন দেওয়াল দিবার জন্য মজুরে কাদায় চাপ কাটে।

চাল্ মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহের উপরস্থ আবরণ। চালের সংখ্যানুসারে ঘরের নাম হয়, যেমন দু'চাল বিশিষ্ট ঘরের নাম "দো চালা," চারি চাল বিশিষ্ট ঘরের নাম "চৌরী," আটচাল বিশিষ্ট ঘরের নাম "আটচালা। অকারান্ত উচ্চারণে ক্রিয়াপদের অর্থ চালন কর।

চা'ল চাউল। রীতি, যেমন "রামের চা'ল চলন ভাল নয়।" উদ্দেশ্য, যেমন, "রাম খুব চা'ল চেলেছে।"

চালা চালবিশিষ্ট। চালন করা। ইন্দুরের গর্ত্ত।

চালাক্ চতুর।

চাষা কৃষক। মূর্খ ও অসভ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা—"গোধন রক্ষক যা'রা, সঙ্কীর্ত্তন

ভাষে তারা, কে বুঝে পণ্ডিত কে বা চাষী!" রামপ্রসাদ।

চিম্‌টা, চিম্‌টে যাহার মধ্যদেশে চাপ দিয়া ধরিলে দুই মুখ একত্র হইয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিতে পারে এবং মধ্যদেশের চাপ পরিত্যাগ করিলে দুই মুখ প্রসারিত হওয়ায় ধৃত দ্রব্য পতিত হয়। বড় বড় চিম্‌টা সন্ন্যাসীদের হাতে থাকে, ছোট ছোট চিম্‌টে গৃহস্থের ঘরে অগ্নি উত্তোলনে ব্যবহৃত হয়।

চিম্‌ড়া, চিম্‌ড়ে কৃশ।

চুল্‌বুলে চঞ্চল। "ফণা তুলে চুলবুলে ফণি অগণন।"—সারদামঙ্গল।

চোঁচা দ্রুত। যেমন "চোঁচাদৌড় দিল।"

চোআল চিবুকাস্থি।

চৌকোস্‌ চারিদিকে দক্ষ। অর্থাৎ সকল কর্ম্মক্ষম।

চ্যাংড়া যৌবনোদ্ধত।

ছ

ছই, ছৈ নৌকা ও শকটের আচ্ছাদনী। "ঘন ঘন ঝড়ে, ছৈ সব উড়ে, প্রবল পবন ডাকে।"—মনসার ভাসান।

ছক্‌ দাবা ও পাশা খেলার ঘর।

ছড়্‌ আঁচড়।

ছড়া গ্রাম্যকবিতা। ফলাদির গুচ্ছ, যেমন "এক ছড়া কলা।" ছড়িয়া যাওয়া।

ছদ্‌ প্রথা।

ছপ্‌ছপ্‌ বেত্রাদির দ্বারা প্রহার। আধিক্য বুঝাইতে "ছপাছপ্‌" বলে। ভয়ের ভাব, যেমন, "অন্ধকারে যেতে গা "ছপ্‌ ছপ্‌" বা "ছম্‌ ছম্‌" করে।

ছপ্পর, ছাপ্পর আচ্ছাদন। চাল।

ছবি প্রতিমূর্ত্তি। চিত্র। "কপালে সিন্দূর শোভা প্রভাতের রবি। চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের ছবি॥"—ঘনরাম।

ছাঁ, ছানা (এই "ছানা"র উচ্চারণ ছানা হইতে একটু পৃথক্‌, ছয়ে একটু জোর দিতে হয়) শাবক। যেমন, পায়রার ছাঁ, ছাগল ছানা।

ছাঁচ্‌ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার যন্ত্র। চিনির দ্বারা প্রস্তুত করা খাদ্য দ্রব্য, ইহা ফল, ফুল, জীব, জন্তু, রথ প্রভৃতি নানা আকারে প্রস্তুত করে এবং প্রধানতঃ দোলের সময় ইহার বিক্রয় হইয়া থাকে। মৎস্যাদির অপূর্ণ ডিম্ব, যেমন, "ইলিশ মাছটায় ডিম হয়নি, ছাঁচ্‌ বেধেছে।"

ছাঁ'চ চালের প্রান্ত ভাগ। এই ছাঁ'চের নিম্নস্থ ভূমিকে "ছাঁচতলা" বলে।

ছাট (অকারান্ত) কর্ত্তন কর, যেমন "চুল ছাট।" পরিষ্কার কর, যেমন "চাউল ছাট।"

ছা'ট্‌ বায়ুবলে চালিত বৃষ্টি ধারা, যেমন, যখন পশ্চিম দিক হইতে বায়ুবেগে বৃষ্টি ধারা পূর্ব্ব দিকে চালিত হয়, তখন তাহাকে "পশ্চিমে ছা'ট" বলে। বেত্রগুচ্ছনির্ম্মিত ছড়ি, এই "ছা'ট" হাতে করিয়া চৈত্র মাসে শিবের গাজনে সন্ন্যাসী করে।

ছাতা, ছাতি ছত্র। "নিজ হস্তে নরপতি, ধরিবে ধবল ছাতি।"—কবিকঙ্কণ। বক্ষস্থলের বহিরাংশ। "ভেবেছিলাম মনের কথা লিখবো ছাতি ঠুকে।"—হেমচন্দ্র।

ছাপা গোপন। "এ তোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম্মে নহে ছাপা।"—ভারতচন্দ্র। ছয়ে একটু জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে, তাহার অর্থ ছাপ দেওয়া।

ছায় হেয়, মন্দ।

ছিঁচ্‌কা হুঁকা পরিষ্কার করণ জন্য যে লৌহ-শলাকা ব্যবহৃত হয়। সামান্য, যেমন "অমুক ছিঁচ্‌কা চোর।" অর্থাৎ চোরের অধম বা সামান্য চোর।

ছিট চিত্রিত বস্ত্র। লক্ষণ, যেমন—"অমুকের পাগলের ছিট আছে।" খণ্ড, যেমন—"মহলের ছিট জমি।"

ছিটা, ছিটে ছড়ান, যেমন—"চর জমিতে ছিটে মটর বুন্‌তে হবে।" যে স্থলে চাষ না দিয়া কেবল পলির উপর শস্য ছড়ান হয়, তাহাকে "ছিটে বোনা" বলে। বিন্দু, অল্প, যেমন—"ঠাকুর ভোগে ঘিএর ছিটে দাও।" ছিট্‌কে লাগাকে ছিটে লাগা বলে।

ছুঁড়ী বালিকা।

ছুৎ সূত্র, উপলক্ষ।

ছুতা, ছুতো সূত্র। যেমন, "কেবল ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

ছে খণ্ড, যেমন, "কাঠের ছে কাট।" নৌকার দাঁড়ার (মেরুদণ্ডের) উভয় প্রান্ত।

ছেনাল চরিত্রহীনা স্ত্রী।

ছোঁড়া বালক, "এবার বধিব বলে আপন হু'ছোঁড়া।"—ঘনরাম।

ছোব্‌ড়া নারিকেলের খোসা।

জ

জট্‌ সংহত কেশ। "মাথায় পাকালে জটা আঠা মেখে চুলে।"—কৃত্তিবাস।

জটলা জনতা।

জড় সঙ্কুচিত, যেমন "শীতে হাত পা জড় হ'য়ে গেল।" একত্র, যেমন, "ধান গুলো জড় কর।"

জম্‌কাল, জাঁকাল আড়ম্বরপূর্ণ। আগুনে কাঠ দিলে আগুন "জম্‌কে" ওঠে। রামের বাড়ীখানা খুব জমকাল।

জমাট্‌ সংহত। যেমন, "চুণ শুরকীতে গাঁথনির জমাট বাধে।" নিবিড়, ঘন। গৃহভিত্তিতে চুণ বালির প্রলেপ।

জংলা জঙ্গলপূর্ণ। যে জঙ্গলে বাস করে। মিশ্র রাগিণী।

জা পতির ভ্রাতৃগণের পত্নী।

জাউ মণ্ড, মাড়।

জাওর গিলিত চর্ব্বণ।

জাঁক্‌ আড়ম্বর, সমারোহ। "জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে"—রামপ্রসাদ।

জাঁকার উচ্চ চীৎকার।

জাঁত্‌ পেষণ, চাপন।

জাঁতা শস্যপেষণযন্ত্র। কর্ম্মকার স্বর্ণকার দিগের আগুনের হাপরে বায়ু প্রবাহিত করিবার চর্ম্মময় যন্ত্র।

জাঁতি গুবাক কর্ত্তনের অস্ত্র।

জাল মিথ্যা। মৎস্য ও পশুপক্ষী ধৃত করণোপযুক্ত সূত্রনির্ম্মিত ফাঁদ।

জুৎ সুবিধা। কৌশল।

জো উপায়, সুবিধা। যেমন "রামের যাবার জো নাই।" শস্য বপনের উপযুক্ত কালকে কৃষকের "জো কাল" বলে এবং যে রূপ বৃষ্টি হইলে শস্য বপন করা যাইতে পারে, সেই প্রকার বৃষ্টিকে "জো বৃষ্টি" বলে।

জোয়া'ন বলিষ্ঠ। ঘমাম্মী।

জোর শক্তি।

জোল নিম্নভূমি। (জ'য়ে একটু জোর দিয়া উচ্চার্য্য)

ঝ

ঝক্ড়া, ঝগ্ড়া বিবাদ, কলহ।

ঝট্ শীঘ্র।

ঝট্কা ঝটিকা।

ঝড় ঝটিকা।

ঝরকা • গবাক্ষ।

ঝাইল, ঝা'ল ধাতু পাত্রে পান দেওয়া; যেমন 'ঘটিতে রাং ঝা'ল না দিয়া পিতল ঝা'ল দিতে হ'বে।" জলোত্তোলন জন্য যে পয়ঃ-প্রণালী প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম।

ঝাঁক দল, সমূহ, "ঝাঁকে ঝাঁকে চারিদিকে বরিষে তোমর।" কাশীরাম।

ঝাঁকড়া গুচ্ছ। লম্বিত। যেমন "ঝাকড়া চুল।"

ঝাঁকা বৃহৎ ঝুড়ী।

ঝাঁজ, ঝাঁঝ উষ্ণতা। নূপুরের মত পদাভরণ।

ঝাঁটা সম্মার্জ্জনী।

ঝাঁপ্ ঝম্প, যেমন "অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।"—ভারতচন্দ্র। বংশ শলাকা ও দরমা প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত দ্বারাবরণ।

ঝাঁপী বেত্রাদি নির্ম্মিত পেটক। পেটরা যেমন—"এই ঝাঁপী যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।"—ভারতচন্দ্র।

ঝাড় গুচ্ছ, যেমন "এক ঝাড় বাঁশ।"

ঝাপ্সা অস্পষ্ট। অপরিষ্কার দৃষ্টি, যেমন—"চক্ষে দৃষ্টি ছিল না যা'র, ঝাপ্সা দৃষ্টি হ'ল তার।"—দাশরথি।

ঝাপ্‌ট, ঝাপ্‌টা জলযুক্ত প্রবল বায়ুপ্রবাহ।

ঝি, ঝী কন্যা। "পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝী।" রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

ঝিউড়ী কন্যা। কুমারী। "লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।" ভারতচন্দ্র।

ঝুনা, ঝুনো পরিপক্ক নারিকেল। নারিকেল পরিপক্ক হইলে তাহার শস্য কঠিন হয়, তা'তে দাঁত বসে না; এই হেতু মনুষ্যের চরিত্র বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ঝুনো শব্দ প্রযুক্ত হইলে, তাহা পরিপক্ক ও বুঝায় শক্তও বুঝায়। বঙ্কিম বাবু স্ত্রীলোকের বুদ্ধির সহিত নারিকেল শস্যের তুলনায় বলিয়াছেন,—"ঝুনো বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কা'র সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপণা বলে।"

ঝোড়, ঝোপ্ গুল্মময় ক্ষুদ্র বন।

ঝোল্ তরল। যেমন, মাছের ঝোল, ডালের ঝোল ইত্যাদি।

ঝোলা লম্বমান। বস্ত্রের থলি, যেমন "ভিক্ষার ঝোলা।" তরল, যেমন "ঝোলা গুড়।"

ট

টক্ অম্ল।

টক্‌টকে রক্তবর্ণের আধিক্য, যেমন "টক্‌টকে লাল।"

টাক্ কেশহীনতা।

টাক্‌না, চাক্‌না প্রতি অন্নগ্রাসের সহিত ব্যঞ্জন আস্বাদন করা। যেমন, "অম্বল টাক্‌না দিয়ে খাও।"

টাক্‌রা তালু।

টাকু, টাকুর সূত্র প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

টাট্ পাত্র। যেমন "তামার টাট্, পিতলের টাট্" ইত্যাদি।

টাট্‌কা সদ্যোজাত। যাহা পুরাতন হয় নাই বা নষ্ট হয় নাই।

টিপ্ ভ্রূমধ্যস্থ তিলক ফোটা। যেমন "সিন্দুরের টিপ।" চূর্ণ দ্রব্যের অল্পাংশ গ্রহণ, যেমন "একটিপ নস্য।" সতর্ক করা বা অনুমতি করা, যেমন, "রাম খেতে এলো না, এতে নিশ্চয়ই শ্যামের টিপ আছে।" এই ভাবে ইঙ্গিত করা অর্থও হয়।

টুঁটি কণ্ঠ। "সাহসে সাপুটে যেন টিপে ধরে টুঁটি।"—ঘনরাম।

টুকরা খণ্ড। যেমন, "একটুকরা মিছরী।"

টেঁক্ (ট্যাঁক) কটিদেশ। পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ কটিদেশে সংলগ্ন থাকে। "পয়সা কটা ট্যাঁকে রাখ" বলিলে বুঝিতে হইবে যে, কটিদেশস্থ বস্ত্রে গুজিয়া রাখিতে হইবে। নদীর বাঁক।

টেপা চাপ দেওয়া, যেমন, গা টেপা পা টেপা ইত্যাদি। চাপের দ্বারা সঙ্কুচিত করা, যেমন "রামের গড়নটা টেপা টেপা।" কৃপণ, যেমন "লোকটা বড় টেপা।"

টের উপলব্ধি। জানা। যেমন, "এ সংবাদ তুমি টের পাওনি?" পার্শ্বদেশ, যেমন, "যদুর বাড়ী গ্রামের এক টেরে।"

টেরা (ট্যারা) বাঁকা। "যাদের পেটে ছেড়া মেজাজ টেরা, তাদের কাছে কেটা যা'বে।"—ঈশ্বর গুপ্ত। বাঁকা চক্ষু।

টেরচা (ট্যারচা) বাঁকা। একপেশে।

টোকা Note করা। (দুর্ভাগ্যবশতঃ Note লিখিতে হইল!) যেমন, "আমি বলি, তুমি টুকে নাও।" বংশশলাকা ও তালপাতে রচিত ছত্র বিশেষ। অঙ্গুলীর দ্বারা মৃদু আঘাত করা; যেমন "দুয়ারে টোকা দিচ্ছে।"

টোট্কা অল্প আয়াসে লব্ধ ঔষধ।

টোআন ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইতে উপদেশ দেওয়া, লেলাইয়া দেওয়া। "এহেন কুমারে মারে টোয়াইয়া করী।" ঘনরাম।

ঠ

ঠইচে বিলাসব্যঞ্জক ভাবভঙ্গী। চালাকী।

ঠক্ যে পরস্পরের নিকট পরস্পরের নিন্দা করে। যে রামের কথা শ্যামকে এবং শ্যামের কথা রামকে বলিয়া পরস্পর বিবাদ বাধায়।

ঠকা প্রতারিত হওয়া। অপ্রতিভ হওয়া।

ঠমক্, ঠসক্ বিলাসব্যঞ্জক ভাবভঙ্গী।

ঠাওর, ঠাহর লক্ষ্য। দৃষ্টি।

ঠাঁই স্থান। "দিনকর তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঁই লাগে।"—কাশীরাম দাস

ঠাকুর দেবতা।

ঠাকুর জামাই স্বামীর ভগিনীপতি।

ঠাকুরঝী স্বামীর ভগিনী।

ঠাকুর পো দেবর।

ঠাট্ কুপ্রবৃত্তি উত্তেজক হাবভাব। "আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।"—ভারতচন্দ্র। কাঠাম। "কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বাণ।"—ভারতচন্দ্র।

ঠাট্টা পরিহাস।

ঠাণ্ডা শীতল। যেমন, "একটু ঠাণ্ডাজল দাও।" ধীর। যেমন, "ছেলেটি খুব ঠাণ্ডা।"

ঠাণ্ডি সর্দ্দি।

ঠার ইঙ্গিত। সঙ্কেত। "আমি চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ী, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে।"—রামপ্রসাদ।

ঠাস্ ঘন। যেমন, "ঠাস্ বুননের কাপড়।"

ঠাসা বলপূর্ব্বক চাপ দেওয়া। মর্দ্দন করা। যেমন, "লুচীর জন্য ময়দা ঠাসা হ'বে।" "ধান চা'লে ঘর ঠাসা" এইরূপ প্রয়োগে অর্থ "পূর্ণ"।

ঠিক্ লক্ষ্য, নিশানা। যেমন "গোপালের হাতের ঠিক্ ভাল, সে এক ঢিলে পাখী মার্‌তে পারে।" অঙ্ক যোগ করা।

ঠিলি ক্ষুদ্র। এই অর্থে ছোট ঘড়ার নাম ঠিলি। ছোট নৌকার নাম "ঠিলি।"

ঠুন্‌কো ভঙ্গপ্রবণ। প্রসূতির স্তন্যপ্রদাহ।

ঠুলি পশুদিগের চক্ষুতে যে আবরণ দেওয়া হয়। "আমার খুলে দে মা চ'খের ঠুলি দেখি হু'টি অভয় পদ।"—রামপ্রসাদ। একাগ্রভাবে দৌড়ান। যেমন, "ষাঁড়টা ঠুলি ক'রে মারতে আস্‌ছে।"

ঠেক্ আটক। বাধা। "এতকালে তোমার দারুণ দেখি ঠেক।"—ঘনরাম। চাউলাদি রাখিবার বৃহৎ থ'লে। ইহা অনেকগুলি থলিয়া দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

ঠেকান (ঠ্যাকান) রক্ষা করা। যেমন "রাখালের কাজ গোরু ঠেকান।" সংলগ্ন করা। যেমন "মৈথানা চালে ঠেকান আছে।"

ঠেঁটা দুষ্ট।

ঠেঁটি দুষ্টা। মোটা থান কাপড়।

ঠেকার (ঠ্যাকার) গর্ব্ব। অহঙ্কার।

ঠোক্‌না, ঠোনা অঙ্গুলি বাঁকাইয়া গণ্ডে আঘাত। "ঠোক্‌না মেরে জজ মহিলা বারণ্ডায় যান।" হেমচন্দ্র।

ঠোক্‌র চঞ্চু দ্বারা আঘাত। যেমন, "টেয়াপাখী ঠোকর মারে।"—"দু'টা কাকে ঠোক্‌রা ঠুক্‌রী করিতেছে।"

ঠোঁট্ অধর, ওষ্ঠ। চঞ্চু। "যে পড়ে সম্মুখে ঠোঁটে চিরিয়া ফেলিল।" কাশীরামদাস।

ঠ্যাং চরণ। পা।

ড

ডগা বৃক্ষ লতাদির অগ্রভাগ। "ডগি", "ডগ্‌লা" ও "ডগালে"ও এই অর্থে প্রচলিত।

ডর ভয়।

ডলা মর্দ্দন করা।

ডবকা তরুণবয়স্ক।

ডাঁটো পরিপক্ক নহে। যেমন "আমগুলো ভাল পাকে নাই, এখনো ডাঁটো আছে।"

ডাঁটা (?) সজ্‌নের ফলকে, সজ্‌নের ডাঁটা বলে। লাউ কুম্‌ড়ো, পুঁই প্রভৃতি লতাকে লাউডাঁটা, কুমড়োডাঁটা, পুঁইডাঁটা বলে। ন'টে জাতীয় বড় বড় শাক গাছকে ডেঙ্গোর ডাঁটা বলে।

ডাঁড়া মেরুদণ্ড। হস্ত পরিমিত কাষ্ঠখণ্ড, যদ্দ্বারা ডাঁড়া গুলি খেলা হয়।

ডাগর বড়।

ডানা পক্ষ, পাখা।

ডাবা নাঁদা, গামলা। মৃণ্ময়পাত্রবিশেষ, যাহাতে গোরু বাছুরকে "ছানি" দেওয়া হয়।

ডিঙ্গা, ডিঙ্গি নৌকা। "নূতন ডিঙ্গার নূতন মাঝি পারে তোরা কে যাইবি গো!" —বঙ্কিমচন্দ্র।

ডিম্ ডিম্ব।

ডুব জলে নিমগ্ন হওয়া। "ডুব দে মন কালী বলে।"—রামপ্রসাদ।

ডুবুরী যাহারা জলে ডুব দিয়া কার্য্য করে।

ডেলা (ড্যালা) লোষ্ট্র।

ডোঙ্গা দ্রোণী। তালের ডোঙ্গায় নদী পার হয়। কাঠের ডোঙ্গায় জল সেচন করিয়া ক্ষেত্রে দিয়া থাকে।

ডোবা ডুব দেওয়া বা ডুবে যাওয়া। ড'য়ে একটু জোর দিয়া উচ্চারণ ভেদে অর্থ ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। যেমন "ডোবায় জল বেধেছে।"

ঢ

ঢং ধাতুপাত্রে আঘাত করিলে ঢং করিয়া শব্দ হয়। আকার। "লোকটার ঢং দেখ।" প্রকার, যেমন "দু'জনের বুদ্ধিই এক ঢঙের।" "নেকা ঢং হ'য়ে রামা কহে সেই কি?"—রামপ্রসাদ।

ঢক্ পরিমাপক দ্রব্য।

ঢল্ নদী প্রভৃতিতে জল বৃদ্ধির প্রথম অবস্থা। বর্ষায় এখানে "গঙ্গায় ঢল নামে"। ঢ এ একটু জোর দিয়া উচ্চারণ ভেদে অর্থ শ্লথ, আগলা। যেমন "ঢল্ ক'রে কাপড় পরাও।"

ঢলাঢলি যেরূপ কার্য্যের দ্বারা কুকর্ম্ম প্রচার হয়। যেমন "লোকটা কি ঢলাঢলি কর্‌লে?"

ঢিবি, ঢিপি উচ্চ স্থান। স্তূপ। "ঘুটের ঢিপি ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত।"—হেমচন্দ্র।

ঢিল্ শিথিল, যেমন, "কাপড় ঢিল ক'রে পর।" ঢ'য়ে একটু জোর দিয়া উচ্চারণ ভেদে অর্থ লোষ্ট্র; ঢেলা, ডেলাও বলে; যেমন "পাখীটাকে ঢিল্ বা ঢেলা মার।"

ঢেউ তরঙ্গ।

ঢেকা, ঢ্যাকা ধাক্কা। ঠেলা।

ঢেকুর উদ্গার।

ঢেমন লম্পট।

ঢেম্‌নী উপপত্নী।

ঢের অনেক।

ঢেলা ঢ্যালা লোষ্ট্র। (ঢ'য়ে একটু জোর দিয়া উচ্চার্য্য)

ঢোক্ তরল দ্রব্য চুমুক দিয়া পান করিবার সময় পানীয় উদরস্থ করিবার জন্য কণ্ঠ-নালীতে যে চাপ দেওয়া হয়। "এক ঢোক জল" বলিলে ঐ রূপ কণ্ঠনালীর চাপে যে পরিমাণ জল উদরস্থ হয়, তাহা বুঝায়।

ঢোকা প্রবেশ করা।

ঢোল বাদ্যযন্ত্র। যে ঢোল বাদ্য করে সে "ঢুলি।"

ঢোলা নিদ্রাকর্ষণের ভাব। যেমন "ঘুমে ঢুলছে।" "সাপের বিষে ঢুলে পড়েছে।"

ঢোসা অকর্ম্মণ্য স্থূল শরীর।

ঢ্যাকা ধাক্কা।

ঢ্যাপ্‌সা বলহীন স্থূলশরীর।

ত

ত শব্দের শেষে দিয়া প্রশ্ন করা হয়। যেমন "ভাল আছ ত?" "গিয়াছিলে ত?"

তক্ পর্য্যন্ত। যেমন, "অদ্য তক্" অদ্য পর্য্যন্ত।

তড়্‌তড়্, তড়্‌বড় শীঘ্র, দ্রুত। যেমন, "তড়বড় ক'রে বৃষ্টি এল।" অস্থির, চঞ্চল। যেমন, "ছেলেটা বড় তড়্‌ব'ড়ে।"

তলা নিম্নদেশ।

তাউই, তালুই ভ্রাতা ও ভগিনীর শ্বশুর।

তাঁবা তাম্র।

তাক্ অনুমান। যেমন "মাছটা ক'সের তাক্ কর?" বিস্ময়। যেমন, "সে কথায়

তাক্ লাগালে।" খিলানের মধ্যস্থ শূন্য গর্ত্ত স্থান, যাহাতে দ্রব্যাদি রাখা যায়।

তাড়া তাড়না করা। যেমন, "কুকুরটাকে তাড়া দাও।" কতকগুলিকে একত্র করা। যেমন "এক তাড়া পান।" "কঞ্চিগুলোকে তাড়া বাঁধ।" জঙ্গল বা পতিত জমি আবাদ করিবার জন্য খনন করাকে "জমি তাড়া" বলে।

তাড়ি কতকগুলিকে একত্র করিয়া বাধা। যেমন—"এক তাড়ি কঞ্চি।" তালবৃক্ষের রস। তাল বা খেজুর রস হইতে যে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

তাড়ু হাতা। সন্দেশাদি পাক করিবার জন্য কাষ্ঠের ঘোটন দণ্ড।

তামাক্, তামাকু তাম্রকুট। "তাম্বুলে তামাকু রস রাঙা রাঙা ঠোঁট।"

—হেমচন্দ্র।

তার ধাতুনির্ম্মিত সূত্র। আস্বাদ। যেমন "মাছটার কোন তার পেলাম না।"

তালি, তালী উভয় করতলের আঘাতজনিত শব্দ। "হাততালি" সুপরিচিত শব্দ। ছিন্ন বস্ত্র বা ভগ্ন পাত্রাদিতে অন্য বস্ত্রাংশ বা পাত্রাংশ যোড়া দেওয়া। "তালি" দেওয়া ধুতির পরিচয় অনেকেই জানেন, ফুটো ঘড়ায় তালি দিলেই ব্যবহারযোগ্য হয়।

তুফান তরঙ্গ। "পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ, পারে তোরা কে যাইবি গো।"

—বঙ্কিমচন্দ্র।

ত্যাওড় বাঁকা। পাত্‌লা তক্তা প্রায়ই তেউড়ে যায়।

ত্যাঁদড় নির্লজ্জ। দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

থ

থই, থাই জলাশয়ের গভীরতা। "যেমন রামের পুকুরে অথাই জল।" পরিপূর্ণতা। যেমন "নদীতে জল থই থই ক'রছে।"

থর্ স্তবক, শ্রেণী।

থলি, থ'লে থলিয়া বগ্‌লী। ছালা। Bag.

থাক্ স্তবক, পংক্তি।

থুত্‌নি, থুতি চিবুক।

থুব্‌রা, থুব্‌ড়ো অধিক বয়স পর্য্যন্ত যাহাদের বিবাহ হয় না।

থেও সরল ভাবে দণ্ডায়মান।

থোকা, থোকো, থোলো গুচ্ছ, স্তবক। "গায়ে তরু লতা পাতা, থোলো থোলো ফুল গাঁথা, বরফের—হীরকের টোপর মাথায়।"—সারদামঙ্গল।

থ্যাব্‌ড়া চেপ্টা।

দ

দ, দহ গর্ত্ত। জলাশয়ের মধ্যস্থ গভীর স্থান। যেমন, "কালীদহ"।

দই দধি।

দক্ জলযুক্ত অতিরিক্ত কর্দ্দম।

দঙ্গল দল, সমূহ। যেমন, "ছোঁড়াগুলো দঙ্গল বেঁধে চলেছে।"

দড় দৃঢ়। নিপুণ। "বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বস্তু দড়।"—ভারতচন্দ্র।

দড়্‌কা শিশুদিগের মূর্চ্ছা।

দড়া স্থূল রজ্জু।

দড়ি, দড়ী রজ্জু।

দম্‌কা হঠাৎ। ঝড়ের প্রবল বেগ।

দর নির্দ্ধারিত মূল্য।

দল সমূহ। যেমন, "একদল লোক।" শৈবালাদি। যেমন "পুকুরটা দামদলে পূর্ণ। স্থূলতা। যেমন, "তক্তা খানা খুব দলে পুরু।"

দলান পদদলিত করা।

দশা অবস্থা। যেমন "মানুষের দশ দশা।" অদৃষ্ট অর্থে ব্যবহার হয়, যেমন, "তোমার যেমন দশা!" ভাবাবেশে জ্ঞান শূন্য হওয়াকে 'দশা পাওয়া' বলে।

দশাসই দীর্ঘ। যেমন "মানুষটা দশাসই।"

দা লৌহনির্ম্মিত কাটারী।

দাগ চিহ্ন।

দা'দ দদ্রু।

দাপ দর্প। "বাপ, বাপ, বাপ, একি গুমোটের দাপ।" ঈশ্বর গুপ্ত।

দামড়া বলদ। মুষ্ক ছেদন করা ষণ্ড।

দায় বিপদ। "যে চরণে শরণ ল'য়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে।"—রামপ্রসাদ।

দিব্বি শপথ। প্রতিজ্ঞা।

দুণ দ্বিগুণ।

দুনি ভূমি সেচন করিবার জন্য কাঠের নৌকাকৃতি যন্ত্র, ডোঙ্গা।

দুপুর দ্বিপ্রহর। "গড়ান দু'পর বেলা, তৃষ্ণায় শুকাল গলা, শুন ভাই মোর নিবেদন।"—কবিকঙ্কণ।

দেআড় নদীতীরস্থ চরভূমি।

দেইজী জ্ঞাতি।

দেআ দেবতা। আকাশ। "কেমন কেমন করে দেআ; মাঝ দরিয়ায় ভাস্‌য়ে খেয়া।"—কবিরঞ্জন।

দোছোট্ উত্তরীয় বস্ত্র।

দোপড়া দুইবার বিবাহিতা।

দোপাটা চাদর। উত্তরীয় বস্ত্র। "পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি।" —কবিকঙ্কণ।

দোসর দ্বিতীয়। সহচর। "নিত্যানন্দ আছে তার প্রাণের দোসর।"—চৈতন্যভাগবত।

ধ

ধকল্ দৌরাত্ম্য। উপদ্রব। যেমন, "মাঠে গরুর ধকল্ হ'য়েছে।"

ধড়্, ধর্ কণ্ঠের নিম্নস্থ অঙ্গ। যেমন, "এমন কাটা কেটেছে যে, ধড় এক জায়গায় আর মাথা এক জায়গায়।" আবার আপাদমস্তক সমস্ত শরীরটাও বুঝায়। যেমন—"সখি! বংশী দংশিল মোর কাণে; ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধরে তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে।"—চণ্ডীদাস।

ধমক তাড়না।

ধাঁ শীঘ্র। যেমন, "ধাঁ ধাঁ ক'রে চ'লে যাও।"

ধাওড়া অতি বৃহৎ। খুব লম্বা।

ধাব্‌কা অভ্যাস।

ধার ঋণ। যেমন, "টাকা ধার করা।" তটভূমি। "ল'য়ে ভব কর্ণধারে, ক্রমে যমুনার ধারে।"—দাশরথী। পার্শ্বদেশ। যেমন "ছাতের ধারে যেও না, প'ড়ে যা'বে।" অস্ত্রের তীক্ষ্ণাংশ।

ধারা তরল পদার্থের অবিশ্রান্ত ক্ষরণ। "বৃষ্টি-ধারা।" রীতি। যেমন, "ওটা ওদের বংশের ধারা।"

ধুচুনী বংশশলাকা নির্ম্মিত তণ্ডুল ধৌত করিবার পাত্র।

ধুমড়ী বয়স্থা ও চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক।

ধোকা সন্দেহ।

ধোপ শুভ্র।

ন

নআ, নয়া নূতন।

নই নূতন। স্ত্রী গোবৎস।

নকল অনুরূপ। প্রতিলিপি। অনুকরণ। "সাত নকলে আসল খাস্তা।"

নগী নৌকা চালান দণ্ড। ধ্বজী। দীর্ঘ বংশদণ্ড।

নটো নষ্ট। "শুন ওহে গুণ নিধি, নটো হ'ক ছানা দধি।" কৃষ্ণকীর্ত্তন—কবিরঞ্জন।

নড়্‌বোড়ে—দুর্ব্বল। যাহা সামান্য বাতাসে দুলে পড়ে। "সে নিশায় আমি ক্ষেত্র তীরে। নড়্‌বোড়ে পাতার কুটিরে।"—বঙ্গসুন্দরী।

নধর সতেজ। নূতন। হৃষ্টপুষ্ট।

নয়দা নূতন।

নরম কোমল।

না নৌকা। "বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না।"—বিদ্যাপতি।

নৌকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

কেরাল—নৌকা চালাইবার জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা।

গলুই—নৌকার দুই মুখের যে মুখ অপেক্ষাকৃত নিম্ন।

গুঁড়া, গুঁড়ো—(আদ্যক্ষরে জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে) এক ডালি হইতে অপর ডালি পর্য্যন্ত কাষ্ঠখণ্ড সকল।

গোছা—নৌকার গর্ত্তের উভয় পার্শ্বদেশে যে সকল কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা প্রেক বদ্ধ করা হয়।

ছে পাছা ও গলুইয়ের দিকে নৌকার মেরু দণ্ডের অপেক্ষাকৃত স্থূল শেষাংশ।

জলুই লৌহনির্ম্মিত সূচ্যগ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাকে "পাতাম্" বলে। দুখানি তক্তা বা'নে বা'নে মিলাইয়া ইহা দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া হয়।

ডালি নিম্নদিক অপেক্ষা উপরের দিক স্থূল এরূপ গঠনের যে তক্তা বসাইয়া, তক্তা বসানর কার্য্য শেষ করা হয়, তাহার নাম ডালি।

দরগা, দারগা গুঁড়ার নিম্ন দিয়া পাছা হইতে গলুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত অপ্রশস্ত তক্তা। ইহা ডালি ও গোছার সহিত প্রেক দ্বারা বদ্ধ করা হয়।

দাঁড়, ডাঁড় কেরাল, বঁ'টে।

পাছা উচ্চ মুখ। এই মুখে কর্ণ বা হা'ল সংলগ্ন থাকে।

বঁ'টে কেরাল।

বাঁক নৌকার গর্ত্তের তলদেশে যে সকল কাষ্ঠখণ্ড প্রেক দ্বারা বদ্ধ করা হয়।

বা'ন দুখানি তক্তা আড়ভাবে পরস্পর যুড়িবার জন্য যে খাঁজ কাটা হয়। Rabet।

সাঁ'দ সন্ধি। দুখানি তক্তা বা ডালি মুখে যুড়িবার জন্য যে খাঁজ কাটা হয়।

হা'ল কর্ণ।

নাই নাভি। নাস্তি। প্রশ্রয়। যেমন, "কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে।"

নাং—উপপতি।

নাক নাসিকা।

নাকাল বিপন্ন। "পোড়া, আকালেতে নাকাল ক'রে, ডামা ডোল পেড়েছে ভবে।"

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

নাগর প্রণয়ী।

নাচ্, নাছ্ খিড়কী দ্বার। দ্বার। "কেহ লক্ষপতি কেহ নাচের ভিক্ষুক।" ঘনরাম।

নাট নৃত্য। "ঘরে ঘরে নাটগীত বাদ্যিশ বাজনা।" কবিকঙ্কণ।

খেলা, রঙ্গ। "আখেটির কিবা দোষ, কেন তারে কর রোষ, ভাঁড়ু দত্ত কৈল এত নাট।" কবিকঙ্কণ।

দেবালয়ের সম্মুখস্থ নৃত্যগীতাদির স্থানকে "নাটমন্দির" বলে।

নাটাই সূত্র জড়াইবার যন্ত্র।

নাতি পৌত্র, দৌহিত্র। স্ত্রীলিঙ্গে—নাতিনী, নাৎনী।

নাথি পদাঘাত।

নাবাল নিম্ন। নিম্নভূমি।

নালা জল নির্গত হইবার পথ।

নালি যে খাতে ক্রমাগত পূঁয হয়। জল নির্গমনের ক্ষুদ্র পথ।

নালুক নরম। স্থিতিস্থাপক।

নিট্ নিশ্চয়। "নীলাম্বর নিট্ জেনেছে, মনকে আমার বলা মিছে।" ইত্যাদি গান।

নিটুপিটে যে কোন কার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিতে পারে না।

নিটন্ যাহা ফাঁপা নয়। শক্ত।

নিটোল্ যাহাতে টোল বা দাগ নাই। সম্পূর্ণ। যেমন, "নিটোল শরীর।"

নিথর নিস্তব্ধ, স্থির। "নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন।" গোবিন্দ দাসের করচা।

নুটি তাল পাকান। যেমন, "এক নুটি সূতা" নত হওয়া। যেমন, "বেড়ালটা নুটি মেরেছে, ইঁদুর ধ'রবে।"

নেয়ে নাবিক। "ওহে নূতন নেয়ে, ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে।"কৃষ্ণকীর্ত্তন—কবিরঞ্জন।

ন্যাকা বুদ্ধিহীন। "ন্যাকা ঢঙ্গ হ'য়ে রামা কহে সেই কি?" কবিরঞ্জন।

ন্যাং পদ। যেমন, "তিন ন্যাংএ চলে গেল।"

ন্যাংটা, ন্যাংটো উলঙ্গ।

প

পইঠা, পৈঠা সোপান। সিঁড়ির ধাপ।

পইতা, পৈতা উপবীত। যজ্ঞসূত্র।

পগার লম্বা গর্ত্ত। বাগানের চতুর্দ্দিকে পগার দেওয়া হয়। ২॥ হাত প্রস্থ ও ২॥ হাত গভীর খাত।

পছন্দ মনোমত। মনোনীত।

পট চিত্র। ছবি।

পট্কা দাহ্যপদার্থ যুক্ত মোড়ক। যেমন, "চিনে পট্কা, আছাড়ে পট্কা।" মাছের ফুস্ফুস্। এদেশে রোহিত মৎস্যকেও পটকা মাছ বলে। দুর্ব্বল; যেমন "ছেলেটা নাড়ীপট্কা, ওর কোন ক্ষমতা নাই।" "গোরুটা পট্কা, ওর দুধ বেশী নাই।"

পটি, পটী রোগাক্রান্ত স্থানে ঔষধ সিক্ত যে বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করা হয়। যেমন, "মাথায় জলপটি দাও।" কোন বিশেষ দ্রব্যের বিক্রয় স্থান; যেমন, "আলুপটি, তুলোপটি।"

প'টো, পটুয়া চিত্রকর। যাহারা পট অঙ্কিত করে।

পড়্তা সুযোগ। সুবিধা। যেমন, "রামের এখন পড়্তা ভাল।" সাধারণের নিকট সংগ্রহ করিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে তাহাদের দেয় স্থির করিয়া তালিকা করা। যেমন, "বারইয়ারী পূজার পড়্তা হ'চ্ছে।"

পড়া পতিত হওয়া। প'য়ে একটু জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ পাঠ করা। যেমন, "রামায়ণ পড়া।" কোন দ্রব্যকে মন্ত্রপূত করিতে হইলে, মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, এই জন্যই বোধ হয় মন্ত্রপূত দ্রব্যের নামের পর "পড়া" শব্দ যোগ করিয়া পরিচয় দিতে হয়। যেমন, "জলপড়া, তেলপড়া" ইত্যাদি।

পয়্ মঙ্গল। যেমন "গরুটি পয়মন্ত।"

পয়নালা পয়ঃপ্রণালী।

পয়মাল্ নষ্ট। ক্ষতি।

পয়সা রৌপ্য মুদ্রার ৬৪ ভাগের এক ভাগ, পূর্ব্বে তাম্রে নির্ম্মিত হইত। এখন ব্রোঞ্জে নির্ম্মিত হয়।

পরখ পরীক্ষা।

পরব পর্ব্ব। ধর্ম্মোৎসব।

পসরা বিক্রয়ার্থে যে দোকান মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বিক্রেয় পণ্য-ভার। "মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে।" কবিকঙ্কণ।

পা পদ। চরণ।

পাইরি, পালা অংশ। কোন কার্য্য করিবার জন্য যাহার যে নির্দ্দিষ্ট সময়।

পাউড়ি দৌড়। যেমন "লাল ঘোড়াটার চেয়ে কাল ঘোড়াটার পাউড়ি বেশী।" প'য় একটু জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ, নদীর উচ্চ পাড়।

পাওটা পদচিহ্ন।

পাওনা প্রাপ্য। যেমন, "তোমার কাছে ৩৲ টাকা পাওনা আছে।"

পাঁক পঙ্ক। কর্দ্দম।

পাঁকুই উভয় পদাঙ্গুলির মধ্যস্থানে সর্ব্বদা জল অথবা পঙ্কসংযোগে উৎপন্ন ক্ষত।

পাঁজর পঞ্জর।

পাঁদাড় গৃহের পশ্চাৎদিক। "আজি ঘর, কালি কি পাঁদাড় ভাব প্রভু।" রামপ্রসাদ।

পাক্ ঘূর্ণন। যেমন, "চড়ক পাক্।" রন্ধন। যেমন, "অন্ন পাক্ কর।" শিরস্ত্রাণ। যেমন "মাথায় পাক্ বাঁধ।"

পাকা পক্ক।

পাখা পক্ষ। "এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপাড়িয়া।" কাশীরাম দাস।

পাছ, পাছু পশ্চাৎ। "মধুকর কুল, পাছু পাছু ছোটে, বুঝি পরিমল লোভে ধায়।"
—বঙ্গসুন্দরী।

পাছা নিতম্ব। কটিনিম্নস্থ পশ্চাৎ ভাগ।

পাটি, পাটী শ্রেণী, পংক্তি।
"কাটিয়া ফেলিল তাঁর দন্ত দুই পাটি।"
—কাশীরাম দাস।
মাদুর। "বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি।" ঈশ্বর গুপ্ত।

পাৎলা তরল, যাহা গাঢ় নহে; যেমন, "পাৎলা দুধ।" কৃশ; যেমন "হরির ছেলেরা সবাই পাৎলা।" সূক্ষ্ম, যেমন, "পাৎলা কাপড়।" যাহা ঘন সন্নিবিষ্ট নহে; যেমন "জমিতে ধানের চারা বড় পাৎলা।"

পাতা পত্র।

পাতান—(অকারান্ত) সম্বন্ধ-স্থাপন; যেমন "সৈ পাতান।"

পাতি চাঁদা। যেমন, "বারইয়ারির পাতি দিতে হ'বে।"

পাতি জলজ তৃণবিশেষ, পাতি ঘাস। ক্ষুদ্র; যেমন, "পাতিহাঁস, পাতিলেবু।"

পান্‌সে স্বাদহীন। স্বাদের অল্পতা।

পারা পারদ। মত; তুল্য; যেমন—
"তোমায় কোথায় দেখেছি, যেন কোন স্বপনের পারা।" রবীন্দ্র।
সক্ষম হওয়া। যেমন, "রোদে বাইরে যেতে পারা যায় না।"

পেটি কোমরবন্ধনী। Belt.

পেটুক যাহারা অপরিমিত ভোজন করে।

পেতে পাতন করিয়া; যেমন, "আসন পেতে দাও।" আগুক্ষরে একটু জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ—ছোট ঝুড়ি।

পো পুত্র। যেমন, ঘোষের পো।"
"এখন বাপের কোলে ব'সে আছে পো।"
—রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

পোআতি প্রসূতি। গর্ভবতী। "পোআতির প্রিয় সখা বালকের অরি।" হেমচন্দ্র।

পোআন্ মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যাদি পোড়াইবার স্থান।

পোআন প্রভাত হওন। শরীরে তাপ গ্রহণ। যেমন, "রোদ পোআন, আগুন পোআন।"

পোআল (পলাল শব্দজ) মর্দ্দিত ধান্য তৃণ।

পোনা (আগুক্ষরে জোর দিয়া) ক্ষুদ্র মৎস্য শাবক।

ফ

ফক্কড় অতি বাচাল। অশিষ্ট।

ফক্কা মিথ্যা। শূন্য।

ফটিক নির্ম্মল; যেমন, "ফটিক জল।"
"জ্যোচ্ছনাতে ফটিক ফোটে; চোরের মায়ের বুকটি ফাটে।" গ্রাম্য প্রবাদ।

ফ'ড়ে কৃষকদিগের নিকট হইতে ফলমূলাদি লইয়া যাহারা বিক্রয় করে।

ফর্‌দা পরিষ্কৃত। যেমন, "ফরদা মাঠ।"

ফর্‌সা নির্ম্মল; যেমন, "রাত পোহাল, ফর্‌সা হ'ল ফুট্‌ল কত ফুল।" দীনবন্ধু।
শেষ; যেমন, "আশা ভরসা ফর্‌সা হল।"

ফলা অস্ত্রাদির উর্দ্ধাংশ; যেমন "ছুরির ফলা।" বড়্‌শা। বাণাদির অগ্রভাগ। ফলবান হওয়া।

ফসল শস্য। "কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না। রামপ্রসাদ।

ফাঁক ছিদ্র। ব্যবধান।

ফাঁড় উদর। "গলা তলা ফাঁড় আদি যতেক মাপিবে।" শুভঙ্কর।

ফাঁড়া রিষ্টি।

ফাঁদ পশুপক্ষী ধরিবার কৌশলময় দ্রব্য।

ফিকা, ফিকে গাঢ়ত্বহীন। যেমন, "রংটা ফিকে লাল।"

ফুঁ ফুৎকার। "ক্ষুব্ধ অটবী, বিরাট তাণ্ডবে, কাশ উড়িছে ফুঁয়ে।"—হেমচন্দ্র।

ফুটো ছিদ্র।

ফুলা, ফুলো স্ফীত।

ফুস্কুড়ি ব্রণ, ক্ষুদ্র স্ফোটক।

ফেকড়া, ফেঁকড়ি মূল শাখা হইতে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্শ্ব-শাখা। যেমন, "ওটা তো ফেকড়া ডাল।" এই অর্থেই মূল বক্তব্য হইতে যে নূতন কথার আবির্ভাব হয়, তাহাকে ও কথায় "ফেকড়া" বলে।

ফোটা বিন্দু পরিমিত তরল পদার্থ, Drop, যেমন, "বৃষ্টির ফোঁটা।" পদার্থের অল্পতা বুঝাইবার জন্যও ব্যবহৃত হয়, যেমন, "এক ফোঁটা দুধ দাও।"

ফোক্‌র রন্ধ্র। ছিদ্র।

ফোটা প্রস্ফুটিত হওয়া; যেমন "ফুল ফোটা।" বিদ্ধ হওয়া ; যেমন "কাঁটা ফোটা।"

ফোলা স্ফীত হওয়া।

ব

বই পুস্তক। যেমন, "ওখানা কি বই?" ব্যতীত, যেমন, "কৃপাকর কৃপাময়ী, কেহ নাই তোমা বই।" কবিরঞ্জন। বহন করি। যেমন, "কেবল ভূতের বোঝা বই।"

বউ, বৌ বধূ।

বউনি বহন। বহন করার মজুরি। প্রথম বিক্রয়।

বক্‌ন, বক্‌না গাভীর স্ত্রী বাছুর।

বক্‌রা অংশ।

বগা শ্বেতবর্ণ। যেমন, "বগা ছাগল।" বক।

বজায় রক্ষা। যেমন, "ছেলেটার বিয়ে দিয়ে ঘর বজায় কর।"

বড়াই গরব। দম্ভ।

বদল বিনিময়।

বয়াটে অকর্ম্মণ্য। চরিত্রহীন।

বহর নৌকা-শ্রেণী। যেমন, "এ বহরে ২০ খানা নৌকা আছে।" প্রস্থ; যেমন "কাপড় খানার বহর কম।"

বাই বায়ুরোগ। প্রবৃত্তি।

বাঁওড় বিল। নদীর গতি পরিবর্ত্তনে যে সকল স্রোতহীন জলাশয়ের উৎপত্তি হয়।

বাঁট পশুর স্তন। অস্ত্রাদির হাতল। (অকারান্ত উচ্চারণে) বণ্টন কর।

বাচ্‌ড়া পতিত জমি। অশ্বশাবক।

বাছা বৎস। স্নেহপাত্র। পৃথক করা, পরিষ্কার করা।

বাড়ী বাটী। বাসস্থান। "ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার, চৌদিকে মালঞ্চে ঘেরা।" গীত। যষ্টি, লাঠি।

"মোর অঙ্গে মারে কেহ দোহাতিয়া বাড়ী।"
কবিকঙ্কণ।

বাতি, বাতী সরু শালকাঠ। বর্ত্তিকা।

"যে জন দিবসে মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি;
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর,
নিশীতে প্রদীপ ভাতি।" সদ্ভাবশতক।

বাদল, বাদ্‌লা অনবরত বৃষ্টি পতন।

বান বন্যা। "কুড়ে ঠাট ডুবিল, তাম্বুতে এল বান।" ভারতচন্দ্র। জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস। "কলিকাতার গঙ্গায় বান ডাকে।"

বাল্‌সা শিশুর জ্বর। বালরোগ। "বাল্‌সা বাতিক প্রবৃত্তি পৈত্তিক ঘুচাই তার যতনে।" দাশরথী।

বালাই বিপদ।

বালিশ উপাধান।

বাসর বিবাহরাত্রির শয্যাগৃহ। "বাসর ঘরে ঝুমুর কবি চ'খের মাথা খেয়ে।" হেমচন্দ্র।

বিচালি, বিচিলি, বিচুলি ধান্যের শুষ্ক গাছ।

বিছান (অকারান্ত) বিস্তৃত করণ।

বিছানা শয্যা। "তলে তৃণলতাপাতা, সবুজ বিছানা পাতা, ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায়।" সারদামঙ্গল।

বিল্‌ নদীর গতিপরিবর্ত্তনে উৎপন্ন স্রোতহীন বৃহৎ জলাশয়। বাঁওড়। "নিন্দিত মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল, প্রবেশিল বিলে লাজে।"
কাশীরাম দাস।

বিলি ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত। যেমন, "জমিটা

খাজানায় বিলি কর্‌লে, না ভাগযোতে বিলি কর্‌লে?"

বিহান্ (বিআন্, বেআন্, বেহান্) প্রাতঃকাল।

বুক বক্ষ।

বুক্‌ড়ী আছাটা মোটা চাউল।

বেড়্ বেষ্টন। পরিধি। যেমন, "গোলার বেড়্।" বেড়া দেওয়া ভূমি; যেমন "খড়ের বেড়্।"

বেড়া, ব্যাড়া বেষ্টনী। "কালীনামে দাওরে বেড়া ফসলের তছরুপ হবে না।"

রামপ্রসাদ।

বৈঠক অধিবেশন। বসিবার স্থানের নাম বৈঠকখানা। হুঁকা রাখিবার আধারকে "বৈঠক" বলে।

বোঁট স্তনাগ্রভাগ, চুচুক।

বোঁটা বৃন্ত। "শ্রীমতীর কুন্তলের বাসিফুলের বোঁটা।" হেমচন্দ্র।

বোকা নির্ব্বোধ।

বোঝা মোট, বস্তা, কতকগুলা দ্রব্য একত্র বাঁধা। যেমন, "এক বোঝা খড়।"

বোদা বিস্বাদ।

বৌ বধূ।

ব্যাকা বক্র।

ব্যাদ্‌ড়া দুষ্ট, অশিষ্ট, দুর্ব্বিনীত। ক'রেছেন দান, সে কালনিশিতে, ধাওড়া, ভাওড়া, ব্যাদ্‌ড়া বরে।"—বঙ্গসুন্দরী।

ভ

ভড়ক, ভড়ং বাহ্য আড়ম্বর, জাঁকজমক।

ভ ড়্‌কান ভীত হওয়া। জলসংযোগে চূর্ণপ্রস্তর গলান।

ভড়্‌কাল জম্‌কাল। জাঁকজমক বিশিষ্ট।

ভরা বোঝাই। যেমন, 'পাপের ভরা।" পরিপূর্ণ। যেমন, "ভরা গঙ্গা।"

ভরাট্ পরিপূর্ণ। যেমন 'পলিতে বিল খাল ক্রমেই ভরাট্ হচ্ছে।"

ভাও মূল্য, দর।

ভাঁড় (ভাণ্ড শব্দজ) মৃত্তিকানির্ম্মিত ছোট ঘট। 'গেলাশ ঘটী না যোগায়, ভাঁড়ে যদি জল খায়।" দাশরথি।

(ভণ্ড শব্দজ) যে ভণ্ডামি করে। যেমন 'গোপাল ভাঁড়।"

ভাঁড়ার ভাণ্ডার। "ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলাত্রিপুরারি।" রামপ্রসাদ।

ভাঙ্‌চি কুমন্ত্রণা।

ভাটা জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস কমিতে আরম্ভ হইলে তাহাকে ভাটা বলে।

ভাটি অনুকূল স্রোত। স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়াকে "উজান" যাওয়া এবং স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াকে "ভাটি" বা "ভেটেল" যাওয়া বলে। "না মানে উজান ভাটি নাহি কোন দায়।"—পদ্মপাঠ।

মদ্য প্রস্তুত করিবার ও রজকদিগের কাপড় সিদ্ধ করিবার বৃহৎ উনান্। "পাপ কাষ্ঠের আগুণ জ্বাল, চাপায়ে চৈতন্যের ভাটি।"

রামপ্রসাদ।

ভাপ্, ভাব্ বাষ্প।

ভাব্ বন্ধুত্ব।

ভিড়্ জনতা।

ভুআ, ভুও অসার। শস্যহীন ফল।

ভুষি, ভুসি শস্যাদির ত্বকাদি পরিত্যক্ত অংশ। "দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভুষি শেষে।" মনোমোহন বসু।

ভুঁই ভূমি। "উর্দ্ধচরণে প্রেত নাচিছে, বৃক্ষ হেলিছে ভুঁইয়ে।" হেমচন্দ্র।

ভেকা, ভেকো অবাক বুদ্ধিহীন।
"একা ভেকা হয়ে বেড়ায় অভাগা,
ঘুরে ঘুরে মরে সকল ঠাঁই।" বঙ্গসুন্দরী।

ভেজাল, ভ্যাজাল মিশ্রণ। আজকা'ল "ভ্যাজাল" ঘৃতে বাজার ভরা।

ভোগা ভোগ করা। আদ্যক্ষরে একটু জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে—প্রবঞ্চনা। ফাঁকি।
"ছেলের হাতের মোআ নয় যে,
ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবা।" রামপ্রসাদ।

ভোতা, ভোঁতা তীক্ষ্ণতাহীন।

ভোর বিহ্বল। যেমন "নেশায় ভোর হ'য়েছে।" (আদ্যক্ষরে জোর দিয়া) প্রভাত, অরুণোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ।

ভো'ল আকার। যেমন "ভো'ল ফিরাও।" প্রকার; যেমন, "নানা ভো'লের কাপড়।" Variety.

ম

মই বংশনির্ম্মিত সোপান। বাঁশের সিঁড়ি।

মজা ফলাদির সুপক্ব অবস্থা; যেমন, "আমগুলো ম'জে গেছে।"
তামাসা, বিদ্রূপ; যেমন, "সে তাকে নিয়ে মজা করে।"
নষ্ট হওয়া। "আজি যে অভাগী মজে আপনার দোষে।" ঘনরাম।
ভরাট হওয়া। যেমন, "বাঙ্গালার নদনদী ম'জে উঠ্‌লো।"

মটুক মুকুট। কিরীট।

মটকা মোটা রেশমের বস্ত্র। তৃণাচ্ছাদিত গৃহের সর্ব্বোপরি ভাগ, যে স্থানে চালগুলি একত্র করা হয়।

মতন সদৃশ; যেমন, "রাম তা'র বাপের মতন।"

মনিব প্রভু, কর্ত্তা, যাহার অধীনে কর্ম্ম করা যায়।

ময়লা মলা। অপরিষ্কৃত বস্তু। যেমন, "নর্দ্দামায় ময়লা জমেছে।"
অপরিষ্কৃত। যেমন, "ময়লা কাপড়।"

মরদ্ জোয়ান। বলিষ্ঠ পুরুষ।

মহড়া সম্মুখভাগ।

মাই, মেই স্তন।

মাইজ, মা'জ মজ্জা।

মাওড়া মাতৃহীন শিশু।

মাগ্ স্ত্রী। বনিতা।

মাগী স্ত্রীলোক।

মাচা মঞ্চ।

মাজ্, মাঝ মধ্যস্থল।

মাজা কটিদেশ। "দাঁত ছোলা, মাজা দোলা, হাস্য অবিরাম।" ভারতচন্দ্র।
পরিষ্কার করা। যেমন, "ঘটিটা মাজা হয়েছে।"

মাথা মস্তক।

মাদুর, মাজুর তৃণনির্ম্মিত শয্যা বিশেষ।

মানা নিষেধ। "সবে মানা করে তবু নিষেধ না মানে।" চৈতন্য-ভাগবত।
সম্মত করা। "মানাও সে বামুনেরে মিটিবে প্রলয়।" ভারতচন্দ্র।
স্বীকার করা। যেমন, "তার কথা তোমার মানা উচিত।"

মাপ পরিমাণ। ওজন। যেমন, "কাপড় খানা মাপ কর।" "মাপ ক'রে দেখ, ক'সের হয়।" মার্জ্জনা। "কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ। খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ।" কবিরঞ্জন।

মাল মল্ল, বলবান। "তবকী ধানু কী চলে, রায় বেঁশে মাল।" ভারতচন্দ্র।
সর্প-ব্যবসায়ী জাতি।
দ্রব্য। যেমন "দোকানে মাল মজুত আছে।"

মাল্‌সা ছোট হাড়ীর মত মৃণ্ময় পাত্র।

মালা হার। যেমন, "ফুলের মালা, তুলসীর মালা।"
নারিকেল-শস্যের কঠিন আবরণ যাহা ভাঙ্গিয়া নারিকেলের শাঁস বাহির করিতে হয়। একদিন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন, "স্ত্রীলোকের বুদ্ধি মালার মাপে।"

মালামো মল্ল ক্রীড়া। কুস্তি।
"মালে করে মালামো, চোয়াড়ে লোকে কাঁড়।" ভারতচন্দ্র।

মিছা মিথ্যা।

মিটা, মিঠা মিষ্ট। স্বাদু।

মিতা, মিতে মিত্র।
"দীনকে বুঝি ভুলে গেছেরে, দিন পেয়ে সে রামা মিতে।" দাশুরায়।

মিন্‌সা, মিন্‌সে মনুষ্য। পুরুষ।

মিহি ক্ষুদ্র। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার সমষ্টিতে "মিহিদানা"।
সূক্ষ্ম। যেমন, "মিহি সূতোয় মিহি কাপড় হয়।"

মুখচোরা লজ্জাশীল। যে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না।

মুখফোঁড় স্পষ্ট বক্তা। যে উচিত কথা বলে।

মুগুর মুদ্গর।

মুড়্‌ মুণ্ড। যেমন, "তোর পায়ে কি মাথা মুড় খুঁড়্‌বো!"

মুড়া, মুড়ো মাছের মাথা।
ভগ্নশীর্ষ। যেন, "মুড়ো গাছ"। চূড়া কর্ত্তন "নাপিতে মাথা মুড়ায়।" ছেলেরা গল্পের শেষে বলে "আমার কথাটি ফুরাল, নটে গাছটি মুড়ুল।"

মুড়ি আবরণ। যেমন, "চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমায়।"

মুড়ী (ম'য়ে একটু জোর দিয়া) ভাজা চাউল। যেমন "ছেলেরা মুড়ী মুড়কী খায়।"
ক্ষয় প্রাপ্ত। যেমন "মুড়ী কোদাল।"

মেকি কৃত্রিম। যেমন, "মেকি টাকা।"
"কি পাইলে কাব্য লিখে, সোণা কিম্বা মেকি।" হেমচন্দ্র।

মেঘ্‌লা মেঘাচ্ছন্ন। বাদল।

মোট্‌ বোঝা, বস্তা। "এক মোট্‌ কাপড়।" যাহারা মোট বহন করে, তাহারা "মুটে" বা "মুটিয়া"। একুন, একত্র। "তোমার ও আমার অংশে মোট দশ টাকা।"

মোটা স্থূল।

মোনা মুদ্গর।

মোহাড়া সম্মুখ। মুখপাত।

মোহানা নদীর মুখ।

য

যক্‌ যক্ষ। কুবেরের ধন-রক্ষক।

যা যাতা। পতির ভ্রাতৃজায়া।

যাউ মণ্ড। তণ্ডুলাদির মাড়। যেমন, "ভাত গ'লে একেবারে যাউ হ'য়ে গেছে।

যাঁতা প্রস্তরনির্ম্মিত পেষণযন্ত্র। যেমন "ডা'ল ভাঙ্গা যাঁতা।" অগ্নিতে বায়ু প্রবাহিত করণ জন্য কাষ্ঠ ও চর্ম্মনির্ম্মিত যন্ত্র। যেমন, "কামারের যাঁতা।"

যাতি সুপারি কাটিবার অস্ত্র।

যাচাই পরীক্ষা। যেমন, "সোণাটা যাচাই ক'রতে হ'বে।" তথ্যানুসন্ধান। যেমন, "লোকটা কেমন, যাচাই ক'রে লও।"

যাদু ভেল্‌কী। বশীকরণ। যেমন, "লোকটাকে একেবারে যাদু ক'রেছে।"

যো উপায়, সুবিধা, সুযোগ। যেমন, "সে কাজের যো ব'য়ে গেছে।" ভূমির বীজবপনোপযুক্ত অবস্থা। যেমন, "এখন আর লাঙ্গল লাগ্‌বে না, যো ব'য়ে গেছে।" যে সময় আমন ধান্যাদি রোপণ করা হয় ও আউস ধান্যাদির নিড়ামাদি করা হয়, সেই সময়কে "যো কাল" বলে। যেমন, "যো কালের দিন কি আর অবকাশ আছে?"

যোআ'ল লাঙ্গলাদি টানিবার সময় যে কাষ্ঠখণ্ড বলদের স্কন্ধে থাকে।

যোগাড় কর্ম্মের আয়োজন করা। সঞ্চয়। সংগ্রহ।

যোগাড়ে যে যোগাড় করে। কর্ম্মদক্ষ। উদ্‌যোগী। যেমন "লোকটা খুব যোগাড়ে।

'যোত্‌ যে রজ্জু দ্বারা যোআল বলদের স্কন্ধে আবদ্ধ করা হয়।

যোতা আবদ্ধ করা।

যোতালে সাহায্য করা। যেমন, "বলাইদের গাঁতায়, বলাইয়ের ভাই কানাই যোতালে দিচ্ছে।"

র

রঃ (দীর্ঘ উচ্চারণ) রও, রহ।

রগ্‌ ললাটের উভয় পার্শ্ব।

রগড়্‌ মর্দ্দন। উল্লাস। বাদ্যাদির উচ্চ শব্দ।

রশা মোটা দড়া।

রশী দড়ী। ভূমি পরিমাপক ৮০ হাত পরিমিত রজ্জু।

রসা রসযুক্ত হওয়া। সরস।

রসী রস। যেমন, "গলা কাঁঠাল রসী ক'রে খাও।"

রা বাক্য। "নয়নে বহিছে ধারা মুখে নাই রা।" ঘনরাম।

রাঁড় বিধবা। যেমন,"যা'র ঘরে রাঁড় মেয়ে, তা'র আবার সুখ কি?" উপপত্নী। যেমন "পদী ধোপানি জগাই ঠাকুরের রাঁড়।"

রাগ ক্রোধ।

রাত রাত্রি।

রা'শ রাশি। যেমন, "তোমার কি মকর রাশ?" স্তূপ। যেমন, "এক রা'শ ধান।"

রাশি যাহা উৎকৃষ্ট নহে। যেমন, "রাশি সন্দেশ, রাশি চা'ল।"

রাষ্ট রাষ্ট্র। প্রচার। যেমন, "কথাটা রাষ্ট করে দাও।"

রুখু রুক্ষ। তৈলহীন কেশ। মেয়েলি প্রবাদ "কালো কাপড়, রুখু মাথা; লক্ষ্মী বলেন যা'ব কোথা।"

রেজা, র‍্যাজা মন্দ দ্রব্য। যেমন, "যত র‍্যাজা মাল তাই বাজারে এনেছ।" কৃষিকার্য্যের জন্য স্ত্রী মজুর। যেমন, ধান কাট্‌তে ৫টা জোন ও ১০টা র‍্যাজা লেগেছে।

রোঁআ লোম।

রোগা কৃশ। দুর্ব্বল।

ল

লড়াই যুদ্ধ। দাঙ্গা।

লা নৌকা। দীর্ঘ উচ্চারণে লাক্ষা, গলা। শকটের চক্রমধ্যস্থ স্থূল কাষ্ঠখণ্ড।

লাগ্‌ সন্ধান "তর্জ্জ গর্জ্জ করে বড় লাগ্‌ না পাইয়া।" চৈতন্য-ভাগবত।

লাগা লগ্ন হওয়া। স্পর্শ করা। যেমন, "গায়ে জলের ছিটে লেগেছে।" আঘাত পাওয়া; যেমন, "হাতে ছুরির খোঁচা লেগেছে।"

লাগাও সংলগ্ন। নিকটবর্ত্তী। যেমন, "আমার বাগান, তোমার বাগানের লাগাও।" আদেশ, "লাগাও চাবুক!"

লাজ লজ্জা।

লাজুক লজ্জাশীল। "আধ ঢুলু ঢুলু, লাজুক নয়ন, আধই অধরে মধুর হাসি।" বঙ্গসুন্দরী।

লাটি, লাঠি যষ্টি।

লাথী পদাঘাত।

লাফ লম্ফ।

লাফ্‌ডিংরে, লাফ্‌ডিগরে দুর্দ্দান্ত। দুষ্কর্ম্মকারী। অশিষ্ট।

লালচ লোভ।

লেজ, ল্যাজ লাঙ্গুল।

লেঠা, ল্যাঠা ঝঞ্ঝাট। যেমন, "কি ল্যাঠাতেই পড়েছি!"

লোচ্চা লম্পট।

লোপাট্‌ ধ্বংস। লোপ।

শ

শকড়ি উচ্ছিষ্ট। এঁটো।

শল্‌ (শ'য়ে জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়) শিথিল। আল্‌গা।

শলা শলাকা। শ'য়ে জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে, পরামর্শ।

শাঁস্‌ ফলমধ্যস্থ শস্য। যেমন, "তালশাঁস।"

শাদা শ্বেত।

শিং শৃঙ্গ।

শিতান্‌, শিতেন্‌ মস্তক। যেমন, "দক্ষিণদিকে শিতেন ক'রে শোবে।" উপাধান, বালিস। যেমন,—"পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব, পিরীতি শিতেন্‌ মাথে।" চণ্ডীদাস।

শিষ্‌ শীর্ষ, মঞ্জরী। যেমন, "ধানের শিষ।" অগ্নিশিখা। যেমন, "আগুনের শিষ উঠ্‌ছে।" মুখে বাঁশীর মত শব্দ করা। যেমন, "ঐ ছোক্‌রা, শিষ দিচ্চে।"

শেঁজ শয্যা। যেমন, "খোকা ঘুমোবে, শেঁজ পেতে দে।"

ষ

ষণ্ডা উদ্ধত যুবক। দুর্ব্বিনীত। বলিষ্ঠ।

ষাঁড় ষণ্ড। বৃষ।

ষেটেরা শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে ছয় দিনে যে ষষ্ঠী পূজা হয়, তাহাকে ষেটেরা পূজা বলে।

স

সই সখী। যেমন, "বেলা চাঁপার সই।" স্বাক্ষর। যেমন, "দলিলে সই কর।" সহ্য করি। "এ বিড়ম্বনা আর কত সই?"

সং কৌতুকজনক বেশধারী মনুষ্য বা তদ্বৎ অবস্থায় গঠিত পুত্তলিকা।

সক্‌ কীর্ত্তি।

"তোরে ব'ধে ঘুচাইব পথের কণ্টক।
জগতে জাগিয়া যেন রহে যায় সক॥"

ঘনরাম।

সকাল প্রাতঃকাল।

সতীন্‌ সপত্নী।

"কোপে কৈলে বিষপান্‌, আপনি ত্যজিবে প্রাণ, সতীনের কিবা হ'বে হানি!"

কবিকঙ্কণ।

সৎমা বিমাতা।

সদা সর্ব্বদা।

"সদা যেন ঘরে ঘরে, কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেব বীণা বাজে সারদার।"
সারদা-মঙ্গল।

সন্দ সন্দেহ।

সন্দেশ ছানা ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন।

সবুজ হরিৎবর্ণ।

সয়া বন্ধু। সইএর স্বামী।

সরেস উত্তম। সুন্দর। "এমন সরেস, নিখুঁত আনন, বিধি বুঝি কভু গড়েনি কারো।"
বঙ্গসুন্দরী।

সঁচা সত্য।

সাঁজ, সাঁঝ সন্ধ্যা। সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহিনীরা শিশুদিগের মুখের কাছে দীপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সোহাগ করিতে করিতে বলেন,—
"সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে; যে আমার খোকা মণিকে খোঁড়ে, তা'র মুখখানি পোড়ে।"

সাঁজাল অগ্নিকুণ্ড। মশকাদি নিবারণ জন্য গোশালায় শুষ্ক গোময়াদি দ্বারা অগ্নিকুণ্ড করা হয়, তাহাকে সাঁজাল দেওয়া বলে। যখন এদেশে বিলাতী দীপ-শলাকা ছিল না তখন তুষ ও শুষ্ক গোময় দ্বারা হাঁড়ীতে অগ্নি রক্ষা করা হইত। ঐ অগ্নিকে সাজাল এবং ঐ অগ্নির হাঁড়ীকে সাঁজালের হাঁড়ী বলিত।
"মনে মনে পুড়ি, ছয় ছয় হাড়ী,
তুষের সাঁজাল বুকে!" কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ।

সাঁজো সন্ধ্য।

সাঁতার সন্তরণ।

সাঙ্গাৎ, স্যাঙাৎ বন্ধু।

সাজ সজ্জা। বেশভূষা।

সাজা দণ্ড। যেমন, "চোরের উপযুক্ত সাজা হ'য়েছে।" সজ্জা করা; যেমন, "সং সাজা।" "সা" তে জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে, তাহার অর্থ যাহা ভাগ করা হয় নাই। যেমন "সাজার মা গঙ্গা পায় না।"

সাড় জ্ঞান। স্পর্শ বোধ। যেমন, শীতে হাত পা অসাড় হ'য়ে গেছে।

সাড়া উত্তর "সাত রাকাড়ে সাড়া নাই, রাত্রি রাত্রি ব'য়ে যায়।" হেমচন্দ্র।

সামাল সুস্থ। যেমন, "খেতে পেয়ে গরুটা সাম্‌লে উঠেছে।" সাবধান।
"আসিছে যবন, সামাল সামাল,
আর যোদ্ধা নাই, কে ধরিবে ঢাল?"
বঙ্কিমচন্দ্র।

সায় শেষ, সমাপ্ত। যেমন "পালা হৈল সায়।" উত্তর। যেমন, "কেবল কথায় সায় দিয়ে যাও।"

সারা সমস্ত। যেমন "সারা দিন বৃষ্টি পড়ছে।" সম্পূর্ণ। যেমন "কাজ সারা হ'য়েছে।"

সিড়ি সোপান।

সিধা সোজা। যেমন, "পথ খুব সিধা।" অপক্ক ভোজ্যদ্রব্য। যেমন, "ব্রাহ্মণকে সিধা দাও।"

সুড়ী ('সু'তে জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়।) অপ্রশস্ত। যেমন "সুড়ী পথ।"

সেঁউতি, স্যাঁতুং নৌকা হইতে জল ফেলিবার কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্র।
"সেউতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে।"
ভারতচন্দ্র।

সেঁতা, সেঁতান, স্যাঁৎসেতে আর্দ্র। যেমন, "সেঁতান মেঝে।"

সোঁটা, সোটা অনতিদীর্ঘ যষ্টি।

সোঁত্ স্রোত।

সোঁতা যে স্থান দিয়া সোঁত চলে, খাল।

সোমত্ত যুবতী। যেমন, "সোমত্ত মেয়ের একা পথে চলা ভাল নয়।"

সোয়াদ স্বাদ।

হটাৎ অকস্মাৎ।

হড়কা হটাং।

হতভম্ব স্তম্ভিত। নির্ব্বাক। হতবুদ্ধি।

হপ্‌কান ভয়ে অস্থির হওয়া। যেমন, "ছাতা দেখে গোরু হপ্‌কায়।"

হল্‌কা বড় আংশী। যেমন "উঁচুডালে আম পেকেছে, হল্‌কা দিয়ে পাড়্‌তে হবে।" অগ্নি শিখা। "যেমন, বাতাস বড় গরম, যেন আগুনের হল্‌কা আস্‌ছে।"

হাই জৃম্ভন।

হাট ক্রয়বিক্রয়ের স্থান। যে স্থানে প্রত্যহ দোকান বসে, তাহাকে বাজার এবং যে স্থানে সপ্তাহে এক বা দুই দিন দোকান বসে তাহাকে হাট বলে।

"রমণীতে বেচে, রমণীতে কেনে,
লেগেছে রমণী-রূপের হাট।" বঙ্কিমচন্দ্র।

হাটুরে, হাটুরিয়া হাটে যাহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করে।

হাড় অস্থি।

হাবড়্ কর্দ্দমপূর্ণ। যেমন "গোআলে জল ব'সে হাবড়্ হ'য়েছে।"

হাবা নির্ব্বোধ।

হার মালা। কণ্ঠাভরণ। যেমন, "সোণার হার।" নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে দেয়। যেমন, "শতকরা তিনটাকা হারে সুদ দিব।" "পাঁচসিকা হ'রে খাজনা দিতে হবে।"

হা'র পরাজয়। যেমন, "এ বাজি তোমার হা'র হবে।"

হাল অবস্থা। যেমন, "লোকটার হাড়ীর হাল হ'য়েছে।" লাঙ্গল। "আছে গোরু না বয় হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল।"

গ্রাম্যপ্রবাদ।

নূতন। বর্ত্তমান। যেমন, হাল খাজনা। অথবা এ কাজটা হালে বা হালি হয়েছে।

হা'ল নৌকার কর্ণ।

হালা গোছা।

"আমা হাঁড়ী, আমা সরা, আড়াই হালা বেণা।
আনিয়া আমার তরে দেহ এক জনা।"

ক্ষেমানন্দ-কেতকাদাস।

হালি নূতন। যেমন, "ওরা এ গাঁয়ে হালি এয়েছে।"

হাল্কা লঘু। পাৎলা।

হিজ্‌ড়া, হিজ্‌ড়ে ক্লীব।

হুজুক, হুজুগ মিথ্যা জনরব।

হুড় জনতা।

হুল্ অস্ত্রাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ।

হেতের অস্ত্র।*

---

* সুহৃদ্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদের নিবাস নদীয়া জেলায়। তিনি "বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু" নামে যে অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে নদীয়াজেলার অনেক গ্রাম্যশব্দ আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার লেখ্য ও কথ্য শব্দ

মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদান্ততীর্থ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বঙ্গীয় গ্রাম্য-শব্দ-কোষ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত। তাঁহার * বঙ্গীয় গ্রাম্যভাষা-তত্ত্ব শীর্ষক প্রবন্ধে, বঙ্গের যে কয়েকটী জেলার গ্রাম্যশব্দ সংগৃহীত হয় নাই, সে সমুদয় সংগ্রহ মানসে সাহায্য চাহিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বোধ হয় "অসমীয়া ভাষা" একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ধারণায় ব্রহ্মপুত্রোপত্যকাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় গ্রাম্য-শব্দকোষ সঙ্কলন করিতে হইলে ব্রহ্মপুত্রোপত্যকা পরিত্যাগ সঙ্গত নয়। যদিও এই উপত্যকার পূর্ব্বভাগস্থ (কামরূপাদি বাদ) অধিবাসীরা আসামী ভাষাকে তাঁহাদের বাসস্থানোদ্ভূত বলিয়া জ্ঞান করেন এবং কাছারী, মিরিমিকীর প্রভৃতির উচ্চারিত বিকৃত শব্দগুলিকে তাঁহাদের ভাষার মূল মনে করেন, আরো বঙ্গীয় শব্দসমূহের হস্ত পদ কর্ত্তন, বর্ণের বিপর্য্যয় সাধন করিতে বিরত নন, তথাপি আমরা "আসামী ভাষা" বঙ্গভাষার শোণিতোৎপন্ন মনে করি এবং এই জন্যই ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার লেখ্য ও কথ্য শব্দগুলির অধিকাংশ নিম্নেপ্রদান করিলাম—যে শব্দগুলির অঙ্গহীন হয় নাই—অবিকল বাঙ্গালা ব্যবহারই আছে সে সমুদয় পরিত্যক্ত হইল।

† অ

অ—হয়

•অ—ইহ, ইহা (সাধারণতঃ অন্য পদের সহিত)

অহে ইহ হে

অইন অন্য

অকল একলা

অকন, অকনী একটু

অকামিলা, অকাজুরা অকেজো

অকল শরীয়া একলা

আগা অগ্র

অগাপিচা অগ্রপশ্চাৎ

অঘাইত দুষ্ট, দুরন্ত

অচিনাকি অপরিচিত

অজলা বোকা

অতীতত, অতীজত অতীতে

ত জ

অ°তাব, আটিব শেষ করিব, ধরিব

অথনি তখন

অনাহক বৃথা

অপৈনত, অনিপুন অপরিণত

অলপ্‌মান্‌, অলপ্‌ একটু, অল্প

আ

আই মা, আই

আউজি ঠেস দিয়া

আউলী এলো

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-সপ্তদশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা ১৩১৭, ২৯ পৃঃ।

† যে শব্দগুলির সংস্কৃতের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক নাই, সেগুলি কাছারী, মিরি, মিকির ইত্যাদির শব্দ।

আক্কৌ আরো, আবার

আঁতর অন্তর

আতি অতি, অনেক

আন অন্য

আনকত্তো অন্য কোথাও

আঞ্জা ব্যঞ্জন, তরকারি

আপুনি আপনি

আমনি উৎপাত, বেজার

আলচ আলোচনা

আলাই, আথানী, আলৈ আথানি, নষ্ট করা

আলি রাস্তা

আহ আইস, এস

আহিন আশ্বিন, শ=হ

আহিলাপাতি জিনিষ পত্র।

আহি আদর্শ

আহিল আসিল

আহি আসি, আসিয়া স=হ

আহোঁ আসি

আহিছোঁ আসিয়াছি

আহিছে আসিতেছে, আসিয়াছে

আহিছিল আসিয়াছিল

আহঁত অশ্বত্থ

আঘোন, আঘন অগ্রহায়ণ

গ=ঘ

আগছোরাত পূর্ব্বে, পূর্ব্বখণ্ডে,

* আমি, আমি বহুতে, আমি সবে, আমরা

ই

ই এ

ইটো এইটী

ইতিকিং উপহাস

ইপিনে, ইফালে } এদিকে (এ) পানে
ইবাগে, ইঁহে }

ইদরে এইরূপে

ইনো এই

ইমান এত

ইয়াক ইহাকে

ইয়ার ইহার

হা—য়া

ইয়াত এখানে

উ

উজু সহজ, ঋজু

ঋ—উ

উজল উজ্জ্বল

উদগাই উত্তেজিত করিয়া

উধান উনন্

উপলুঙা ঠাট্টা

উভতি উলটি, ফিরি

উলাহে উল্লাসে

উলিয়াওক বাহির করুন

উলিয়াইছে বাহির করিয়াছে

এ

এ ট, এক

এ এটি, ইটি, একটী

এওঁ ইনি

এটি একটি

এটোপা এক ফোঁটা

এটালো, আটলো, শেষ করিলাম

এটাইতকৈ সকল অপেক্ষা

এতিয়া এখন

* প্রাচীন কামরূপীয় ব্যবহার প্রায়ঃ একবচন অধুনা আসামীনামক ভাষায় বহুবচন।

এনে এইরূপে, এরূপ,
এনি ইদিকে, এই দিকে
এমূরে এক দিকে
এয়া হাঁ
এরি ত্যাগ করি
এলেহুরা, আলহুরা অলস
রা ওয়া, য়া
এলাগী *
আলাগী } ছুয়ো, ছুও, যাহাকে দেখতে পারে না
এয়া এই
এহিমতে এই রকমে
এওঁলোক ইঁহারা
ইহঁত ইহারা
আহুন ঐ
এথেত ইনি
এফেরি একটু
এচুবরি উপগ্রাম, গ্রামের একপার্শ্বস্থিত
এনেকুরা এনেরকম এ রকম

ও

ওখ উচ্চ
ওঁঠ, ওঠ ওষ্ঠ
ওচর, অচর নিকট
ওপজাই, উপজাই উৎপন্ন করিয়া, জন্মিয়া
ওপঙাই ভাসাইয়া
ওভোটাই ফিরাই, ফিরিয়া
ওর শেষ
ওরে, অরা সমস্ত
ওলাইছে, অলৈছি বাহির হইয়াছে
ওলগ নমস্কার

ঔ

ঔয়া, হৌয়া ঐ
*হাঐ, হাঔ, হাও ঐ

ক

ক, করা কও, বল,
কই, কৈ কহিয়া
কওঁতে, কতে কহিতে
কটা কাটা
কটকটীয়া কটকটে
কত কোথা
* কম কহিব
কাকত, কাকাত কাগজ
গ ক
জ ত
কাকো কাহাকেও
কিয় কেন
কেতিয়াবা কোন সময়ে
কেতিয়াও কখনও
কেনি কোন দিকে
কেনে কেমন
কৈছে কহিয়াছে
* কোনেনো কে
কৌবা, ক, করা কও, বল
রা য়া ওয়া
কোনে, কুনি কে
কলা কাল * কালা,
কথমপি কোনমতে

---

* কোন কিছু অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ তাহা প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা তস্কর প্রভৃতি হঠাৎ দৃষ্ট হইলে বিস্ময়ের সহিত অন্যকে ডাকিতে এই তিনটী অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হয়।

কলে কহিলে *
কৈছোঁ কহিয়াছি *
করি করিয়া *
করোঁ করি *
কনী ডিম্ব, ডিমা
কম বেছি কম বেশি
শ ছ

খ

খং খণ্ড রাগ
খর দাদ
খড়ি কাঠ, জ্বালানি কাঠ
খস্তেক একটু সময়
খস্তেকতে তৎক্ষণাৎ
খা খা
খুন্দা ধাক্কা, গুড়া
খেতি কৃষি, খেত করা
খোয়া, খ, খার খাও
খোজোঁ, খুজু খুজি

গ

গই, গৈ, যাই গিয়া, যাইয়া
গছ গাছ
গপ গোসা
গাধ গাধা
গধুর, গধীর ভারি
গম বুজ, জানা.
গড় রূপ
গলে, গেলি, * গল, গেল } গেলে, যাইল, যাইলে

গথা গাথা
গরাকী কর্ত্তা, অধিকারী
গরিহণা, গৰ্হনা নিন্দা
গভাইদ, গভাইত আঁদি, নষ্টের গুরু, চক্রী
গহীন গম্ভীর
গাড় ফোড়া
গাইপতি প্রত্যেকে
গাজনি গর্জ্জন
গাখীর দুধ
গাত নাই গায়ে নাই
গাভরু যৌবন
গারির রেখার
গুচ সর
গুচি আহিল চলে এল
গাহরি শূকর
গিরি, গিরী, গৃহস্বামী
গিরিস শীঘ্র
গিরিসাই সত্বরে
গিলা গুলো
গৈ গিয়া, যাই
গৈছিল গিয়াছিল
গোটাই একত্রিত করিয়া
গোটোরা একত্রিত করা
গাভরু ছোয়ালী যুবতী
গাভরু লড়া যুবক

ঘ

ঘাই আসল, মূল,
ঘাই যোগ,
ঘাহ ঘাস
হ স
ঘৈ, ঘৈণী ঘরনী, গৃহিণী

* উচ্চারণ গোল্

চ

চ ছ

চই ছয়

ই য়

চমু সংক্ষেপ, সোজা

চয়া বৈঠকখানা

চরু হাঁড়ি

চড়াই, চরাই পক্ষী

চরে মোরগ, কুক্কুট

চহকী চাষা, ধনশালী

চাই দেখি

চাও, চাওবাচো দেখ, দেখি

চিঞ্চর চিৎকার

চিঞ্চরি চিৎকার করি, চিৎকারি

চিরি স্ত্রী

শ চ

চেনেহ স্নেহ

স চ

চোঁবা, চা দেখ, চায়

ছ

ছলি ছেলে

ছোয়ালী ছুঁড়ী

ছলী মেয়ে

ছুঁয়া মাসিক ঋতু, রজস্বলা, ঋতুমতী,

ছোবা অংশ

ছেই, ছেই ছিঃ ছিঃ

জ

জখলা, জাখ্লা মই, সিঁড়ি

জগর দায়

জলকিয়া, ভুঁইজালুক লঙ্কা

জঁর শুক

জঁপিয়াই ঝাপাই

ঝ

জানিছা জানিয়াছ

জুর শীতল, ঠাণ্ডা

জুগুত, যুগুত উচিত

জুহাল আগুন থাকা বা রাখা স্থান

জিলিগুনি, জিলিকিনি রশ্মি

জেউতি জ্যোতি

জোবাঁয়েক জামাই

ঝ

ঝোলঙা, জলঙা ঝুলি

ঝিয়ারী, জীয়ারী ঝি, কন্যা

ট

টকা টাকা

টটাটিঙা দুষ্ট

টাম শক্ত

টাঙোন, টাঙ্গান লাঠি

টিঁহু, তিয়াঁহ শশা

টেঙা টক

টেটোন ঠেটা, চতুর

টেঙর দুষ্ট, অতি বুদ্ধিমান

ঠ

ঠাই স্থান

ঠাই নাই সীমা নাই

ঠেঁহ গোসা

ঠিরাং স্থির

ড

ডাঙর, ডাঙ্গর ডাগর, বড়

ডেকা যৌবনপ্রাপ্ত পুরুষ

ঢ

ঢকাটো ধাক্কাটা

ত

তরা তারা
তয়, তই তুই
ততালিকে তখনি
তধা বিস্ময়
তহিলং নষ্ট
তাত তথায়
তাকর অন্ন
তাতকৈ, তাত করি তাহাপেক্ষা
তিতা ভিজা
তিরী, তিরোতা স্ত্রী
তিয়ালো ভিজালো, ভিজিল
তেঁও তিনি
তেখেত তিনি (Lit সেই স্থানে)
তেতিয়া তখন
তেনেদরে সেই রকমে
তেনে সেইরূপ
তেনে হলে তাহা হইলে
তুহন, তোমালোক তোমরা

থ

থউকি বাথউ অঠিক, অসত্য
থাপি থুপি থেপে থুপে, চেপে চুপে
থিয়, থিয়া দাঁড়ান

দ

দ, দহ গভীর, দ
দরা বর, পাত্র
দারা দরা
দাপন দর্পণ
দাওয়া কাটা
দিলোঁ হেঁতেন দিতাম
দিহা উপদেশ
দিন নিয়াব দিন যায়, কাল কাটায়, স্থায়ী
দীঘল দীর্ঘ
দেহা শরীর
দেহি, দেহিও স্নেহ সূচক অব্যয়
দেখিবলৈ, চাবালাগি দেখিতে
দেখুবা হৈছে দেখান হইয়াছে

ধ

ধাউতি চিন্তা
ধানদাওয়া ধানকাটা
ধিতিঙালি বাবুগিরি
ধুরুপ ধ্রুব
ধোদ অলস
ধোবাখোবা হুকা

ন

ন না, নূতন
নকৈ নূতন করিয়া
ন করিবা, ন কর্বা না করিবে
নথই অত্যন্ত, অতিশয়
নলৈ না লইয়া
নহলে না হইলে
নেপাওঁ না পাই
নাই কিয়া নাই
নুই নয়, না
নিচিনা, নিশিনা মতন
নিজু শান্ত
নে পাহরো না ভুলি, ভুলিয়া না যাই
নেরানেপেরাকৈ নাছোড়বান্দা হইয়া
নে না
নৈ নদী
নো না
নোয়ারি, নরি না পারি

প

পদূলি পথ
পরিয়াল পরিবার
বা = য়া
র = য় = ল
পাচ পশ্চাৎ
পাম পাব, বাগানবাড়ী
ব = ম
পার পায়রা
পাহরি ভুলি
পাহরো ভুলি, ভুল
পাহরা ভুলা, ভুলে
পাণী জল
পিয়া, পিয়াহ স্তন
পিয়াহ পিয়াস
স = হ
পুত পুত্র
পুতু পুত্র
পুত খা পুত্র খা
পূব পূর্ব্ব
পূঁৰ পূঁই
পেলোৱা ফেলান
ফ = প
ই = ও = ি = ে।
পৈনত পরিণত
পোৱা পাওয়া
পোনে, পিনে দিকে, পানে
া = ই = ি = া = ে = া
পুতৌ, পুতউ স্নেহ, আদর
পুরণি কালত প্রাচীন কালে

ফ

ফটফটীয়া স্পষ্ট
ফাল দিক
ফচহু বৃথা
ফুরা, ফুরি ভ্রমি, বেড়াই

ব

বউ, বৌ মা
বতর সময়বিশেষ
বছর বৎসর, বছর
স = ছ
বৰ মুৱীয়া মুখ্য, প্রধান
বাঁৰী বিধবা, রাঁড়ী
বাট বর্ত্ম
বাটৰুৱা পথিক
বাতরি বার্ত্তা, সংবাদ
বিলাক সকল, বিল্‌কুল্‌
বুলি বলিয়া
বুজিব বুঝিতে জানিব
বুজিলোঁ বুঝিলাম
ঝ = জ
বেয়া খারাপ, মন্দ
বেচ মূল্য
বেগাবেগি তাড়াতাড়ি
বেলেগ পৃথক
বেমেজালি এলোথেলো, এলোমেলে
বেলি বেলা,
বোর সকল
বোল চল
বোলক চলুন
বোলোহঁক কও, কহ
বাতরি কাকত সংবাদপত্র
বোপাই বাবা

ভ

ভনী ভগিনী

ভঁরাল ভাণ্ডার
ভরি পা
ভরিত পায়ে
ভা ও সং
ভাঙ্গনা যাত্রাবিশেষ
ভাঙ্গনি অনুবাদ
ভালেমান অনেক
ভুমুক উঁকি
ভোক, ভুখ ক্ষুধা, ভুখ
ভোল মগ্ন, বিভোর

ম

ময়, মই আমি
মউ মধু
মউজল মধু
মওহ মাংস
*মহ মহিষ
*মতা পুরুষ
মাগিছোঁ মাগিতেছি
মাত কথা
মাইকী স্ত্রী
মানুহ মানুষ
ষ=হ
মাতিছে ডাকিছে, নিমন্ত্রণ করিয়াছে
মাথোন মাত্র
মার, শেষ মরিয়া
মাহেকীয়া মাসিক
মুকলি খোলা, পরিষ্কার
মেকুরী বিড়ালী, মেকুরী
মেহু মাংসল
মেখলা স্ত্রীলোকের পরিবার কাপড়
(বালিসের খোলের ন্যায় দুই মুখ খোলা)
মাহেকীয়া কাকত মাসিকপত্র

য

যাম যাব, যাইব
যি যে
যিমান যত
যিহেরে যাহাতে, যাহা দ্বারায়
যেয়ে যে
যোঁবা যাও

র

র র
রল রহিল
রজা রাজা
রহ রস
স=হ
রবা থাক, দাঁড়াও
রা শব্দ, রা
রাইজে প্রজাসকলে
রাগী নেশা
রিহা বক্ষাবরণ-বস্ত্র
রজাঘরীয়া সরকারের
রজা পোবালী রাজপুত্র
প্রাচীন বাঙ্গালার পেটকাটা র 'র'য়ের ব্যবহার আছে।

ল

†ল } লও, লওয়া
লবা, লোবা }
লাগতিয়াল প্রয়োজনীয়, দরকারী

* উচ্চারণ—মো একটু জোরে এবং হ একটু ধীরে—লেখক।
† উচ্চারণ রোবা।

লখিমী তিৰোতা লক্ষ্মী স্ত্রী
লাহে লাহে ধীরে ধীরে
লেখিবলৈ লিখিতে
লেচু ছল
লেও লেপা
লেটিন লাটিন
া=ে
লেলোৱা ধেন্দোৱা কোন মতে বাঁচা,
আশ্রয়হীন
লৈ লইয়া
লৈছে লইয়াছে
লৈছিল } লইয়াছিল
লৈছিলোঁ }
লোণ নিমক

ৱ

ৱ=ও, য়া
ৱ ওয়া
বঙ্গভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিতে শব্দের অন্ত বা মধ্যস্থিত 'ৱ' এর উচ্চারণ ও, ওয়া বা য়া করা হয়। আসামী ভাষায় অন্তস্থঃ বা দন্তোষ্ঠ বর্ণ নাই; কিন্তু করিবা ও ৱবা * শব্দ ভিন্ন আর সকল শব্দের অন্তে বা মধ্যে 'ৱ' এর উচ্চারণ পূর্ব্বোক্ত।

শ

শ=চ
শ=হ
শকত শক্ত
শরাই থাল বিশেষ
শরাধ শ্রাদ্ধ
শারীর শ্রেণীর
শুৱনি সুন্দর
ৱ=ও
সম্পাদকর শরাই ('উষা' মাসিকপত্রিকা)—সম্পাদকের উপহার বা মন্তব্য, টীকা
সম্পাদকর চৰা (বাঁহী মাসিকপত্রিকা)—ঐ সম্পাদকের বৈঠক

স

সজ ভাল
সঁচা সত্য
সমূলি একেবারে
সরহ বেশী, সহজ
সহাই সহায়
য়=ই
সলনি বদল
সর্ব্বসাধারণ লোকে সর্ব্বসাধারণে
সা সাত
সান-মিহলি মিশ্রণ
স সে
সিমান তত
সিইঁতক সে সকলকে
সুকীয়া ভিন্ন, স্বতন্ত্র
সেটো সেইটে, তাহা
সেয়ে সে
সেৱোঁ সেবা করিব
সোপাই সমুদয়
সোনকাল সত্বর
সৌবা, হাউ ঐ
সঁচা, সচা সত্য

* উচ্চারণ লোৱা।

হ	স=হ
হঁত সকল	হুই হয়
হজুৰা চাষা	হেঁপাহ ইচ্ছা
হল* হইল	হেরা ওহে
হন্তে হইতে	হৈ, হই হইয়া
হাই কলরব	হৈছে হইয়াছে
হালোৱা কৃষক	হৈছিল হইয়াছিল
হাঁহি হাস্য করিয়া	হৈ পরে হৈ হইয়া পরে গিয়া

অনুনাসিক শব্দ

এই উপত্যকাস্থিত অনার্যগণের মধ্যে কাছারী, মিরি, লালুঙগণ বড়ই আফিং ও গুলি-খোর। ইহারা গুলি খাইতে খাইতে ক্ষীণকণ্ঠ হইয়া নিম্নলিখিত শব্দগুলির উচ্চারণ অনু-নাসিক করিয়া ফেলিয়াছে ; এখন আসামী ভাষার সম্পর্ক বাঙ্গালা ভাষা হইতে পৃথক্ করিতে, ঐ শব্দগুলির লিখিত ও কথিত ব্যবহার হইতেছে।

আছোঁ আছি	খাইছোঁ খাইতেছি
আছিলোঁ ছিলাম	খুজিছোঁ খুজিতেছি
আহিলোঁ আসিলাম	গৈছিলঁ। গিয়াছিলে
আহঁ। এস	গৈছিলোঁ গিয়াছিলাম
উলিৱা বাহির কর	চাওঁগই চাওগে, দেখগে
উঠঁ। উঠ, ওঠ	ছঁয়াময়া এই আছে এই নাই, বিদ্যুৎসদৃশ
উঠেঁ ওঠে, আরোহণ করে	জানিলোঁ জানিলাম
এৰঁ। হাঁ, ত্যাগ করা	দেখুৱালঁ দেখালে
এৰোঁ ছাড়, ত্যাগ কর	দেখিছোঁ দেখিতেছি
উঁ / হুঁ } হাঁ	দেখিছিলোঁ দেখিয়াছিলাম
ওলাওঁ বাহির হও	থোঁৱা থোও, রাখ
করিছেঁ করিতেছে	থৈছোঁ রাখিয়াছি
করোঁ করি	ধরিছোঁ ধরিয়াছি
ি=ে।	পাওঁ পাই
কোৱাচোন বলত, বলুন	ই=ও
	পালোঁ পাইলাম

* উচ্চারণ হোল্।

পরিলোঁ পড়িলাম

ড় = র

পাহরিছোঁ পাসরিছি

স = হ

শিকিছোঁ শিকিছি

ভেঁট ভেট, দেখা

মানিছোঁ মানিতেছি

যাওঁ যাই

ই = ও

যাওঁতে যাইতে

যোবাঁ যাও

ও = বা

া = ো

বহুরাওঁ বসাই

সাজিছোঁ সাজিতেছি

হৈছোঁ হইয়াছি

বাঙ্গালার "া" লোপে আসামীয়া

বাং আঃ

আনা অনা

কাণা কণা

কামার কমার

কালা কলা

দারা দরা (পুং লি)

দাম্‌রা দমরা

চাঁড়াল চড়াল

ঢাকা ঢকা

পাগলা পগলা

পাখা পখা

তারা তরা

রাজা রজা

ভাতিজা ভতিজা

জানা জনা ইত্যাদি

পারিবারিক শব্দ

বাং আঃ

খুড়া, কাকা দদাই

মামা মোমাই

মামী মাই

মাসী জেঠেরী

পিসা পেহা, পাহা

দিদি বাই

জ্যেষ্ঠভ্রাতা, দাদা দদা, ককাই

ভগ্নীপতি ভিনিহি

ব্যাকরণের ভিন্ন আবরণ

আঃ বাং

ঘর + তস্‌ ঘরত ঘরে, ঘর + ই = ে

ে = ত

ঘরর ঘরের

এর = অর

পরর পরের, পর + এর

পর + অর

বজারত বাজারে

সম্পাদকর সম্পাদকের

ভিতরত ভিতরে

(স্ত্রী পুং) উভয়লিঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ

বাং আঃ

মেকুর মেকুরী মেকুরী

কাক কাকা, কাউর কাউরী, = কাউরী

ছাগল ছাগলী = ছাগলী

বক বলাকা = বগলী

ক = ল ল লোপে বকা ক = গ

পায়রা পায়রী = পার, মোটাপার মাইকী পার

হস্তী হস্তিনী = মোটা হাতী মাইকী হাতী

('দেব' হইতে)

স্ত্রী+পুঃ=বাই+দেও=বাইদেও বড় বোন
জ্যেষ্ঠা ভগিনী

দেব দেৱী
ব=ও

দেও=দেও+ী হইতে পারেকি ?
ইত্যাদি

পদ রচনার উদাহরণ

আঃ বাঃ

এরা জীয়াই আছোঁ—হাঁ জীবিত আছি

দি থৈছোঁ—দিয়া রাখিয়াছি

নে থাকি করিম কি—না থাকিয়া কি করব

দ হোটা ভরালত ধান আছিল—দশটা মরায়ে ধান ছিল

আচরিত কেনে কৈ—আশ্চর্য্য কিরূপে

চানে কি—চিনাকি, আদশ

আঁতরা আঁতরি—দূরে দূরে, অন্তর অন্তর, স্বতন্ত্র

মহাশয়ে কৈছে—মহাশয় কহিয়াছেন

রজা পোয়ালী—রাজপুত্র

চিঠিখন—চিঠিখানা

যুজ হইছিল—যুদ্ধ হইয়াছিল

বঙ্গলুৱা করিহে লেখাটো সম্ভব—বাঙ্গালা করিয়া লেখাই সম্ভব

বাহির কুরা বাহের করা

অসমীয়া রজার মন্ত্রী—আসাম-রাজমন্ত্রী

সি কেনে হব সে কেমন হবে

প্রেম দুবিধ—প্রেম দুই প্রকার বা দুইবিধ
'ই' লোপ

যিবিলাক কথাত—যে সকল কথায়

প্রেম অমৃতর নদী—প্রেম অমৃতের নদী

উচিত ন হয়—উচিত নয়

মতেরে সৈতে মতের সহিত

অসমীয়া ভাষার যেনেকৈ স্বকীয়া সাহিত্য আছে—আসামী ভাষায় যেরূপ পৃথক্ সাহিত্য আছে

সপ্তম শতিকার—সপ্তম শতাব্দীর

চাহাজাহান—সাহাজাহান

চেতার—সেতার
কিন্তু সা-রি গা-মার সা=চা হয় নাই

ধার নে ধারোঁ—ধার না ধারি

ফুলর চাকি—ফুলের তোড়া

অসমীয়া গৌরীপুরত বঙ্গলা সাহিত্য-সভা } আসামী বা আসাম গৌরীপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য-সভা

সি যি হওক—সে যে হউক বা হ'ক

আহাঁ চুমা খাওঁ এস চুমু বা চুমা খাই

উঠাঁ উঠাঁ আই মোর অসম জননী—ওঠ ওঠ মা আমার আসাম-জননী

কব খুজিছোঁ—বলিতে চাই

এই টো ঠিক যে এওঁ পঞ্চদশ শতিকাত জন্ম গ্রহণ করে } এইটী ঠিক যে ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন

লরাহঁত—ছেলেগুলো ইত্যাদি।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ

ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল অঞ্চলের

গ্রাম্যভাষার অভিধান

টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, উভয় স্থানের ভাষার এতই পার্থক্য যে, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ কি সদরের সহিত ইহার কোনই সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং অন্যান্য জিলা যত সমগ্র ময়মনসিংহ জিলার গ্রাম্য ভাষার এক অভিধান প্রস্তুত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। জামালপুরের সহিত টাঙ্গাইলের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক স্থলে ভাষাগত সাদৃশ্যাভাবও পরিলক্ষিত হয়।

অ

অকম্মা যে লোক কোন কাযের নহে

অক্কুর অক্রূর, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য

অকৈথা নিঃসহায়

অক্ষিদা অক্ষুধা, ক্ষুধা-রাহিত্য

অক্ষেম নিরুপায়, অক্ষেম হইয়া কান্দা

অগিগমাইন্দ অগ্নিমান্দ্য

অঘর অঘোর, শিব

অজাগর অজগর, বৃহৎ সর্প

অতিবাদ ১। অসঙ্গত আব্দার। পোলা-পানের (ছেলেপেলের) 'অতিবাদ' মায় সয় (সহ্য করে)

২। অত্যন্ত, বেশী, 'অতিবাদ' কিছু ভাল না

অতীত অতিথি, অভ্যাগত

অথাও অগাধ, না ডুবিয়া যে স্থানে তল স্পর্শ করা যায় না

অধিকারী ১। যিনি বৈষ্ণবমতে মন্ত্র প্রদান করেন

২। যাত্রাগানের দলপতি

অনুগ্গর অনুগ্রহ

অনুপাম অনুপাম

অন্তরঙ্গ আত্মীয়

অন্নপরসন অন্নপ্রাসন, বালকের যথাশাস্ত্র প্রথম অন্নভোজন

অপ্সর অবসর

অপুরুস্তুত অপ্রস্তুত, অপ্রতিভ

অমর্ত্ত অমৃত, সুধা

অবধান নমস্কার বিশেষ

অবেলা বেলাশেষ

অশুচ অশৌচ

আ

আইঠা উচ্ছিষ্ট

আইগান অগ্রসর হওয়া

আইজ আজ, অদ্য

আইচ্ছা আচ্ছা, তথাস্তু

আইল বন্ধনী

আইলা ১। আগমন করিলা

২। অগ্নি-রক্ষার পাত্র বিশেষ

আইলসা ১। অলস

২। অগ্নি-রক্ষার পাত্র বিশেষ

আইলপণ আলিপনা
আউশ আশুধান্য
আকথা অকথা
আকরা বেতের শীষ
আকস্মাঃ অকস্মাৎ, হটাৎ
আকামা যে-কোন কাযের নয়, (অকর্ম্মা)
আকাল দুর্ভিক্ষ
আক্কেল, আক্কিল ১। দণ্ড, যেমন কাম তেমন আক্কেল ২। বিবেচনা, আক্কেল-শূন্য লোক
আখা উনান
আখা কাইটবার (কাটিতে) জানে না পিরতিমার (প্রতিমার) নিন্দা করে
আগা অগ্রভাগ
আঘাটা কুঘাট
আঙ্গার, আঙ্গরা, কয়লা
আঙ্গিনা উঠান
আঙ্গুট অঙ্গুরীয়
আচল অঞ্চল, স্ত্রীলোকের বস্ত্রপ্রান্ত
আছন, অস্পৃষ্ট
আজগবি অদ্ভুত
আজাইরা বৃথা
আঝাড়া অপরিষ্কার
আটপিঠা সর্ব্বদিকে পারক
আটাইসা আট মাসে যাহার জন্ম
আঠালি পশ্বাদির গাত্রলোমস্থ কীট
আঠাইলা আঠাযুক্ত
আঠি শাস্, আমের আঠি
আড্ডা আখরা
আড়া জঙ্গল
আন্দাজ অনুমান
আপ্‌সস অনুতাপ
আম্মক, আনারী, আহাম্মক
আলা ১। অস্পৃষ্ট, ২। আতপচাউল
আমাপাতি, আম্বুবচী অম্বুবাচী
আবস্তা অবস্থা, কাহিল
আস্তা অখণ্ড

ই

ইল্‌সা ইলিশমাছ
ইটা ইট

উ

উকুণ্‌ কেশকীট
উচ্চুট্‌ উচোট
উজাড় শূন্য
উজাইড়া ধ্বংসকারী
উলু উই
উকস্‌ ছারপোকা
উক্‌রা

এ

একচাইটা একচাটিয়া, একায়ত্ত
একাঙ্গি গন্ধদ্রব্য বিশেষ, একাঙ্গ
এগলা একাকী
এলাইচ্‌ এলাচি

ও

ওক ওয়াক্
ওয়ার ১। উহার, ২। লেপ, বালিস ইত্যাদির ওসার
ওয়াকা পাওয়া মৃত্যু হওয়া
ওসারা বারেন্দা

ক

কইলাম কহিলাম
কইব্‌লা কহিলা, স্ত্রী

কইসা দৃঢ়ভাবে

কঞ্চি বংশ-শাখা, বাশের পিকা কঞ্চি দড়

কয়াদ আটক রাখা

করম্‌জা করঞ্জ ফল বিশেষ

কলস জলপাত্র বিশেষ

কল্লা কলহপ্রিয়া। কল্লারে বল্লায় ডরায়

কনে কোথায়

কমু না, কহিব না

কঞ্জেস কৃপণ

কসুর দোষ

কদ্‌মা চিনি দ্বারা তৈয়ারী মিষ্ট বিশেষ

কলমী কলম্বী

কপাল অদৃষ্ট, "কপালের নাম গোপাল"

কয়েক স্বল্প

"স্ত্রী নায়ক শিশু নায়ক বহু নায়ক
এমন সংসার দিন কয়েক।"

কাইয়া কাক—ঝড়ে কাইয়া মরে
ফকিরের কেরামত (যশ) বাড়ে

কাইলা, কালা — কৃষ্ণবর্ণ

কাইজা ১। নষ্ট—ডিম কাইজা হইয়াছে, ২। ঝগড়া—অযথা কাইজা করিও না

কাচা অপক্ক

কাছা পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের অংশ বিশেষ

কাছিম কচ্ছপ—"জলে থাকি কাছিম, না চিনি পুব পয্‌চিম" (পশ্চিম)

কাইছমা কচ্ছপের ন্যায় কঠিন

কাচি কাস্তে

কাছি মোটা দড়ী

কাওয়াল কামল ব্যাধিবিশেষ

কাজল অঞ্জন

কাছাকাছি সন্নিকট

কাম কায

কাসন্দ সরিষাদ্বারা প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ

কাবু হতবল

কাটোয়া যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়

কাতা খড়্গা

কাত্‌লা পূজার ছাগাদি বধকরার যন্ত্রবিশেষ

কাতল মৎস্যবিশেষ

কাণা অন্ধ

কান্দা ১ ক্রন্দন করা, ২। মৃৎপাত্রের পার্শ্ব দেশ

কাহিল কাতর

কিচ্ছা গল্পগুচ্ছ

কিল্লা দুর্গ

কিসের কি বিষয়ের

কিষ্ট কৃষ্ণ ১। রাধে কিষ্ট মাবে কে ২। কৃষ্ট কেমন, যার মন যেমন

কিরা ১। ক্ষুদ্র পোকা, ২। শপথ

কিল মুষ্ট্যাঘাত "কিলাইয়া কাঠাল পাকায়"

কিচক কৃপণ

কিস্তি উচিত জবাব

কিম্মৎ মূল্য

কিপ্পিণ কৃপণ

কিত্তা ভূমিখণ্ড

কুয়া ১। কূপ, ২। কোয়াশা

কুইয়া পচা

কুইরা অলস "কামে কুইরা ভোজনে দেইড়া (দেড়া) বাক্যে মারেণ পুইরা পুইরা।"

কুরা ১। পক্ষীবিশেষ, ২। চাউলের ময়লা

কুইড়া ছোট ঘর

কুইচ্‌লা ১। মৎস্যাদির ফুস্‌ফুস, ২। বৃক্ষবিশেষ

কুলা ছাটাই করার পাত্রবিশেষ

কুচা টুকরা

কুচ্‌কুচা কাল ঘোরতর কাল

কুচ্ছিৎ কুৎসিৎ

কুট, } ক্রূর, খল
কুপের }

কুদি খুকী

কুত্তা কুকুর

কুণ্ড ১। কুন্দ পুষ্প, ২। পবিত্র খাত, ৩। জাতি বিশেষ

কুৎকুতাইয়া ছোট চক্ষে

কুম্মুম্মী অসঙ্গত গোলযোগ

কুই কচি আমের শাস

কুলাই ব্রতবিশেষ

কুশি কোশার কুশি

কুষ্মাণ্ড বুদ্ধিশূন্য

কুসাইল কুসাইর, আক্

কেচকেচি অশান্তি

কেথা কাথা আন্তবর্ণের উচ্চারণ "এ" ও য-ফলা আকারের মধ্যবর্ত্তী

কেদা কাদা, কর্দ্দম

কেইছা কেঁচো, মহীলতা

কেড়কী তুলার বিজ ছাড়াইবার যন্ত্র

কেরা ১। কে, ২। পরিমাপকদণ্ড

কেত্‌কুতি বোগলতলায় সুরসুরি

কৈলকাত্তা কলিকাতা

কৈতর কবুতর

কোপ অসি প্রভৃতির আঘাত, "ঝোপ বুঝে কোপ দেয়"

কোণা প্রান্তভাগ

কোল ১। মাছের পেটী, ২। ক্রোড়

কোলা বৃহৎ মৃৎভাণ্ড

কোরাণি নারিকেল খুরিবার যন্ত্র

কোত্‌কা সুবৃহৎ যষ্টি

কোটা আঁকষি

কোড়া ১। ঘরের মেজের মৃত্তিকা কোদলাইয়া সমান করা, ২। মারসংযুক্ত বস্ত্র

কোশা তাম্র ও রৌপ্যাদিনির্ম্মিত পূজার জলাধার বিশেষ

কোশ কোশাকৃতি নৌকাবিশেষ

খ

খন্তা মাটি খুরিবার যন্ত্র বিশেষ। "ভল্লুকের হাতে খন্তা

খবিস অপরিষ্কৃত

খইরকা বাঁশের সরু নেউল বিশেষ

খড়ি জ্বালানি কাষ্ঠ

খট্‌কা গোল

খম্‌খমি রাগে গড় গড় করা

খাম ঘরের খুটি

খামটি মাইটা (মাটির) অসুরের দাতখাম্‌টি সার"

খাদা প্রস্তরের পাত্রবিশেষ

খামু খাইব

খামাকা শুধুশুধু

খালই কর্ত্তিত মৎস্য ধৌতকরার ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশের নেউলনির্ম্মিত পাত্র

খামিরা ১। মিঠাই প্রস্তুত জন্য ময়দাপচান, ২। শক্ত, ৩। খোয়া, চুণ ও সুরকীর মিশ্রণ

খাইটা ১। নাতিদীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড, ২। পরিশ্রম করিয়া

খানিক কিছু

খুটি—ছেলেমেয়েদের খেলিবার মৃৎপাত্র। বিশেষ "খুটির মধ্যে হাতি ভরা।"

খুতি টাকা রাখিবার থ'লে।

খুলি ১। থালা বা নারিকেলের ভিতরাবরণ ২। মস্তকের অস্থি আবরণ।

খুনী হত্যাকারী।

খুইটা কুড়িয়ে।

খুব অত্যন্ত।

খুড়া, খুড়ী পিতৃব্য, পিতৃব্যানী। "গোবধের সময় খুড়া কর্ত্তা"।

খোসব, খোলা—গাত্রাবরণ।

খৈল সরিষা হইতে তৈল বাহির করিয়া লওয়ার পর অসারাংশ।

খ্যাদান তাড়ান।

খ্যার গরুর খাদ্য, বিচালি।

খেউ খেউ কুকুরের শব্দ।

খ্যামটা নর্ত্তকী।

খৈ লাজ। "উইড়া (উড়িয়া) যায় খৈ কুষ্টায় (কুষ্ঠায়) নয়।"

খোটা কীলক। "খাইটার বাড়ি না হইলে খোটা ডাবে না।"

খোপা কবরী।

গ

গইদান গদিয়ান।

গইড়ান অলসভাবে শুইয়া থাকা।

গদ অক্ষুধা।

গরদান ঘাড়।

গর্ভস্রাপ অসার-প্রকৃতি। "গর্ভস্রাপের তিন পুত্র, যিনি সুবুদ্ধি তুলসী গাছেন মোতেন" (প্রস্রাব করা)।

গলই নৌকার অগ্রভাগ।

গলা ১। তরল, ২। গণ্ডদেশ।

গবর গোময়। "গবরে পদ্মফুল"।

গতর গা, শরীর।

গজারি শালজাতীয় বৃক্ষবিশেষ।

গজাড় মৎস্যবিশেষ।

গালা তরল।

গাং নদী। "বিনা বাতাসে গাং নাচে না"।

গাইল তিরস্কার।

গারা পুতিয়া রাখা।

গাড়া ১। গর্ত্ত, ২। ঘন।

গাভীন গর্ভিণী পশু।

গামছা গাত্রমার্জ্জনী। "গামছার আবার ধোপা বাড়ী"।

গায় ১। গ্রামে। "গায় মানে না নিজেই মোড়ল"। ২। শরীরে, ৩। গান করে।

গাওয়াল গ্রামে গ্রামে ফেরি করা।

গাছা প্রদীপ রাখার আধার।

গাইঠা ১। বন্দুকবিশেষ, ২। বহুগ্রন্থিযুক্ত-লোক, ৩। শক্ত।

গাইজা থলে।

গাইজাল যে গাজা খায়।

গাবা অত্যধিক পরিমাণে একত্রিত হওয়া।

গাতি খুটি ইত্যাদি পুতিবার গর্ত্তবিশেষ।

গাইব গোপন।

গাওয়া ১। গান করা, ২। নৌকাতে গাব দেওয়ার পূর্ব্বে তক্তার সন্ধিস্থলে রশিভর্ত্তি করিয়া ছিদ্র বন্ধকরণ।

গাইফলতি আলস্য।

গাওার গণ্ডার। "মারিত গাণ্ডার লুটিত ভাণ্ডার।"

গিলা ১। গলাধঃকরণ, ২। বন্ধ

গিরু, গিঠ—বন্ধন, সন্ধিস্থল।

গিদর যাহার ঘৃণাদি কম।

গিলাস গ্লাস।

গির্ব্বাণ অহঙ্কার।

গিমা শাকবিশেষ।

গিচি, গিচে—গিয়াছি, গিয়াছে।

গুয়া সুপারি। ১। "একটা গুয়া দুইটা পান ঝপঝপিয়ে (মুসলধারে) বৃষ্টি লাম", ২। "গুয়ার সঙ্গে দেখা নাই বোটা নিয়া রঙ্গ"।

গুল ১। ব্যাধি নিবারণোদ্দেশে ক্ষত, ২। কর্ত্তিত বৃহৎ শালকাষ্ঠ, ৩। তামাকের পোড়া অংশ।

গুতা আঘাত।

গুষ্টি বংশ।

গুড়া ক্ষুদ্রাংশ।

গুজ্‌রি পায়ের অলঙ্কারবিশেষ।

গুইসাপ গোধা, গোসাপ।

গুইলা তরল করিয়া।

গুড্ডি ঘুড়িবিশেষ।

গুলা ঢেকীর মুসলের অগ্রভাগের বেষ্টনী লৌহ।

গুমান অহঙ্কার। "ভগবানের নাম গুমান ভঞ্জন।"

গ্যাজ অঙ্কুর।

গোদানি উল্‌কি।

গোছান সামঞ্জস্য পূর্ব্বক রাখা।

গোম ১। গোপন, ২। গম, শস্যবিশেষ।

গোমক জপের গোমুখী।

গোল্‌মাল গোলযোগ।

গোমর অপ্রকাশ।

গোঙ্গরাণ গলার শব্দবিশেষ।

গোদ ব্যাধিবিশেষ—"একপায় হলেও গোদ দুই পায়ও গোদ"।

গোদা যাহার গোদ আছে।

গোসা অভিমান।

গোয়াইল গরুরাখার ঘর। "কাজির গরু কিতাবে আছে গোয়াইলে নাই।"

গরশাল অচল।

ঘ

ঘইটা ঘটিয়া।

ঘঙ্কি কোমরের ডোর।

ঘইরাল ১। কুম্ভীর, ২। ঘড়ী সমন্বিত।

ঘড়ঘড় শ্লেষ্মাজাত গলার শব্দ।

ঘরগোলা গ্রাম্যভাবাপন্ন।

ঘরাও পারিবারিক।

ঘসা ঘর্ষণ করা।

ঘইসা ঘর্ষণ করিয়া।

ঘল্‌ঘলা ঢিলা।

ঘগগা তুচ্ছার্থে অঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন।

ঘাই ১। তৈল প্রস্তুত করার যন্ত্র, ২। আলোড়ন করা।

ঘাও ক্ষত।

ঘাইয়া ক্ষতবিশিষ্ট।

ঘাইট দোষ।

ঘাইটাল ঘাটের পাটুনি।

ঘাইকাটা দাগ করা।

ঘাইতা শক্তিসত্ত্বে যে কার্য্যে অবহেলা করে।

ঘামাচি ঘর্ম্ম হইতে জাত চর্ম্মরোগবিশেষ।

ঘাটুলা ইট প্রস্তরাদি দ্বারা বান্ধান ঘাট।

ঘাতিমারা লুক্কায়িত থাকা।

ঘাবরাণ ভীত হওয়া।

ঘিতা শম্বুকের মাংস।

ঘিলু মস্তকের মধ্যস্থ তরলপদার্থ।

ঘিন্না ঘৃণা।

ঘিরা বেষ্টন।

ঘুস ১। উৎকোচ, ২। নৌকাদি জলস্থ চড়ায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া।

ঘুসা ঘুসি।

ঘুরা বক্র।

ঘুগড়া ফড়িং জাতীয় পোকাবিশেষ।

ঘেচু উৎপল জাতীয় কন্দবিশেষ। "ঘেচুর বেটা কচু বড় বাড়লে মান।"

ঘোনা ১। নদীর কোল, ২। বক্র।

ঘোনাইয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া।

ঘোলা কর্দ্দমাক্ত।

ঘোমটা অবগুণ্ঠন।

ঘোপা তৈলাদি রাখিবার ক্ষুদ্র ভাণ্ড।

ঘ্যাগ গলগণ্ড।

ঘ্যাগা যাহার ঘ্যাগ আছে।

চ

চক্‌চকা উজ্জ্বল।

চক ১। মাঠ, ২। অট্টালিকাবেষ্টিত উঠান।

চরাট নৌকার অগ্রে ও পশ্চাতে গলইর নিকট বসিবার স্থান।

চশমখোর চক্ষুলজ্জাশূন্য।

চঙ্গ মৈ।

চং ঘুড়িবিশেষ।

চটী চর্ম্মপাদুকাবিশেষ।

চাইক মক্ষিকার চাক (মৌচাক)।

চাইটা ১। চাটিয়া, লেহন করিয়া "সাধ্‌তে (সাধিতে) জামাই খায় না শেষে আঙ্গুল চাইটা মরে।" ২। জলজ রক্তপায়ী পোকাবিশেষ।

চাইলা ১। শক্ত, ২। কম সিদ্ধ, ৩। খাজা, কাঠাল।

চাকা ১। বৃহৎ মৎস্যের খণ্ড, ২। গাড়ীর চাকা, ৩। ব্যাধিবিশেষ।

চাখা আস্বাদ গ্রহণ করা।

চাঙ্গ নাচা।

চালি ১। ঘরের বারেন্দা, ২। প্রতিমার চাল।

চাট ১। হুল, ২। বদলোকের আড্ডা।

চাদ্দ শ্রাদ্ধ। "কার চাদ্দ কে করে খোল কাইটা (কাটিয়া) বামন মরে।"

চাড়াল চণ্ডালজাতিবিশেষ। চাড়ালের বামণ শূদ্রের তুল্য।"

চাইল চাউল। "চাইল ডাইল এক জনের গৌরাঙ্গ আর একজনের।"

চাইঠ পশ্বাদির পদাঘাত। "যে গরু দুধ দেয় তার চাইঠও মিঠা।"

চামচিকা চর্ম্মচটিকা পক্ষী। "বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চামচিকা।"

চালুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট ছাকিবার পাত্র।

চাছা পরিষ্কার করা।

চালা খৈ হইতে ধান ছাড়াইবার ছিদ্রবিশিষ্ট বংশনির্ম্মিত পাত্র।

চাল ঘরের চালা।

চাইলতা টক ফলবিশেষ।

চান্দিনা ১। চন্দ্রাতপ, ২। জ্যোৎস্না।

চান্দি ১। মস্তকের শীর্ষভাগ, ২। ভাল রূপা।

চান্দসা ঘরের বাহিরের দিকের কোণ।

চারা ১। ক্ষুদ্রবৃক্ষ, ২। উপায়।

চাকতৈল কুষ্মাণ্ডাদির চক্রাকারে কর্ত্তিত অংশ।

চিপা ১। অপ্রশস্ত, ২। নিংড়ান।

চিমসা দুর্গন্ধ।

চিনা পরিচিত। "চিনা বামনের পৈতা লাগে না।" ২। শস্যবিশেষ।
"কারু নাম দীনবন্ধু কারু নাম দীনা
কেউ পায় ধানের ভাত কেউ খায় চিনা।"

চিতা ১। মৃতদেহসৎকারের স্থান, ২। বৃক্ষ-বিশেষ।

চিল পক্ষিবিশেষ, "কান নিল চিলে, চিলের পাছেই (পেছনেই) দৌড়।"

চিকা গন্ধমূষিক।

চিকণ সরু।

চিমটা আগুণ তুলিবার যন্ত্রবিশেষ।

চিমঠি অঙ্গুলিদ্বয়সংযোগে আঘাত।

চিকিচ্ছা চিকিৎসা।

চিক্‌মির চীৎকার।

চিরা খণ্ড করা।

চিথল চিতল মৎস্য। "মনে রইল এই দুখ নাটার গোটা দিয়া না খাওয়াইলাম চিথল মাছের বুক।"

চুন পানে খাওয়ার চুণ।

চুনা পাথর-চুণ।

চুইনা যে চুণ প্রস্তুত করে।

চুকা অম্ল। "ডৌয়া ডেফল যত চুকা নাইর ফল।"

চুড়া ১। কর্ণবেধ সংস্কার, ২। মন্দিরাদির অগ্রভাগ।

চুলা বৃহৎ উনান।

চুমা চুম্বন।
"আপোয়াতির পোলা (ছেলে) হল
চুমা খাইতে পোলা মইল।"

চুমুক পানীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ।

চুআর নববধূদের দন্তের নিম্নে ও জিহ্বায় ঠুকিয়া অপরের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য শব্দ।

চেঙ্গরা বালক বা বালিকা।

চেলা ১। মৎস্যবিশেষ ২। শিষ্য।

চৈর ১। লগি, খোচা দিয়া নৌকা চালাইবার বংশদণ্ড।
"আগে দিলে জলের ছিটা-
শেষে খায় চৈরের গুতা।"

চোচা মৎস্য বা কলাদির গাত্রাবরণ।
আগুণ কাটি জল কাটি তৃণ দেখি বিষ।
পাকা কলা কাটতে হইলে চোচা এড়াইয়া (ছাড়াইয়া) দিস্।"

চোট্টা ঠক।

চোনা পশ্বাদির মূত্র।

চোপারী চতুষ্পাঠী।

ছ

ছই নৌকার ছাদ।

ছচি অপবিত্র।

ছল ১। কপট, ২। প্রশ্ন।

ছড়ছড়ি ক্ষুদ্র যষ্টি।

ছর্‌কট গোলযোগ।

ছর্‌রা পায়ের অলঙ্কারবিশেষ।

ছাতা ময়লা।

ছাতি ছাতা, আতপত্র।

ছাওয়াল, ছাইলা পুত্র। "ছাওয়ালের বুদ্ধি গলায়।"

ছাগল পাঠী। "পাগলে বা না কয় কি ছাগলে বা না খায় কি।"

ছানা দুগ্ধের বিকার।

ছাকা ১। তলানি, ২। ছাকিয়া নেওয়া।

ছানি খড় ও খৈলমিশ্রিত গরুর খাদ্য।

ছান্দ আকার।

ছাপনি ঝাজড়া হাতা।

ছাতু শক্তু।
ছাল গাত্রচর্ম্ম। "ছাল নাই কুত্তার (কুকুরের) বাঘা নাম।"
ছাপ পরিষ্কার।
ছালট ভাটার বাহিরের অর্দ্ধ-দগ্ধ ইট।
ছালুন মুসলমানের তৈয়ারী ব্যঞ্জনাদি।
ছালুন চাখা কোন কার্য্যে নিবিষ্ট না হওয়া।
ছিদ্রি ছিদ্র।
ছিন্নি ভোগ।
ছিনাল অসতী।
ছিলছিল বেগে।
ছিলা ১। বস্ত্রাদির প্রান্তস্থ সূত্র, ২। ধনুকের গুণ।
ছুতা ওজর।
ছুই স্পর্শ করি।
ছুইলা ১। ছাল ছাড়াইয়া, ২। স্পর্শ করিলা।
ছেওয়া ছায়া।
ছেচা আঘাতদ্বারা নিষ্পেষণ করা।
ছেচ্ড়া অল্প প্রত্যাশী।
ছেন্দা ছিদ্র।
ছেব্লা বাজে বুদ্ধিবিশিষ্ট।
ছেম্ড়া বালক
ছেম্ড়ী বালিকা। "এক ছেমড়ীর নানা দোষ নাকের আগে বিষফোট।"
ছেও কাঠের গুঁড়ি।
ছোচা ধূর্ত্ত।
ছোপ ১। বংশাদির ঝাড়, ২। কলপ দেওয়া।

জ

জঞ্জাল আবর্জ্জনা।
জন সামান্য ব্যক্তি।
জটলা বৃথা আন্দোলন।
জরদ্গব অকর্ম্মণ্য।
জলছত্র পথিকদিগকে জলদান জন্য সত্র।
জব্বর বৃহদাকার।
জবান কথা।
জব জবাব।
জব্দ অপমানিত।
জমজমা জাঁকাল।
জড়ান ১। ভাঁজ করিয়া রাখা, ২। সংশ্লিষ্ট করা।
জলদোষ শোথ ইত্যাদি ব্যাধিবিশেষ।
জন্ম জন্ম।
জর জ্বর।
জইলা জলযুক্ত।
জাও স্বামীর ভ্রাতৃবধূ।
জাগা ১। জায়গা, ২। জাগরণ।
জালা ১। মাটীর বৃহৎভাণ্ড, ২। যন্ত্রণা, জ্বালা।
জাব ১। গরুর খাদ্যবিশেষ, ২। বেদনা-স্থানে পত্রাদি বেষ্টনপূর্ব্বক বন্ধন।
জাপ জপ।
জাকন নৌকায় পাটাতনের নীচে জিনিষাদি রক্ষার্থ বাঁশ ও ধারা দ্বারা প্রস্তুত স্থান।
জাবরা অস্পষ্ট।
জাজিম বিছানার আস্তরণ।
জাল্তি খড়াদি, যাহা দ্বারা সহজে আগুন জ্বালান যায়।
জাইলা মৎস্যজীবী।
জামিন প্রতিভূ।
জামির লেবুবিশেষ।
জাম্বুরা বাতাবি-লেবু।
জালি ১। কচি, ২। মৎস্য ধরিবার যন্ত্র-বিশেষ।

জাল ১। মৎস্য ধরিবার যন্ত্রবিশেষ, ২। আগুনে উত্তপ্ত করা, ৩। জালিয়তের কার্য্য।

জামাই কন্যাদির স্বামী "জামাই আইস্লে খাই ভাল, খরচে আঙ্গ ফাটে"

জাইত জাতি

জায় তালিকা

জাগীর জায়গীর

জাইরা জারজ সন্তান

জান্, জাহান শরীর

জিয়ল মৎস্যবিশেষ

জিয়ান বাঁচাইয়া রাখা

জিউনি মৎস্যশিকারী

জিড়ান বিশ্রাম

জিম্‌রা সঙ্কুচিত

জিজ্ঞাস জিজ্ঞাসা

জিগির লাঠিয়ালদিগের ধ্বনিবিশেষ

জিলিক বিদ্যুৎ

জিল উজ্জ্বলতা

জিম্বা হেপাজাত

জুনি জোনাকি "চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জুনির পাছে বাতি"

জুড়ান ঠাণ্ডা হওয়া

জুয়ান বলবান্

জুতি ১। দীপ্তি ২। মৎস্য মারিবার যন্ত্র

জুটি তুল্য

জুতিষ জ্যোতির্ব্বিদ্

জোছনা জ্যোৎস্না

জুইত সুবিধা

জুলি অপ্রশস্ত পথ

জেঠা পিতৃজ্যেষ্ঠ

জেঠী জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী

জেরবার অধঃপাতে যাওয়া

জোক জোঁক্

জোত ১। খামার, ২। রশ্মি

জোতা জুতা, পাদুকা

ঝ

ঝড়ি ঝড়, "ঝড়িতে পক্ষী মরে ফকিরের কেরামত বাড়ে"

ঝাড়ি নালবিশিষ্ট জলপাত্র বিশেষ

ঝাড়া ১। পরিষ্কার করা ২। মন্ত্রপূত করিয়া ব্যাধিমুক্ত করার চেষ্টা

ঝাপ বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত বেড়া

ঝাপ্‌টা বেগের সহিত হাওয়া আসা

ঝাপি বেত্রাদিনির্ম্মিত পেটিকা

ঝাজইর চাউলাদি ধৌত করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র। "ঝাজইর কম চালুন তোমার পাছায় বড় ছিদ্রি"

ঝাকা বংশাদিনির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র

ঝালা দেওয়া পিত্তলাদি বাসন পাইন দ্বারা মেরামত করা

ঝি ১। কন্যা। "ঝিকে মারিয়া বৌকে বুঝায়" ২। দাই, যে সন্তান প্রসব করায়

ঝিনই ঝিনুক

ঝিয়ারী পুত্র-শ্যালিকা অথবা কন্যার ননদিনী

ঝুলুন শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ যাত্রার একযাত্রা

ঝোপ ছোট গাছের বন। "ঝোপ বুইঝা (বুঝিয়া) কোপ দেয়"

ঝোল্ ব্যঞ্জনের জলীয় অংশ

ট

টগ্‌রা, টন্‌কা চালাক

টনক ১। টান—চৈত্র পূজায় গম্ভীরা উৎসব। "সন্ন্যাসীর মাথায় টনক পড়ে"

টল্‌টলা পরিষ্কার

টাক ১। চুলশূন্যতা, ২। তরল পদার্থ ওজন করিবার পরিমিত মাপবিশিষ্ট পাত্র, ৩। তাক, কুলুঙ্গী

টাঙ্গন শক্তিশালী ও বৃহৎ

টালা ১। তৈল মাপিবার আধার বিশেষ, ২। সমান করা

টিকারা ডঙ্কা

টিলা উচ্চস্থান

টিয়া পাখীবিশেষ

টিপ বিন্দু

টুটি ঘাড়

টুক্‌রি মাটী নেওয়া উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বংশ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্র

টেলা অগ্রপশ্চাৎজ্ঞানশূন্য।

টোপ মক্ষিকা চাকে অফুটন্ত মক্ষিকা

টোপ বর্শির সুতায় ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড

টোল পণ্ডিত মহাশয়ের চৌপাঠী

টোরা ছেলেপিলের কোমরের অলঙ্কারবিশেষ

টোকা নখাঘাত

টোক নদীর পাড়ের বাঁক

টেও অহঙ্কার

টেরা চক্ষুর মণির বক্রাবস্থান

টেম্‌টেমি ছেলেদের খেলিবার ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র বিশেষ

ঠ

ঠমক অহঙ্কার

ঠক্‌ প্রতারক "ঠক্‌ বাছতে গ্রাম উজার"

ঠকামি প্রতারকের কার্য্য

ঠাকুর পুরোহিত, দীক্ষাগুরু ও পাচক ব্রাহ্মণ ইত্যাদি

ঠাই জায়গা

ঠাটা বাজ

ঠাট জাক

ঠার ইসারা

ঠাণ্ডা শীতল

ঠাট্টা বিদ্রূপ

ঠাকুমা পিতামহী

ঠাইগরাইন ১। প্রতিমা ২। শ্বশ্রূ

ঠিক্‌না নির্দ্দিষ্ট স্থান

ঠিক খাটী

ঠিলা ক্ষুদ্র কলস

ঠেকা প্রতিবন্ধক

ঠেকার গর্ব্ব

ঠেলা ১। ধাক্কা, ২। অনাদর। "সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা"

ঠেঙ্গা বৃহৎ যষ্টি

ঠেঠাম বাক্‌বিতণ্ডা

ঠেটা যে অন্যায় তর্ক করে

ঠোটা মৎস্যের চোয়াইল

ঠোলা মৃৎহাড়ি বিশেষ

ঠুন্‌কা ভঙ্গুর

ঠুসা জলযুক্ত

ঠোসা অগ্নিজ ক্ষত

ড

ডগমগ ডুবা

ডর ভয়। "চুন খাইয়া মুখ পুড়ে দই খাইতে ডর করে"

ডঙ্কা টিকারা

ডইল সুগঠন

ডলা ঘর্ষণ

ডইটা উৎসন্ন দিয়া

ডাইল দাইল। "নাই নাই চাইল ডাইল খিচুরি পাকাও"
ডাকাইত দস্যু
ডাঙ্গর বৃহৎ
ডাল শাখা
ডালা বংশাদিনির্ম্মিত থালার আকার পাত্র-বিশেষ
ডালি ১। উপঢৌকন, ২। বংশাদিনির্ম্মিত পাত্র বিশেষ
ডালিম দাড়িম্ব
ডাস্ বৃহৎ মশক
ডাহুক ডাহুক পাখী বিশেষ
ডিঙ্গা ডিঙ্গি, ক্ষুদ্র নৌকা
ডিল গঠন
ডুলি বংশাদিনির্ম্মিত যান
ডুমা বস্ত্রখণ্ড
ডুইরা ডোরাবিশিষ্ট
ডুথি মৃৎপাত্রবিশেষ
ডোম জাতিবিশেষ
ডোল ধান্যাদিরক্ষার্থ বংশাদিনির্ম্মিত পাত্র-বিশেষ
ডোগা বৃক্ষ-লতাদির অগ্রভাগ
ডোরা কাপড়ের পাইড়

ঢ

ঢপ ১। কীর্ত্তনের অঙ্গবিশেষ, ২। রকম, ভাব (তুচ্ছার্থে)
ঢঙ্গ রকম
ঢাকা আচ্ছাদন
ঢাক বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
ঢাল ঢালু
ঢিপি উচ্চস্থান
ঢিমা ১। শক্ত, ২। পিণ্ডবিশেষ, ৩। গম্ভীর
ঢিল আল্‌গা
ঢিপাই বুদ্ধিমান্ (ব্যঙ্গভাবে প্রয়োগ) "ঢিপাই বিনা ধামরাই আঁদ (অন্ধকার) ঘুণে খাইয়া দিচে (দিয়াছে) পুরাণা চাঁদ
ঢেঙ্গা বড় (তুচ্ছার্থে)
ঢেইক উদ্‌গার
ঢেকী ঢেঁকী
ঢোড় ছিদ্র
ঢোপ বস্তা
ঢোলা আল্‌গা

ত

তকরার বাদানুবাদ
তক্তা কাষ্ঠফলক
তখন সেই সময়
তদন্ত, তখিত, তদারক, পর্য্যবেক্ষণ
তপ্ত গরম
তল্লা বংশবিশেষ
তফাৎ দূর
তামুক তামাক "পান তামুকে পিত্তনাশ, যদি করে বার মাস"
তামাল তমাল, বৃক্ষবিশেষ
তরকারী ব্যঞ্জন
তরমুজ ফলবিশেষ
তপ্ত গরম "মোটে,মা রান্ধে না তপ্ত আর পান্তা"
তলা তলদেশ
তল্লি মোট
তমু তবু
তরাস ত্রাস, ভয়
তরাল তলোয়ার

তারিপ প্রশংসা
তাইস শাস্তি
তা তাহা
তালি পট্টি
তাড়ি তালরস
তাক্ লাগা আশ্চর্য্য হওয়া
তাল ১। ফলবিশেষ ২। বাদ্যাদি বিষয়ে কালপরিমাণ
তাও ১। তাপ, ২। তাহাও
তামসা কৌতুক
তাম্বু পট-ভবন
তার ১। তাহার, ২। অলঙ্কারবিশেষ
তারিক তারিখ
তাইতা রশি
তাইলা তালু
তাঐ ভ্রাতা অথবা ভগিনীর শ্বশুর "মা মৈলে (মরিলে) বাপ হন তাঐ
তিতা তিক্ত
তিলেক ক্ষণকাল
তিষ্টা তৃষ্ণা
তিরসপর্শ ত্র্যহস্পর্শ
তিরদশী ত্রয়োদশী
তুচ্ছু সামান্য
তুইতা তুঁতে
তুফান ঝড়
তুরি যুগল নখের আঘাতে শব্দ
তুষ ধান্যাদির ত্বক্
তুষ্ট সন্তুষ্ট
তুরুটী ত্রুটী
তুড়মি তুবড়ি বাজিবিশেষ
তুল ওজন করিবার যন্ত্র
তেতইল তেঁতুল
তেনা জীর্ণবস্ত্রখণ্ড
তেলাচোরা তেলাপোকাবিশেষ
তেড়া বক্র
তোর্ তেজ

থ

থতমত হতবুদ্ধি
থইলা বস্ত্রাদি নির্ম্মিত থ'লে
থুবরা ১। বয়সানুরূপ বর্দ্ধিত না হওয়া, ২। যে কন্যার অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়
থোতা ১। চিবুক, ২ তোত্‌লা
থোক একুন
থোর কলার ফুল
থোপা গুচ্ছ

দ

দ দহ
দড় নিপুণ, বেশী "নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ দড়" আহার নিদ্রা রাগ বড়
দড়ি রজ্জু
দণ্ডব্য অভিবাদন
দাইদ দদ্রু রোগবিশেষ
দরদ ১। বেদনা, ২। মমতা
দরমা বেতন
দরকার আবশ্যক
দাতাল দন্তবিশিষ্ট হস্তী
দাগ রেখা
দাগরাজি পাকাবাড়ীতে ফাটা স্থান মেরামত
দাপট প্রতাপ
দাউইলা দেউলিয়া, গতসর্ব্বস্ব
দিগ দিক্। "জলে থাকেন কাছিম না চিনি দিগ্‌ পচ্ছিম (পশ্চিম)"
দিবা দ্রব্য

দিগল লম্বা "দিগল নাও (নৌকা) চুরি যায় না"

দীবান্বিতা দীপান্বিতা

দুষী অপরাধী

দুখ্‌খু ক্লেশ

দুরবস্থা, দুর্গতি, দুর্দ্দশা

দুগ্‌গম দুর্গম

দুগ্‌গা দুর্গা

দুদ্দিন দুর্দিন

দুন্নাম দুর্নাম

দুভিক্ষ দুর্ভিক্ষ

দুয়ার উঠান, আঙ্গিনা

দুয্যধন দুর্য্যোধন

দুব্বল দুর্ব্বল

দুভ্‌ভাগ্য দুর্ভাগ্য

এইরূপ অনেক "রেফ্" সংযুক্ত শব্দেরই 'রে'ফ লোপ পূর্ব্বক রেফের পরবর্ত্তী বর্ণ দ্বিত্ব ভাবে উচ্চারিত হয় এবং অনেক আদ্যক্ষরে "ঋ" ফলা যুক্ত শব্দ ঋ ফলা লোপে "ই" বর্ণযোগে উচ্চারিত হয়, যথা—দিষ্টান্ত (দৃষ্টান্ত), দিক্‌পাত (দৃক্‌পাত) ইত্যাদি

দ্রুপদী দ্রৌপদী

দুমুখা দুই মুখবিশিষ্ট

দেওয়া মেঘ

দেওয়াইল প্রাচীর

দেওর দেবর

দেউড়ী দৌবারিকের স্থান

দেশাল দেশে জাত

দেইল চড়কপূজার দল

দৈ দধি "পয়সা দিয়া খাই দৈ গোয়ালনী আমার কিসের সই"

দৈরাত্ব অত্যাচার

দৈহিত্র দৌহিত্র

দোখর গাত্রবস্ত্রবিশেষ

দোনা দুগ্ধ-দোহন করিবার মৃৎপাত্রবিশেষ

দোয়াইর মৎস্য ধরিবার বংশনির্ম্মিত ফাটক-বিশেষ। "ডোলে ধান দোয়াইরে মাছ কিসের ভাবনা সাত পাছ"

ধ

ধমক ভৎ‌র্সনা

ধইল্ল ধরলি

ধলা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট "দানাতে মানা নাই ধলা দ্রব্যে না নাই"

ধইরা ধরিয়া

ধাই দাসী, "নিজের থাকার নাই ঠাই বৌর সাথে আঠার ধাই"

ধাইত্ প্রকৃতি

ধামা বেত্রনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ

ধির্য্য ধৈর্য

ধুমা ধূম "কার বা গোয়াইল কে বা দেয় ধুমা"

ধোকা সন্দেহ

ধোবা রজক

ন

নর্দ্দামা নালা

নলক নাসিকাভরণবিশেষ

নবশাগ সদ্গোপ, কামার তাঁতী ইত্যাদি নবজাতি

নবাইন্ন নূতন অন্ন, পিতৃপুরুষোদ্দেশে উৎসর্গ করা

নব্বই নব্বই

নষ্টা ব্যভিচারিণী

নতুন, নয়া নূতন

নূপুর পদভূষণবিশেষ
নবিত্ত দেবোদ্দেশে নিবেদনীয় দ্রব্য
নগি নৌকা চালান জন্য বংশদণ্ড
নাইয়া যাহার নৌকা আছে, "নাইয়ার এক নাও (নৌকা) নিনাইয়ার সহস্র"
নাই নাভি
নাইড়া ১। চুলশূন্য; ২। যবন (উপহাসার্থে)
নাগেশ্বর নাগকেশর
নাট ডাক—"তেল কুড়ায় নাট বাড়ে"
নাতি পুত্র বা কন্যাদির পুত্র
নাতিন পুত্র বা কন্যাদির কন্যা
নাদা পশ্বাদির বিষ্ঠা
নাও নৌকা। "রাজার নাও পাহাড় দিয়া যায়"
নাইরকল—নারিকেল
নাসা নাসিকার ব্যাধিবিশেষ
নাল ১। মুখ নির্গত লালা, ২। পুকুরাদিতে জল গমনাগমনের পথ
নালি ১। দূষিত ঘা, ২। তামাক মাখিবার গুড়
নিয়র্ শিশির "নিয়রের জলে পেত্নী তুষ্ট"
নিড়ান ছোট জঙ্গল পাচন দ্বারা পরিষ্কার করা
নিত্যি ১। প্রত্যহ, ২। ওজন করার নিক্তি
নিদান শেষ সময়
নিদ্রালী ঘুম আনার ব্যবস্থা
নিমন্তন নিমন্ত্রণ 'বিবাদ গান নিমন্তন পরের বাড়ী জল"
নেগী নিয়োগী উপাধিবিশেষ
নিরস্ত থামা
নিরাকরণ মীমাংসা
নিরালা নির্জন
নুলা অবশাঙ্গ

নেইংটা হীন অবস্থা, "নেইংটার আবার বাট পারের ভয়"
নোয়া লৌহ

প

পঞ্চামিত্ত পঞ্চামৃত
প্যেটল পটোল
পর্দ্দানিশি কুলবধূ
পব্বত পাহাড়
পরী দেবযোনিবিশেষ
পরমান্ন পায়সান্ন
পশ্‌স স্পর্শ
পর্শী পরসী প্রতিবাসী
পসাদ প্রসাদ "আগে হাটুনী পসাদ বাটুনী বৌর ধাই। এ তিন কর্ম্মের কোন কর্ম্মেই যশ নাই॥"
পঞ্চপচার পঞ্চোপচার
পন্নয় প্রণয়
পরভাত প্রভাত
পল্লপ প্রলেপ
পহর প্রহর
পাতা ১। বৃক্ষপত্র, ২। কদলিপত্রের ভোজন পাত্র
পাছু পশ্চাৎ "কাণ নিল চিলে চিলের পাছেই দৌড়"
পান্থা জলে শিক্ত পর্য্যুষিত অন্ন "নুন আইন্তে (আনিতে) পান্থা ফুড়ায়"
পাত্র ১। বিবাহের বর ২। মদ্যাদি পানের পাত্র
পাত্রী বিবাহের কন্যা, 'বিবাহের সবই ঠিক পাত্রীই নাজাই"
পাটাপুতা শিল-নোড়া
পাটি এক প্রকার বৃক্ষবল্কল হইতে প্রস্তুত বিছানা

পাঠী ছাগল (স্ত্রী)
পানান দোহন
পানা জলের উপর ভাসমান শৈবাল
পায়া উচ্চপদ "ছোট লোকের যদি পায়া হয় বাপেবে তারা শালা কয়"
পারগ সমর্থ
পারিতুষিক পুরস্কার
পাইক প্যাদা
প্যাক কাদা
পাল ১। বায়ুসংযোগে নৌকা চালানের বস্ত্র-নির্ম্মিত পর্দ্দা ২। পশ্বাদির সংযোগ
পালা ১। তৌলকরণের পাত্র, ২। পর্য্যায়, ৩। পালন করা
পালান বাড়ীর সংলগ্ন ক্ষুদ্রায়তনের ভূমিখণ্ড
প্যালা ঠেকা দেওয়ার কাষ্ঠ
প্যাচা পেচক
পাসারী পাঁচসের
পিচুইটা শুষ্ক
পিছুলে স্খলিত হয় "হাতীরও পিছলে পাও সুজনেরও ডোবে নাও"
পিপৈল পিপ্পলী
পিলা ১। প্লীহা রোগ, ২। অর্দ্ধদগ্ধ ইট
পিরতিমা প্রতিমা
পিসী পিতার ভগিনী
পৃবীণ প্রবীণ, বৃহৎ
পৃতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞা
পিরদিপ প্রদীপ
পৃবিত্তি প্রবৃত্তি
পিণ্ডি পিণ্ড
পিঠা পিষ্টক
পিশাত্ পিশতাত
পুঞ্জি সংস্থান
পুজারি পূজক ব্রাহ্মণ
পুইষ বিকৃত রক্ত
পুটুলি দেবোদ্দেশে কিছু মানত করিয়া বাধা
পুন্না হালসনপ্রবর্ত্তনে উৎসব
পুষ্য দত্তক
পুরুইত পুরোহিত "পুরুইতেরই ভুরইত"
পেচাল অযথা বাক্যব্যয়
পেরাগ প্রেক
পেতি নগণ্য
পৈঠা সিড়ি
পৈথান শায়িতাবস্থায় লোকের পাদদেশ
পোয়ান ১। প্রভাত হওয়া "সেই রাইত (রাত্রি) পোয়ায় ফকিরের পরাণ যাইয়া" ২ অগ্নির উত্তাপ লওয়া
পোনা মৎস্য-শাবক
পোক্ত পরিপক্ক
পোলা ছেলে "কানা পোলার নাম পদ্মলোচন"
পোয়া ১। সেরের চতুর্থাংশ, ২। কদলী ইত্যাদি বৃক্ষের চারা গাছ
পোলাতী নবপ্রসূতা স্ত্রী
পোছা জিজ্ঞাসা করা

ফ

ফরমাইজ—ফরমাইস, "কামারের দোকানে ঢোলের ফরমাইজ"
ফতুর জেরবার
ফলার ১। দধি চিড়া ভক্ষণ (কাচাফলার), ২। লুচাদি ভক্ষণ (পাকা ফলার)
ফস্‌কা আলগা
ফালটু অসার
ফাত্‌রা ১। অসার, ২। কদলীবৃক্ষের শুষ্ক খোল

ফাল ১। লাফ্, ২। হালের অগ্রভাগ
ফাসফুস বিনা কথায় মিটমাট্
ফাপর শ্বাসবন্ধ হওয়া
ফারা ১। ছিন্ন, ২। রিষ্টি
ফিরি বেড়াই "তুমি হাট ডালে ডালে
আমি ফিরি পাতায় পাতায়"
ফেত্ ফেত্ অযথা বাক্যব্যয়ে উত্যক্ত করা
ফেন্টা নদী বা সমুদ্রের ফেনা
ফ্যান ভাতের ফেনা
ফ্যার তুলাযন্ত্রের অসমতা "ফ্যার ভাঙ্গ
ফ্যার ভাঙ্গ, নিবি কত আধছটাঙ্গ" (ছটাক)
ফেরব্বাজ শঠ
ফৈজদারী ফৌজদারী
ফৈরামী অল্প মূলধনে খরিদ বিক্রয়
ফৈজ ফৌজ
ফৈর পালক
ফৈলা চিতলজাতীয় ক্ষুদ্রায়তনের মৎস্য
ফোপ্রা ১। ফুস্ফুস্, ২। নারিকেলের ফুল

ভ

ভঙ্গি অঙ্গভঙ্গী
ভণিতা মুখবন্ধ
ভয়কার ভয়ঙ্কর
ভর্শা ভরসা
ভণ্ড কপট
ভরা ১। পূর্ণ, ২। লাগা "যার শত্রু পরে পরে
মোর গায় ধুলা না ভরে"
ভাও দর—"ঠাকুরবাড়ীর ভাত খাই
বাজারের ভাও জানি না"
ভাল্লুক ভালুক
ভাণ্ডারি খানসামা, ভৃত্যবিশেষ
ভাট স্তুতিপাঠক ব্রাহ্মণবিশেষ
ভাইট বৃক্ষবিশেষ
ভাইগ্না ভগিনীপুত্র
ভাইস্তা ভ্রাতুষ্পুত্র
ভায়রা শ্যালিকা-স্বামী
ভাসুর পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
ভাটি মলিন বস্ত্র ধৌতকরার জন্য সিদ্ধ করা
ভাল মানুষ ভদ্রলোক
ভাপি হান
ভুড়ি বৃহৎ উদর
ভূকা চৈত্রসংক্রান্তি সময় পাট্ঠাকুর (মহা-
দেব) পূজায় সংগৃহীত চাউল
ভোমা চক্ষুর পাতার লোম
ভোগা প্রতারণা
ভোন্দা নির্ব্বোধ

ম

মৈষ মহিষ "বাঘে মৈষে যুদ্ধ করে
নলখাগরা প্রাণে মরে"
মটুক মুকুট
মজিদ মস্জিদ "মোল্লার দৌড় মজিদ"
মণ্টব মণ্ডপ, হিন্দুদিগের উপাসনাস্থান
মন্তর মন্ত্র
মস্ত বড়
মরকী মারীভয়
মলন গরুদ্বারা ধান পাড়াইয়া বাহির করা
মরিচ লঙ্কামরিচ
মর্দ্দ পুরুষ—"টাকায় করে কাম
হয় মর্দ্দের নাম"
মটক চক্ষুর পাতা
মজন অতিরিক্ত পক্কতা
মথন রান্নাঘরে হাড়ি রাখিবার যন্ত্র
মাথট চাঁদা
মাচাঙ্গ, মাচি—তৈজসপত্ররক্ষার্থ বংশাদি-
নির্ম্মিত উচ্চস্থান

মামুলী বাৎসরিক প্রাপ্য
মাউইরা অল্পবয়সে যাহার মাতার মৃত্যু হয়
মাল্সা মৃৎপাত্রবিশেষ
মালাকার যে জাতি ফুলমালা জোগায়
মালী যে জাতি মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে
মায়না বেতন
মালকাছা মালকচ্ছ
মাথলা বাঁশবিশেষ
মাইসাত মাইসতাত "চোরে চোরে মাইসাত ভাই"
মাংঠান পিত্তলপাত্রাদিতে পাকের পূর্ব্বে মাটির লেপ দেওয়া
মিঠা মিষ্ট "যত গুর তত মিঠা"
মুণ্ড ১। মস্তক, ২। নিষ্পেষিত অন্ন
মুনুফা মুনাফা
মুখে দিকে "রণমুখে সিপাই বাড়ীমুখে বাঙ্গালী"
মুত মূত্র
মুচি চামার
মৈল্লা মৃতবৎসা-দোষযুক্তা স্ত্রীর সন্তান
মৈলে মরিলে—"থাকতে দেয় না ভাত কাপর মৈলে করে দানসাগর"
মোচ গোঁপ "গৌরমন (গৌরমোহন) ঠাকুর মোচও রাকচ (রাখিয়াছ)"

য

যথচিত যথোচিত
যুয়ান যুবা
যোগাল কার্য্যসম্পাদনে সাহায্য
যোত্র সম্পত্তি
যোমক যমজ

র

রান্ধা রন্ধন করা "যে রান্ধে সে কি চুল বান্ধে"
রতন বত্ন—"রতনেই রতন চেনে"
রাইশ রাশি—"কাঙ্গালের কর্কট রাইশ"

ল

লাগা দরকার হওয়া 'লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন"
লোম পশম "কম্বলের লোম বাছাই সার"
লাথি পদাঘাত "শ্বশুর বাড়ী মথুরাপুরী দিন দুই চারি পরে লাথি আব গুড়ি"

ব

বউ নববধূ, পুত্রবধূ
বগ বক
বখ্খিল কৃপণ "দাতা থিকা বখ্খিল ভাল যদি ত্বড়িত জবাব দেয়"
বচ্ছব, বছ্চ্ছুর বৎসব
বন্ধ আবদ্ধ
বর্ত্ত ব্রত "মায় ঝিয়ে বর্ত্ত করে যার যার বর সেই সেই মাগে"
বল্কা পাতলা
বল্লা বোল্তা "কল্লারে বল্লায়ও ডরায়"
বস্ বুড়ালাউর গলা কাটিয়া বিচি ফেলিয়া দিলে যে ভাণ্ড হয়
বল্দা বোকা
বাসী পর্য্যুষিত
বাঘা ব্যাঘ্রের মত
বাটা জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে শ্বশ্রূ যে জামাতাকে আশীর্ব্বাদ ও খাদ্যাদি পাঠন
বাগুণ বার্ত্তাকু
বাজা যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না
বাটপার ঠক
বাটনা পাকের জন্য বাটা মসল্লা "শালগ্রাম দিয়া বাটনা বাটে তুলসি পাতায় ডর"
বাওন, বামন ব্রাহ্মণ "আর রাজ্যে বাওন নাই কালীঠাকুর চিড়া খায়"

বাসুন বাসন

বাইড়া এড়ে "বাইড়া মইলে (মরিলে) গোয়াইল থালি"

বালু বালি

বারকস্ কাষ্ঠনির্ম্মিত থালাকৃতি পাত্রবিশেষ

বারুণ ঝাটা, সম্মার্জ্জনী

বারথি যে সমস্ত স্ত্রীলোক বিক্রয়ার্থ চাউল তৈয়ারী করে

বারা ঢেঁকি দ্বারা চাউল তৈয়ারী করা "ঢেকি স্বর্গে গেলেও বারা বানে"

বিয়াই বৈবাহিক "থাক্‌লে বিয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ হয়, না থাক্‌লে নিজের বাপের শ্রাদ্ধ হয় না"

বিকাল অপরাহ্ণ

বিটল রহস্যপ্রিয়, ধূর্ত্ত

বিচি আঠি, বিজ "আগুনে কাঠালের বিচির সম্বন্ধ"

বিটকাল ধূর্ত্ত, বিসদৃশ স্বভাবাপন্ন

বিয়া বিবাহ

বিয়ান ১। প্রসব করা, ২। প্রাতঃকাল "মামার ক্ষেতে (জমীতে) বিয়াইল গাই সেই সম্বন্ধে মামাতো ভাই"

বিয়াইন বৈবাহিকা

বিতিষ্টা অশ্রদ্ধা

বিষ্টি বৃষ্টি

বিলাই বিড়াল "এই বিলাই বনে গেলেই বন-বিলাই"

বিধির-বারুণ চোরকাটা

বিধ্‌বা বিধবা

বিচ্ছু দুষ্ট

বিগার আভিশয্য

বেইশ আচ্ছা

ব্যাহায়া লজ্জাহীন, বেহায়া এইরূপ আত্মক্ষরে "এ" স্থলে প্রায়ই আকার যুক্ত য ফলা মত উচ্চারণ হয়, যথা—বেগ স্থলে ব্যাগ, বেটা স্থলে ব্যাটা, বেলা স্থলে ব্যালা ইত্যাদি

বেগুন ব্যঞ্জন

বেসাত মূল্যবান্ দ্রব্য

বেজি নকুল

বেকর অসুবিধা

বেজার অসন্তুষ্টি "শাগ বেজার ভাল পাছু বেজার ভাল নয়"

বৈশাগ বৈশাখ

বৈষ্টম বৈষ্ণব

বৌ স্ত্রী, বউ। "ভাই ভাই ঠাই ঠাই বৌ কর্ত্তা সোনা খাই"

বোকা বাক্‌শক্তি রহিত "বোকার শত্রু নাই নির্ধনের আহিঙ্খা (আকাঙ্ক্ষা) নাই"

শ

শগুণ শকুন

শক্ত ১। সমর্থ, ২। কঠিন "শক্তের ভক্ত নরমের যম"

শঙ্ক শঙ্খ

শতরঞ্চি শতরঞ্চ

শরীল শরীর

শাগ শাক

শালা স্ত্রীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা

শালী স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী

শালগেরাম শালগ্রাম শিলা "শাল গেরামের আবার শোয়া বসা"

শামা শ্যামা

শিয়র শায়িত ব্যক্তির মস্তকের দিক্

শিয়াল শৃগাল "এক শিয়াল করলে হোয়া সব শিয়ালে করে হোয়া"

শূয়র শূকর

শুদ্দ্ পবিত্র

শুনা নির্জ্জন "অভ্যাসদোষ না ছাড়ে চোরে শুনা ভিটায় মাটি খোড়ে"

শোগ শোক

শোত ১। স্ফীতরোগ, ২। জলস্রোত

শোলা পাটের কাটি

শোচা জলশৌচ করা

স

সংক্রাইন্ত সূর্য্যাদির রাশ্যন্তরে গমন "মধ্য মাসে সংক্রাইন্ত"

সংসারী গৃহকার্য্যে অনুরক্ত

সটা ক্রোধী

সদবা সধবা

সতীন সপত্নী "নিম তিতা নিসিন্দা তিতা আর তিতা থর (খয়ের) সব থিকা (হইতে) বেশী তিতা দুই সতীনের ঘর"

সমুদ্দ্র সমুদ্র

সম্পক্ক সম্পর্ক "মামার শালা পিশার ভাই তার সাতে (সাথে) কোন সম্পর্ক নাই"

সামর্থ শক্তি

সাচিব্য সস্তা

সাদ ১। সাধ, ২। আস্বাদ

সামাই সহ্য

সাইদ সাধু "চোরের দশদিন সাইদের একদিন"

সিদা ১। ভক্ষণোপকরণ "ঘোষ-ঠাকুরের যেমন ক্ষিদা (ক্ষুধা) বোস ঠাকুরের তেমন সিদা" ২। সোজা "সিদা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না" (উঠে না)

সিপাই সিপাহি "নাক কাটা সিপাই"

সুগোল সহজ

সুরুঙ্গ সুড়ঙ্গ

সুই সূচিকা "চালুন বলেন সুই তোমার পাছে ছিদ্রি'

সেউত্তি, সেওত নৌকার জলসেচনপাত্র

সৈষ্ঠব সৌষ্ঠব

সোয়াগী আদরের পাত্রী "মা আমারে কয় না ঝি আমি বড় সোয়াগী"

সোয়ামী স্বামী

সোতা নালা

সোজে শোধ করে "যে দেবতা যেমনই বোঝে তার ধার তেমনই সোজে"

হ

হাগরা—আগরা ক্ষুদ্র কণ্টকযুক্ত ফলবৃক্ষ বিশেষ "হাগরা বনে খাটাস বাগ"

হেচি হাচি "সাপের হেচি বাইদায় চিনে"

হাইলা চাষা, যাহারা চাষ করে "খাইটা (খাটিয়া) মরে হাইলা চাসা সুরির ঘরে লক্ষ্মীর বাসা"

হাবাইতা যাহার অন্নকষ্ট ১। হাবাইতার দাতে বিষ" ২। দাদা বড় হাবাইতা পাতা কাটতে গিচে (গিয়াছে) দে দে আমাকে মাটিতেই দে

হাউস অভিলাষ

হাতুইড়া হাতুড়িয়া

ক্ষ

ক্ষেমা ক্ষমা

ক্ষ্যান্ত বিরত

ক্ষোমা ভূত্‌ভুতে

শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন

বগুড়া জেলায় প্রচলিত কতিপয়

প্রাদেশিক শব্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য। —স্থানীয় অধিবাসিবর্গের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। সুতরাং হিন্দুর ও মুসলমানের ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে ইতরবিশেষ আছে। এখানে সে পার্থক্য দেখান হয় নাই।

এই শব্দসংগ্রহে "য" ফলা আকারসহ "অ্যা" ভাবে উচ্চারিত হইবে। বাঙ্গালায় সাধারণ ভাবে উচ্চারিত "য্যা" ভাবে উচ্চারিত হইবে না।

বগুড়া — সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রদেশ প্রচলিত

১। আথ্‌লা, রাথ্‌লা — বাটা (কলিকাতা); রায়েক (খুল্‌না) টা'টকেনী (ঢাকা); রায়ফল, রা'রথড় (বরিশাল।)

২। আ'ড় — আ'ড়

৩। ইচা — চিংড়ি (কলিকাতা); চিংড়ে (খুল্‌না) ইচে, ইচা (ঢাকা, বরিশাল)

৪। ইল্‌শে, ইলিশ — ইলিশ (কলিকাতা)

৫। এ্যালং — এলেঙ্গা (খুল্‌না) অনেকটা "বাটা" জাতীয় মৎস্য

৬। কই — কই (সর্ব্বত্র)

৭। কচা — ছোট শিলিন্দা মৎস্য অর্থাৎ চাইন জাতীয় এক প্রকার মৎস্যের ছোট অবস্থার নাম

৮। ক'রতী — গাঙখয়রা, গাঙখল্‌সে (খুল্‌না) চাপ্‌লে (ঢাকা, বরিশাল) খয়রা (কলিকাতা)

৯। কাউঠা ইচা — কালরঙ্গের চিংড়ি

১০। কাঁ'থ্‌লা — কাথ্‌লে (খুল্‌না) অনেকটা শাদা বর্ণের গোল চিকণ লম্বা মাছ, লম্বা ঠোঁট আছে

১১। কাতল্‌ কাত্‌লা — কাত্‌লা (প্রায় সর্ব্বত্র)

১২। কানচ্‌ — শিঙি, জিয়ল, শিং (খুল্‌না, বরিশাল ও ঢাকা)

১৩। কালীবাওস — রোহিত জাতীয় একপ্রকার ঈষৎ কালরংয়ের মৎস্য, খুব বৃহৎ হয় না

১৪। কুঁচে — প্রকৃত মৎস্য নহে, সর্পজাতীয় জীব, অনেকটা মেটে রং। ভদ্রলোকে বেশী খায় না। খুল্‌নায়ও এই নামে পরিচিত

১৫। কাজ্‌লী — বাঁশপাতা একপ্রকার বোয়াল জাতীয় অতি ক্ষুদ্র মৎস্য

১৬। খরসল্লা — মুরলী খরসুল্লা (খুল্‌না) জলের উপর ভাসিয়া চলে, চক্ষুগুলি খুব উজ্জ্বল

১৭। খ'ল্‌সে — চোপড়া খয়রা (খুল্‌না)

১৮। গচী — ক্ষুদ্র বাইনজাতীয় মৎস্য

১৯। গাগর — একজাতীয় বড় টেংরা

২০। গজার — গজাল (খুল্‌না) শ'লজাতীয় মৎস্য, গায়ে এক প্রকার তারকাচিহ্ন আছে

২১। গুজে — রিঠে ট্যাংরা (খুল্‌না)

২২। ঘাড়কা'তে — একজাতীয় চেলা মৎস্য

২৩। ঘা'ড়ো — ছোট পাঙাস

২৪। ঘুণে — একজাতীয় ক্ষুদ্র ট্যাংরা

২৫। চাঁদা — চাঁদা (সর্ব্বত্র)

২৬। চিতল্‌ — চিতল (সর্ব্বত্র)

২৭। চুঁচ্‌ড়ো ছোট মাছের সাধারণ নাম
২৮। চাপিলা চেলা
২৯। চন্দনীবাওস একটু সাদা রংয়ের বাওস (কালীবাওস)
৩০। চাকর এক প্রকারের ছোট মৎস্য
৩১। চাং, ছলা খেলো টাকী (খুল্‌না) শ'লজাতীয় ছোট মৎস্য, মুখের নীচে নীল সবুজ রংয়ের আভা আছে
৩২। চা'তেন শাটী টাকী, গড়ই টাকী (খুল্‌না) শ'লজাতীয় ছোট মৎস্য
৩৩। জাউর, জাওড় একজাতীয় ছোট মৎস্য, অনেকটা বাটা মৎস্যের ন্যায়
৩৪। ট্যাপা ট্যাপা (খুল্‌না) ছোট মৎস্য, ইহার মুখে ফু দিলে ফুলিয়া উঠে, তখন জোরে আঘাত করিলে শব্দ করিয়া ফুটে
৩৫। ট্যাংরা ট্যাংরা (সর্ব্বত্র)
৩৬। তিত্‌পুঁঠী খুব ছোট পুঁঠী
৩৭। দা'ড়্‌কে একজাতীয় ছোট মৎস্য
৩৮। দারি, বউ একজাতীয় হরিদ্রারঙ্গ-চিত্রিত ছোট মৎস্য
৩৯। ধ্যাঙ্কা ভ্যাদা, রয়না (খুল্‌না) না'ন্দল (ঢাকা) ভেট্‌কীজাতীয় ছোট মৎস্য
৪০। নওলা ছো রোহিত
৪১। না'ন্দেল রোহিতজাতীয় একটু দুর্গন্ধ-পূর্ণ মধ্যমাকারের মৎস্য
৪২। না'প্তেনী একজাতীয় খুব ছোট পুঁঠী
৪৩। পবা, পব্‌তা পাব্‌দা (খুলনা) পায়বা (ঢাকা) বোয়ালজাতীয় ছোট মৎস্য
৪৪। পাতাসী একজাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য
৪৫। পুঁয়ে খুব ছোট বাইন
৪৬। পাঙ্গাস্‌ পাঙ্গাস (সর্ব্বত্র)
৪৭। পাথরচাটা একজাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য
৪৮। প্যাচচকো পুকুরে ভাসিয়া বেড়ায় এবং খুব উজ্জ্বল বর্ণের ছোট মৎস্য
৪৯। পুঁঠী পুঁঠী (সর্ব্বত্র)
৫০। ফলী ফলই (খুলনা) চিতলজাতীয় ছোট মৎস্য
৫১। পোণ, পোনা মাছের খুব ছোট বাচ্চা
৫২। ফা'ড়ে ছোট চিতল
৫৩। বাচা বাচা (সর্ব্বত্র)
৫৪। ফ্যাসা ফ্যাসা (প্রায় সর্ব্বত্র) এই মাছে কাঁটা খুব বেশী
৫৫। বা'ম্‌ বাইন
৫৬। বাগাড় আড়জাতীয় খুব বৃহৎ মৎস্য, ওজনে প্রায়ই ১ মণ ১॥০ মণ হয়
৫৭। বাট্‌কে বাটকে (সর্ব্বত্র)
৫৮। বা'লে বেলে (কলিকাতা) বা'লে (অন্যান্য স্থানে)
৫৯। ভাঙ্‌না বাটাজাতীয় মৎস্য
৬০। ভুকঙ্গা ছোট রোহিত, বিলে জন্মে
৬১। বোয়াল বোয়াল (সর্ব্বত্র)
৬২। ভেউস এক জাতীয় আড়
৬৩। মহাশ'ল রোহিত জাতীয় বৃহৎ মৎস্য
৬৪। মাগুর মদ্‌গুর, মজ্‌গুর (খুলনা)
৬৫। মাছ মৎস্য
৬৬। মীর্‌কে মৃগেল (প্রায় সর্ব্বত্র)
৬৭। মোয়া মৌরল্লা (কলিকাতা) মায়া (খুলনা)
৬৮। রুই রোহিত
৬৯। শ'ল শ'ল (প্রায় সর্ব্বত্র)
৭০। শঙ্কর শঙ্কর (সর্ব্বত্র)
৭১। সেরলপুঁঠী একজাতীয় পুঁঠী, সরপুঁঠী
৭২। রিঠ্যা একজাতীয় টেংরা
৭৩। শিলং শিলিন্দে (খুলনা)

৭৪। সুবন্নখড়্কে সুবনখড়কে চুণা মৎস্য, খুব ছোট এক প্রকারের মৎস্য

তরকারীবর্গ

১। আ'ঠে থোড় (খুলনা) কলাগাছের ভিতরের শাঁস

২। আনাজ ছিম (খুলনা) শিম

৩। আলু আলু

মাছ আলু মেটে আলু। মা'টে আলু (খুলনা)

শ্যাঁকা আলু সাদা আলু (খুলনা) শাকর-কন্দ আলু

শাঁক আলু ঐ

৪। ওল্ ওল্

৫। কচু কচু

নারকোলী কচু

বয়া কচু; কচুর বই কচুর মুখী (খুলনা)

সোঁলা কচু গুড়ি কচু (খুলনা)

জোঁকা কচু

৬। কুম্‌ড়্যা চালকুমড়ো (খুলনা) চুণা কুমার (ঢাকা) কুষ্মাণ্ড

৭। কঁ'ল্লে করলা, উচ্ছে

৮। কদর কুসী (খুলনা) রে-ফ (ঢাকা) গোশৃঙ্গ

৯। কাঁকরোল কাকরোল

১০। কাঁচাকলা কাঁচাকলা

১১। কদু লাউ (খুলনা) অলাবু। মুসলমানেরা প্রায়ই এই শব্দ ব্যবহার করে

১২। আনাজী কচু একজাতীয় কচু, খাইতে খুব সুস্বাদু। পাতা, ডাঁটা, মূল সমস্তই খাওয়া যায়

১৩। খোক্‌সা ডুমো'র (খুলনা) ডুম্বুর

১৪। গাবথোড় থোড়

১৫। গোঁজা আলু খুব বড় হয়,

বাদুরে আলু

ছুতরে আলু একটু বিজল বিজল আলু

১৬। ছাচি লাউ অলাবু

১৭। ছিম শিম্

সউলপোণা, জামাই পুলি ছোট

ঘেরতকাঞ্চন খুব বড়, সময়ে ১ হাত লম্বাও হয় এবং খাইতে মিষ্ট স্বাদ

১৮। কালাই বরবটী

১৯। ঢ্যাড়া ঢ্যাড়স ঢেড়স

২০। তিত্‌ধূমা তিক্ত পরলা

২১। ধূমা পোড়োন (খুলনা)

২২। তরই ঝিঙ্গে (খুলনা)

২৩। থোড় কলার ফুল, মোচা

২৪। পোটোল পোল্লা পটোল

২৫। বাগুন বেগুন বার্ত্তাকু

২৬। বিলাতী বিলেতীলাউ, কুমড়া, মিষ্টকুমড়া, মিঠা কুম্‌ড়ো (খুলনা)

২৭। সোনা কুমড়্যা ঐ

২৮। বিলাতী বাগুন

২৯। বরবটা

৩০। ভাদা'ল থোড়, ভিতরের শাস

৩১। মোচা কলার ফুল

৩২। মূলা

৩৩। সাজ্‌নে সজ্‌নে শজিনার খাঁড়া

৩৪। রাইখঞ্জন না'জনে বারমাস হয়

৩৫। মান মান কচু

ফলমূলবর্গ।

১। অনুপম কলা শব্‌রীকলা (খুলনা)

২। আনারস আনারস

৩। আঠাকলা দয়াকলা (খুলনা) বিচেকলা

৪। আম্‌ড়া,

৫। আম্ আম্র

দাগা আম, মিষ্ট আম, ভাল আম
৬। কুশা'র, আখ (খুলনা) ইক্ষু
৭। কেশুর শাক আলু, জলপানি আলু
৮। করঞ্জা
৯। কামরাঙ্গা
১০। কাঁঠাল
১১। কাগজী কাগজী লেবু
১২। কাগজা পাতিলেবু জাতীয়
১৩। কদবেল্ কপিথ
১৪। ক্যারালী করালী কচি আম
১৫। কালার কাঁদ কাঁদি
১৬। খোঁচা পদ্মের ফল
১৭। খিরা খিরই
১৮। খাজুর খেজুর
১৯। গোঁড়া জামির গোঁড়া লেবু, অপকৃষ্ট কমলাজাতীয়
২০। গাব
২১। চিনিচাম্পা চাঁপাকলা
২২। চাল'ত্যা চালতা
২৩। কলা—ছাচি, বনবীর, মনুয়া, জিল, ছাচি, মনোহরা, মদনা, লম্বির কলা (খুলনা) দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়
২৪। কলার ছড়ি পাশান, এক সা'রে যতগুলি হয়
২৫। জলপাই
২৬। জাম
২৭। জামির লেবু
২৮। ডালিম দাড়িম্ব
২৯। ডেউয়া ডউয়ো (খুলনা) এক প্রকার অসম আলায়বিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণের কর্কশ আবরণযুক্ত কোমল টক ফল
৩০। তরমুজ
৩১। তেঁতুল
৩২। তাল
৩৩। নেওয়া আতা
৩৪। নোনা
৩৫। পানে'ল
৩৬। পেঁপ্যা পেপে। ফেপো (খুলনা) পোম্বা (বরিশাল)
গাছতরমুজ ঐ
৩৭। বরি, বরই, বো'র কুল, বদরী
৩৮। বাদামী বাদাম, বাতাপী লেবু; জম্বুরা লেবু (খুলনা) ছোলঙ্গ (যশোহর)
৩৯। ব্যাল্ বেল, বিল্ব
৪০। বনবরী বঁইচ; ডুমব'র, বু-জ (খুলনা)
৪১। ভ্যাঁট না'লের ফল; ট্যাপ (খুলনা)
৪২। বাঙ্গী ফুটী
৪৩। মখুর একজাতীয় লেবু
৪৪। মুছি কাঠালের কুশি, কচি অবস্থা
৪৫। মো'ল আম্রমুকুল, বো'ল (খুলনা)
৪৬। লট্কো নটকো লটকনা, ক্ষুদ্র ঈষৎ অম্লস্বাদের ফল
৪৭। শররী পেয়ারা, গ'য়ে (খুলনা)
৪৮। শিঙাড় পানিফল
৪৯। শোয়াঁস শস্য
৫০। হরিফল হল্বানড়ি, একপ্রকার বেশী অম্লফল
৫১। ক্ষীরপাই

শাকবর্গ

১। পালঙ্
২। খুড়্যা ডাঁটার শাক
৩। লাফা বড় পাতাওয়ালা
৪। বথ্যা ব'থো (খুলনা)
৫। ঢেঁকা ঝুকড়ী ঢেকী (খুলনা)

৬। চুকাই অম্লস্বাদের
৭। চৌয়াল আস্বাদ পালং শাকের ন্যায়
৮। পদিনা পুদিনা
৯। আমরুল আমলি আমরুল।
১০। ঢোলমামুদ থানকুনি (খুলনা)
১১। গিমা গিমে (খুলনা)
১২। হেলাঞ্চা হিঞ্চে
১৩। কলমী কলুম, কলম্বী
১৪। পুঁই পুতিকা
১৫। নোনটা খুব ক্ষুদ্রজাতীয়।
১৬। সলুপ শলুফা
১৭। নিদালি শুষনী। ইহাতে নিদ্রালুতা জন্মায়
১৮। কণ্ঠ্যা
১৯। পূর্ণিমা পুনর্ণবা
২০। গন্ধভাদাল
২১। ডাঙ্গা ডাঁটা

পুষ্পবর্গ

১। গ্যাঁদা গাঁদা
২। কানশিষা, দণ্ডকলস, দাঁড়কা } দ্রোণপুষ্প, দোরোণ ফুল (খুলনা)
৩। বেলি
৪। সন্ধ্যামালতী সন্ধ্যামণি (খুলনা) সন্ধ্যাবেলায় প্রস্ফুটিত হয়
৫। ওড়জবা
৬। গুপীকাঞ্চন
রক্তকাঞ্চন,
শ্বেতকাঞ্চন
৭। বকুর
বকু
৮। গোলাপচি, গুলাপচি, গোলকচাঁপা (খুলনা) অথবা গোলাপচাঁপা। সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষে জন্মে, যখন ফুল হয়, তখন গাছে প্রায়ই পাতা থাকে না
৯। নীলকণ্ঠ
১০। চিনিকদম
১১। সমী
১২। দ্বিপুরে চণ্ডী দুপ্রহরে প্রস্ফুটিত হয়
১৩। সামালিকা শেফালিকা, শিউলী, শিয়েলী (খুলনা)
১৪। ঠনঠনিয়া অতসী শুষ্কদলে ঠন্ ঠন্ শব্দ হয়
১৫। মুচিকাঞ্চন মুচুকুন্দ

বৃক্ষবর্গ

১। পিতরাজ রয়না (খুলনা) ফলের বীচি হইতে জ্বালানী তৈল হয়।
২। ভ্যান্না ভ্যান্না (খুলনা) রেড়িবৃক্ষ
৩। ক্যান্দড়া কেন্দে, একপ্রকার বেড়ার গাছ, বাগ্‌ভেরেণ্ডা
৪। মিশিগাড়ী একপ্রকারের বেড়ার গাছ
৫। কড়ই, ভাট্‌কড়ই, সৃষ্টিকড়ই
৬। হাগড়া হাগড়া (খুলনা)
৭। লাটা কুন্দুলে (হাওড়া)
৮। জিগা জিয়েলী (খুলনা) এই বৃক্ষ হইতে আঁটা পাওয়া যায়।
৯। খাজুর খর্জ্জুর
১০। বিদি,
ওকড়া ওকড়া, শিয়েলকাটা (খুলনা) উকুনে, কাপড়ে প্রায়ই লাগে।
১১। বিন্না বেনা, উশীর

শস্যবর্গ

১। মান সরিষা, স প

২। চা'ল চাউল

উষ্ণা ড্যামো সিদ্ধ

আতপ আতপ

৩। কালাই শিম্বিজাতীয়

ঠাকুরী কালাই ঠিকুরীকলাই (খুলনা)

মাষকালাই

৪। বুট ছোলা

৫। আটুল অড়াল অড়হর।

৬। ছুঁটীকালাই মশুর

৭। বোরা কালাই

৮। ধান

বোরা বৈশাখমাসে কাটা হয়।

উড়ি

আউষা transplanted আউষ আশ্বিন মাসে কাটিতে হয়।

পাতাড় কাতাড় নদীর ধারে ছিটাইতে হয় ও আশ্বিনমাসে কাটা হয়।

৯। পেড়া যব

১০। ঘোয়াড় ভুট্টা

১১। গাছমরিচ পত্যা মরিচ, লঙ্কা।

১২। পৈঁজ পেয়াজ

১৩। কালাই জিরা, কাল্যা জিয়া কালজিরা

১৪। খ'ল, মতিচুর খইল

খাদ্যবর্গ

১। হুড়ুম একজাতীয় চিড়া ভাজা

২। কানমলা, মলা, ঝুরি চাউল ভাজিয়া প্রায় ½ হাত লম্বা করা হয়।

৩। মুড়কি উথড়া গুড়ের মুড়কি

৪। সেঁউই চাউল গুঁড়া করিয়া সরু সরু করিয়া তৈয়ার করা হয়। মুসলমানেরা ঈদের সময় ভোজন করে

৫। পাটিজড়া পাটীসাব্‌ডা পিঠে (খুলনা)

৬। ধাবড়ীপিঠা চিতৈ (খুলনা) আস্‌কে

৭। চাপোড়ঘন্ট সর্ব্বপ্রকারের, তরকারী কুচি কুচি করিয়া কুটিয়া ডাইলের বাটা চাপটী করিয়া তদ্দ্বারা যে ঘণ্ট রান্না হয়

৮। কটকাঠ্, চাউল ও গুড় দিয়া তৈয়ার হয়

৯। হিঁদল বা সিদল মংস্য ও কচুর গাছ একসঙ্গে ঢেকিতে কুটিয়া শুকাইয়া সেঁকিয়া তৈয়ার করে

১০। ঢুরা, কাঠা শক্ত আবরণবিশিষ্ট কচ্ছপ

১১। কাছিম নরম আবরণযুক্ত কচ্ছপ

১২। ছিম অন্যজাতীয় কচ্ছপ।

পরিমাপবর্গ

১। খাদা } ১৬ পাখী

২। পাখি } ৩০ কানি

৩। কানি ৯ হাত ৯ অঙ্গুলী

৪। ওয়াল ৭৫ হাত + ৭৫ হাত

৫। পণ ১/৬ ওয়ান

৬। হালি ৪ বা ৫ টায়

৭। বাইশা ২৪ বা ৩০ টা

৮। বিড়া ৮০ টা

তসি ৮ বিড়া

পোয়া (পান) ৪ তসি

কুড়ি ৪ পোয়া

৯। কাঠা ৬ হইতে ৭ সের ওজনে হয়

বিশ ২০ কাঠায়

১০। খাদি ৩ হইতে ৫ সের ওজনে হয়

১১। পুটি ১৬ মণ দান
কাচাগুপারী
গা ১০ টায় (খুলনায় ১১ টায় ঘা)
বিশ ২০ গায় (খুলনায় ২১ ঘায় ১কুড়ি)
পুটি ১৬ বিশে

কুটুম্ববর্গ

১। ব'স্তা ভগিনীপতি
২। ঠাকুরদাদা পিতামহ এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর
৩। আজাই মাতামহ
৪। আজি মাতামহী
৫। সোদ্দর সহোদর
৬। বিয়াই বৈবাহিক, এবং ভগিনীপতির ভ্রাতা, অথবা ভ্রাতৃবধূর ভ্রাতা
৭। বউ বধূ
৮। ভা'স্তে ভ্রাতুষ্পুত্র
৯। ভাস্তী ভ্রাতুষ্পুত্রী
১০। ভাতিজা ভ্রাতুষ্পুত্র
১১। ভাবী বড় ভ্রাতৃবধূ।
১২। কার্য্য, প্রয়োজন বিয়া বিবাহ।
১৩। চ্যাঙ্গড়া বালক
১৪। ছুড়ী বালিকা
১৫। ভাউজ ভ্রাতৃবধূ
১৬। শাউড়ী শাশুড়ী

বিবিধ

১। চ্যারা কেঁচো, মহীলতা
২। ঘোঙট ঘোমটা
৩। সড়ক বড় পথ
৪। আ'গনে অঙ্গন, উঠোন (খুলনা)
৫। খুলী প্রাঙ্গণ বাহিরের
৬। খানকা বৈঠকখানা
৭। পুঁথি পুস্তক
৮। বক্‌রী, হালে'ন ছাগী
৯। বিলি, বিলাই বিড়াল
১০। কুত্তা কুকুর
১১। শিয়াল শৃগাল।
১২। গোমা গোক্ষুর সাপ
১৩। আলাদ কেউটে সাপ
১৪। এনি হেলে সাপ
১৫। ঘরমোয়ানী
১৬। শা'নকানি শঙ্খিনী
১৭। উচ্‌রুঙ্গ তৈলপায়ী
আরশুলা „
তেলচাটা „
তেলাচোরা „
১৮। পিপ'ড় পিপীলিকা
১৯। মাজুল অর্দ্ধ লাল অর্দ্ধ কাল ডেঁয়ে পিপ্‌ড়ে, কামড়াইলে খুব যন্ত্রণা হয়।
২০। ডাই ডেঁয়ে পিপ্‌ড়ে
২১। ছাওয়াল (উভলিঙ্গ)
২২। ব্যাটা পুত্র
২৩। বোল্লা বোলতা
২৪। খুলু মুসলমান, তৈলিক
২৫। কাউয়া কাক
২৬। সারক শালিক
পোড়াসারক
গাঙসারক
২৭। শকনী, শকুন গৃধ্র
২৮। গিন্নীশকুন গৃধিনী
২৯। গুহুরকালী একজাতীয় পক্ষী
৩০। কোড়াল ঐ
৩১। পাউয়া ঐ
৩২। ফেচ্‌কা ফিঙ্গে

৩৩। দোয়ালকা দয়েল দ'য়েল
৩৪। মধুচোষা একজাতীয় পক্ষী
৩৫। মেলা করা যাত্রা করা
৩৬। কুণ্ঠী কুঠী কোথায়?
৩৭। খাড়ী ক্ষুদ্র জলপথ
৩৮। গাড়ী জোলা
৩৯। মচ্ছকূপ মৎস্য ধরিবার কূপ
৪০। দল, দাম, ধাপ পুকুর কি বিল-জলের উপর হয়
৪১। মরছা মড়া নদী
৪২। হালট গ্রাম্য পথ, গরু যাইবার রাস্তা
৪৩। পাচ্চী গরু তাড়াইবার যষ্টি, পাচনী
৪৪। পাঁউস সার, গোবরসার
৪৫। চ্যাগার, চ্যাকার বেড়া
৪৬। কোয়া'ড় ঝাঁপ বাঁশের দরজা
৪৭। আ'লে যে পাত্রে আগুন রাখা হয়
৪৮। আখা চোকা, চুল্লী
৪৯। খড়ি জ্বালানীকাষ্ঠ
৫০। ডিবা কেরোসিন তৈলের প্রদীপ,
৫১। মল্লিকা মাটির প্রদীপ
৫২। গাছা আলো রাখিবার স্তম্ভ। মাটী বা কাষ্ঠনির্ম্মিত
৫৩। পিঁড়ে বারান্দা
৫৪। শিথান শিয়র
৫৫। প'থা'ন পায়ের দিক্
৫৬। নটী, খান্‌কী বেশ্যা
৫৭। ফ্যাট্টা বেশী কথা বলিয়া মুখে যে ফেনা জন্মে
৫৮। পিয়ান জামা
৫৯। সেপাট Shol
৬০। বকা গালাগালি
৬১। চোয়া পরিষ্কার, প্রশস্ত Sheet of water
৬২। আড়া জঙ্গল
৬৩। থোপ গুচ্ছ clump
৬৪। টুঁই টুই, মটকা, চালের ঊর্দ্ধদেশ
৬৫। টুই মটকান চালের মাথা ছাওয়া
৬৬। শিঙোট পাটখড়ি পাটের মধ্যের যষ্টি
৬৭। টাক্ তাক কুলুঙ্গি।
৬৮। ভাঁটা ইটের পাজা
৬৯। পা'ট কৃষাণ
৭০। বিছনকাচা ধান্যের চারা জন্মাইবার স্থান
৭১। জাঙলা লতা উঠাইবার মাচা
৭২। বাঁজা বন্ধ্যা
৭৩। কাতর পীড়িত
৭৪। আলোক্‌করা উঁচু করা।
৭৪। চ্যারাগ আলো
৭৫। পিন্ধা পেন্ধা পরিধান করা
৭৬। ডুঙ্গী দইয়ের ছোট ভাঁর
৭৭। দক্ তেজ
৭৮। পারো'স ভাত বাড়িয়া যে দেওয়া হয়

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত

১৮শ সাংবৎসরিক অধিবেশন

১২ই শ্রাবণ, ১৩১৯, ২৮শে জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক-উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—(ক) কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার বি এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সহায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রদত্ত মূর্ত্তি, ইষ্টক, গোলা, চিত্র প্রভৃতি, (খ) শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গা-নারায়ণ সেন শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, ৫। পুরস্কার ও পদক বিতরণ, ৬। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত শিবব্রত সামরত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় বেদাচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত মিঃ ই, বি, হাভেলের তৈলচিত্র, ৭। সভাপতির অভিভাষণ, ৮। অষ্টাদশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ৯। আগামী বর্ষের বজেট, ১০। 'বান্ধব' নিয়োগ, ১১। বিশিষ্ট সদস্য নিয়োগ, ১২। আজীবন-সদস্য নিয়োগ ১৩। অধ্যাপক-সদস্য নিয়োগ, ১৪। সহায়ক-সদস্য নিয়োগ, ১৫। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ, ১৬। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠন, ১৭। শোক-প্রকাশ—মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্ব-ভৌম, রায় শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর, যদুনাথ বরাট, গিরিশচন্দ্র রায়, মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল্, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বি এল্ ও সুন্দরলাল জহুরীর পরলোকগমনে।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ ডি,

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী
,, বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি
,, দীনেশচন্দ্র সেন বি এ,
,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
,, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মিত্র
,, কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
,, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
,, পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্
,, ইন্দুভূষণ সেন, ব্যারিষ্টার

শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, রাখালরাজ রায় বিএ (বর্দ্ধমান)
,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ
,, তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
,, গৌরহরি সেন
,, বাণীনাথ নন্দী
,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
,, কালীপদ বসু বি এল্ (মীরাট)
,, রামগতি মুখোপাধ্যায়
,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
,, আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবিশ
,, দুর্গাদাস ত্রিবেদী
,, মাণিকলাল জহুরী
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
,, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
,, নির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, অভাষচন্দ্র ঘোষ
,, সতীশচন্দ্র মিত্র
,, ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
,, কেদারনাথ মিত্র
,, ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বসু এল্ এম্ এস্
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
,, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, মনোরথ রায় বি এ
,, প্যারীলাল ঘোষ এম্ এ, বি এল্ (মেদিনীপুর)
,, অমরেন্দ্রলাল গুপ্ত

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
,, চণ্ডীচরণ দে
,, অবনীকান্ত মণ্ডল
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু
,, জিতেন্দ্রনাথ সেন
,, মোক্ষদাচরণ ভৌমিক
,, ব্রজেন্দ্রকুমার রক্ষিত
,, দেবেন্দ্রনাথ সেন
,, বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল
,, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
,, কৃষ্ণচন্দ্র দেব
,, বিশ্বেশ্বর রায়
,, কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত
,, দীনবন্ধু সরকার
,, শচীন্দ্রলাল ভাদুড়ী
,, শিশিরকুমার মিত্র
,, জিতেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
,, বীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
,, ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য
,, সতীশচন্দ্র দত্ত
,, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, সলিলচন্দ্র মিত্র
,, সরলকুমার বসু
,, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, যদুনাথ ঘোষ
,, যতীশচন্দ্র দত্ত
,, সহায়রাম চক্রবর্ত্তী
,, নীলমণি সান্যাল
,, যোগেন্দ্রলাল কর্ম্মকার
,, মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ
,, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র
,, প্রতাপচন্দ্র সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী
,, হাজারীলাল জহুরী
,, রামহরি ভড় বি এল্
,, বনবিহারী দত্ত
,, পূর্ণচন্দ্র রায়
,, নগেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত
,, হেমেন্দ্রলাল রায়

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন
,, নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
,, রামকমল সিংহ
,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
,, ভোলানাথ কোঁচ
,, মনোমোহন রায়
,, সূর্য্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ — সম্পাদক

,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, এম্ আর্ এ এস্
,, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
— সহঃ সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীমৌলবি আহম্মদ হোসেন জমিদার, মুনশীপাড়া, রঙ্গপুর।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীবিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী হুগলী।
,,	,,	শ্রীসুধাময় গোস্বামী Assist P. W, D., Bengal Secretariat.
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	,,	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় Political Department, Bengal Secretariat, Darjeeling,
শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	,,	শ্রীএককড়ি দে তৃতীয় শিক্ষক, মাথরুণ স্কুল, কৈচর, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকৃষ্ণবিহারী চৌধুরী বি এল্ Sub Deputy Collector, গোলাঘাট, আসাম।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	,,	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ্ আর জি এস্ ৮০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ	,,	শ্রীনরেন্দ্রনাথ আঢ্য সম্পাদক, সাহিত্য-আলোচনা-সমিতি কামারপাড়া বাজার, চুঁচুড়া।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	,,	ডাঃ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৬ স্কটস্ লেন।
শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,	শ্রীকামিনীকুমার ঘটক উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুরেশচন্দ্র চন্দ ৩ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীগিরিজাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পিফা, ২৪ পরগণা।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,	শ্রীযোগেশ্বর মুখোপাধ্যায় Chief Agent, National Indian Life Insurance Co. Ld. 6-7 Clive Street.
শ্রীসজনীকান্ত সিংহ	,,	শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ ৩ রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগচী এম্‌এ, বি এল্ ১৯ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
শ্রীমণিমোহন ভট্টাচার্য্য	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় Agent, Empire of India Life Assurance Company, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীমণিমোহন ভট্টাচার্য্য	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ ঘটক Asst. Head Master, Katwa School, কাটোয়া।
”	”	শ্রীব্যোমকেশ সাণ্ডেল ডাক্তার, কাটোয়া।
”	”	শ্রীতারাগতি কোঁয়ার কাটোয়া।
”	”	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কামদেবপুর, মেটিয়ারী, নদীয়া।
”	”	শ্রীযদুপতি চট্টোপাধ্যায় জমিদার, কাটোয়া।
শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবাহাদুর সিংহসিংহী সওদাগর, ২ পর্টুগীজ চার্চ্চ লেন।
”	”	শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু ৩৬ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
”	”	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু ১৫ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা।
”	”	ডাঃ শ্রীশিশিরকুমার পাল এল্ এম্ এস্ Supdt. Lewis Jubilee Sanitarium, Darjeeling.
”	”	শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, এফ্ আর্ এ এস্ ১২ জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ।
”	”	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ উকীল, মেদিনীপুর।
”	”	শ্রীরজনীকান্ত ভৌমিক এম্ এ, বি এল্ নায়েব আহেলকার, তুফানীগঞ্জ, কুচবিহার।
”	”	শ্রীপূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ উকীল, ২৫।২ মটস্ লেন।
শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ	শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বাগটিকরা, দাঁইহাট, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীরামকমল সিংহ	কবিরাজ শ্রীশ্যামাদাস সার্ব্বভৌম শিরোমণি বাচস্পতি, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	রায়সাহেব শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী শ্রীরামপুর।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	রায়সাহেব শ্রীইন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় Viceregal Lodge, সিমলা।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে ১।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীভোলানাথ গুপ্ত কবিভূষণ ৩৩৭ আপার চিৎপুর রোড্।
"	,,	শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক "অক্ষয়কুটীর", পানিহাটী, ২৪ পরগণা।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	,,	শ্রীলালবিহারী জহুরী ৭ হরপ্রসাদ দের লেন, বড়বাজার।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	রায়সাহেব শ্রীতারকনাথ সাধু বি এল্ Police Court, Culcutta.
,,	,,	শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ঐ ঐ ঐ
,,	,,	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ নাড়াজোল রাজবাটী, মেদিনীপুর।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজগৎশেঠ ফতেচাঁদ বাহাদুর মহিমাপুর, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা এল্ এম্ এস্ সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রীকামিনীনাথ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকৃষ্ণগতি বেজ কুসুমগ্রাম, বর্দ্ধমান।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	,,	শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় "সুরেন্দ্রকুটীর", ঘুঘুডাঙ্গা।
শ্রীকেদারনাথ মিশ্র	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র E. B. S. Ry. Goods Office. কাশীপুর রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকেদারনাথ মিশ্র	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীসন্তোষকুমার শেঠ E. B. S. Ry. Goods Office, কাশীপুর রোড।
,,	,,	শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কাশীপুর, লিচুবাগান।
,,	,,	শ্রীকুঞ্জবিহারী কাঁড়ার ১০৬।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় পানিহাটী, ২৪ পরগণা।
শ্রীরাখালরাজ রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Teacher, Albert Victor Institution, বৰ্দ্ধমান।

৪। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—(১) A Sketch of the Administration of Hoogly from 1795—1844,
(২) A key to Prof Wilson's System of Transliteration
(৩) Report of the Evening Club 5th Anniversary
(৪) ব্যাকরণ-প্রবেশ
(৫) বঙ্গ-আরবী ব্যাকরণ
(৬) বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা
(৭) সাহিত্য-সমিতির একাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

,, যামিনীরঞ্জন মজুমদার—(১) Brahmacharya or Student Life.
(২) মাতৃচরণে।
(৩) ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবন
(৪) আলুর চাষ
(৫) বেনেতি বাগ

,, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার অর্থনীতি

,, সৈয়দ এমদাদ আলী ডালি

,, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী

শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী — পুষ্পাঞ্জলি
" গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — স্বাগতম্ or Welcome
" ই. এন্ মুখার্জ্জী — The Malis of East Bengal
" কিরণচন্দ্র দত্ত — গিরিশ-গৌরব ৪ খানি
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—Mukundaram, a glimpse at Bengal in the 16th century A. D.
প্রাকৃত-প্রকাশ।
মালদহের রাধেশচন্দ্র, ২ খানা
সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর জীবন-চরিত
সর্ব্বানন্দ
ম্যালেরিয়া
সার্ভে ও সেটেল্‌মেণ্ট্ সমাচার
পাগলের প্রলাপ
পুরুষ-পরীক্ষা
" গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—The Devalaya and the fourth Annual Report of the Devalaya for the year 1911.
" চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — তত্ত্বজিজ্ঞাসা (১ম ও ২য় ভাগ)
" স্বামী সারদানন্দ — ভারতে শক্তিপূজা
" রজনীরঞ্জন দেব — শ্রীহট্টের সাহিত্য-সম্পদ্
" জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — The Hindu Realism.
" সুখরঞ্জন রায় — মায়াচিত্র

বাঙ্গালা পুঁথি

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(১) প্রাচীন পদাবলী, বিদ্যাপতি, রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি
(২) গোবিন্দ দাস-বিরচিত পদাবলী
(৩) স্যমন্তক মণিহরণ
(৪) ঐ ঐ
(৫) তীর্থযাত্রা নির্ণয়
(৬) গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত
(৭) শ্রীক্ষেত্রযাত্রা বর্ণন
(৮) খণ্ড রামায়ণ — আদিখণ্ড
(৯) ঐ — বনখণ্ড
(১০) ঐ — উত্তরাখণ্ড

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

(১১) রেলপথে ভ্রমণ-বর্ণন
(১২) পাকুড়ের রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
(১৩) ব্রহ্মপুত্র-তীর্থযাত্রা-বর্ণন
(১৪) কবিতা-রত্নাকর
(১৫) জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র
(১৬) হংসদূত
(১৭) আদিত্যহৃদয়স্তোত্র
(১৮) ব্রহ্মসংহিতা
(১৯) চৈতন্যকল্প
(২০) রাধাকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম
(২১) ভগবদ্গীতা
(২২) চৈতন্যকল্প
(২৩) উদ্ধব-সন্দেশাখ্য প্রবন্ধ
(২৪) গোপালচরিত
(২৫) পদাঙ্কদূত
(২৬) বিল্বমঙ্গল
(২৭) হংসদূত-টীকা
২৮) হংসদূত
(২৯) শুদ্ধিতত্ত্ব
(৩০) মুগ্ধবোধটীকা
(৩১) রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা
(৩২) নারদ-পঞ্চরাত্র
(৩৩) চিত্রগুপ্ত-ব্রতকথা
(৩৪) নিত্যকৃত্য-পূজাপদ্ধতি
(৩৫) শ্রুতবোধ
(৩৬) জাতকালঙ্কার
(৩৭) স্বপ্নাধ্যায় বৃহস্পতি
(৩৮) হরিনামামৃত ব্যাকরণ
(৩৯) মহানাটক
(৪০) [illegible]
(৪১) নারদপঞ্চরাত্র
(৪২) কৃত্যতত্ত্ব
(৪৩) দুর্গোৎসব-পদ্ধতি
(৪৪) উদ্বাহতত্ত্ব
(৪৫) সিদ্ধান্তবিন্দু
(৪৬) শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ
(৪৭) অশৌচ-প্রদীপ
(৪৮) অশৌচমালা
(৪৯) আনন্দসিন্ধুলহরী
(৫০) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
(৫১) প্রসন্নরাঘব
(৫২) গীতগোবিন্দ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বরিশাল)—

(৫৩) শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী
(৫৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড)
(৫৫) অদ্ভুত রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)
(৫৬) স্কন্দপুরাণ (কেদার খণ্ড)
(৫৭) শাম্ভবীতন্ত্র
(৫৮) কৌলিকার্চ্চনদীপিকা
(৫৯) ভৈরবীতন্ত্র
(৬০) তন্ত্রসার
(৬১) কালিকাপুরাণ
(৬২) কুলার্ণবতন্ত্র
(৬৩) বগলা কবচ
(৬৪) গৌতমীয়তন্ত্র
(৬৫) উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র
(৬৬) নীলতন্ত্র
(৬৭) স্মার্ত্তাধানবিধি
(৬৮) ভৃগুসংহিতা
(৬৯) শিবাপরাধভঞ্জনস্তোত্র
(৭০) অভিষেক-বিধি

(৭১) অন্নপূর্ণার সহস্রনাম স্তোত্র
(৭২) শিবসহস্রনামস্তোত্র
(৭৩) রুদ্রচণ্ডিকা
(৭৪) গঙ্গাষ্টক
(৭৫) মন্ত্রচিন্তামণি
(৭৬) কুমারীপূজা
(৭৭) কালীকবচ
(৭৮) ঐ
(৭৯) মুণ্ডমালাতন্ত্র
(৮০) দত্তাত্রেয়তন্ত্র
(৮১) স্কন্দপুরাণ (কাশীখণ্ড)
(৮২) তন্ত্রসার
(৮৩) শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ)
(৮৪) ঐ ঐ
(৮৫) ঐ (১১শ ঐ)
(৮৬) কালীবিলাসতন্ত্র
(৮৭) ডাকিনীতন্ত্র
(৮৮) ভৈরবরাজস্তোত্র
(৮৯) উড্ডীশতন্ত্র
(৯০) মহাকাল-কবচ
(৯১) যক্ষিণীকবচ
(৯২) কাকচণ্ডেশ্বরতন্ত্র
(৯৩) গুরুতন্ত্র
(৯৪) আদিত্যহৃদয়স্তোত্র
(৯৫) জগন্মঙ্গলমনসাকবচ
(৯৬) গুরুকবচ
(৯৭) ত্রৈলোক্যবিজয় কবচ
(৯৮) প্রয়োগবিবেক-সংগ্রহ
(৯৯) বৃত্তিবার্ত্তিক
(১০০) মহাভারত (মৌষলপর্ব্ব)
(১০১) ঐ (অশ্বমেধপর্ব্ব)
(১০২) ঐ (মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব)
(১০৩) ঐ (স্বর্গারোহণপর্ব্ব)
(১০৪) ঐ (শান্তিপর্ব্ব)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত—

(১০৫) সূর্য্য-সিদ্ধান্ত
(১০৬) মহাভারত (কর্ণপর্ব্ব)
(১০৭) ঐ (দ্রোণপর্ব্ব)
(১০৮) ঐ (উদ্যোগপর্ব্ব)
(১০৯) মৎস্য পুরাণ
(১১০) পদ্ম পুরাণ (স্বর্গখণ্ড)
(১১১) ঐ (সৃষ্টিখণ্ড)
(১১২) ঐ (ভূমিখণ্ড)
(১১৩) ললিত-রহস্য
(১১৪) অদ্ভুত রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড)
(১১৫) শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ
(১১৬) ঐ ১২শ
(১১৭) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব
(১১৮) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড
(১১৯) ঐ প্রকৃতিখণ্ড
(১২০) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব
(১২১) মহানাটক
(১২২) রামায়ন আদিকাণ্ড
(১২৩) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
(১২৪) চারুমীমাংসা
(১২৫) ন্যায়সূত্রবৃত্তি (সংস্কৃত)
(১২৬) রাগ কল্পদ্রুম (সংস্কৃত)

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১২৭) শ্রীকৃষ্ণবিজয়
(১২৮) প্রাচীন পদাবলী
(১২৯) মহাভারত সভাপর্ব্ব
(১৩০) ঐ অশ্বমেধপর্ব্ব

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার কর

(১৪০) শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ
(১৪১) পূজাপদ্ধতি
(১৪২) হরিনামপটল
(১৪৩) গুরুগীতা
(১৪৪) গীত-গোবিন্দ
(১৪৫) গুরুদক্ষিণা
(১৪৬) সত্যনারায়ণ
(১৪৭) চৈতন্য-চরিতামৃত আদিখণ্ড
ঐ ঐ
ঐ অন্তখণ্ড
(১৪৮) চৈতন্য-ভাগবত আদিখণ্ড
ঐ মধ্যখণ্ড
ঐ অন্তখণ্ড
(১৪৯) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
(১৫০) গীতাবলী

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়

(১৫১) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা
(১৫২) ক্রমদীপিকা
(১৫৩) আনন্দ-বৃন্দাবন
(১৫৪) জগন্নাথ-বল্লভ নাটক
(১৫৫) পদ্যাবলী
(১৫৬) আত্মজিজ্ঞাসা
(১৫৭) যযাতির নরমেধ যজ্ঞ
(১৫৮) মোহমুদ্গর
(১৫৯) অক্রূরাগমন
(১৬০) লক্ষ্মণের শক্তিশেল
(১৬১) গোবিন্দ-লীলামৃত
(১৬২) নীলাদ্রি-চন্দ্রিকা
(১৬৩) গুরুদক্ষিণা
(১৬৭) একান্নপদ

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মানসকুঞ্জ
শ্রীযুক্ত শতদলবাসিনী বিশ্বাস, বেহুলা
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ দীপিকাছন্দ
Buddha and his Doctrines.
A Bioigraphical Essay.
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ কালের স্রোত
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত মহারাজ সূর্য্যকান্ত
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বগুড়ার ইতিহাস
শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য কালাপাহাড় (উপন্যাস)
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মালদহের রাধেশচন্দ্র
শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ আরণ্য যোগকারিকা (সংস্কৃত)
সটীকং পরমভক্তিসূত্রম্ (ঐ)
Universal Worship and Equality.
শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় শনির পাঁচালি ২ খানা
Nana.
প্রজাপতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক (মাসিকপত্র)

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী — The Calcutta M-dic l Journal.

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার — The Science of the History and the Hope of Mankind.

Registrar of Calcutta University.

Minutes for the year 1911 IV.

Calcutta University Calendar 1912. III.

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বেদান্তদত্ত দারোগার দপ্তর, উৎসব, সমবায়, কায়স্থ পত্রিকা, বীরভূমি, দেবালয়, কোহিনূর, জন্মভূমি, জাহ্নবী, তত্ত্বমঞ্জরী, বাণী প্রভৃতি কতকগুলি মাসিক পত্রের সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার,—

	Title	Author
1.	A Grammar of the Hindusthani Language.	Duncan Forbes L. L. D.
2.	Calcutta University Calendar 1873-74.	
	The History of Mohammedanism and its Sects.	W. Cooke Taylor L. L. D.
3.	Twelve years in China.	By a British Resident.
4.	Experimental Agriculture.	James F. W. Johnston.
5.	Frankenstein or the modern Prometheus.	Mrs. Shelley.
6.	The Constitution of England.	J. L. De Lolme.
7.	The Signs and Diseases of pregnancy.	T. H. Tanker M. D.
8.	Ancient India as described by Ktesias and Knidian.	J. W. McCrindle M. A.
9.	The Indian Magazine of the year 1886.	
10.	A Smaller History of Greece.	W. Smith D. C. L.
11.	Pictures of the Living authors.	Thomas Powell.
12.	Excursions along the shores of the Meditarranean.	Lt. Colonel Napier.
13.	Shut up in Paris.	Nathan Sheppard.
14.	A Serious call to a devout and holy life.	William Law, M. A.
15.	Travels in Ceylon and Continental India.	Dr. W. Hoffmeister.
16.	Progress and Poverty.	Henry George.

	Title	Author
17.	Medical Jurisprudence for India.	Norman Chevers M. D.
18.	Translation of the Gospels Vol I.	Andrews Norton.
19.	Sacontola or the Fatal Ring.	Sir William Jones.
20.	The Boy's Own Annual, Vol XVI.	
21.	Calcutta Inter-national Exhibition 1883—84. (Official Catalogue).	
22.	Punch's Twenty Almanacs 1842—1861.	
23.	The Boy's Own Annual, Vol. XV.	
24.	The Central Hindu College Magazine Vol. XI. (1911).	
25.	The Travels of Marco Polo.	H. Murray.
26.	Newman and Company's Hand-Book to Calcutta.	
27.	Coversations about hurricanes.	Henry Piddington.
28.	Doings in London.	George Smeeton.
29.	The Outlines of Materia Medica.	Henry Buck M. R. C. S.
30.	The Poetical Works of Sir Walter Scott. Vol. 12.	
31.	Translations of the Gospels Vol. II.	Andrews Norton.
32.	A Philosophical Dictionary Vol. I.	M. De Voltaire.
33.	Ditto. Vol. II.	Ditto.
34.	Colebrook's Miscellaneons Essays Vol. I.	
35.	Ditto. Vol. II.	
36.	Fanny Hervey or the Mother's Choice Vol. I.	
37.	Ditto. ditto. Vol. II.	
38.	Indian Civil Service Reform.	P. C. Roy B. A.
39.	The thoughts and reflections of an Indian in England.	Ditto.
40.	Financial and Administrative reforms in India.	Ditto.
41.	Inorganic Chemistry.	C. T.
42.	Eloquence (Mukerjee's Rainbow Series).	
43.	Biographical Sketches (1852—1868).	Harriet Martineau.
44.	Sketches in Canada and Rambles among the redmen.	Mrs. Jameson.
45.	A History of the Brahmo Samaj.	G. S. Leonard.
46.	Indian Imperial Tables of Weights &c.	James Bridgnell.

No.	Title	Author
47.	A Sanskrit Grammar.	
48.	First Principles of Agriculture.	H. Tanner F. C. S.
49.	General Outline of the Organisation of the Animal Kingdom.	T. R. Jones F. C. S.
50.	The Little Botanist	Caroline A. Holstead.
51.	Vyavastha-Darpan (ব্যবস্থা-দর্পণ).	Shyama Charan Sircar.
52.	Transactions of the Royal Asiatic Society Vol. I.	
53.	Engineer's Common-place-book.	W. Templeton.
54.	Emilius and Sophia translated from the French of Mr. J. J. Rousseau.	
55.	The International Exhibition of 1862.	J. F. Watson.
56.	The Bengal District Officer's Note-books.	W. C. Macpherson.
57.	The Indian Succession Act of 1865.	W. Strokes.
58.	Mitakshara Vyavahara Adhaya.	Macnaughton and Colebrook.
59.	Text-book of Indian History.	G. U. Pope D. D.
60.	Introduction to Sanskrit Grammar	Raj Krishna Banerje.
61.	Report of the Administration of Bengal. 1871-72	
62.	Narrative of an Excursion to the Mountains of Piedmont	W. S. Gilly M.A.
63.	The book of ready-made speeches	Charles Hivelley
64.	Index to Calcutta Review Vol I to L	
65,	A Manual of Homeopathic Cookery	By the wife of a physician
66,	India Revisited.	S. Smith, M. P.
67.	Five Centuries of the English Language.	
68.	Annals of the Wars. Vol IV 1813-1815.	
69.	Guy's School Geography.	Joseph Guy.
70.	Tutor's Assistant (Walkingame's)	J. R. Young.
71.	The Mission.	
72.	The New Procedure of the Civil Courts of British India.	William Macpherson.
73.	Journal of the Asiatic Society of the year 1845.	

74.	A Treatise on Veternary Medicine.	James White.
75.	Sermons in Stones.	D. Mc Cansland.
76.	Image Va !	A.M. Ferguson.
77.	The Calcutta Gazette of the the year 1871.	July—December.
78.	Calcutta Exhibition of Indian Art Manufactures, 1882,	James W. Browne.
79,	The Rent-Law of Bengal.	Vipin Chandra Ray. B.L.
80.	Excelsior or Helps to Progress in Religion, Science & Literature	Vol II
81.	Ditto.	Vol III
82,	Ditto.	Vol IV
83.	Ditto.	Vol V
84.	Ditto.	Vol VI
85.	The Elements of Euclid.	Henry Law.
86.	The Medals of Creation. Vol II	G. A. Mantell F.R.S.
87.	Economic Products of India, part I	G. Watt M.B. C.M.
88	Ditto. part V	Ditto,
89.	The Bengal Directory 1883,	L. Wraxall.
90.	Recollections of Russia.	
91.	Index from the Linnean Genera and species to the native names of Plants, part I.	
92.	The History, Antiquities &c. of Eastern India Vol II.	Montgomery Martin,
93.	Ditto Vol III.	
94.	Dayabhaga of Jimutavahana	H. T. Colebrooke.
95.	Romanized School Dictionary.	
96.	German Conversation Grammar	Dr. Emil Otto.
97.	Homœpathy.	T. R. Leadam M.D.
98.	Religious Establishments, Festivals and Customs of Mewar	Lt. Colonel Tod.
99.	Annals of Bikaneir.	Ditto.
100.	Selections from the records of the Government of India. No. LXXVII.	
101.	A Defence of the Constitutions and Government of the U. S. America. Vol. B.	John Adams.

102. The Life of The Hon'ble Rai Kristo Das Pal Bahadur. — Ram Gopal Sannyal.
103. History of Julius Cæsar Vol I.
104. The Theology of the Hindus — Count M. Bjornsterna
105. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণের কয়েক সংখ্যা
106. সাথী (মাসিক পত্রিকা) প্রথম ভাগ ১৩০০।

৫। অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার বি এ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বি এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্রীহরিদাস পালিত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রিপ্রদত্ত মূর্ত্তি, ইষ্টক, গোলা, চিত্র ও মুদ্রা প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন।

৬। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ৺নবীনচন্দ্র সেনের স্মৃতিপদক নোয়াখালীর শ্রীযুক্ত বগলামোহন দাসগুপ্ত, পাবনা ইউনিয়ন প্রদত্ত ৺রজনীকান্ত সেন-স্মৃতিপদক বহরমপুরের শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ এবং ৺বীরেশ্বর পাঁড়ে পুরস্কারের ১০০৲ টাকা পুরস্কার ত্রিপুরা উমাকান্ত-একাডেমীর হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম্ এ পাইয়াছেন জানাইলেন।

৭। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত ছাত্রসভ্যগণকে পুস্তক পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

(১) মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, (২) শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত, (৩) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন (প্রত্যেকে ১০৲ টাকা হিসাবে), এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ছাত্রসভ্যগণ নিম্নলিখিত হারে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, জানাইলেন ;—

	নাম	স্থান	পারিতোষিক
(১)	শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ,	কালনা	১৫৲ হিঃ
(২)	" কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য	পাবনা	১৫৲ হিঃ
(৩)	" শশিভূষণ পাল		১০৲
(৪)	" শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী		প্রত্যেকে ৫৲ হিসাবে
(৫)	" হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য		প্রত্যেকে ৫৲ হিসাবে
(৬)	" গোপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		প্রত্যেকে ৫৲ হিসাবে

৮। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ই, বি, হাবেল ও ৺ আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমীর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিজের বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

১০। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, মহাশয় পরিষদের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

১১। ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় ছাত্রসভার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

১২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পরিষদের চিত্রশালা ও প্রদর্শনীর কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

১৩। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নূতন নিয়ম অনুসারে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাত কাঠা ভূমিদানের জন্য ও রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এককালীন ১০০৫৮৲ দানের জন্য পরিষদের বান্ধব-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পরিষদের নূতন (৬) নিয়মানুসারে বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিয়মাবলীর (৮) নিয়মানুসারে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা বা তদধিক টাকা স্থায়ী ধনভাণ্ডারে প্রদানের জন্য আজীবন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(১) ডাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ এম্ এ, ডি এল্ সি আই ই, সি এস্ আই, ২০০০৲
(২) কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ ১০০০৲
(৩) রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ৫০০৲
(৪) কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর ৫০০৲

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিয়মাবলীর (১৫) নিয়মানুসারে সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (২) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (৩) মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম (৪) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (৫) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ (৬) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী (৭) শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (৮) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৯) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (১০) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (১১) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ (১২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং (১৩) শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু।

১৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মিত্র মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

(১) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মফস্বল
(২) কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ ঐ

(৩) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই, ই, কলিকাতা

(৪) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্, এল্, বি, ঐ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(১) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

(২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ্ জি এস্

(৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এম্, আর, এ-এস্

(৪) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

(৫) শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ, মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বিএল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবিশ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

এম্ এ, মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত সরলকুমার বসু মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয় আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের আয়ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(১) শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে এম্ এ, বি এল্
(২) শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি, ই,

১৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পদপ্রার্থিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" অম্বিকাচরণ মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ
" উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি, এ, বি, এস্‌সি

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র বসু এম্ আর এ এস্
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ
" সারদাপ্রসাদ সেন বি এল্

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন সমানসংখ্যক ভোট পাওয়ায় নূতন নিয়মানুসারে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে ব্যালট হইয়াছিল এবং অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন মহাশয় নির্ব্বাচিত হইলেন।

১৬। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের শাখাসভাসমূহ কর্ত্তৃক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

(১) শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্ (মুর্শিদাবাদ-শাখা)

(২) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ (গৌহাটী-শাখা)

(৩) " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর-শাখা)

(৪) " জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (চট্টগ্রাম-শাখা)

১৭। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অসুস্থতা-নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন যে, আমি আশা করি, রামেন্দ্র বাবু সত্বর সুস্থ হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সংক্ষেপে সভাপতি ও সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

১৮। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

১৯শ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

২৪৩।১ অপার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা

সময়—২৬ শে শ্রাবণ ১৩১৯, ১১ই আগষ্ট ১৯১২, রবিবার, অপরাহ্ন ৬৷৷০টা।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত ১৮শ সাংবৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ

২। সদস্য-নির্ব্বাচন

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের তৈলচিত্র।

৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা

৬। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের "উজানী ও মঙ্গলকোট", (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের "বাথাইর বরাত" এবং (গ) শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয়ের "ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর" প্রবন্ধ।

৭। শোকপ্রকাশ—নকরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে।

৮। বিবিধ

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্ (সভাপতি)

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি,

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ, ডি,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ — শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ (বহরমপুর)

,, যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্ — ,, যামিনীকান্ত সেন বি এল্ (চট্টগ্রাম)

,, সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (বরিশাল) — শ্রীযুক্ত মোহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম্ এ

,, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ (মানকর) — ,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ

,, পি চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার — ,, চিত্তসুখ সান্যাল বি, ই,

,, বোধিসত্ব সেন এম্ এ, বি এল্ — ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

,, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ — ,, বাহাদুর সিং (সিংহী)

,, কে ডি, বিশ্বাস — ,, হরিচরণ মুখোপাধ্যায়

,, এ, কে, চাটার্জ্জি — ডাঃ ,, রাইচরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিশ্র	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাস
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	,, মতিলাল পাল
,, বাণীনাথ নন্দী	,, রজনীকান্ত দে এম্ এ
,, মন্মথমোহন বসু এম্ এ	,, যদুনাথ ঘোষ
কবিরাজ ,, শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
,, বিনোদবিহারী ব্যাকরণতীর্থ	,, রামকমল সিংহ
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ ; এম্ এস্ সি আই,	,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
	,, ভোলানাথ কোঁচ
,, আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ	,, মনোমোহন রায়
,, সতীশচন্দ্র মিত্র	,, সূর্য্যকুমার পাল
,, তারকনাথ বিশ্বাস	

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিরাজ ,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
} সহঃ-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। তৎপরে গত ১৮শ সাংবৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ রায় বি এ ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র	,, যোগেশচন্দ্র সরখেল ৪৩।২ বলদেপাড়া রোড, কলিকাতা।
পণ্ডিত ,, মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ	মাননীয় বিচারপতি ,, আশুতোষ চৌধুরী	,, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
,, মন্মথমোহন বসু	ঐ	ডাঃ ,, মণীন্দ্রনাথ মিত্র রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, কেদারনাথ মিশ্র	ঐ	,, কালীকুমার দত্ত কাশীপুর রোড, কলিকাতা।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ আরণ্য
১। রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত

শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন দাস (সীতাকুণ্ড)
২। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা
৩। পঞ্চমকার বা পঞ্চাঙ্গযোগ
দেবালয়কমিটি
৪। সেবাব্রত উপাখ্যান
৫। Karma Jogee Sasipada
৬। Elevation of the masses and the depressed classes
৭। Indubala—a Domestic picture
৮। ইন্দু
৯। অবনত জাতির উন্নতি
১০। শ্রমজীবীদিগের শিক্ষা
১১। কর্ম্মযোগী
১২। যুগধর্ম্ম
১৩। বিশ্বাস ও প্রেমের জয়
১৪। কি চাই
১৫। The Devalaye its aims and objects
১৬। নবযুগের সাধনা
১৭। Social reform in Bengal—a side sketch.

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১৮। Jignasa

মিঃ জে, এন্ গুপ্ত এম এ, আই সি এস
১৯। The life and work of Romsh chandra Datt

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্, এম, আর, এ, এস
২০। কালিদাস
২১। Sonpur in the Sambalpur Tract.

শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
২২। গিরিকাহিনী

শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু বি এল্
২৩। রূপকথা

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
২৪। গিরিশ-গৌরব

৪। সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা কালে কহিলেন যে, স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং মানবতত্ত্ব "Man"এর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি মোট বঙ্গভাষায় ১৭ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই চিত্র তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, তৎপ্রদত্ত দুইটি রৌপ্য-মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন। একটি পারস্য দেশের পারদ রাজবংশের মুদ্রা, বয়ঃক্রম অনুমান দুই সহস্র বৎসর, দ্বিতীয়টি তিব্বৎ দেশে বর্ত্তমান কালে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা। ইহা নেপালের প্রাচীন ও আধুনিক রাজমুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে।

৬। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিজের, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত "উজানী ও মঙ্গলকোট" নামক প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক প্রণীত "বাখাইর বয়াৎ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। উভয় প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৭। সভাপতি মহাশয় পরিষদের অন্যতম সদস্য নবীন গল্প লেখক ৺নফরচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যু জ্ঞাপন করিয়া শোকপ্রকাশ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন
সহঃ-সম্পাদক

ঊনত্রিংশ বার্ষিক—দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

৩০শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের "কাশীরামদাসের জন্মস্থান নিরূপণ, (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি" ও (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট"।

৫। শোক প্রকাশ—(ক) অধ্যাপক অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, (খ) মোহন্ত মহা-রাজ যতীন্দ্রবন, (গ) শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী ও (ঘ) পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি,—

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ
„ বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
„ রাখালদাস মজুমদার
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র
„ উপেন্দ্রনাথ দে
„ সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
„ তারকচন্দ্র রায় বি এ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ তারকমোহন সেন

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চরণ রায়
„ প্রবোধগোপাল বসু
„ অমৃতলাল মাইতি
„ হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
„ রাধারমণ ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার ঘোষাল
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ মথুরানাথ দাস বসু
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ মনোমোহন রায়
„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ }
কবিরাজ „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী } সহঃ সম্পাদক

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হয়।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় রাজাবাহাদুরের কাছারী, কালীগঞ্জ, ঢাকা।
„	„	শ্রীবৈদ্যশাস্ত্রী রামচন্দ্র শর্ম্মা গোকুল, মথুরা।
শ্রীকালীপদ বসু	শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীআশুতোষ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্ আলিপুরের উকীল ৬২।১, সার্পেনটাইন লেন, কলিকাতা।
ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল সাব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান।
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ	„	শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গঘাট, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল রোণ্ডা, শ্রীবাটী পোঃ, বর্দ্ধমান।
শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ম্মযোগীন্ প্রিণ্টিংওয়ার্কস ৪, তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।
শ্রীদুর্গাদাস রায়	„	শ্রীপ্রমথনাথ বসু উকীল, জজ আদালত, ময়মনসিংহ।
শ্রীতারকচন্দ্র রায়	„	শ্রীহরিদাস গুপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, সিমলা।
„	„	শ্রীশম্ভুচন্দ্র দত্ত, আসিষ্টাণ্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনারেল অফিস, সিমলা।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাঃ শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য ২৬, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীগোলাম কাদের শ্রীরামপুর।

২। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত যোগীনাথ মজুমদার	১। অর্থ শাস্ত্র
,, নরেন্দ্রকুমার রায়	২। রূপাভিসার
,, পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ স্বামী	৩। হিমালয় ভ্রমণ
,, যোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্রেয়	৪। স্বপ্ন-প্রয়াণ
,,	৫। শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ
,,	৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাস
	৭। দণ্ডীপর্ব্ব
	৮। গোবিন্দলীলামৃত
" অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৯। সর্ব্বানন্দ
,, সৈয়দ এমদাদ আলী	১০। ডালি
,, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১। ধ্রুব
	১১। নূতন প্রাথমিক পাঠ
	১৩। শাক্যসিংহ
,, কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব	১৪। বঙ্গের কবিতা
,, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী	১৫। The Good Old Days of Honourable John Company Vol i & ii
	১৬। Our Troubles in Poona and the Deccan
	১৭। The World's People.
The Registrar Calcutta University	১৮। University Calendar for 1912 Part ii
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯। Devimahatmya
,, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	২০। Selection from the Gentlemans Magazine Vol II
	২১। ,, Vol III
	২২। ,, Vol IV
Colonel S. G. Burnard G. S. I., R. E., F. R. S.	২৩। On the Origin of the Himalaya Mountain
সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইণ্ডিয়া কম্পিউটিং এণ্ড টেক্‌নিক্যাল অফিস (দেরাদুন)	২৪। Isostary in India

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "কাশীরাম দাসের জন্ম-স্থান নিরূপণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। আলোচ্য-প্রবন্ধে নগেন্দ্রবাবু জানাইলেন যে, কাটোয়া মহকুমায় সিঙ্গি নামে কোন গ্রাম নাই, পরন্তু শিঙ্গী গ্রাম বিদ্যমান আছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, শিঙ্গী গ্রামই কাশীরামদাসের জন্মস্থান। বিষ্ণুপুর চক্রদহ হইতে ১১৭১ সালে বাঙ্গালায় লিখিত একখানি মহাভারতের পুথি পাওয়া গিয়াছে। লিপি বেশ বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট। ইহাতে কাশীরামের জন্মস্থান "সিংহগ্রাম" এই উল্লেখ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পুথিখানি পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। কাটোয়ার অন্তর্গত দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী সিদ্ধান্ত-বাটীতে কাশীরামদাসের গঙ্গাবাসের স্থান ছিল। "হাণ্টারের ষ্টাটিসটিক্যাল একাউণ্ট অব বেঙ্গল" গ্রন্থে এই কথার উল্লেখ আছে। সিঙ্গীর নামান্তর সিদ্ধি গ্রাম। তৎপরে মহামহো-পাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় সিঙ্গী গ্রামই কাশীরামদাসের জন্মস্থান এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাশয় এই মতের পোষণকালে বলিলেন, যখন এক সম্প্রদায় কাশীরামের নিবাস সিদ্ধিগ্রাম বলিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কবির প্রকৃত বাস কোথায় ছিল, জানিবার জন্য আমিও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। বহু আলোচনার পর কবির নিবাস যে সিঙ্গি গ্রামে ছিল, সেই ধারণা আমার আরও বদ্ধমূল হয়। প্রাচীন পুথিতে দেখা যায় যে 'ঙ্গ' আকারের একটি অক্ষর আরও তিন চারিটি অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন পুথিতে ঐ "ঙ্গ" আকারের অক্ষর দ্বারা ক্ষু ঙ্গ, গ্‌গ, দ্ধ প্রভৃতি অক্ষর লিখিত হয়। 'সিঙ্গি' ও 'সিদ্ধি' সম্বন্ধে ঐ বর্ণবিভ্রাট হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সমীচীন মনে হয়।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের তৃতীয় গোপালদেবের শিলা-লিপি ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের "কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই দুইটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধগুলির জন্য লেখকগণকে ধন্যবাদ জানান হইল। অতঃপর পরিষদের সদস্য অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মোহান্ত মহারাজ যতীন্দ্রবন, পণ্ডিত শরৎচন্দ্র লাহিড়ী আয়ুস্তত্ত্ববিশারদ এবং পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন
সহঃ সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক—তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ মন্দির।

সময়—২০শে আশ্বিন, ১৩১৯ ৬ই অক্টোবর ১৯১২,

রবিবার—অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য-বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের প্রদত্ত সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা ও (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত "দনুজমর্দ্দন দেবের" রৌপ্যমুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "আসাম ভ্রমণ", (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "অ", (গ) শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "দাশরথি রায়" এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি"। ৬। শোক-প্রকাশ,—ডাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি এচ ডি

সভাপতি

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" যোগেশচরণ সেন
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্,এ
" রামেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" নিত্যানন্দ রায়
" জ্ঞানাঙ্কুর আতর্থী
" মাখনলাল সেন
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" অনাথবন্ধু কর্ম্মকার
" ডাঃ কে, বি, মণ্ডল
" রামকমল সিংহ
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" সূর্য্যকুমার পাল
" মনোমোহন রায়
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" দুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী

} সহঃ সম্পাদক

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস ডুমকা, সাঁওতালপরগণা।
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	, সতীশচন্দ্র মিত্র	,, মানবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৯ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
,,	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী	,, ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ বসু এল, এম্ এস্ ৫৫, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, সারদাচরণ মিত্র	,,	,, অদ্বৈতচরণ বসু বি এল্ Senior Govt. Pleader, Lahria serai.
,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এস্ সি Geological Laboratory, Presidency College.
,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ কালীমোহন সেনগুপ্ত এল্ এম্ এস্ চুচুড়া।
,, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	,,	,, অক্ষয়কুমার সেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছারী, জামালপুর।
,, সতীশচন্দ্র মিত্র	,,	কবিরাজ নলিনীমোহন কবিভূষণ মজিলপুর জয়নগর, ২৪ পরগনা।
,, ললিতমোহন দে	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	,, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় General Dept Chief Court, Rangoon.
,, অপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	,, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গাপাধ্যায়	,, নারায়ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার ছোটতরফ, মহাদেবপুর, রাজশাহী।
,,	,,	,, চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটরাজবাটী, সিউড়ী।
,,	,,	,, যামিনীনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৩, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট।
,,	,, যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	,, করুণাময় চট্টোপাধ্যায় ৬৭, সুকিয়া ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বৃটিশ ফারমেসী ১০৯, কলেজ ষ্ট্রীট।
"	"	ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস বিএ, এল্, এম্ এস্ ১নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
,, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	,, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ	,, অজিতনাথ মুখোপাধ্যায় ইনস্পেক্টর, পদ্মপুকুর থানা ১১০নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
,,	,,	,, শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর। ৫।২ ব্যাপারীটোলা লেন।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ	,, মোহিতচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল পটুয়াটোলা লেন।
,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	,, সাধুচরণ মণ্ডল বি এ ঠাকুর গাঁ হাইস্কুল, দিনাজপুর।
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ,	,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ প্রভুদত্ত শাস্ত্রী এম এ, পি এচ্ ডি, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত	১। আমার খেয়াল
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২। কুহু ও কেকা
	৩। জন্মদুঃখী
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪। পুষ্পপাত্র
	৫। কাদম্বরী
	৬। সওগাত
	৭। রত্নাবলী
	৮। ধুপছায়া
	৯। পারস্যউপন্যাস
	১০। রবিন্‌সন ক্রুসো
	১১। বিষ্ণুপুরাণ
শ্রীশরৎচন্দ্র দেব কবিকৌমুদী	১২। প্রাণের বেদনা

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীপবিত্রানন্দ যোগাশ্রমী	১৩। তত্ত্ববিচার
শ্রীকামিনীকুমার ঘটক	১৪। কুলবোধিনী ১ম ভাগ ১০ খানি
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১৫। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি
	১৬। কাশীসঙ্গীত
	১৭। অশোকবনে সীতা
	১৮। বঙ্গবিলাপ
বরেন্দ্রঅনুসন্ধানসমিতি সম্পাদক (রাজশাহী)	১৯। গৌড় রাজমালা
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২০। কুহকিনী
শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়	২১। রামলীলা
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২২। অর্থশাস্ত্র
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	২৩। লালাগোলকচাঁদ

৪। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের প্রদত্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত দনুজমর্দ্দনদেবের রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শিত হইল।

৫। (ক) অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী মহাশয় "অ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে—

(১) ব্যাকরণের এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে বঙ্গদেশের অ কারের উচ্চারণ ভ্রষ্ট নহে।

(২) ভারতের অন্যান্য প্রান্তের উচ্চারণ অপেক্ষা বাঙ্গালার অ-কার উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

(৩) বর্ণ ও অক্ষর সংস্কার আবশ্যক বোধ হইলে, অ-কারের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হইবেক না। কয়েকটি শিক্ষাসূত্র এবং দুই একটি চিহ্ন সৃষ্টি করিলে এই অক্ষর উচ্চারণে পার্থক্য থাকিবে না। ৪। হ স্থানে অ, অ স্থানে হ, ও স্থানে এবং অ স্থানে যে সকল উচ্চারণ বৈষম্য আছে, তাহা শিক্ষাদ্বারা সংযত করা ব্যতীত আর উপায় নাই। শিক্ষাদ্বারা সংস্কারের উদাহরণ সমাজে প্রচলিত আছে।

এই প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিত্র এবং সভাপতি মহাশয় এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আর্য্যভাষা ব্যতীত অন্য সমুদয় ভাষাতেই অ-কার ব্যঞ্জনবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়।

(খ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'আসাম ভ্রমণ' নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(গ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'দাশরথি রায়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে, দাশরথির জন্মস্থান পিলাগ্রামে ছিল ও তিনি বাল্যে মাতুলালয়ে প্রতি-

পালিত হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রবাবু বলেন যে, তাঁহার সহিত ৺দাশরথি রায়ের শোণিত সম্পর্ক আছে এবং এ পর্য্যন্ত দাশরথি রায় সম্বন্ধে যে সমস্ত সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে অনেক ভ্রম আছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং মৃত কবির সহিত সম্পর্কিত সমস্ত স্থানে গিয়া, তাঁহার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয়ও রামেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বুদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইল।

৬। ডাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হইল।

৭। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক,—চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়,—১৬ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৩ রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ও পরিষদের জনৈক হিতৈষী সদস্যপ্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, ৫। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "একটি বুদ্ধমূর্ত্তি" এবং (খ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্, আর, এ, এস্, মহাশয়ের "ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন" ৬। শোক-প্রকাশ—সখারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, সতীশচন্দ্র সাহা এবং ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে, ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি,—

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার (সভাপতি)

„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

মহামহোপাধ্যায় „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত জলধর সেন
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
„ চারুচন্দ্র বসু
„ আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহালনবীশ
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ গৌরহরি সেন
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ শরচ্চন্দ্র পুরকায়েত
„ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ নিত্যরঞ্জন মল্লিক
„ যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ হরিহর ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ
„ কিরণচন্দ্র ঘোষ
„ মদনমোহন সাহা
„ পান্নালাল রায়
„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ প্যারীমোহন খাঁ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ মনোমোহন রায়
„ চন্দ্রকুমার সরকার
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত যদুনাথ মালাকর
" যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" গিরিজামোহন সান্যাল বি এ
" পান্নালাল সিংহ
" ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
" হীরালাল দাস গুপ্ত
" রাজমোহন নিয়োগী
" বনমালী মজুমদার
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
" যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত
" সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
" কালীকুমার বসু
" প্রভাসচন্দ্র দে
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ } সহঃ সম্পাদক

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বিএল্ মহাশয়ের অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ পরিষদের মাসিক অধিবেশন; কিন্তু আজ একটি বিষম শোকের কথা আপনাদের শুনিতে হইবে। আমিই প্রথমে সাহিত্য-পরিষদে সে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া আসি। সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর আর নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের আজ মহা দুর্দ্দিন। তাঁহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না; আর সে কথা বলিবার মত অবস্থাও আমার নাই। তাঁহার স্মৃত্যর্থ অদ্যকার অধিবেশনের কার্য্য স্থগিত রহিল।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, যে শোকাবহ সংবাদ আপনারা শুনিলেন, তাহাতে সকলেরই হৃদয় এত ব্যথিত হইয়াছে যে, এ সময় পরলোকগত রাজার গুণকীর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এ সংবাদ এত হঠাৎ পাওয়া গেল যে, আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। যে বয়সে তিনি মানবলীলা সংবরণ করিলেন, সে বয়সে অতি অল্প লোকেরই মৃত্যু হয়। এ কারণ এ সংবাদ অত্যন্ত শোকাবহ। রাজা বাহাদুরের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের যত্নে ও রাজা বাহাদুরের সহযোগিতাতে এই পরিষদের সৃষ্টি, আমি গোড়া হইতে পরিষদের সভ্য সুতরাং গোড়ার কথা সবই জানি। শৈশবে, তখন পরিষদের বাড়ী হয় নাই, তিনি স্বীয় বৈঠকখানায় ইহাকে আশ্রয় দিয়া, ইহার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতেন। পরে কারণ বশতঃ এক পরিষৎ ভাঙ্গিয়া দুইটী সভা হয়। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান পরিষদের জন্ম এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে সাহিত্য-সভার জন্ম। এই সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। তিনি নিজেও এককালে সাহিত্যিক ছিলেন। সময় সময় তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন,

তাহা অতি মূল্যবান। তিনি আমাদের দেশের গণ্যমান্য বংশ শোভাবাজার-রাজবংশের বংশধর। অল্প বয়সে তিনি যে নির্ম্মল চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। তিনি অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। রাজপুরুষদিগের সহিতও তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অদ্যকার দিনে আমি আর বেশী কথা বলিতে পারিতেছি না। আমি প্রস্তাব করি, অদ্যকার সভার কার্য্য রাজা বাহাদুরের স্মৃতিতে স্থগিত থাকুক।

৪। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অকাল-মৃত্যু-সংবাদ এই মাত্র প্রাপ্ত হইয়া, সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক জানাইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ অদ্যকার চতুর্থ মাসিক অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন
সহঃ সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক,—৪র্থ স্থগিত ও পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

২৩শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, রবিবার

অপরাহ্ন ৪টা ও ৫টা

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ও পরিষদের জনৈক হিতৈষী সদস্যপ্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "একটী বুদ্ধমূর্ত্তি" এবং (খ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্ আর, এ, এস্, মহাশয়ের "ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন" ৬। শোক-প্রকাশ—সখারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, সতীশচন্দ্র সাহা এবং ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে, ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মাননীয় বিচাপতি " আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ

মহামহোপাধ্যায় " হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ সি, আই, ই

" " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্, ডি,

কুমার " বীরেন্দ্রনাথ রায়

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

" অক্ষয়কুমার বড়াল

" বিহারীলাল সরকার

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,

" দুর্গাদাস ত্রিবেদী

" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিত " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

" বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্

" চিত্তসুখ সান্যাল

" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ

" উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

" সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ

" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্

" বাণীনাথ নন্দী

" গৌরহরি সেন

মৌলবী শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ হোসেন বি এল্
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" গণেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" কালিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" ভুবনমোহন রায়
" মণিমোহন সেন
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" অম্বিকাচরণ দে
" কুঞ্জবিহারী সেন
" হরিদাস মজুমদার
" প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল্ এম্ এস
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" কালিদাস মিত্র
" শিবকৃষ্ণ দে
" বিহারীলাল রায়
" অমৃতগোপাল বসু
" শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" অভয়চরণ দাস
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" বীরেশ্বর সেন
" পান্নালাল সিংহ
" নারোদলাল দত্ত
" নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত
" মহেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
" সুরেশচন্দ্র বসু
" হরিমোহন ভট্টাচার্য্য
" পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়
" কেদারনাথ মিত্র
" অমিতাভ বসু দেববর্ম্মণঃ
" হরিহর শেঠ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" শ্যামাপদ রায়
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
" শিবচন্দ্র দেব
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
" বীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
" দেবেন্দ্রনাথ সেন
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" মনোমোহন রায়

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ — সম্পাদক
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
} সহঃ সম্পাদক

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। তৎপরে—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	১। শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার কুণ্ড হাবাসপুর, ফরিদপুর
” দ্বারকানাথ চৌধুরী	”	২। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ গভঃ হাইস্কুল শ্রীহট্ট
” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	”	৩। ” মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরুলিয়া
”		৪। ” প্রাণকৃষ্ণ রায় সেরেস্তাদার, জজকোর্ট আমলাপাড়া, পুরুলিয়া
”	” সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৫। ” দয়ারাম সাহনী এম্ এ লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ
” সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৬। চারুচন্দ্র চৌধুরী ৯০ কড়েয়া রোড বালীগঞ্জ, কলিকাতা
”	” মণীন্দ্রনাথ ঘোষ	৭। ” জিতেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ৯০, কড়েয়া রোড বালীগঞ্জ, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত এন্ ঘোষাল স্কোয়ার কে, এন, ঘোষাল বিএল্, ভাগলপুর।
	”	শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ১৮।৪, অক্রূর দত্তের লেন।
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু	শ্রীরাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০। শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ কেরাণী জি, পি, ও, রেঙ্গুন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	”	১১। „ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭৯ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
”	”	১২। „ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৩ স্কটস্ লেন।
”	”	১৩। ” পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯, মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	”	১৪। „ যুগলকিশোর মিত্র বি এল্ উকীল, পুরুলিয়া।
”	”	১৫। „ জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল পুরুলিয়া।
”	”	১৬। „ ললিতচন্দ্র মিত্র বিএল্ উকীল, পুরুলিয়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৭। ,, ক্ষীরোদবিহারী সেন ৬০নং, মৃজাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	১৮। ,, খগেন্দ্রনাথবসু ৫নং নীলমাধব সেনের লেন।
,,	,,	১৯। ,, কান্তিভূষণ রায় ৬নং কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
,,	,,	২০। ,, প্রবোধচন্দ্র সরকার, জমিদার ৬৮, সাউথরোড, ইটালি।
শ্রীনিত্যানন্দ রায়	,,	২১। ,, ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় ৩০।৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ	,,	২২। ,, প্রিয়লাল ত্রিবেদী এম্ এ সব্ ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর।
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়	,,	২৩। ,, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩০, বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়েত	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	২৪। ,, অধরচন্দ্র কয়াল আমিড়া, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, বড়িষা, ২৪ পরগণা।
		২৫। ,, মহিমচন্দ্র হালদার বৈষ্ণপুর, ঘাটেশ্বর ২৪ পরগণা।
		২৬। ,, গিরিজাভূষণ মণ্ডল পাকলিয়া, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।
		২৭। ,, মন্মথনাথ মণ্ডল জমিদার, পাকলিয়া, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	২৮। ,, যোগেশচন্দ্র বসু, বিএল্ ৯।১, গোবিন্দসরকারের লেন।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	২৯। ,, অমরেন্দ্রনাথ রায় বেহালা, ২৪ পরগণা।
		৩০। ,, যোগেশচন্দ্র বসু ৯।১, গোবিন্দ সরকারের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩১। ,, গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী
		৩২। ,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু
		৩৩। ,, ব্রজেন্দ্রনাথ পাল

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী,	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩৪। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন
		৩৫। „ হরিদাস পালিত
		৩৬। „ গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
		৩৭। „ করমতুল্লা চৌধুরী
		৩৮। „ কামিনীমোহন বাগচী
		৩৯। „ সুরেন্দ্রকুমার সেন
		৪০। „ উমাকান্ত দাস
		৪১। „ গোপীনাথ কবিরাজ
		৪২। „ ঈশানচন্দ্র পাল চৌধুরী
		৪৮। „ হরচন্দ্র দাস
		৪৪। „ জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত
		৪৫। „ দীননাথ বাগচী
		৪৬। „ শ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
		৪৭। „ মৌলবী চয়েণ উদ্দীন
		৪৮। „ গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
		৪৯। „ ক্ষীরোদকুমার বসু
		৫০। „ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য
		৫১। „ ভৈরবগিরি গোস্বামী
		৫২। „ যোগেশচন্দ্র সেন
		৫৩। „ কালীপ্রসন্ন মৌলিক
		৫৪। „ রমণীকান্ত ভট্টাচার্য্য
		৫৫। „ কুঞ্জবিহারী বর্ম্মা
		৫৬। „ প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী
		৫৭। „ শরচ্চন্দ্র বসু
		৫৮। „ এ, এফ্, এম্, আবদুল আলী
		৫৯। „ রমেশচন্দ্র রায়
		৬০। „ বসন্তকুমার লাহিড়ী
		৬১। „ কেদারনাথ ঘোষ
		৬২। „ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ
		৬৩। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যবিনোদ
		৬৪। „ দুর্গাচরণ সেনগুপ্ত

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬৫। শ্রীযুক্ত সারদানাথ জানা
		৬৬। " প্রমথনাথ জানা
		৬৭। " সারদাপ্রসন্ন লাহিড়ী
		৬৮। " গোপালচন্দ্র ভাদুড়ী
		৬৯। " প্রিয়কান্ত বিদ্যারত্ন
		৭০। শরচ্চন্দ্র দাস
		৭১। " নৃত্যলাল সরকার
		৭২। " কাশীকান্ত মৈত্রেয়

রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল	১। শক্তি মুক্তি
" হরিপদ মুখোপাধ্যায়	২। গীতিকোচ্ছ্বাস
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	৩। শ্মশানে মিলন
" যতীন্দ্রমোহন সিংহ	৪। ধ্রুব-তারা
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস
" ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	৬। ভারত-ভ্রমণ
" শশাঙ্কমোহন সেন	৭। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে
" যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এম্, আর, এ, এস্,	৮। মণিমালা
" সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	৯। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ
" অক্ষয়কুমার বড়াল	১০। এষা
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	১১। পরিভাষা
কুমার " দেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন	১২। সার্ব্ব ধর্ম্ম
	১৩। জৈন তত্ত্বজ্ঞান এবং চরিত্র
	১৪। জিনেন্দ্র-মত-দর্পণ (হিন্দী)
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ	১৫। পুনরাগমন
	১৬। মিডিয়া
	১৭। খাঁজাহান

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন	১৮। আমার জীবন
,, সম্পাদক সুবর্ণ বণিক	১৯। আম পারা
	২০। পঞ্চ-গীতা
,, জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১। শিবসূত্র-বিমর্ষিণী
	২২। প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়ম্
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৩। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
	২৪। গৌরাঙ্গমঙ্গল
	২৫। সাধনা
	২৬। অনুসন্ধান
	২৭। শিক্ষা সমালোচনা
	২৮। গল্প'রা
ডাঃ ,, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি, সি আই ই	২৯। দেশী-নাম-মালা
	৩০। কুমারপাল-চরিত
	৩১। ইন্দ্রজাল-সংগ্রহ
	৩২। সুশ্রুত-সংহিতা
	৩৩। বজ্রচ্ছেদিকা
	৩৪। মাধব-নিদানম্
	৩৫। গরুড়-পুরাণ
	৩৬। শুক্রনীতি-সার
	৩৭। ব্যাকরণ মহাভাষ্য Vol. I
	৩৮। ,, ,, Vol II. P I
	৩৯। ,, ,, P. II
	৪০। ,, ,, P. III
	৪১। বিশ্ব-প্রকাশ
	৪২। অষ্টাধ্যায়ী Book I
	৪৩। ,, ,, IV
	৪৪। ,, ,, VII
	৪৫। ,, ,, VIII
	৪৬। প্রশস্ত-পাদ-ভাষ্য
	৪৭। বৈদ্যক-শব্দ-সিন্ধু
	৪৮। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ম্

উপহারদাতা	পুস্তক
ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি, সি আই ই	৪৯। সুশ্রুত সংহিতা
	৫০। সুখাবতী-বূ্যহ
	৫১। ধর্ম্ম-সংগ্রহ
,, খগেন্দ্রনাথ বসু	৫২। প্রভাবতী কাব্য
,, প্রিয়নাথ নন্দী	৫৩। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব
,, প্রমথনাথ বটব্যাল	৫৪। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ
	৫৫। আমি
,, সুশীল গোপাল বসু	৫৬। শোক ও শান্তি
,, প্রিয়দর্শন হালদার	৫৭। রচনা প্রণালী (১ম ও ২য় ভাগ)
	৫৮। ভারতবর্ষের ইতিহাস (শিশু-রঞ্জন)
	৫৯। ভগবতী দেবী
,, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	৬০। পিতৃ স্মৃতি

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "একটি বুদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। গত ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের ঐতিহাসিক প্রদর্শনীতে ভাগলপুরনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় প্রদর্শনার্থ দুইটি ধাতু নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রদান করেন। এই মূর্ত্তি দুইটির মধ্যে একটি দণ্ডায়মান ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। এইটি তাম্র-নির্ম্মিত কিন্তু স্বর্ণমণ্ডিত। ইহার পাদপীঠে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একটি খোদিত লিপি আছে, আর দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি পিত্তল-নির্ম্মিত ভূমি-স্পর্শ মুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটির তলদেশে একখানি পিত্তল-ফলকে ভৈক্ষুকী লিপিতে লিখিত একটি খোদিত লিপি আছে। এই দ্বিতীয় মূর্ত্তির খোদিত লিপিই রাখাল বাবুর বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তিনি এই খোদিত লিপির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন দ্বাবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক বেণ্ডল ইহার পাঠোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে অক্ষরে এই লিপি খোদিত অধ্যাপক বেণ্ডল তাহাকে "শরমাত্রিকা লিপি" নামে অভিহিত করেন; কিন্তু প্রসিদ্ধ মুসলমান পর্য্যটক আবু রিহান অল্‌বেরুণী এইরূপ লিপিকে ভৈক্ষুকী লিপি নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই প্রকার অক্ষরে খোদিত তিনটি প্রস্তর-লিপি ইতঃ-পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে একটি মগধে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদ-পীঠে আছে। ডাক্তার বেণ্ডল তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়টি কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত একটি জম্ভল মূর্ত্তির পাদপীঠে আছে। তৃতীয়টি মুঙ্গেরের অন্তর্গত উরেণ গ্রামের এক মূর্ত্তির পাদপীঠে আছে। প্রথমটির পাঠোদ্ধার করিয়া বেণ্ডল সাহেব প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। অপর দুইটির পাঠোদ্ধার-চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। রাখাল

বাবু এই গুলির সাহায্যে এই নবাবিষ্কৃত লিপিটির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ এইরূপ,—

(১) শ্রীধর্ম্ম বরপদেভ্যা (?)॥ শ্রীবুদ্ধ পৌত্র সংঘ-মা

(২)—লাদ (?) শ্রীরাণক যক্ষ পালিত পুত্র আহব ম

(৩) ল্লস্য দেয় ধর্ম্মোয়ং" ॥

ইহার অনুবাদ তিনি এইরূপ করিয়াছেন,—

শ্রীধর্ম্ম শ্রেষ্ঠের চরণে (নমস্কার), "শ্রীবুদ্ধ পৌত্র-সংঘশালা-প্রদাতা রাণক যক্ষ পালিতের পুত্র আহব মল্লের ধর্ম্মার্থ দান।

রাখালবাবু লিপির বিষয়গত ব্যাখায় বলিয়াছেন; "রাণক যক্ষ পালিত, তাঁহার পুত্র আহব মল্ল ও বুদ্ধ পুত্র সংঘ সম্বন্ধে এই খোদিত লিপি ব্যতীত অপর কোন কথাই অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

৫। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুথি-শালার প্রধান কর্ম্মচারী এবং পুথি সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল-নির্ণয়-নামক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত ১৩১৬ বঙ্গাব্দের শীত ঋতুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিমিত্ত পুথি-সংগ্রহের সময়ে বসন্ত বাবু এই পুথির সংবাদ প্রথম প্রাপ্ত হন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বসন্ত বাবু কর্তৃক উহা প্রদর্শিত হয়। পুথিখানির শেষাংশের কতকটা পাওয়া যায় নাই, কাজেই ইহাতে লিপিকাল কিছু লিখিত ছিল কি না তাহা জানা যায় নাই। পুথিখানি মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ এত দিন ইহার অস্তিত্বই কেহ জানিতেন না। এই পুথি-খানির অক্ষর-মালা আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সহিত সম্পূর্ণ মিলে না। ইহার অনেকানেক অক্ষর প্রাচীনলিপির বিভিন্ন কালের অক্ষর সদৃশ। এক্ষণে ইহার লিপিকাল নির্ণয় করিতে হইলে সেই সকল অক্ষর-সাদৃশ্য লইয়া বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এক সঙ্গে এই অক্ষর-মালা আলোচনা করিয়া এই আলোচ্য পুথিখানির অক্ষর-মালার আকৃতি ও তাহাদের বিশেষত্ব, তাহাদের মধ্যে কোন গুলির প্রাচীনকালের সম্পূর্ণ অবস্থায় অথবা অধিক বা অল্প মাত্রায় বিকৃত হইয়া আধুনিক-বঙ্গাক্ষরের পুষ্টির ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহারা যে সকল তাম্রশাসনের ও প্রাচীন কালের লিখিত গ্রন্থের অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই সকল সাদৃশ্যের বিশেষ বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতঃপর ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'বোধিচর্য্যাবতার' নামক গ্রন্থের পুথির কতকগুলি অক্ষরের সহিত এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথিখানির সেই সেই অক্ষরের অতি নৈকট্য দর্শনে রাখাল বাবু এবং বসন্তবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দের লিখিত বোধিচর্য্যাবতার পুথির অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই পুথিখানি লিখিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এই দুইখানি পুথির লিপিকালের ব্যবধান ২০।৩০ বর্ষের অধিক মনে হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষ

ভাগে আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। আলোচ্য পুথিখানিতে উ, জ, চ ও ধ-এর প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী রূপ, অ ক ও ড এর প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত, শ, হ প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক রূপের যুগপৎ একত্র সমাবেশ দেখিয়া, উহার লিখন ১৫শ শতাব্দীর অন্ত বা তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে সম্পাদিত হয়, নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। তাহার পর তাঁহারা উপসংহারে বলিয়াছেন,—বর্ত্তমানে চণ্ডীদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ধরা হয়। তাহা হইলে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই পুথিখানি "কবির স্বহস্ত লিখিত না হইলেও, তাঁহার জীবিতকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই এবং এই খানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা গ্রন্থ বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভৌমিক ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর প্রদত্ত কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত একটি জৈন মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের ধন্যবাদ করিলেন।

৭। তৎপরে সভাপতি মহাশয় সখারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, সতীশচন্দ্র সাহা এবং ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়গণের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং পরিষদের গঠন-কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, বিদ্যানিধি মহাশয় প্রথমে পরিষদের সংশ্রবে থাকিয়া, ইহার হিত-সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা বিষয়ে আলোচনার ভার পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর প্রদত্ত হউক।

৭। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহকারী সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি

১ম বিশেষ অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

৫ই পৌষ ১৩১৯

২০শে ডিসেম্বর ১৯১২

স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পরলোক গমনে শোক-প্রকাশ ও স্মৃতি-রক্ষার্থ এই বিশেষ অধিবেশন হয়।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহারাজ „ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

„ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

মহামহোপাধ্যায় „ পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ্ ডি

„ রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই

„ রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম্ এ

„ রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর

„ ডাক্তার শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ, ডি এল

„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস্

„ রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর

„ কুমার শোভেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

„ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

„ পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

„ মুরলীমোহন গোস্বামী

„ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

„ জলধর সেন

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

দুর্গাদাস ত্রিবেদী

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ,

„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

„ সতীশচন্দ্র মিত্র

„ খগেন্দ্রনাথ বসু

„ শ্যামাচরণ পাল

„ সূর্য্যকুমার ঘোষাল

„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ,

„ যতীন্দ্রমোহন রায়

„ ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, এম্ ডি

„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

„ নিত্যানন্দ রায়

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এম্ এ
„ ডাঃ বরদাকান্ত মজুমদার
„ ডাঃ সরোজনানাথ বৰ্দ্ধন এল্ এম্ এস্
„ রামরতন সরকার
„ ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাশ গুপ্ত
„ কবিরাজ যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত
„ অমলচন্দ্র সোম
„ সুধীরচন্দ্র সরকার
„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
„ পরমেশ মণ্ডল
„ সুরেন্দ্রনাথ সান্দ্যকী গোস্বামী
„ হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
„ আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
„ শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত
„ বামাচরণ বসু
„ গৌরহরি সেন
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিএ
„ বিহারীলাল সরকার
„ অমৃতলাল বসু
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ শ্যামাচরণ সরকার
„ সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
„ চারুচন্দ্র বসু
„ মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র কবিবর
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ বাণীনাথ নন্দী
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়
„ কবিরাজ বঙ্কবিহারী রায়
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
„ সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
„ পশুপতিনাথ সান্যাল
„ সতীন্দ্রমোহন রায়
„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী
„ প্রবোধচন্দ্র দে
„ গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী
„ অভয়চরণ দাস
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ মনোমোহন রায়
„ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক)
„ „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ কবিরাজ দুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্. এ বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় বলেন যে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর বিদ্বান ও সাহসী ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধাদিতে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় আছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ঘটনাক্রমে এক বৃক্ষে দুই শাখার ন্যায় সাহিত্য-পরিষদেরও দুই শাখা হইয়াছে

সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভা। পরিষদের প্রতি রাজা-বাহাদুরের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও উপযুক্তরূপে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা পরিষদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

তৎপরে সার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্য-সেবী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য ও বঙ্গভাষার যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে অপনোদিত হইবে না। রাজা-বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ব্যথিত-হৃদয়ে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থাপন কালে সার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, শোক তর্ক মানে না, দুঃখ মানে না, যখন আসিবার কারণ উপস্থিত হয়, তখন আপনা হইতেই আসে। যে দিন রাজা-বাহাদুরের মৃত্যু হয় সে দিন পরিষদের অধিবেশন ছিল; কিন্তু এই শোক-সংবাদে সে দিনকার অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। রাজা অনেক সৎকর্ম্মের আদর্শ ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধে ধীর-বুদ্ধি ও গভীর-গবেষণা এবং নানা-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত রাজা-বাহাদুরের স্নেহ পরিষদের প্রতি বর্ত্তমান ছিল। রাজা-বাহাদুর ক্রোরপতি ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে আমরা সাধু পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সাধুর পক্ষে দুঃখ ও সুখ উভয়ই সমান। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা এই জন্য বিশেষভাবে দুঃখিত যে, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেশের ও সাহিত্যের আরও অনেক হিত-সাধন করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাব সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর বলেন যে, আমি এই প্রস্তাব সমর্থনে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেছি। সাহিত্য-পরিষৎ-স্থাপনের কিছু দিন পরে রাজা-বাহাদুরের সহিত আমার পরিচয় হয় ও মৃত্যু-পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য ছিল। পরিষদের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। যখন শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে পরিষদের চলিয়া আসার প্রস্তাব হয়, তখন রাজা-বাহাদুর কলিকাতাতে ছিলেন না। তিনি ব্যক্তিগত ক্ষমতাদ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার জন্য চেষ্টা করার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন; কারণ, তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ করিলে যদিও তিনি জয়লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু মতদ্বৈধ অন্তর্হিত হইত না। তিনি বিশেষ-ভাবে সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং সেই জন্য পরিষদের চলিয়া আসিবার পর সাহিত্য-সভা স্থাপন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ স্বভাবাপন্ন ও অত্যন্ত ক্ষমা-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার শোক-প্রকাশের জন্য যদি এই সভা আহূত না হইত, তবে আমি পরিষদের ব্যবস্থাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতাম।

তৎপরে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার রায় মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার অনুমোদন-কল্পে বলিলেন যে, আমি রাজা-বাহাদুরকে আজ ২৫ বৎসর হইতে জানি। তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-সম্বন্ধে মতের অমিল থাকিলেও আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব অনুমাত্রও কম ছিল না। তিনি সর্ব্বদা একাগ্র-ভাবে সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ও তাঁহার নানা-বিষয়িণী অভিজ্ঞতা ছিল।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদনে বলিলেন যে, রাজা-বাহাদুর দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে যে ভাবে সমাদর করিতেন, তেমন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভিতর কি আছে, তাহা জানিবার চেষ্টা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজ তাঁহার অকাল-মরণের জন্য বিশেষ-ভাবে ব্যথিত।

অতঃপর উপস্থিত সভ্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, ইহা গৃহীত হইল।

তৎপরে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন, "রাজা-বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শোক-সন্তপ্ত রাজপরি-বারের সহিত গভীর ও অকৃত্রিম সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং এই সমবেদনাসূচক প্রস্তাবের প্রতিলিপি সভাপতি মহাশয়কর্তৃক সাক্ষরিত হইয়া কুমার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বি এ বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

এই প্রস্তাবের প্রস্তাবনা-কল্পে তিনি বলিলেন যে, রাজা-বাহাদুরের মৃত্যুতে সমাজ বিশেষ-ভাবে ব্যথিত। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সমাদর করিতে জানিতেন এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি সাহিত্য সভাতে সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অত্যন্ত অসময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই প্রস্তাব সমর্থনকালে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, সাহিত্য ও কলা-বিদ্যা রাজার সাহায্য ব্যতীত থাকিতে পারে না। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত, কালীপ্রসন্ন এবং বিনয়কৃষ্ণকে কমলার বরপুত্রগণের মধ্যে বাণীর সেবায় বিশেষভাবে অগ্রণী দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতিরও তাঁহার নিকট যথেষ্ট ও যথোচিত আদর ছিল।

তৎপরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, রাজা-বাহাদুরের সহিত আমার ১৫।১৬ বৎসর হইতে জানা আছে। রাজা-বাহাদুরের ন্যায় শিষ্টাচারী ও নির্ম্মল-চরিত্র লোক অল্পই দেখা যায়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার অকালে মৃত্যু-জন্য বিশেষ দুঃখিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলেন যে, রাজা-বাহাদুর বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যামোদী ছিলেন। আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে যে সমস্ত ধনী সাহিত্যের উৎসাহদাতা তাঁহারা সমাজ ও দেশের মঙ্গলকারী। এরূপ ধনী দেশে অনেক আছেন, কিন্তু বিনয়কৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে অতি প্রধান ছিলেন। তিনি পরিষদের স্থাপয়িতা; সুতরাং পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

উপস্থিত সভ্যগণের অনুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে কাসিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, "স্বর্গীয় রাজা-বাহাদুরের স্মৃতির সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। যাহাতে পরিষৎ-মন্দিরে রাজা-বাহাদুরের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে রক্ষিত হইতে পারে, তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হউক। সমিতি আবশ্যক মত সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।"

মহারাজ-বাহাদুর এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন, অদ্য সকলেই শোকে অভিভূত। স্বর্গীয় রাজা-বাহাদুরের স্মৃতি-রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, যদি আমাদের শোক-প্রকাশ প্রকৃতভাবে হইয়া থাকে, তবে রাজা-বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য বেশী চেষ্টা করিতে হইবে না। তাঁহার সহিত গল্প করিলে কথনও বুঝা যাইত না যে, একজন ধনী লোকের সহিত কথা বলিতেছি। রাজার বাড়ীতে গেলে বুঝা যাইত না যে, একজন ধনী লোকের বাড়ীতে আসিয়াছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থনকালে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন; এই প্রবন্ধ আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, রাজা বাহাদুরকে তিনি ৩০ বৎসর ধরিয়া জানেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের মূলে আন্তরিকতা ও একাগ্রতা বিরাজিত ছিল। তাঁহার পবিত্র চরিত্র আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় ও একজন মুসলমান ছাত্রসভ্য (উর্দ্দূ ভাষাতে) এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বরিশাল-শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে এই সভার উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

স্মৃতি রক্ষা-সমিতি।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র—সভাপতি

মহারাজ সার্	,,	প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর
মহারাজ	,,	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
,,	,,	গিরিজানাথ রায় ,,
,,	,,	রণজিৎ সিংহ ,,
রাজা	,,	যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ,,
,,	,,	জগৎকিশোর আচার্য্যচৌধুরী
,,	,,	প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
মহারাজ-কুমার	,,	শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
সার্		গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাননীয় বিচারপতি	শ্রীযুক্ত	আশুতোষ চৌধুরী
,,	,,	নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
কুমার	,,	শরৎকুমার রায়
	,,	ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
	,,	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	,,	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
কবিরাজ	,,	হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন
	,,	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
	,,	নগেন্দ্রনাথ বসু
মহামহোপাধ্যায়	,,	ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
রায় বাহাদুর	,,	ডাক্তার চুনিলাল বসু
	,,	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক)

মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারী আনন্দদেব বাহাদুর তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সভাপতি

ঊনবিংশ বার্ষিক—ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৭ই পৌষ, ২২শে ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি)

রাজা „ জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ বিহারীলাল সরকার
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিপিনচন্দ্র পাল
„ জলধর সেন
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ অক্ষয়কুমার বড়াল
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ গৌরহরি সেন
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়
„ কিশোরীমোহন পাল
„ কৃষ্ণচন্দ্র দেব
„ লোকেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
„ সতীশচন্দ্র সেন
„ বিমলচন্দ্র বসু
„ মন্মথনাথ দে
„ বীরেশ্বর সেন
„ যশোদালাল পালচৌধুরী
„ পুলিনবিহারী তালুকদার
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
„ বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শশিভূষণ ঘোষ
„ হিমাংশুশেখর রায়গুপ্ত
„ সত্যচরণ বসু
„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী
„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন
„ সুরেশচন্দ্র সেন
„ মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
„ শ্যামাচরণ সরকার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
„ সুরেশচন্দ্র চৌধুরী
„ চন্দ্রভূষণ বসুবর্ম্মা
„ উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক
„ উপেন্দ্রনাথ সেন
„ হরমোহন দে
„ হরিদাস লাহা
„ নিতাইচরণ রায়
„ পান্নালাল মল্লিক
„ নিত্যানন্দ রায়
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ শচীন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে	শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস
,, আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ	,, কৃষ্ণদাস মল্লিক
,, জগন্নাথ সেন	,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
,, চিত্তসুখ সান্যাল	,, নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়
,, বাণীনাথ নন্দী	,, শ্রীশচন্দ্র বসু
,, নৃসিংহপদ দত্ত	,, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, জগদীশচন্দ্র সেন	,, রামকমল সিংহ
ডাঃ ,, সুরেন্দ্রনাথ সেন	,, বিনোদবিহারী গুপ্ত
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	,, সতীশচন্দ্র মিত্র
,, প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার	,, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
,, সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	,, নিরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, গীষ্পতি রায়	,, কুশেন্দ্রলাল সেন
,, হারাণচন্দ্র সিংহ	,, ভুবনমোহন মিত্র
ডাঃ ,, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
	,, ভোলানাথ কোঁচ

,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীকণ্ঠ (সম্পাদক)

,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ,
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,
কবিরাজ ,, দুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী
} সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বিএ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, গত দুইটি অধিবেশ-নের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত,	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীযুক্ত বিক্রমকুমার বসু ২২৯নং অপার সারকুলার রোড
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২। ,, অনন্তকুমার দাশগুপ্ত
,,	,,	৩। ,, প্রিয়নাথ রক্ষিত
,,	,,	৪। ,, বরদাকান্ত গাঙ্গুলী
,,	,,	৫। ,, বিমলাচরণ সেনগুপ্ত

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার
,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	,,	৭। ,, নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (রঙ্গপুর শাখা)
,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮। ,, পণ্ডিত সদানন্দ স্মৃতিরত্ন শ্রীমণ্ডপ, মথুরাপুর, ২৪ পর,
		৯। ,, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম্ এ, পিএচ্ ডি
		১০। ,, কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ
		১১। ,, মনোরঞ্জন সিংহ
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত		১২। ,, সাক্ষীগোপাল বড়াল ৯।১, সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট
		১৩। ,, প্রবোধচন্দ্র দে ২৭।১, বীডন রো
		১৪। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ ২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায় লেন
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	,, রামকমল সিংহ	১৫। ,, নকড়ি রায় গুপ্ত সব-পোষ্টমাষ্টার, ওয়াটগঞ্জ
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৬। ,, অক্ষয়কুমার বসু ১১৭, অক্ষয়কুমার বসু লেন

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,—	১। চারু ও হারু (সচিত্র)
,, প্রবোধচন্দ্র দে এফ্, আর, এইচ, এস্	২। পশুখাদ্য
	৩। আয়ুর্ব্বেদীয় চা
	৪। কার্পাস-কথা
	৫। গোলাপ-বাড়ী
	৬। ফলকর
	৭। ভূমিকর্ষণ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে এম্, আর, এইচ, এস্	৮। মালঞ্চ
	৯। মৃত্তিকা-তত্ত্ব
	১০। কৃষিক্ষেত্র
,, বসন্তরঞ্জন রায়	১১। শ্রীরাধা-প্রেমামৃত
,, গোবিন্দলাল দত্ত	১২। মর্ম্মভেদী

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয় "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। মহাকবি কালিদাসের এই নাট্য-কাব্যের আলোচনায় সুরেশবাবু বলেন যে, সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা থাকিলেও যেমন তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত জানা যায় না, সেইরূপ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবির জীবন-বৃত্তান্তও অজ্ঞাত রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার কাব্যখানি হইতে নানারূপ আভ্যন্তরীণ প্রমাণদ্বারা তিনটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানিবার ইচ্ছা সকলেরই হয় বলিয়া এ সম্বন্ধে নানা গবেষণা চলিতেছে। প্রথম, কালিদাসের সময় নিরূপণ অর্থাৎ তিনি কোন শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং কোন দেশে জন্ম-পরিগ্রহদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, কোন্ কোন্ কাব্য গ্রন্থগুলি নিঃসংশয়িত ভাবে কালিদাসের লিখিত এবং সেগুলির মধ্যে কোন্‌টির পর কোন্‌টি লেখা। তৃতীয়, মহাকবির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিবরণ জানিবার চেষ্টা।

কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" হইতে লেখক দেখাইয়াছেন যে, মহাকবি ঐতিহাসিক পুষ্পমিত্র এবং অগ্নিমিত্রের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বলেন সম্ভবতঃ "ঋতু-সংহার" তাঁহার সর্ব্ব প্রথম লেখা। তাহার পর "মালাবিকাগ্নি-মিত্র" তৎপরে "বিক্রমোর্ব্বশী" লিখিয়াছেন। তৎপরে "মেঘদূত", "কুমার-সম্ভব" এবং এ গুলির পরে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" লিখিত। "রঘু-বংশ" কবির সর্ব্ব শেষ লেখা। কালিদাসের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোনও কথা প্রবন্ধকার বলিতে পারেন না; তবে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষত্ব জানিবার পক্ষে তাঁহার কাব্যগুলি প্রমাণরূপে গ্রহণের কথায় লেখক বলেন যে, কবি উদ্ভিদাদি জড়-জগতে একটা নূতন চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন এবং মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত তাহারা সম্পূর্ণ জড়িত বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা "মালবিকাগ্নিমিত্র" ও "বিক্রমোর্ব্বশীতে" পরিস্ফুট। লেখক এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনায় দেখাইলেন যে, "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটক কালিদাসের মহীয়সী প্রতিভার একটি নব প্রস্ফুটিত কুসুম।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, অধুনা কাব্যাদির আলোচনায় প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতির অনুসৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না। রস বা ভাবের অভিব্যক্তি শ্রোতৃভেদে পৃথক্ হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় ভাব লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাহাতে অন্যান্য লোকের অভিমত প্রকাশ করা ঠিক হয় না। অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে "মালবিকাগ্নিমিত্র" প্রথম শ্রেণীর কাব্য।